হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

নাডা দ্য লিলি

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেখক পরিচিতি

ইংল্যাণ্ডের নরফোকে জন্মগ্রহণ করেন স্যর হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, ১৮৫৬ সালের ২২ জুন তারিখে। দশ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ভাল কোনও স্কুল-কলেজে পড়ার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। মাত্র উনিশ বছর বয়সে নেটাল সরকারের চাকরি নিয়ে চলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। ছ'বছর ওখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন ইংল্যাণ্ডে, আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া শুরু করেন, পাশাপাশি মনোনিবেশ করেন লেখালেখিতে। ফলে পৃথিবী পায় ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখকদের একজনকে। একের পর এক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি উপহার দিতে থাকেন পাঠকদের জন্য। চাকরিসূত্রে আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন হ্যাগার্ড, সেসব অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর বইগুলোর প্রধান উপজীব্য।

হ্যাগার্ডের বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে *কিং সলোমন'স্ মাইনস্*, *শী*, *রিটার্ন* অভ *শী*, *অ্যালান কোয়াটারমেইন* এবং *দ্য পিপল* অভ *দ্য মিস্ট* অন্যতম। টগবগে উত্তেজনায় ভরা বইগুলো পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠার উপায় থাকে না। ভাইয়ের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন হ্যাগার্ড—*ট্রেজার আইল্যাণ্ড*-এর চেয়ে রোমাঞ্চকর বই লেখার ক্ষমতা তাঁর আছে, এবং *কিং সলোমন'স্ মাইনস্* লিখে সত্যিই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সেটা। বইটি প্রকাশ পাবার পর

www.BanglaBook.org

রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে *মন্টেজুমা'স্ ডটার*, *মর্নিং স্টার*, *পার্ল মেইডেন*, *দ্য ব্রেদ্রেন*, *অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার*, ইত্যাদি।

নানা সময় নানা রকম পেশায় জড়িত ছিলেন হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, রাজনীতির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ১৯১২ সালে স্যর উপাধি পান। ১৯২৫ সালের ১৪ মে পরলোকগমন করেন এই কালজয়ী সাহিত্যিক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রারম্ভ

শীতকাল। জুলু-যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগের কথা।

নেটালের দুর্গম পথ ধরে প্রিটোরিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে এক শ্বেতাঙ্গ যুবক। তার নাম জানার প্রয়োজন নেই, কারণ যে-কাহিনি আপনাদের শোনাতে চলেছি, তাতে এই যুবকের কোনও ভূমিকা নেই। মালপত্রে বোঝাই ষাঁড়ে-টানা দুটো ওয়্যাগন রয়েছে যুবকের সঙ্গে, প্রিটোরিয়ায় পৌঁছে দেবে। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে, ওয়্যাগন টানতে থাকা ষাঁড়গুলোর জন্য তাজা ঘাস নেই কোথাও, রাস্তার অবস্থাও সুবিধের নয়... ফলে যাত্রাটা কঠিন হয়ে উঠছে ক্রমেই। তবে শীতকালে মালামাল পরিবহনের ভাড়া বেশ চড়া, পথিমধ্যে কোনও ষাঁড় মারা গেলে তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে অনায়াসে; তাই সমস্ত ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে সে।

স্ট্যাঙ্গার নামে ছোট্ট এক শহর পর্যন্ত মোটামুটি সহজেই এগোনো গেল, এককালে ওটা পরিচিত ছিল ডুগুযা হিসেবে—জুলুদের প্রথম রাজা শাকা-র আবাসস্থল, কেটেওয়ায়োর চাচা ছিলেন তিনি। ওখান থেকে রওনা হবার পরের রাতে খারাপ হয়ে গেল আবহাওয়া—কনকনে বাতাস বইতে শুরু করল, আকাশ ঢেকে গেল ধূসর মেঘে, তার আড়ালে হারিয়ে গেল তারার দল।

তুষারপাতের পূর্ব-লক্ষণ, মনে মনে ভাবল যুবক। তার বাড়ি

www.BanglaBook.org

স্কটল্যাণ্ডে তুষার নামার আগে এমনই হয় আকাশের চেহারা। পরক্ষণে মনে পড়ল, গত কয়েক বছরে নেটালে কোনও তুষারপাত হয়নি। হয়তো ঝড়-টড় আসবে। রাতের মত যাত্রাবিরতি নিল সে। চটপট কিছু মুখে দিয়ে বড় ওয়্যাগনটার পিছনে উঠে পড়ল ঘুমানোর জন্য।

গভীর রাতে ঠাণ্ডার প্রকোপ আর ষাঁড়গুলোর গোঙানির আওয়াজে জেগে উঠল সে। ওয়্যাগনের পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিতেই দেখল, বরফের চাদরে ঢেকে গেছে প্রকৃতি, যেদিকে তাকায় শুধু সাদা আর সাদা। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে এখনও নামছে তুষার, ক্রমেই পুরু হচ্ছে বরফের স্তর।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে এক লাফে ওয়্যাগন থেকে নেমে পড়ল যুবক। ওয়্যাগনের তলায় দলা পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে কালো ভৃত্যের দল, হাঁকডাক শুরু করে দিল তাদের উদ্দেশে। গায়ে কম্বল জড়িয়ে গুটিসুটি ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে শুরু করল ভৃত্যরা।

'তাড়াতাড়ি বেরোও... তাড়াতাড়ি!' চেঁচিয়ে চলল শ্বেতাঙ্গ যুবক। 'ঠাণ্ডায় মরতে বসেছে ষাঁড়গুলো। বাঁধন খোলো ওদের, ওয়্যাগনগুলোর মাঝখানে নিয়ে এসো। বাতাসের ঝাপটা তা হলে কম লাগবে ওদের গায়ে।'

এতক্ষণে টনক নড়ল ভৃত্যদের। ছোটাছুটি করে মনিবের হুকুম তামিল করল। তবে কাজটা সহজ হলো না। ঠাণ্ডায় হাত-পা অসাড় হবার জোগাড়। সে-কষ্ট অগ্রাহ্য করে ষাঁড়গুলোর বাঁধন খোলা হলো, বাতাসের দিকে পাশ ফিরিয়ে পাশাপাশি আনা হলো ওয়্যাগনদুটো, তার মাঝখানে গাদাগাদি করে নিয়ে আসা হলো অবলা জন্তুগুলোকে। সবশেষে ওয়্যাগনের পিছনে উঠে পড়ল সবাই—সামনেরটায় শ্বেতাঙ্গ যুবক, পিছনেরটায় ভৃত্যের দল। শীতের ছোবলে করুণ দশা সবার, ঘুমানো সম্ভব নয়। কম্বলমুড়ি দিয়ে, সেইসঙ্গে স্থানীয় মদে গলা ভিজিয়ে শরীর গরম রাখার ব্যর্থ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেষ্টা চালিয়ে গেল ওরা।

অনেকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। আওয়াজ বলতে বাতাসের শনশনানি আর ষাঁড়গুলোর গোঙানি, আর কিছু না। ক্রমেই দুশ্চিন্তা বেড়ে চলল যুবকের। এভাবে তুষারপাত হতে থাকলে মারা যাবে সবগুলো ষাঁড়, ওয়্যাগন নিয়ে বিজন প্রান্তরে আটকা পড়ে যাবে সে।

হঠাৎ ঝাঁকি খেলো ওয়্যাগন। শোনা গেল ষাঁড়গুলোর উন্মত্ত চিৎকার আর খুরের আওয়াজ। পর্দা ফাঁক করে আবারও বাইরে তাকাল যুবক। যা ভেবেছে তা-ই, ভীত-চকিত জানোয়ারগুলো পাগল হয়ে গেছে, আশ্রয় ছেড়ে ছুটতে শুরু করেছে দিগ্বিদিক। চোখের পলকে রাতের আঁধারে হারিয়ে গেল ওগুলো। এ-মুহূর্তে কিছুই করবার নেই, শুধু সকাল হবার প্রতীক্ষা।

যেন অনন্তকাল পরে ফুটল ভোরের আলো। তুষারপাত কমে এসেছে, কিন্তু থামেনি পুরোপুরি। আশপাশে ভালমত খোঁজা হলো, তবে একটা ষাঁড়ও পাওয়া গেল না। ওগুলো কোন্‌দিকে গেছে, তা-ও বোঝা সম্ভব হলো না। তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে সমস্ত পায়ের ছাপ।

শেষ পর্যন্ত ভৃত্যদের একত্র করে পরামর্শ চাইল শ্বেতাঙ্গ যুবক। জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায়?'

একেকজন একেক বুদ্ধি দিল, তবে সেগুলোর সারমর্ম একটাই—তুষার না গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

'তার আগেই আমরা ঠাণ্ডায় মারা পড়ব, বোকার দল!' রাগী গলায় বলল যুবক। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে তার। হারানো ষাঁড়গুলোর দাম সব মিলিয়ে প্রায় চারশো পাউণ্ড—এ ক্ষতি সহজে পোষানো যাবে না।

সামনের ওয়্যাগনের চালক এক মাঝবয়েসী জুলু, এতক্ষণ কথা বলেনি সে, এবার মুখ খুলল। বলল, 'শান্ত হোন, মালিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগারাগি করে লাভ নেই। ষাঁড়গুলো কোথায় গেছে, তা আমাদের কারও পক্ষে এ-মুহূর্তে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তবে ওইদিকে একটা বাড়ি আছে...' আঙুল তুলে দিগন্তের দিকে ইশারা করল সে। আবছাভাবে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে সেদিকে। 'বুড়ো এক জুলু ওঝা বাস করে ওখানে। তার নাম যুয়িটি। মহাজ্ঞানী সে। যদি রাজি থাকেন তো ওখানে যেতে পারি আমরা। একমাত্র সে-ই দিতে পারবে ষাঁড়গুলোর সন্ধান।'

'মহাজ্ঞানী ওঝা?' মুখ বাঁকাল শ্বেতাঙ্গ যুবক। 'যত্তোসব!' জুলুদের কুসংস্কারে মোটেই বিশ্বাস করে না সে। পরক্ষণে ভেবে দেখল, পরামর্শটা একেবারে মন্দ নয়। খোলা প্রান্তরে পড়ে থাকার চেয়ে ওঝার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলে ক্ষতি কী? আর কিছু না হোক, অন্তত ঠাণ্ডার হাত থেকে তো বাঁচা যাবে! কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'বেশ, ওখানেই যাব আমরা। এক বোতল মদ নাও, আর কিছু উপহার। দেখি, তোমার ওই ওঝার জ্ঞানের দৌড় কতখানি।'

ঘণ্টাখানেক লাগল যুয়িটির কুঁড়েঘরের সামনে পৌঁছুতে। জুলু ওয়্যাগনচালকের ডাক শুনে আস্তে আস্তে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বুড়ো ওঝা। হাড় জিরজিরে শরীর, গায়ে মাংস বলতে কিছু নেই, হাঁটছে কুঁজো হয়ে। বয়স কত বোঝা গেল না—পঞ্চাশ হতে পারে, আবার একশো হওয়াও বিচিত্র নয়।

কাউকে কিছু বলবার সুযোগ দিল না যুয়িটি। শ্বেতাঙ্গ যুবকের দিকে তাকিয়ে খনখনে গলায় বলল, 'কেন এসেছ এখানে, বাবা? তুমি তো আমার ক্ষমতায় বিশ্বাস করো না, তা হলে কেন এসেছ আমার সাহায্য চাইতে? হারানো ষাঁড়গুলো কোথায় গেছে, সেটাই জানতে এসেছ তুমি, তাই না?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল যুবকের। ব্যাটা সত্যি সত্যি জাদু জানে নাকি? কী করে বুঝল?

www.BanglaBook.org

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল বুড়ো ওঝার। বলল, 'অবিশ্বাসীদের সাহায্য করা উচিত নয়, তবে আমি করব। তোমাকে দেখিয়ে দেব, জুলু ওঝাদের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। কাছে এসো। আমার চোখের জ্যোতি কমে গেছে, দূরের জিনিস ঠিকমত দেখতে পাই না। কানেও কম শুনি।'

কয়েক পা এগিয়ে যুয়িটির মুখোমুখি দাঁড়াল যুবক। চুপচাপ কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ওঝা, কী যেন বোঝার চেষ্টা করল। একটু বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল, 'একটা খামার আছে তোমার, বাবা... তাই না? পাইনগাছে ঘেরা একটা শহরের কাছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। তোমার খামারের কাছে আরেকটা খামার আছে, ডান হাতে চার আঙুল-অলা এক বোয়া সেটার মালিক। তোমার খামার থেকে এক ঘণ্টা লাগে সেখানে যেতে। ওই খামারের যেখানটায় মিমোসা গাছের জঙ্গল, তার পিছনে রয়েছে একটা গিরিখাত। সেই গিরিখাতের ভিতরে পাওয়া যাবে তোমার সবগুলো ষাঁড়—ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে ওরা... তিনটা বাদে। একটা কালো, একটা ডোরাকাটা আর একটা এক-শিঙঅলা লাল ষাঁড় মারা গেছে পথে। যাও, এখুনি তোমার লোক পাঠাও... যেতে পাঁচ দিন লাগবে পায়ে হেঁটে। দেরি কোরো না।'

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল শ্বেতাঙ্গ যুবক। মদের বোতল আর উপহারসামগ্রী বাড়িয়ে ধরল ওঝার দিকে।

'এসব কী?' এক পা পিছিয়ে গেল যুয়িটি। 'না, না, আমাকে কিছু দিতে হবে না। কোনও কিছু পাবার আশায় আমি মানুষকে সাহায্য করি না। তার প্রয়োজন নেই। আমি এমনিতেই ধনী।'

বৃদ্ধ ওঝার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, যা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হলো না যুবকটির পক্ষে। তখুনি ভৃত্যদের রওনা করিয়ে দিল তার প্রতিবেশী সেই বোয়ার খামারের পথে। বলে রাখা ভাল, এগারো দিনের মাথায় ভৃত্যরা সত্যিই তার সবগুলো ষাঁড় নিয়ে ফিরে এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-ক'টা দিন যুয়িটির আমন্ত্রণে তার কুঁড়েতেই রয়ে গেল যুবক। সময় কাটাবার জন্য প্রতিদিন বিকেলে কুঁড়েঘরের সামনে গল্প করতে বসে ওরা, গভীর রাত অবধি একে অন্যকে নিজের জীবনের গল্প শোনায়।

তৃতীয় দিনের মাথায় যুয়িটিকে নিজের কৌতূহলের কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না যুবক। বৃদ্ধ ওঝার বাম হাতটা শুকিয়ে হাড্ডিসার, সাদা... যেন ঝলসে গিয়েছিল কোনোকালে। কী করে হাতটার এ-দশা হলো, জানতে চাইল সে। তা ছাড়া আনমনে বৃদ্ধকে দুটো নাম কয়েকবার বলতে শুনেছে—আমস্লোপোগাস আর নাডা; এদের পরিচয় জানারও আগ্রহ প্রকাশ করল সে। এই প্রশ্নদুটোই যেন খুলে দিল গল্পের ঝাঁপি, যুয়িটির মুখ থেকে বের করে আনল এক মর্মস্পর্শী কাহিনি, যা পাঠক খুব শীঘ্রি পড়তে শুরু করবেন। দীর্ঘ সেই কাহিনি শোনাতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগেছে তার, কিন্তু ওটার সমাপ্তি না শোনা পর্যন্ত ওখান থেকে বিদায় নিতে পারেনি যুবক।

কী নেই সেই কাহিনিতে? হাসি, কান্না, আনন্দ, উত্তেজনা... বলতে বলতে কখনও হেসেছে যুয়িটি, কখনও কেঁদেছে, কখনও বা রাগে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। সেইসব আবেগ ছাপার অক্ষরে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়; সম্ভব নয় পুরো কাহিনির খুঁটিনাটি সবকিছু মনে রাখাও। তারপরেও শ্বেতাঙ্গ যুবকটি সভ্যজগতে ফেরার পর যতটুকু পারে স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে সব। এবার সেটা উপস্থাপন করা হচ্ছে পৃথিবীর সামনে, সাধারণ মানুষের বিচার-বিবেচনার জন্য।

শ্বেতাঙ্গ যুবকটির ভূমিকা এখানেই শেষ। এবার তা হলে চলুন, যুয়িটির জবানিতে... যার আরেকটি নাম আছে... শোনা যাক সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এক

বালক শাকা-র ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা, আমার কাছে তুমি শুনতে চাইছ আমস্লোপোগাসের যৌবনের কাহিনি। ভয়ঙ্কর এক মরণ-কুঠার ছিল তার অস্ত্র, তাকে লোকে ডাকত বুলালিয়ো বা কসাই বলে। কিন্তু তার বুকে ছিল ভালবাসা... নাডা নামের এক পদ্মকুমারীর জন্য। ও ছিল জুলুদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। তবে এই গল্প অনেক দীর্ঘ, পুরোটা শোনার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে; সেইসঙ্গে শক্ত করতে হবে হৃদয়। কারণ এর সঙ্গে মিশে আছে দুঃখ... এর সঙ্গে মিশে আছে অবর্ণনীয় কষ্ট। আজও নাডার কথা ভাবলে আমার বৃদ্ধ দু'চোখ থেকে বেরিয়ে আসে অশ্রু।

আমার সত্যিকার পরিচয় তুমি জানো না, বাবা। তুমি আমাকে দেখছ বুড়ো এক ওঝা হিসেবে, যার নাম যুয়িটি। কিন্তু বহু বছর আগে আরেকটি নামে পরিচিত ছিলাম আমি, এখন আর তা কেউ জানে না। বলিনি কাউকে, কারণ অতীত কারও পিছু ছাড়ে না... যত দিনই যাক, আমার সত্যিকার পরিচয় ফাঁস হলে কেউ না কেউ প্রতিশোধ নেবার জন্য ছুটে আসবে।

আমার হাতের দিকে তাকাও, বাবা। এখন হাতদুটো শীর্ণ, প্রাণহীন... কিন্তু এককালে এগুলোই ছিল পেশিবহুল, এর শিরা-উপশিরায় বইত টগবগে রক্ত। এ-হাতে লেগে রয়েছে দু-দু'জন

www.BanglaBook.org

রাজার রক্ত। বিশ্বাস করছ না? তা হলে কাছে এসো, কানে কানে বলি, আমার সত্যিকার নাম মোপো। কী, চমকে উঠলে? হ্যাঁ, আমি সেই মোপো, যার হাতে খুন হয়েছে রাজা শাকা। রাজপুত্র ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা-র সঙ্গে মিলে আমিই মেরেছি তাকে। শাকার গায়ের প্রাণসংহারী ক্ষতটা তৈরি হয়েছিল আমারই আঘাত থেকে। সেই ক্ষত দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল তার প্রাণ। আর হ্যাঁ, ডিঙ্গানকেও পরে আমিই মেরেছি... তবে তখন আমি একা ছিলাম না, আমার সঙ্গে একজন সঙ্গী ছিল।

লোকে বলে টোঙ্গালা উপত্যকায় মারা গেছে ডিঙ্গান, তুমিও হয়তো তা-ই শুনেছ। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। সে আসলে মারা গেছে প্রেত-পর্বতে। আমি আর আমার সঙ্গী তাকে ধাওয়া করে নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে, হত্যা করেছিলাম। তখন শরীরে শক্তি ছিল আমার, আর ছিল বুকে প্রতিহিংসার আগুন। দিন-রাত তাড়া করে বেরিয়েছি শয়তানটাকে, তাকে খতম না করে থামিনি। আহ্‌, কী ছিল সেইসব দিন!

ভাবছ এসব কেন বলছি তোমাকে? এর সঙ্গে আমস্লোপোগাস আর পদ্মকুমারী নাডার প্রেম-কাহিনির কী সম্পর্ক? তা হলে শোনো, আমস্লোপোগাসের মা বালেকা ছিল আমার বোন; তা ছাড়া ডিঙ্গান খুন করেছিল আমার মেয়েকে... তাই প্রতিশোধ নিয়েছিলাম আমি। সে-কাজে আমার সঙ্গী হয়েছিল আমস্লোপোগাস। ও-ও প্রতিশোধ নিয়েছিল আমার মেয়ের হয়ে... নাডার হয়ে। হ্যাঁ, নাডা আমারই মেয়ে ছিল।

এ-গল্পে অনেক বিখ্যাত-কুখ্যাত মানুষের নাম শুনবে তুমি, তাদের কেউই এখন আর বেঁচে নেই। সাদা মানুষেরা যেসব ইতিহাস লিখেছে, তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিলবে না আমার বক্তব্য; কিন্তু জেনে রেখো, এক বর্ণ মিথ্যে বলব না আমি। তুমি বই পড়েছ, কিন্তু আমি সবকিছুর চাক্ষুষ সাক্ষী। জুলুল্যাণ্ডের

www.BanglaBook.org

গভীরে সত্যিই আছে প্রেত-পর্বত, আর তার গোড়ায় আজও পড়ে আছে ডিঙ্গানের হাড়গোড়। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলাম তাকে, আছাড় খেয়ে থেঁতলে গিয়েছিল দেহটা, তার উপরে হামলে পড়েছিল শেয়াল আর শকুনের দল। সে-দৃশ্য দেখে হা হা করে হেসে উঠেছিলাম, আর কিছু চাইবার ছিল না জীবনে। পরে এখানে এসে থিতু হই, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কাটাবার জন্য।

এসব বহু বছর আগের কথা, বাবা। দেখতেই পাচ্ছ, আমি মরিনি। দেবদেবীদের পরিহাসে পরপারে গিয়ে যোগ দিতে পারিনি আমার স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে। হয়তো কাউকে এ-কাহিনি বলে যাবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা, হয়তো চাইছেন কাহিনিটা প্রকাশ পাক দুনিয়ার সামনে। আমি তাঁদের ইচ্ছেয় বাদ সাধার কে? তাই তোমাকেই খুলে বলছি সব।

বয়স কত আমার? না, তা বলতে পারব না। হিসেবে তালগোল পাকিয়ে গেছে বহুদিন আগে। শুধু এটুকু বলতে পারি, রাজা শাকা যদি এখনও বেঁচে থাকত, তা হলে আমার মতই বয়স হতো তার। ইদানীং বুঝতে পারছি, সময় ফুরিয়ে এসেছে আমার। হয়তো এই শীতেই শেষবারের মত চোখ মুদব আমি। আর দেরি করা চলে না, গল্পটা তাই বলেই ফেলতে হচ্ছে।

গোড়া থেকে শুরু করি। জুলুরা এক জাতিতে পরিণত হবার বহু বছর আগে, ল্যাঙ্গেনি গোত্রে জন্ম হয় আমার। আমাদের গোত্র খুব একটা বড় ছিল না, সব মিলিয়ে দু' থেকে তিন হাজার অধিবাসী হয়তো ছিল। তবে আমরা ছিলাম দুঃসাহসী গোত্র, ভয়-ডর কাকে বলে জানতাম না কেউই। কখনও কোনও যুদ্ধ বা লড়াই থেকে পিছু হটিনি। এখন অবশ্য সে-গোত্রের কোনও নাম-নিশানা নেই, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কীভাবে... তা আমার গল্প থেকে জানতে পারবে তুমি।

সুন্দর, সবুজে-ঘেরা অবারিত এক এলাকায় বাস করত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের গোত্র, এখন সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে বোয়া-রা; আমাদের ভাষায় ওদেরকে বলে আমাবুনা। আমার বাবা, মাকেদামা, ছিলেন গোত্রের সর্দার। একটা পাহাড়ের চূড়ায় ছিল আমাদের গ্রাম। আমার মা ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সারির স্ত্রীদের একজন।

এক সন্ধ্যায়... আমি তখন বেশ ছোট... আমার মায়ের সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে আমাদের গবাদি পশুর পাল দেখতে গেলাম। সারাদিন মাঠে চরে জানোয়ারগুলো তখন গোয়ালে ফিরতে শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতে গরু তাড়াতে থাকা রাখালদের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের, তাদের কাছ থেকে সাদামুখো একটা গাভী চেয়ে নিল আমার মা, বলল বাড়ি ফেরার সময় গোয়ালে পৌঁছে দেবে ওটাকে। রাখালেরা চলে গেলে গাভীটার দুধ দোয়াল মা, সেই দুধ খাওয়াতে শুরু করল আমার বোন বালেকাকে। আমি ওদের আশপাশে ছোটাছুটি করে খেলতে শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ পর এক মহিলাকে দেখতে পেলাম, প্রান্তর পেরিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হাঁটছে খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে। পিঠে বড়সড় একটা বোঁচকা বাঁধা তার, হাত ধরে হাঁটছে একটা ছেলে—বয়সে আমারই মত, তবে গায়ে-গতরে বড়। একেবারে আমাদের সামনে এসে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল ওরা। পোশাক-আশাক দেখে বুঝতে পারলাম, এরা আমাদের গোত্রের নয়।

'শুভ অপরাহ্ন!' দুর্বল গলায় আমার মাকে অভিবাদন জানাল মহিলা।

'শুভ অপরাহ্ন,' পাল্টা অভিবাদন জানাল মা। 'কী চাই?'

'খাবার... আর ঘুমানোর একটা জায়গা,' বলল মহিলা। 'অনেক দূর থেকে আসছি।'

'কী নাম তোমার? কোন্ গোত্রের মেয়ে তুমি?'

'আমার নাম উনাণ্ডি। সেনজাঙ্গাকোনা-র স্ত্রী... আমরা জুলু।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুলুদের সঙ্গে কিছুদিন আগে যুদ্ধ হয়েছিল আমাদের। অনেক যোদ্ধা মারা পড়েছে, ওরা আমাদের অনেক গবাদি পশু লুঠ করে নিয়ে গেছে। সোজা কথায় আমাদের দুই গোত্রের মাঝে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তাই মহিলার পরিচয় শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল আমার মা।

খ্যাপাটে গলায় বলল, 'জুলু ডাইনি কোথাকার! কত বড় সাহস... এখানে এসে খাবার আর আশ্রয় চাইছিস? ভালয় ভালয় কেটে পড়, নইলে লোক ডেকে চাবুকপেটা করে তাড়াব তোকে!'

একটুও উত্তেজিত হলো না মহিলাটি। যেন আমার মায়ের কথাগুলো শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার গাভীটার ওলানে মনে হচ্ছে অনেক দুধ আছে। আমাকে একটু দেবে?' বোঁচকা থেকে লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি একটা ছোট্ট পাত্র বের করে বাড়িয়ে ধরল সে।

'কক্ষনো না!' চেঁচাল আমার মা।

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, বোন,' অনুনয় করল মহিলা। 'দুধ না দাও, একটু পানি তো দেবে! সারাদিনে কোথাও পানি খুঁজে পাইনি।'

'কিছুই দেব না তোকে। পানি খেতে চাইলে নিজেই জোগাড় কর।'

চোখ টলটল করে উঠল মহিলার। কিন্তু তার বাচ্চাটা যেন রেগে গেল। বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল আমার মায়ের দিকে। লক্ষ করলাম, সে বেশ সুদর্শন। মায়াকাড়া কালো চোখ। কিন্তু রেগে গেলে সে-চোখ কালবোশেখীর রূপ ধারণ করে।

'মা,' থমথমে গলায় বলল সে। 'অযথা গালাগালি শোনার কোনও মানে হয় না। চলো, ডিঙ্গিসোয়ায়ো-তে যাই, আমটেটোয়া-রা আমাদের আশ্রয় দেবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেটাই বোধহয় ভাল,' ক্লান্ত গলায় বলল উনাণ্ডি। 'কিন্তু বাছা, সে তো অনেক দূর। খাবার বা পানি ছাড়া অতদূর হাঁটতে গেলে নির্ঘাত মারা যাব।'

কথাটা শোনামাত্র ভীষণ মায়া হলো আমার, মায়ের সঙ্গে কোনও কথা না বলে ছোঁ মেরে তুলে নিলাম পাত্রটা, ছুট লাগালাম কাছের এক ঝর্ণার দিকে। ওখান থেকে পানি ভরে আবারও দৌড়ে ফিরে এলাম। আমার মা আমাকে থামাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বাউলি কেটে তাকে ফাঁকি দিয়ে উনাণ্ডির হাতে দিলাম পানির পাত্র। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলের হাতে ওটা তুলে দিল সে।

আমার মা আর বাধা দিল না। শুধু ওদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে কয়েকটা অভিশাপ দিল। সেইসঙ্গে বলল, তার মন কুডাক ডাকছে... উনাণ্ডির ছেলের মাধ্যমে নাকি আমাদের অনেক অনিষ্ট হবে। অন্তরাত্মা থেকে উপলব্ধি করছে সেটা। হায়, তখন যদি জানতাম কথাটা কতখানি সত্যি, তা হলে কোনোদিনই পানি এনে দিতাম না ওদেরকে। ডিঙ্গিসোয়ায়োর পথেই লুটিয়ে পড়ত মা-সহ ওই ছেলের লাশ... বহু বছর পর আমাদের সাজানো বাগান তছনছ করতে পারত না সে। ধ্বংস হয়ে যেতাম না আমরা।

যা হোক, আমার বোন কেঁদে ওঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল মা। অন্যদিকে ঢকঢক করে বোতল থেকে পানি খেতে শুরু করেছে ছেলেটা, তার মাকে একটুও সাধছে না। নিজের তৃষ্ণা মিটলে যেটুকু বাকি রইল, সেটুকুই শুধু দিল উনাণ্ডিকে। উনাণ্ডি শেষ করল ওটুকু। খালি পাত্রটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিল ছেলেটা, এক হাতে ওটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আরেক হাতে ছোট একটা লাঠি ধরে রেখেছে।

'কী নাম তোমার?' জানতে চাইল সে।

'মোপো,' জবাব দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাদের গোত্র?'

'ল্যাঞ্জেনি।'

'বেশ, তা হলে আমার পরিচয় শোনো। আমি শাকা—সেনজাঙ্গাকোনার ছেলে... আর আমাদের গোত্রের নাম আমাজুলু। আরও কিছু বলতে চাই তোমাকে। আজ আমি ছোট, আমার গোত্রও ছোট... কিন্তু একদিন আমি অনেক বড় হব। এত বড় যে, আমার মাথা মেঘ ছুঁবে, আমার মুখের দিকে তাকালে সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে যাবে সবার। আমার গোত্রও সেদিন অনেক বড় হবে। সবার চেয়ে শক্তিশালী হব আমরা। ধ্বংস করে দেব আমাদের সব শত্রুকে। জয় করে নেব পৃথিবী! আর সেদিন... সেদিনই আমি স্মরণ করব তোমাদের এই ল্যাঞ্জেনি গোত্রের কথা, যারা এই বিপদের মুহূর্তে আমাকে বা আমার মাকে সামান্য এক পাত্র দুধ দিতে রাজি হয়নি। এই বোতলটা দেখো... এতে যত রক্ত ধরে, তত রক্ত আদায় করব আমি তোমাদের প্রতিটা মানুষের শরীর থেকে। বাঁচিয়ে রাখব শুধু তোমাকে... কারণ তুমি আমাদেরকে পানি খেতে দিয়েছ। তাই দয়া পাবে তুমি, পাবে আমাকে সেবা করবার সুযোগ। যা-ই ঘটুক, তোমার ক্ষতি করব না আমি, কথা দিলাম। কিন্তু ওই মহিলা...' আমার মায়ের দিকে ইশারা করল সে, 'ও প্রার্থনা করুক, যেন তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটে ওর। কারণ আমার হাতে পড়লে ওর কপালে রয়েছে ভয়ানক পরিণতি, তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারব ওকে!'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত শাকার দিকে তাকিয়ে রইল আমার মা। তারপরেই ফুঁসে উঠল। 'শয়তান কোথাকার! কী বললি তুই? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? দাঁড়া, এখুনি মজা দেখাচ্ছি।'

বালেকাকে নামিয়ে রেখে ছুটে এল আমার মা। এক চুল নড়ল না শাকা। মা নাগালে পৌঁছুতেই সজোরে হাতের লাঠি চালাল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথায় ঘা মেরে শুইয়ে ফেলল মাকে। ককিয়ে উঠল মা, আর তা শুনে হিংস্র ভঙ্গিতে হেসে উঠল ও, ফিরে গেল উনাণ্ডির কাছে। আমাদের ফেলে রেখে দুজনে চলে গেল ওখান থেকে।

দুর্ধর্ষ রাজা শাকার মুখে আমার শোনা ওগুলোই প্রথম কথা। শুধু কথা নয়, ওগুলো আসলে ছিল ভবিষ্যদ্বাণী। পরবর্তীতে ওর মুখে শেষ যে-কথাগুলো শুনেছিলাম, সেগুলোও ছিল তা-ই... এবং আমার বিশ্বাস, প্রথমটার মত শেষের ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে যাবে। এখনই তার নমুনা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমবার সে জুলুদের উত্থানের কথা বলেছিল, আর শেষবার বলেছিল ওদের পতনের কথা—দুটোই ঘটেছে। ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে জুলু জাতি; তাদের রাজা কেটেওয়ায়োর বিরুদ্ধে একাট্টা হচ্ছে সাদারা, অথচ প্রতিহত করবার শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে ওরা। যাক গে, এসব নিয়ে যথাসময়ে বলব আমি। আপাতত ছোটবেলার ঘটনাটা শেষ করি।

শাকা আর উনাণ্ডি চলে গেলে মায়ের কাছে ছুটে গেলাম। উঠে বসতে সাহায্য করলাম তাকে। লাঠির আঘাতে কপালে কেটে গেছে মায়ের, রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত থেকে। ঘাসপাতা দিয়ে ক্ষতটার পরিচর্যা করে দিলাম।

'বাবা মোপো,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মা। 'দিব্যচোখে ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখেছি রে। দেখলাম এই ছেলে সত্যি সত্যি দৈত্যের মত বড় হয়ে গেছে... হাতে তলোয়ার নিয়ে হামলা চালিয়েছে আমাদের গাঁয়ে। ধ্বংস করে দিচ্ছে সমস্ত ঘরবাড়ি, খুন করছে সবাইকে। শুধু আমরাই না, সাদা চামড়ার আরও মানুষ দেখলাম, তারাও মারা যাচ্ছে ওর হাতে। লাশের উপর পা তুলে পাগলের মত হাসছে ও।'

'এসব তোমার কল্পনা,' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

'কল্পনা? কিন্তু তোকেও দেখলাম যে! দেখলাম তুই বড় হয়ে

www.BanglaBook.org

গেছিস, হাতে একটা বর্শা নিয়ে হামলা করছিস শাকার উপরে। ও পড়ে গেলে কানে কানে বলছিস তোর বোন বালেকার নাম! মানে কী এসবের?'

'আমি জানি না, মা।'

'আমিও জানি না। থাক, এ-নিয়ে এখুনি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চল, বাড়ি ফিরে যাই। অনেক বেলা হয়েছে।'

মায়ের হাত ধরে গাঁয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই—ভয় পেয়েছি আমি... ভীষণ ভয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুই

মোপোর বিপদ

যেন শাকার কথা মেনেই কয়েকদিন পর হুট করে মরে গেল আমার মা। মাথায় যেখানে আঘাত লেগেছিল, সেখানে ঘা দেখা দিল। কিছুতেই ভাল হলো না। বরং বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গেল মগজে। ফলাফল, মৃত্যু। মাকে খুব ভালবাসতাম আমি, অনেক কাঁদলাম... কিন্তু তাতে কী লাভ? তাকে কবর দেয়া হলো, কিছুদিন পর সবাই ভুলেও গেল। মনে রাখলাম শুধু আমি, আর কেউ না। দূরের কেউ তো নয়ই, এমনকী কাছের মানুষগুলোও মনে রাখল না মাকে—আমার বোন বালেকা খুব ছোট ছিল মায়ের মৃত্যুর সময়, মনে থাকার কথা নয় ওর; আর বাবাও কিছুদিন পর আরেকজনকে বিয়ে করেছিল।

www.BanglaBook.org

নতুন সংসারে আমার জীবন হয়ে উঠল বিষময়। সৎ ভাইয়েরা আমাকে একেবারেই পছন্দ করত না, কারণ আমি ছিলাম ওদের চেয়ে বুদ্ধিমান, ওদের চেয়ে ভাল অ্যাসেগাই* চালাতে পারতাম, দৌড়েও আমার সঙ্গে পারত না ওরা। ফলে ঈর্ষান্বিত হয়ে বাবার কানে বিষ ঢালতে শুরু করল, বাবাও খুব দুর্ব্যবহার করতে থাকল আমার সঙ্গে। শুধু বালেকা ভালবাসত আমাকে। আমরা দুজনেই ছিলাম নিঃসঙ্গ—একে অপরের সাথী। একটা লতা যেভাবে গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকে, আমার বোনটিও আমাকে জড়িয়ে রাখত সেভাবে।

বয়স কম হলেও খুব মূল্যবান একটা শিক্ষা পেয়েছিলাম আমি তখন—শক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়। অস্ত্রের চেয়ে বেশি ক্ষমতা মগজের। যে-হাত শত্রুর প্রাণ নেয়, তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী সেই মুখ, যে ওই হাতকে প্রাণ নেবার জন্য হুকুম দেয়। নিজের চোখেই দেখেছি, আমাদের দেশে জাদুকর আর ওঝাদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। সবাই ওদেরকে ভয় পায়, ওদের একজনের লাঠির সামনে বর্শাধারী দশজন যোদ্ধা পালিয়ে যায়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ওঝা হব আমি। প্রথম সুযোগেই শুরু করলাম তপস্যা। সত্যিকার জাদুকরি ক্ষমতা পাবার জন্য যত ধরনের নিয়মকানুন পালন করতে হয়... যত ধরনের ত্যাগস্বীকার করতে হয়, সবই করেছি আমি। তার ফলও পেয়েছি। তোমার হারানো ষাঁড়গুলো খুঁজে বের করে সেটার প্রমাণও নিশ্চয়ই দিয়েছি, বাবা?

যা হোক, তপস্যা করতে করতে কেটে গেল বহুদিন। বিশ বছরের যুবক হয়ে উঠলাম আমি। ততদিনে নিজে নিজে যা কিছু শেখা সম্ভব সবই শিখে ফেলেছি, তাই পরবর্তী শিক্ষার জন্য শিষ্যত্ব নিলাম আমাদের গোত্রের প্রধান ওঝার—তার নাম নোমা।

---

*অ্যাসেগাই—চওড়া ফলাওলা এক ধরনের বর্শা, আফ্রিকার আদিবাসীরা ব্যবহার করে।

www.BanglaBook.org

বুড়ো এক লোক, একটামাত্র চোখে দেখে, অন্যটা নষ্ট; তবে চরম ধূর্ত। প্রথমদিকে অনেক কিছুই শিখলাম তার কাছে, কিন্তু ছাত্র হিসেবে আমি যখন তাকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করলাম, হিংসা হলো তার। মওকা খুঁজতে থাকল আমাকে ফাঁদে ফেলবার। প্রথম সুযোগেই হানল আঘাত।

প্রতিবেশী গোত্রের এক সর্দার বেশ কিছু গরু-মোষ হারিয়েছিল, সেগুলোর খোঁজ পাবার জন্য নানা রকম উপহার নিয়ে হাজির হলো নোমার কাছে। বুড়ো চেষ্টা করল অনেকক্ষণ, কিন্তু খুঁজে পেল না পশুগুলোকে। দিব্যদৃষ্টি নাকি কাজ করছিল না তার। এক পর্যায়ে খেপে গেল সর্দার, ফেরত চাইল সমস্ত উপহার। কিন্তু বুড়ো ভীষণ নচ্ছাড়, সরাসরি জানিয়ে দিল—ওগুলো এখন তার সম্পত্তি, ফেরত দেবে না। শুরু হলো উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়। সর্দার খেপে গিয়ে হুমকি দিল, খুন করবে নোমাকে।

'দয়া করে শান্ত হোন আপনারা,' রক্তারক্তি বেধে যাবার উপক্রম দেখে নাক গলালাম আমি। 'একটু সুযোগ দিন, দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।'

'তুমি একটা বাচ্চা ছেলে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সর্দার। 'তোমার কি সে-ক্ষমতা আছে?'

'এখুনি জানা যাবে,' বলে গণনার কাজে ব্যবহৃত হাড়ের টুকরোগুলো তুলে নিলাম।

'খবরদার, মোপো!' চেঁচিয়ে উঠল নোমা। 'হাড়গুলো রেখে দে! এই জঘন্য কুত্তাটাকে সাহায্য করব না আমরা।'

'মুখ বন্ধ রাখো, বুড়ো!' ধমকে উঠল সর্দার। 'ওকে কাজ করতে দাও। নইলে আমার অ্যাসেগাই দিয়ে তোমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব।' হুমকির ভঙ্গিতে হাতের বর্শা নাড়ল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাড়গুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লাম। আমার সামনে পা মুড়ে বসে পড়ল সর্দার, প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করল আমাকে। আমার ক্ষমতার প্রমাণ সেদিন তুমি পেয়েছ, বাবা... সর্দারও পেল। একে একে তার সমস্ত গরুমোষের বর্ণনা দিলাম আমি—জানালাম ওদেরকে কোথায় পাওয়া যাবে; এ-ও বললাম, নদী পার হতে গিয়ে একটা গরু গাছের শিকড়ে পা বেধে আটকা পড়েছে।

খুশি হয়ে উঠল সর্দার। জানাল, যদি আমার কথা সত্যি হয়, আর গরুগুলো সে ফিরে পায়... নোমার কাছ থেকে সব উপহার ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে দিয়ে দেবে। উপস্থিত লোকজনের মতামত চাইল, তারাও সমর্থন দিল এতে।

নোমার দিকে চোখ পড়তেই তার চেহারায় তীব্র ঘৃণা উপচে পড়তে দেখলাম। খেপে গেছে ভীষণ। বুড়ো বুঝতে পেরেছে, দিব্যচোখে ঠিক জিনিসই দেখেছি আমি। খারাপ লক্ষণ। কারণ গরুগুলো খুঁজে পাওয়া গেলেই আমার নামডাক ছড়িয়ে পড়বে। যে-কাজ সে করতে পারেনি, তা আমি করে দেখিয়েছি বলে আমাকে ওর চেয়ে বড় জাদুকরও ভেবে বসতে পারে লোকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে, রাতের আঁধারে কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক। তাই সর্দার জানাল, রাতটা আমাদের গাঁয়ে কাটাবে সে। সকালে আলো ফুটলে আমাকে নিয়ে বেরুবে গরু মোষের খোঁজে। জটলা ভেঙে গেল। যার যার কুটিরে ফিরে গেলাম আমরা। রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল আমার। চোখ মেলতেই দেখি, বুকের উপর চেপে বসেছে একটা ছায়ামূর্তি—হাতে একটা ধারালো ছুরি, সেটার ফলা ঠেকিয়ে রেখেছে আমার গলায়। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই দরজার ফাঁক দিয়ে আসা আবছা চাঁদের আলোয় চিনতে পারলাম নোমাকে। ভাল চোখটা দিয়ে

www.BanglaBook.org

যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে তার।

'যার নুন খেয়েছিস, তারই সঙ্গে নেমকহারামি?' হিসিয়ে উঠল তার কণ্ঠ। 'এত বড় সাহস তোর... আমি যেখানে কিছু দেখিনি বলে দিলাম, সেখানে নিজের কেরামতি ফলাতে গেলি? বেঈমানীর ফল কত ভয়ঙ্কর, তা এবার টের পাবি তুই। প্রথমে তোর জিভ কেটে নেব, যেন চেঁচাতে না পারিস। এরপর ধীরে ধীরে টুকরো করব তোর সমস্ত শরীর। সকালে লোক ডেকে বলব—এসব শয়তান আত্মাদের কাণ্ড; তোর মিথ্যেবাদিতার কারণে খেপে গিয়েছিলেন তাঁরা। শাস্তি দিয়েছেন।' ছুরির ফলার স্পর্শে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল আমার গলা থেকে।

প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠলাম। 'দয়া করুন, গুরু! দয়া করুন!' অনুনয় করে উঠলাম। 'আপনি যা বলবেন, আমি তা-ই করব।'

ছুরি সরাল না নোমা, তবে থমকে গেল ক্ষণিকের জন্য। 'করবি? সত্যি? যদি বলি, যেখানে সর্দারের গরুগুলো দেখতে পেয়েছিস, সেখান থেকে সরিয়ে অন্য একটা জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রেখে আয়... রাজি আছিস?'

'ক্... কোথায় লুকাতে হবে?'

গোপন একটা উপত্যকার নাম বলল বুড়ো, খুব বেশি লোক চেনে না ওটা। শেষে যোগ করল, 'যদি কাজটা করিস, তা হলে তোকে ক্ষমা করতে পারি আমি। শুধু তা-ই নয়, উপহার হিসেবে তিনটা গরুও দেব তোকে। আর যদি রাজি না হোস, কিংবা ফের বেঈমানী করিস আমার সঙ্গে... তা হলে আমার মরা বাপের কসম, খুন করব তোকে।'

'কী যে বলেন না!' তাড়াতাড়ি বললাম। 'অবশ্যই করব। আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। অযথাই ভুল বোঝাবুঝি হলো। আগেই যদি বুঝতাম যে, হারানো গরুগুলোর হদিস ইচ্ছে করেই আপনি দিচ্ছেন না... সময়-সুযোগমত নিজে উদ্ধার করতে

www.BanglaBook.org

চাইছেন... তা হলে সর্দারকে সাহায্য করতাম না। একটু ইশারা তো দিতে পারতেন!'

শয়তানি হাসি ফুটল নোমার ঠোঁটে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'নাহ্, যতটা বোকা ভেবেছিলাম, তুই তা নোস। মাথায় বুদ্ধিও আছে বেশ। তবে যা, তাড়াতাড়ি গরুগুলো সরিয়ে ফ্যাল। যত তাড়াতাড়ি পারিস ফিরে আসিস।'

উঠে পড়লাম। রাগে মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছিল বুড়োর স্বরূপ চিনতে পেরে; ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নেবার। কিন্তু সাতপাঁচ ভেবে নিরস্ত করলাম নিজেকে। একে আমি নিরস্ত্র, হামলা করতে গিয়ে নিজেই আহত হতে পারি। যদি না-ও হই, ছুরি কেড়ে নিয়ে কী লাভ হবে? নোমাকে খুন করতে পারব না, খুনি সাব্যস্ত হব। কে বিশ্বাস করবে আমার কথা? তাই অন্য একটা ফন্দি আঁটলাম। গরুগুলো খুঁজে বের করব ঠিকই, কিন্তু নোমার বলে দেয়া গুপ্ত-উপত্যকায় নেব না। নিয়ে আসব গাঁয়ে। গোত্রপ্রধান আর গ্রামবাসীদেরকে ডেকে খুলে দেব ওর মুখোশ। বোকার মত একটা পরিকল্পনা... বয়স কম ছিল আমার, বুঝতে পারিনি নোমা কত ধুরন্ধর লোক। শেয়ালের মত চতুর—এমনি এমনি এত বছর ওঝা হয়ে গাঁয়ের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে না। ওকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেই যে ফাঁদে পা দিয়ে বসছি, টের পেলাম না।

যা হোক, ঘরের কোণে গিয়ে একটা গদা আর ঢাল তুলে নিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম ওখান থেকে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম গাঁ থেকে, তারপর চাঁদের আলোয় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম গন্তব্যের উদ্দেশে। নিশুতি রাতে একাকী বেরুনো ভয়ের ব্যাপার, তাই গলা ছেড়ে গান গাইতে থাকলাম অশুভ আত্মাদের তাড়াবার জন্য।

সমভূমি ধরে প্রায় ঘণ্টাখানেক এগোলাম, এরপর পৌঁছুলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাহাড়ের গোড়ায়, যেখানে জঙ্গলের শুরু। বড় বড় গাছপালার কারণে জায়গাটা ছায়ায় ঢাকা, আগাছার কারণে পথও দুর্গম; স্রেফ মনের জোরে ঢুকে পড়লাম ওখানে। ভূত তাড়াবার জন্য আরও জোরে জোরে গাইতে থাকলাম গান। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পেলাম একটা মেঠোপথ। ওটা ধরে এগিয়ে পৌঁছে গেলাম বনের মাঝে খোলা এক চিলতে জায়গায়—চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। হাঁটু গেড়ে বসে যাচাই করলাম মাটি। পরক্ষণে আনন্দে দোলা দিয়ে উঠল হৃদয়। দিব্যদৃষ্টি আমায় ভুল দেখায়নি, মাটিতে পরিষ্কার ফুটে আছে গরুমোষের পায়ের ছাপ। অনুসরণ করতে থাকলাম, পায়ের ছাপগুলো আমাকে নিয়ে গেল গাছগাছালিতে ঘেরা ছোট্ট এক উপত্যকায়—ওটার মাঝখান দিয়ে বইছে নদী। পায়ের ছাপ এখানে এসে ছড়িয়ে পড়েছে, খুরের চাপে জায়গায় জায়গায় দেবে গেছে ঘাস আর আগাছা। নদীর কাছে যেতেই দেখতে পেলাম পানিতে আটকা পড়া গরুটাকে—যায় যায় দশা। ঠিক যেমনটা দিব্যচোখে দেখেছি। কিন্তু বাকিগুলো কোথায়?

আশপাশে নজর বোলালাম। দূরে কী যেন নড়ে উঠল। ভাল করে তাকাতেই দেখি, চাঁদের আলো ঝিলিক দিচ্ছে শিশিরে ভেজা একজোড়া শিঙে। নাক টানার শব্দ হলো... আমার চোখের সামনেই উঠে দাঁড়াল মোষটা, গা ঝাড়া দিল। বিশাল শরীর। আবছা আলো আর কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে মনে হলো যেন ওটা হাতির সমান। বাকিগুলোও আশপাশেই আছে।

মোট সতেরোটা গরু আর মোষ। একে একে জড়ো করলাম সবগুলোকে। তারপর সরু মেঠোপথ ধরে ওগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে চললাম গাঁয়ে। পুবাকাশে সূর্য উঠল... তারও ঘণ্টাখানেক পরে পৌঁছুলাম রাস্তার সংযোগস্থলে, যেখানে মোড় নিয়ে গুপ্ত-উপত্যকায় যেতে হবে। ওখানে তো আর যাব না, যাব

www.BanglaBook.org

গাঁয়ে—সবার সামনে নোমাকে চোর প্রমাণ করবার জন্য; কিন্তু ক্লান্ত লাগছিল খুব। তাই একটা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে শুরু করলাম।

হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত হাঁকডাক। চোখ তুলতেই পাহাড়ি ঢাল ধরে একদল মানুষকে নেমে আসতে দেখলাম, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে নোমা। সঙ্গে রয়েছে গরুমোষের মালিক সেই সর্দার। উঠে দাঁড়ালাম... আর আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল ওরা।

'ওই যে,' চেঁচিয়ে উঠল নোমা, 'ওই যে শয়তানটা! আমার শিষ্য—মুখে চুনকালি মাখাতে চলেছে। ধরেছি, একেবারে হাতেনাতে ধরেছি।'

আমার সামনে এসে থামল দলটা। রাগী গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে কী এসবের?'

'ন্যাকামি হচ্ছে, না?' পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল নোমা। 'তোর ভণ্ডামি বুঝতে বাকি নেই আর। দেখুন সবাই, আমার কথা ফলল কি না। বলেছিলাম না, গরুগুলো চুরি করতে গেছে ও? আমরা সময়মত না এলে নির্ঘাত লুকিয়ে ফেলত। ভাব দেখাত যেন ভুল দেখেছে দিব্যচোখে। পরে এই গরুমোষের বিনিময়ে বউ জোগাড় করত। কত্ত বড় শয়তান, দেখেছেন?'

রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল সর্দার। 'হারামজাদা, তোর এত বড় সাহস? আমার গরু চুরি করিস?'

নোমার ষড়যন্ত্র বুঝে ফেললাম তৎক্ষণাৎ। সীমাহীন ক্রোধে জ্বলে উঠল অন্তর। দুনিয়া ঘোলা হয়ে গেল চোখের সামনে, মনে হলো যেন লাল রঙের একটা পর্দা ওঠানামা করছে চোখের সামনে। লড়াইয়ের আগে সবসময় এমন হয় আমার।

'মিথ্যুক!' গাল দিয়ে উঠলাম, তারপর হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছুটে গেলাম নোমার দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতের লাঠি তুলে আমাকে আঘাত করল বুড়ো, কিন্তু অনায়াসে ছোট ঢালটা তুলে ঠেকিয়ে দিলাম ওকে। পরমুহূর্তে নিজের গদা তুলে সজোরে চালালাম তার মাথায়। হাড় ভাঙার বিচ্ছিরি শব্দ হলো, আর্তচিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নোমা—অক্কা পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আমার রক্তের নেশা তখনও কাটেনি। হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গেলাম সর্দারের দিকে। অ্যাসেগাই ছুঁড়ল সে, একটুর জন্য ব্যর্থ হলো ওটা। কাছে গিয়ে আবার গদা চালালাম আমি। ঢাল তুলে আঘাত ঠেকানোর চেষ্টা করল সর্দার, কিন্তু প্রচণ্ড এক বাড়ি খেয়ে ঢালটা ঠুকে গেল মাথায়। সে-ও গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

থমকে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে টের পেলাম কী বোকামিটাই না করেছি। নোমা তার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু সর্দার? মরেছে কি বেঁচেছে জানি না... বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই বেশি, আঘাত অত গুরুতর ছিল না; তবু কাজটা একেবারেই উচিত হয়নি। উপস্থিত সবার চোখে বিস্ময় দেখতে পেলাম—অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেই বিস্ময় যে-কোনও সময় বদলে যাবে তীব্র আক্রোশে।

দেরি না করে উল্টো ঘুরে ছুট লাগালাম। আমার পিছু পিছু তেড়ে এল বাকিরা। গালাগালের বন্যা বয়ে গেল, ছুটে এল একের পর এক বর্শা। কিন্তু আমি তখন প্রাণের দায়ে দৌড়াচ্ছি, একটা বর্শাও নাগাল পেল না আমার। ধাওয়াকারীরাও পিছে পড়ে গেল দ্রুত। একসময় আর শোনা গেল না তাদের কণ্ঠ। ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেলাম আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তিন

গাঁয়ে ফেরা

বিপদ কেটে যেতেই ধপ করে ঘাসের উপর বসে পড়লাম আমি। অপেক্ষা করলাম শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার জন্য। এরপর কাছের এক জলাভূমির নলখাগড়ার মাঝে গিয়ে লুকালাম। সারাদিন রইলাম ওখানে। বসে বসে ভাবলাম। কোথায় যাব? কী করব? বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। আমাকে দেখামাত্র খুন করবে গাঁয়ের লোক। ওদের চোখে আমি চোর... আমি নোমার খুনি!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল শাকার কথা—ছোট্ট সেই ছেলে, বহুদিন আগে যাকে পানি এনে দিয়ে সাহায্য করেছিলাম আমি। ইতোমধ্যে বেশ নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে ওর, আমিও শুনেছি ওর কথা। ছোটবেলায় আমাকে যে-ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিল, তা সত্যি হতে শুরু করেছে। আমটেটৌয়াদের সাহায্য নিয়ে ওর বাবা সেনজাঙ্গাকোনার রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেছে, মেরে-কেটে এলাকাছাড়া করেছে আমাকোয়াবে গোত্রকে। এখন ও যুদ্ধ করছে এঙোয়াঙে গোত্রের নেতা যুইদির সঙ্গে; শুনেছি কসম কেটেছে, ঝাড়ে-বংশে ধ্বংস করবে গোত্রটাকে। আমাকে সে আশ্রয় দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল ছোটবেলায়—সে-কথা আমি ভুলিনি। ও নিজে মনে রেখেছে কি না কে জানে। তাও মনে হলো যাই ওর কাছে। যদি ওখানে গিয়ে মারাও যাই, কী এসে-যায় তাতে?

www.BanglaBook.org

এমনিতেই আমি আধমরা। যাব শাকার কাছে—ঠিক করে ফেললাম।

এমন সময় মনে পড়ল বালেকার কথা—আমার একমাত্র বোন... আমার চোখের মণি। প্রতিবেশী এক গোত্রপ্রধানের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করেছেন আমার বাবা, ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ওকে সে-অবস্থায় ফেলে যেতে মন চাইল না। ভেবে দেখলাম, যদি ওর কাছে পৌঁছুতে পারি, আর ওকে বলতে পারি কোথায় যাচ্ছি; নিশ্চয়ই আমার সঙ্গী হবে ও। চেষ্টা করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

সাঁঝের আঁধার নামা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকলাম নলখাগড়ার মাঝে, তারপর রওনা হলাম আমাদের গাঁয়ের উদ্দেশে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল, একটা ভুট্টার খেতে ঢুকে আধপাকা ভুট্টা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। এরপর ফের নামলাম পথে। গাঁয়ে পৌঁছুতে দেরি হলো না। একটা কুঁড়েঘরের বাইরে কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখলাম—অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গল্পগুজব করছে। সাবধানে, সাপের মত সন্তর্পণে ওদের কাছাকাছি চলে গেলাম, গা ঢাকা দিলাম একটা ঝোপের পিছনে। ওরা কী বলছে, তা শুনবার ইচ্ছে।

খানিক পরে টের পেলাম, আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে লোকগুলো। কুৎসিত গাল দিচ্ছে আমাকে, বলছে—তোমার মত জ্ঞানীগুণী ওঝাকে খুন করে আমি নাকি মস্ত অনিষ্ট ডেকে এনেছি গোটা গোত্রের উপরে। গরুমোষের মালিক ওই সর্দারের গাঁয়ের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে, ওরা নাকি ক্ষতিপূরণ দাবি করছে তাদের গ্রামপ্রধানের উপর খেংরা হামলার। জানতে পারলাম, আমার বাবা নাকি হুকুম দিয়েছেন গোত্রের সমস্ত সক্ষম পুরুষকে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে। শিকার করবে ওরা আমাকে, দেখামাত্র খুন করবে। খবরটা শুনে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলাম, গোত্রের শিকারিদের মুরোদ জানা আছে আমার। কিছুই

www.BanglaBook.org

করতে পারবে না।

অগ্নিকুণ্ডের কাছে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। হঠাৎ কান খাড়া করে উঠে দাঁড়াল ওটা। নাক টেনে গন্ধ শুঁকতে থাকল। বার বার তাকাচ্ছে আমার লুকানোর জায়গাটার দিকে। প্রমাদ গুনলাম। গাঁয়ের কুকুরগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এদিক ফিরে নিচু সুরে গরগর করে উঠল জন্তুটা।

'কী হয়েছে ওর?' বলে উঠল আড্ডারত একজন। 'এমন করছে কেন? চোর-টোর না তো?' তাকাল পাশের জনের দিকে। 'গিয়ে দেখে আসবে নাকি?'

'মাথা খারাপ?' বিরক্ত গলায় বলল দ্বিতীয়জন। 'কুত্তা নিজেই গিয়ে দেখে আসুক। মানুষকেই যদি চোরের খোঁজে যেতে হয়, তা হলে কুত্তা পোষা কেন?'

'হুম, কথাটা মন্দ বলোনি,' একমত হলো প্রথম লোকটা। কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যাই! যা!'

আদেশ পেয়েই একটা ডাক ছাড়ল কুকুর। ছুটে এল ঝোপের দিকে। এতক্ষণে ওকে চিনতে পারলাম—আমারই কুকুর। ওর নাম কুস। বড় প্রভুভক্ত। নিশ্চয়ই গন্ধ শুঁকে চিনতে পেরেছে আমায়। ঝোপের পিছনে এসে খেলাচ্ছলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করল আমার মুখ।

'থাম্, থাম্!' তাড়াতাড়ি বললাম কুসকে। 'ধরিয়ে দিবি তো!'

যেন আমার কথা বুঝতে পেরেই শান্ত হয়ে গেল কুস। গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল আমার পাশে।

'গেল কোথায় কুত্তাটা?' আগুনের পাশ থেকে প্রথম লোকটার কণ্ঠ শুনলাম আবার। 'হঠাৎ করে ডাক বন্ধ করে দিল, লক্ষণ ভাল ঠেকছে না।'

'বোধহয় দেখে আসা উচিত,' বলে উঠে দাঁড়াল আরেকজন। হাতে লম্বা বর্শা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো। এখুনি ধরা পড়ে যাব। উল্টো ঘুরে পিঠটান দেয়াই বোধহয় ভাল। সে-কথা ভেবে উঠে দাঁড়াতে গেছি, এমন সময় কোত্থেকে যেন বেরিয়ে এল একটা বিরাট কালো সাপ। সরসর করে চলে গেল বর্শাধারীর সামনে দিয়ে। অস্ফুট আওয়াজ করে উঠল সবাই। কথা শুনে বুঝলাম, সাপটার জন্য কুস অমন করছিল বলে ভাবছে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালাম। সন্দেহ নেই, ভাগ্যদেবীই সাপের রূপ নিয়ে রক্ষা করেছেন আমাকে।

খানিক পরে ভেঙে গেল আড্ডা। সবাই চলে গেলে ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এলাম আমি, ঘরবাড়ির ছায়ায় ছায়ায় এগোতে থাকলাম ভূতের মত। কুস আমার সঙ্গেই থাকল। ঠিক করেছি, প্রথমে নিজের কুটিরে যাব—সংগ্রহ করব আমার বর্শা আর টুকিটাকি অন্যান্য জিনিস; এরপর কথা বলতে যাব বালেকার সঙ্গে।

কুটির পর্যন্ত পৌঁছুতে অসুবিধে হলো না। কেউ নেই ওখানে। পাহারাও বসানো হয়নি বাইরে। বোধহয় ভাবতেই পারেনি আমি ওখানে ফিরতে পারি। কুসকে বাইরে রেখে দরজা ঠেলে নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো জ্বালবার ঝুঁকি নিলাম না, ঘরের সবই আমার চেনা; হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিলাম বর্শা, পানির পাত্র আর কাঠের বালিশ। কম্বলের খোঁজে মাটিতে হাত বাড়ালাম, আঙুলের ডগায় ঠাণ্ডা কীসের যেন স্পর্শ লাগল। চমকে উঠলাম। একটু অপেক্ষা করে আবার হাতড়ালাম জায়গাটা। নিস্পন্দ একজন মানুষের মুখের স্পর্শ পেলাম এবার—সে আর কেউ নয়, নোমা! আমার হাতে খুন হয়ে এখন আমারই কুটিরে অপেক্ষা করছে দাফন হবার জন্য।

সাহস উড়ে গেল। জ্যান্ত নোমার চেয়ে অন্ধকারে মৃত নোমার লাশ অনেক বেশি ভয়াবহ। উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার পাঁয়তারা

www.BanglaBook.org

করছি, এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ। পরিচিত গলা—নোমার দুই বউ কথা বলছে। ওদের একজন বলল, আমার কুটিরে ঢুকবে; স্বামীর লাশের পাশে বসে রাতভর দেবে পাহারা। ফাঁদে পড়ে গেলাম। দরজা খুলে ওদের সামনে দিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়। কোনও জানালাও নেই ঘরে। অগত্যা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকলাম।

একটু পরেই ঢুকল মহিলা—নোমার প্রথম স্ত্রী। আলো জ্বালল না, আঁধারেই লাশের পাশে বসে পড়ে মন্ত্র জপতে শুরু করল। মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে স্বামীর খুনি... মানে, আমাকে। প্রমাদ গুনলাম। এমনভাবে বসেছে মহিলা, তাকে এড়িয়ে কিছুতেই দরজা পর্যন্ত পৌঁছুনো সম্ভব নয়। অন্ধকারে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে ঠিকই টের পেয়ে যাবে আমার উপস্থিতি। কী করা যায়?

ভাবতে ভাবতে দুষ্ট একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। খুব সাবধানে লাশের মাথার কাছে চলে গেলাম, তারপর দুই বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঝট করে তুলে ধরলাম, মনে হলো যেন আচমকা উঠে বসেছে নোমা। মন্ত্র জপা বন্ধ হয়ে গেল বুড়োর বউয়ের। পরিষ্কার দেখতে পায়নি, কিন্তু লাশ যে উঠে বসেছে, তা টের পাচ্ছে বিলক্ষণ।

'তুই কি কোনোদিনই চুপ থাকতে শিখবি না, বুড়ি?' নোমার গলার স্বর নকল করে বলে উঠলাম। 'অন্তত মরার পরে তো একটু শান্তিতে থাকতে দিবি!'

সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল মহিলা।

'চুপ!' ধমকে উঠলাম নোমার গলায়। 'এত বড় সাহস... আমার সামনে চেঁচাস! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!'

বলেই লাশটাকে ঠেলে দিলাম মহিলার গায়ে। সেটার স্পর্শ পাওয়ামাত্র অজ্ঞান হয়ে গেল সে। মাটি থেকে কম্বল তুলে নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমিও ছুট লাগালাম। বেরিয়ে এলাম কুটির থেকে। কুস পিছু নিল আমার।

গোত্রের সর্দার মাকেদামা... মানে আমার বাবার বাড়ি দুইশো কদম দূরে। ওখানে যেতে হবে আমাকে—বালেকাকে আনার জন্য। চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা, একটা মাত্র ফটক, চব্বিশ ঘণ্টা ওখানে পাহারাদার থাকে। ওখান দিয়ে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই ঘুরপথে চলে গেলাম বাড়ির পিছে, বেড়া কেটে চোরের মত ঢুকে পড়লাম সীমানার ভিতরে। বালেকা কোথায় ঘুমায় জানি, সেখানে গিয়ে ধীরে ধীরে কাটতে থাকলাম খড়ের দেয়াল। সময় লাগল, দেয়াল বেশ মজবুত আর পুরু করে বানানো হয়েছে। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় ভয় ঢুকে গেল মনে। দেয়ালের ওপারে যদি বালেকা না থাকে? যদি আমাদের কোনও সৎ বোন শুয়ে থাকে ওখানে? ভুল মেয়েকে জাগাতে গিয়ে নির্ঘাত ধরা পড়ব আমি। দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলতে থাকল হৃদয়। ভাবলাম একাই পালাব কি না।

এমনি সময় নিচু গলায় ফোঁপানোর আওয়াজ ভেসে এল দেয়ালের ওপার থেকে। বালেকার গলা, নিশ্চয়ই আমার জন্য কাঁদছে। তাড়াতাড়ি কাটা জায়গাটায় মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকলাম, 'বালেকা, বোন আমার! কাঁদিস না। আমি মোপো, তোকে নিতে এসেছি। সাবধানে বাইরে বেরিয়ে আয়, কেউ যেন না দেখে।'

বোন আমার বড়ই বুদ্ধিমতী আর সাহসী। অন্য কেউ হলে হয়তো বোকার মত চিৎকার-টিৎকার দিয়ে বসত, কিন্তু বালেকা তা করল না। বরং বেড়ালের মত নিঃশব্দে, গায়ে চাদর জড়িয়ে খানিক পরেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'ভাইয়া! তুমি এখানে কী করছ?' নিখাদ উদ্বেগে প্রশ্ন করল বালেকা। 'ধরা পড়লে তোমার গর্দান যাবে!'

www.BanglaBook.org

'তোর জন্যেই এসেছি রে। তোকে একা ফেলে যেতে মন চাইল না। যাবি আমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই যাব। এই সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, বলো?'

'বিপদ হতে পারে। ভাল করে ভেবে দ্যাখ।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই। বিপদ হবেই। মরতেও হতে পারে। তাই বলে তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না, ভাইয়া।'

আর কথা বাড়ানোর মানে হয় না। গাঁ ছাড়লাম ভাইবোন। সঙ্গী বলতে আমার কুকুর কুস। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চললাম আমরা জুলু রাজ্যের উদ্দেশে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চার

পলায়ন পর্ব

বাকি রাত পথেই কাটল। যতক্ষণ না ক্লান্ত হলাম, এগিয়ে চললাম দু'জনে। এরপর এক ফসলি খেতে লুকালাম, থাকলাম ওখানে সারাদিন। বিকেলের দিকে উত্তেজিত হাঁকডাক শুনে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বাবার পাঠানো একদল লোক হাজির হয়েছে। পার্শ্ববর্তী এক গাঁয়ে গিয়ে আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিল, কোনও লাভ না হওয়ায় চলে গেল আরেকদিকে। আর দেখা পেলাম না ওদের।

সন্ধ্যা ঘনালে আবার পথে নামলাম আমরা। কপাল খারাপ,

www.BanglaBook.org

এক বুড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে, মুখে কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলাম। এরপর থেকে দিন-রাতের পরোয়া না করে ঘোড়ার উপরে থাকতে হলো, কারণ মনে হচ্ছিল ধাওয়াকারীদের সঙ্গে দেখা হলে বুড়ি আমাদের কথা বলে দেবে। কিন্তু সামনে যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছিল, তা বুঝিনি।

তৃতীয় সন্ধ্যায় বিশাল এক ভুট্টা খেতের সামনে পৌঁছুলাম আমরা। দেখলাম, খেতের পুরোটা মাড়িয়ে দিয়েছে কারা যেন। ভাঙাচোরা ভুট্টাগাছগুলোর মাঝে পড়ে আছে এক বৃদ্ধের লাশ, সারা গায়ে অ্যাসেগাইয়ের ক্ষত। অবাক হয়ে কিছুদূর এগোতেই দেখা পেলাম এক গ্রামের। গ্রাম না বলে গ্রামের ধ্বংসস্তূপ বলাই ভাল। আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সব ঘর। তার সামনে মাটিতে পড়ে আছে অগণিত লাশ—নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু... সব ধরনের। বর্শার খোঁচায় জর্জরিত প্রতিটা দেহ, মাটি ভেসে গেছে রক্তে। যেদিকে তাকাই শুধু লাল আর লাল। অস্তগামী সূর্যও একই বর্ণ ধারণ করেছে। মৃত্যু যেন তার লাল হাত বুলিয়ে দিয়ে গেছে এদিকে।

বীভৎস এই দৃশ্য দেখে কাঁদতে শুরু করল বালেকা। মনটা বড্ড নরম ওর। তা ছাড়া সারাদিন তেমন কোনও খাবারও জোটেনি। দুর্বল হয়ে পড়েছে।

'ভয়ঙ্কর কোনও শত্রু হামলা চালিয়েছিল এখানে,' বিড়বিড় করলাম।

পরমুহূর্তে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে এল কাছ থেকে। তাড়াতাড়ি ওদিকে এগিয়ে গেলাম। ছড়িয়ে পড়া একটা খড়ের গাদার পিছনে খুঁজে পেলাম এক তরুণীকে—বিচ্ছিরিভাবে আহত... তবে বেঁচে আছে। মুমূর্ষু। পাশে পড়ে আছে তিনটে বাচ্চার লাশ, আরেকটি বাচ্চার মৃতদেহকে ধরে রেখেছে দু'হাতে।

www.BanglaBook.org

একটু দূরে চিত হয়ে রয়েছে এক যুবকের লাশ। যুবকের মুখোমুখি ভূপাতিত হয়েছে ভিন্ন পোশাক-আশাকের জনাতিনেক যোদ্ধা। বুঝলাম, লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে যুবক। মরবার আগে খতম করেছে তিন-তিনজন শত্রুকে।

আমাকে দেখতে পেয়েই দৃষ্টি বিস্ফারিত হলো তরুণীর। হাতের অ্যাসেগাই দেখে শত্রু বলে ঠাউরাল। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'খুন করো আমাকে! মনের আশ কি মেটেনি? আর কত কষ্ট দেবে?'

তাড়াতাড়ি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি তার শত্রু নই। স্রেফ এক পথচারী, দৈবক্রমে এখানে এসে পড়েছি।

'তা হলে আমাকে পানি এনে দাও,' ক্লান্ত গলায় বলল মেয়েটি। 'গাঁয়ের পিছনে একটা ঝর্ণা আছে।'

বালেকাকে ডেকে ওর পাশে থাকতে বললাম। তারপর পানির পাত্র নিয়ে ছুটে গেলাম ঝর্ণায়। ওখানেও লাশ পড়ে আছে। ডাঙায় তুললাম লাশগুলো। এরপর পাত্র ভরে পানি নিলাম। ফিরে এলাম মেয়েটির কাছে। ঢকঢক করে সবটুকু পানি খেলো সে। একটু যেন শক্তি ফিরে পেল।

'এসব হলো কী করে?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'শাকার সৈন্যদের কাণ্ড,' বলল মেয়েটি। 'ভোরবেলা হামলা করেছে। আমরা সবাই তখন ঘুমাচ্ছিলাম... তৈরি ছিলাম না একেবারেই। আমার স্বামীই শুধু একা রুখে দাঁড়িয়েছিল।' ইশারায় কাছে পড়ে থাকা যুবকের মৃতদেহ দেখাল। 'ওদের তিনটাকে খতম করেছে, তারপর মারা পড়েছে। ওকে খুন করবার পর আমার বাচ্চাদের খুন করেছে শয়তানগুলো। সবশেষে ছুরি মেরে ফেলে গেছে আমাকে।' ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'কিন্তু কেন?'

'জানি না। বোধহয় আমাদের সর্দার শাকাকে যুইদির বিপক্ষে

www.BanglaBook.org

লড়াই করবার জন্য লোক দিতে রাজি হয়নি বলে।'

কথা শেষ করে স্বামী-সন্তানের লাশের দিকে পালা করে তাকাল তরুণী। তারপর কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

শব্দ করে কেঁদে উঠল বালেকা। আমিও হতচকিত হয়ে গেছি শাকার নৃশংসতা দেখে। মনে মনে ভাবলাম, সর্বশক্তিমান দেবতারা নিশ্চয়ই খুব নিষ্ঠুর। নইলে দুনিয়ার বুকে এমন নিষ্ঠুরতা তাঁরা ঘটতে দেন কী করে!

অবশ্য ওটা পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি। এখন আর ওভাবে ভাবি না আমি। সত্যি বলতে কী, সে-আমলে অত্যন্ত দুর্বলচিত্তের মানুষ ছিলাম আমি—অল্পতেই ঘাবড়ে যেতাম। যত দিন গেছে, ওসব দৃশ্য গা-সওয়া হয়ে গেছে আমার। না হয়ে উপায়ও ছিল না। শাকার আমল ছিল ওটা—রক্তের আমল। মৃত্যু ছিল অতি সাধারণ এক ব্যাপার। জন্ম নেয়াই ভুল, কারণ জন্ম নিলেই মরতে হবে।

যা হোক, সে-রাতটা ওই গাঁয়েই কাটালাম আমরা। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। সারাক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম *ইটোঙ্গো...* মানে, মৃত মানুষদের আত্মার আওয়াজ। গাঁয়ের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা, ডাকছিল একে-অন্যকে। সেটাই স্বাভাবিক—স্বামীরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল স্ত্রীকে, মায়েরা সন্তানকে। ভয় পাচ্ছিলাম, আমাদেরকে ওখানে পেয়ে আত্মারা খেপে যায় কি না; রাতভর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কোনোমতে সময় কাটালাম দু'ভাইবোন। কুস-ও কাঁপছিল ভয়ে, মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ছিল বিকট সুরে। তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট করল না আত্মারা। ভোরের দিকে স্তিমিত হয়ে এল তাদের কণ্ঠ।

আলো ফুটতেই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সমতল ধরে রওনা হলাম গন্তব্যের উদ্দেশে। শাকার গাঁয়ে পৌঁছুবার সহজ একটা পথ পেয়ে গেছি—মাটিতে ফুটে আছে তার সৈন্যদলের পায়ের ছাপ। চলতে চলতে নিঃসঙ্গ কয়েকজন যোদ্ধার লাশও

www.BanglaBook.org

দেখলাম—আহত হয়েছিল, দলের সঙ্গে এগোতে অক্ষম হওয়ায় তাদেরকে মেরে রেখে গেছে সঙ্গীরা।

শাকার কাছে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কি না, বুঝতে পারছি না। কিন্তু আর কোথাও যাবার জায়গাও নেই আমাদের। অগত্যা এগিয়ে চললাম। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে কাতর হয়ে পড়ছি ক্রমেই। এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিল বালেকা। কোথাও বসে চুপচাপ মৃত্যুর প্রহর গুনতে চায় বলে জানাল। প্রস্তাবটা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারলাম না, আর কিছু না হোক, অন্তত বিশ্রাম প্রয়োজন। একটা ঝর্ণার পারে নিয়ে গেলাম ওকে, হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। কুস খানিকক্ষণ ঘুরঘুর করল আমাদের আশপাশে, তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে ঢুকল একটা ঝোপের পিছনে। একটু পরেই ধস্তাধস্তি আর গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। ছুটে গেলাম ওখানে। গিয়ে দেখি, বড়সড় এক মদ্দা হরিণের গলা কামড়ে ধরে ঝুলছে কুকুরটা—ঝোপের পিছনে ঘুমাচ্ছিল ওটা, কুস অতর্কিত হামলা করে বসেছে। দেরি না করে হাতের বর্শা গেঁথে দিলাম হরিণটার বুকে, চেঁচিয়ে উঠলাম আনন্দে। খাবারের জোগাড় হয়ে গেছে।

চামড়া ছাড়িয়ে হরিণের মাংস ঝর্ণার পানিতে ধুয়ে নিলাম, তারপর কাঁচা মাংসই পেট পুরে খেলাম ভাইবোনে। আগুন জ্বালবার উপায় নেই, তাই রান্না করা গেল না। কিন্তু খিদের কারণে খুব একটা মন্দ লাগল না স্বাদ। খাওয়া শেষে মুখহাত ধুচ্ছি, এমন সময় আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল বালেকা। মুখ তুলে জমে গেলাম। আমাদের পিছনে, পাহাড়ের মাথায়, এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে ছ'জন সশস্ত্র যোদ্ধা। আমাদেরই গোত্রের লোক, সর্দার মাকেদামা পাঠিয়েছেন—হয় জীবন্ত অবস্থায় পাকড়াও করবে, নতুবা খুন করবে তাঁর দুই অবাধ্য সন্তানকে।

ওরাও দেখতে পেয়েছে আমাদের। রণহুঙ্কার ছেড়ে নামতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুরু করল ঢাল ধরে। উল্টো ঘুরে ছুট লাগালাম আমি আর পালেকা। সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর, একটু ঢালু হয়ে নেমে গেছে আমফোলোজি নদীর দিকে। নদীটা সাপের মত এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে প্রান্তরের বুক চিরে, ঝর্ণা গিয়ে মিশেছে ওটার গায়ে। নদীর উল্টোপাশে বিশাল আরেক ঢাল, ওপারে কী আছে জানি না, শুধু আন্দাজ করছি ওদিকেই কোথাও শাকার গ্রাম। সেদিকেই দৌড়ালাম। রৈ রৈ করে আমাদের ধাওয়া করল যোদ্ধারা। তাগড়া জোয়ান ওরা, প্রতি মুহূর্তে কমিয়ে আনছে দূরত্ব।

নদীর ধারে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম। প্রবল আক্রোশে বইছে ক্রুদ্ধ জলধারা। ডুবোপাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে ফেনা তুলছে। একটুখানি জায়গা খানিকটা শান্ত, বাকিটুকু পুরোই খরস্রোতা। পানিতে নামা বিপজ্জনক।

'ভাইয়া! কী করবে এখন?' ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল পালেকা।

'বেছে নিতে হবে যে-কোনও একটা,' বললাম আমি। 'বর্শার আঘাতে মরণ, কিংবা নদীর পানি।'

'ডুবে মরাই ভাল। কষ্ট কম পাব।'

'ভাল বলেছিস। তা ছাড়া ভাগ্য সদয় হলে বেঁচেও যেতে পারি। আমরা দু'জনেই সাঁতার জানি।'

হাতের জিনিসপত্র সব ছুঁড়ে ফেললাম, রাখলাম শুধু আমার অ্যাসেগাই। এরপর দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীতে। স্রোত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল, যুঝতে শুরু করলাম তার বিরুদ্ধে। চেষ্টা করছি নদীর অন্য পাড়ে পৌঁছুতে। কুস আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে।

একটু পরেই যোদ্ধারা পৌঁছে গেল পানির ধারে। আমাদের অবস্থা দেখে হেসে উঠল তাদের নেতা। চেঁচিয়ে বলল, 'বড্ড ভুল করেছিস তোরা, এবার ডুবে মরবি। আর যদি না-ও মরিস,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা মারব তোদেরকে। অগভীর জায়গা খুঁজে নিয়ে নদী পার হব, আবার ধাওয়া করব তোদের। যেখানেই যাস, আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবি না, বেঈমান!'

হাতের বর্শা ছুঁড়ল সে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা পড়ল আমাদের মাঝখানে।

এত কিছু অবশ্য দেখছি বা শুনছি না। বালেকাকে নিয়ে ক্রমাগত লড়াই করছি স্রোতের বিরুদ্ধে। বড় শক্তিশালী নদী, অন্য কেউ হলে এতক্ষণে ভেসে যেত পানির তোড়ে, কিন্তু আমরা ভাল সাঁতারু বলে এখনও টিকে আছি। তারপরেও যত সময় গেল, ততই ফুরিয়ে এল শক্তি। প্রথমদিকে বালেকাকে সাহায্য করছিলাম, পরে সেটা সম্ভব হলো না। হঠাৎ তলিয়ে গেল ও। দেখতেই পেলাম না ওকে। পাড়ের কাছে পৌঁছে গেছি ততক্ষণে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়লাম একটা পাথরে। ভাটির দিকে চোখ ফেরাতেই বালেকাকে ভেসে উঠতে দেখলাম, প্রায় একশো গজ দূরে। পানি যেখানে পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে ফেনা তুলছে, সেখানে পৌঁছে গেছে। ওকে উদ্ধার করে আনা অসম্ভব। হতাশায় ভেঙে পড়ল হৃদয়।

আর তখুনি... হঠাৎ... কুসকে ভেসে উঠতে দেখলাম বালেকার পাশে। ঘেউ ঘেউ করে ডাক ছাড়ল, যেন কিছু বলতে চাইল আমার বোনকে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে ওর লেজ আঁকড়ে ধরল বালেকা। কুকুরটা কতটা শক্তিশালী, তার প্রমাণ পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। স্রোতের বিপক্ষে লড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে বালেকাকে তীরের কাছে নিয়ে চলল কুস। আমিও ছুটে গেলাম ওদিকে। ওরা নাগালে পৌঁছুতেই উবু হয়ে বাড়িয়ে ধরলাম বর্শাটা। বালেকা ওটা ধরে ফেললে টেনে তীরে তুলে আনলাম ওকে। কুসও উঠল ওর পিছু পিছু।

ধপ করে মাটিতে বসে পড়লাম দু'ভাইবোন। পরিশ্রমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁপাচ্ছি। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। নদীর ওপার থেকে আমাদের অক্ষত থাকতে দেখে গালাগাল শুরু করল যোদ্ধারা। ছুট লাগাল নদীর কিনার ধরে—নিরাপদ, অগভীর কোনও জায়গা খুঁজে নেবে পার হবার জন্য।

বালেকার হাত ধরে টানলাম। 'ওঠ্। ওরা নদী পার হতে গেছে। এখুনি চলে আসবে।'

'ছেড়ে দাও, ভাইয়া!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল বালেকা। 'মরতে দাও আমাকে।'

'বাজে কথা বলিস না,' ধমকে উঠলাম। জোর করে দাঁড় করালাম ওকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললাম আমার সঙ্গে। কিছু সময় পর স্বাভাবিক হয়ে গেল বালেকা। তাল মিলিয়ে হাঁটতে থাকল। ঢাল ধরে উঠে চললাম আমরা। প্রায় দু'ঘণ্টা চলার পর পৌঁছুলাম চূড়ায়। সেখান থেকে দেখলাম, দূরে... দিগন্তের কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক গ্রাম।

'ওই তো...' রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'ওই তো শাকার গ্রাম!'

'দেখেছি,' বালেকা বলল। 'কিন্তু কী অপেক্ষা করছে ওখানে?'

'গেলেই জানা যাবে।'

একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম একটা পায়ে চলা পথ—ওটা ধরে যাতায়াত করে শাকার সৈন্যদল। পথ ধরে হাঁটতে থাকলাম আমরা। বেশ কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে তাকালাম, চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। ধাওয়াকারীরা এসে গেছে। তবে ছ'জন নয়, পাঁচজন। একজন সম্ভবত নদী পার হতে গিয়ে ডুবে গেছে। ঢাল ধরে বাকিরা ছুটে আসছে আমাদের উদ্দেশে।

আবারও দৌড়াতে শুরু করলাম আমি আর বালেকা। কিন্তু শক্তি ফুরিয়ে এসেছে আমাদের, হাজার চেষ্টাতেও বেশি এগোতে পারছি না। যোদ্ধারা খুব কাছে চলে এসেছে। উপায়ান্তর না দেখে কুসকে লেলিয়ে দিলাম ওদের উপর। দুঃসাহসী কুকুরটা আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হুকুম পেয়ে ছুটে গেল শত্রুদের দিকে, ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বর্শার খোঁচায় গভীর কয়েকটা ক্ষত সৃষ্টি হলো ওর গায়ে, তবে পিছু হটল না। হঠাৎ এক লাফে কামড়ে ধরল একজনের টুঁটি। কুসকে নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল যোদ্ধা, কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। মাশুল গুনতে হলো কুসকেও। লোকটাকে ঘায়েল করতে গিয়ে স্থির থাকতে হয়েছে ওকে, সেই সুযোগে বাকিরা হামলা করল ওর উপর। বর্শার ঘায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ওর দেহ। শিকারের পাশাপাশি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ও-ও।

আমরা ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছি। শাকার গ্রাম আর মাত্র তিনশো কদম দূরে। চারদিকে উঁচু বেড়া, ভিতরে কী যেন চলছে... বাইরে থেকে ঠাহর করা মুশকিল, শুধু হৈচৈ আর ধুলো ওড়া দেখছি। কুসকে খতম করেই আবার আমাদের পিছু নিয়েছে জীবিত চার যোদ্ধা। টের পেলাম, ওখানে পৌঁছুতে পারব না; তার আগেই ধরা পড়ে যাব। বালেকার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক প্রেরণা অনুভব করলাম। আমিই নিয়ে এসেছি ওকে, তাই আমারই কর্তব্য ওকে বাঁচিয়ে রাখা। শাকার কবলে পড়লে ক্ষতি নেই... যত নিষ্ঠুরই হোক রাজা, একটা অসহায় মেয়েকে খুন করবে না।

'পালা, বালেকা, পালা!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'যা-ই ঘটে, থামবি না।' বলেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আতঙ্ক আর উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে বালেকা, আমার মতলব ধরতে পারেনি; পাগলের মত চলে গেল গ্রামের ফটকের দিকে। আর আমি উল্টো ঘুরে মাটিতে বসে পড়লাম। জিরিয়ে নিচ্ছি শক্তি পাবার জন্য। চার-চারজন খুনে যোদ্ধার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। জেতার আশা করছি না, কিন্তু আমার বোন নিরাপদ আশ্রয়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত ব্যস্ত রাখতে হবে ওদেরকে।

www.BanglaBook.org

সেটাও কম কঠিন নয়। স্থির চোখে যাচাই করলাম প্রতিপক্ষকে। ওরা কাছে চলে এলে উঠে দাঁড়ালাম, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরলাম আমার অ্যাসেগাই। লাল পর্দাটা আবার যেন ওঠানামা করতে শুরু করেছে চোখের সামনে। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আমি, ভয়-ডর পালিয়ে গেছে।

জোড়ায় জোড়ায় ছুটে আসছে যোদ্ধারা, দুই জুটির মাঝে প্রথমটা এগিয়ে আছে একটু। ওরাই প্রথম নাগালে পেল আমাকে। হুঙ্কার ছেড়ে একজন ঢাল-বর্শা নিয়ে হামলা করে বসল। ঝট করে নিচু হলাম, তারপর আমার বর্শাটা কোনাকুনিভাবে চালালাম তার উদ্দেশে—ঢালের তলা দিয়ে। ওর বর্শা আমার কাঁধ ফেড়ে দিল—এই যে, এখনও দাগ আছে; আর আমার বর্শা বিদীর্ণ করল তার বুক। চিৎকার করে মাটিতে ছিটকে পড়ল সে, বুকে বর্শা নিয়ে। আমি হয়ে গেলাম নিরস্ত্র। দ্বিতীয়জন হামলা করতেই ধাউলি কেটে ফাঁকি দিলাম; গড়ান দিয়ে পড়লাম লোকটার পায়ে। তাল হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, হাত থেকে ছুটে গেল বর্শা। বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে কুড়িয়ে নিলাম সেই বর্শা, গেঁথে দিলাম তার পিঠে। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল চোখের পলকে।

দ্বিতীয় জুটি থমকে দাঁড়িয়েছে আমার কাণ্ড দেখে। প্রথম দু'জনের মত বোকামি করবে না এরা, তাই লড়বার আর চেষ্টা করলাম না। বরং উল্টো ঘুরে দৌড় লাগালাম প্রাণপণে। পিছনে হৈ-হল্লা করে ছুটে এল দুই যোদ্ধা।

বালেকা প্রায় একশো কদম এগিয়ে গেছে, কিন্তু মাতালের মত ছুটছে ও—হাত-পায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রামের ফটকের চল্লিশ কদমের মধ্যে পৌঁছুতেই ওকে ধরে ফেললাম আমি। আর তখুনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ও। থেমে যেতে বাধ্য হলাম। ওকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। উল্টো ঘুরে তৈরি হলাম মৃত্যুকে বরণ করে নিতে।

www.BanglaBook.org

আর ঠিক তখুনি শব্দ করে খুলে গেল গ্রামের ফটক। টানা-হেঁচড়া করে এক বন্দিকে নিয়ে বেরিয়ে এল একদল জুলু সৈনিক। তাদের পিছু পিছু বেরুল বিশালদেহী এক মানুষ, গায়ে চিতাবাঘের চামড়ার কৌপিন—হাসছে পাগলের মত। লোকটাকে ঘিরে রেখেছে তেলতেলে চেহারার কয়েকজন উপদেষ্টা আর মুশকো দেহরক্ষী।

আমাদেরকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল দলটা। তারপরেই ছুটে এল কয়েকজন সৈনিক। ধাওয়াকারী দুই ল্যাঞ্জেনি যোদ্ধাও আমাদের সামনে পৌঁছুল একই সময়।

'কে তোমরা?' চেঁচিয়ে উঠল জুলু সৈনিকদের নেতা। 'জুলু রাজার গাঁয়ের সামনে খুনোখুনি করবার সাহস পেলে কোথায়? এটা আমাদের রাজার এলাকা।'

'আমরা মাকেদামার লোক,' জানাল এক ধাওয়াকারী। 'এরা অপরাধী... আমাদের গাঁয়ের ওঝাকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। ওই দেখো, আমাদের দুই সাথীকেও খুন করেছে এরা। এদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের সর্দার।'

'এখানে খুনোখুনির অনুমতি একমাত্র রাজাধিরাজ দিতে পারেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করো।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে বিশালদেহী মানুষটা। ক্ষমতার অদ্ভুত এক দ্যুতি রয়েছে তার চেহারায়, যদিও বয়স খুব বেশি নয়। অন্যদের চেয়ে লম্বা, দেহটাও সুগঠিত। চেহারা একই সঙ্গে সুদর্শন ও ভয়ঙ্কর। রেগে গেলে ভাঁটার মত জ্বলে চোখদুটো। বহু বছর আগে দেখা চেহারাটাই—বয়সের সঙ্গে পরিণত হয়ে উঠেছে, এই যা।

'হে শাকা... হে রাজাধিরাজ!' বলল সৈনিকদের নেতা, 'এই তরুণ-তরুণী নাকি অপরাধী, তাই এদেরকে খুন করতে এসেছে ওরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ, করুক খুন,' শান্ত কণ্ঠে বলল শাকা।

'ধন্যবাদ, হে রাজাধিরাজ!' স্তুতি বেরিয়ে এল ল্যাঞ্জেনি যোদ্ধাদের কণ্ঠ থেকে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'...আর হ্যাঁ,' মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে বলল শাকা, 'কাজ শেষ হলে ওদের চোখ উপড়ে নিয়ো, কারণ জুলু রাজার দোরগোড়ায় এসে অস্ত্র ব্যবহারের দুঃসাহস দেখিয়েছে এরা।'

'শাকা মহান! শাকা জ্ঞানী! তাঁর বিচার নিখুঁত ও ভয়ঙ্কর!' প্রশংসা তুলল জুলুরা।

দুই ল্যাঞ্জেনি যোদ্ধা চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে। পাশার ছক এভাবে উল্টে যাবে, ভাবতে পারেনি ওরা।

'ওদের জিভদুটোও কেটে নিয়ো,' বিরক্ত গলায় বলল শাকা। 'জুলুদের পবিত্রভূমিতে এমন বিচ্ছিরি চিৎকার শুনতে চাই না আমি।' দুই যোদ্ধার দিকে তাকাল। 'কী হলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? খুন করতে এসেছ যখন, খুন করো ওদের। কী চিন্তা করছ? সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না বুঝি? বেশ, তা হলে সময় দিচ্ছি তোমাদের। অ্যাই, কে আছিস? এদের গায়ে মধু মেখে পিঁপড়ের ঢিবির পাশে বেঁধে রেখে আয়। কাল সকাল নাগাদ মনস্থির করে ফেলবে এরা।'

আর্তনাদ করে উঠল ল্যাঞ্জেনি যোদ্ধারা। ছুটে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলল জুলুরা।

আমাদের দিকে ফিরল শাকা। বলল, 'হুম, এরাই বা বেঁচে থাকবে কেন? মেয়েটা তো দেখছি ঘুমিয়ে গেছে, ছেলেটারও ঘুম প্রয়োজন। চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দাও ওদের।'

বর্শা তুলে এগিয়ে এল কয়েকজন। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'থামো! হে শাকা, আমি মোপো। আর এ হলো আমার বোন—বালেকা।'

হাসির রোল পড়ে গেল চারদিকে। শাকাও হাসছে। বাঁকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুরে বলল, 'এমনভাবে নাম বলছ যেন কোনও রাজা-বাদশাহ্। নাম বললেই চিনে ফেলব। তাও নাম যখন জানলাম... পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মোপো। জুলু রাজ্যে স্বাগতম। একই সঙ্গে বিদায়!'

'আপনি আমাকে চেনেন, শাকা,' মরিয়া হয়ে বললাম। 'মোপো... ল্যাঞ্জেনি গোত্রের সর্দার মাকেদামার ছেলে। মনে করে দেখুন, বহু বছর আগে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মা-সহ আমাদের গাঁয়ের পাশে এসেছিলেন আপনি। আমি আপনাকে পানি এনে দিয়েছিলাম। তখন কথা দিয়েছিলেন, বড় হয়ে আমাকে ঠাঁই দেবেন আপনি, সেবা করতে দেবেন। কোনও ক্ষতি করবেন না আমার। সেই আশায় আমার বোনকে নিয়ে ছুটে এসেছি। দয়া করুন, রাজা। প্রতিশ্রুতি ভাঙবেন না!'

আমার কথা শুনে হাসি থেমে গেল শাকার। বদলে গেল চেহারা। পাশ থেকে এক উপদেষ্টা কানে কানে কী যেন বলার চেষ্টা করতেই ধমকে উঠল, 'খামোশ! মিথ্যেবাদী নয় ও। সত্যি কথাই বলছে।' কুঁতকুঁতে দু'চোখে কয়েক মুহূর্ত যাচাই করল আমাকে। তারপর বলল, 'ঠিকই বলছ তুমি, মোপো। কথা দিয়েছিলাম আমি। সেই কথার মর্যাদাও দেব। আমার বাড়িতে ভৃত্য হয়ে থাকবে তুমি, আমার সেবা করবে। কিন্তু তোমার বোনের ব্যাপারে অমন কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি। ওকে কেন বাঁচিয়ে রাখব, বলতে পারো? যেখানে আমি তোমাদের পুরো গোত্রকে ধ্বংস করবার জন্য কসম কেটেছি?'

'কারণ ও যে বড় সুন্দরী, মালিক। তা ছাড়া বোনকে বড় ভালবাসি আমি। তাই আপনার কাছে ওর জীবনভিক্ষা চাইছি।'

'সুন্দরী?' কৌতূহলী দেখাল শাকাকে। 'চিৎ করো ওকে।'

তা-ই করলাম। কয়েক মুহূর্ত নিবিড়ভাবে বালেকার অচেতন চেহারাটা দেখল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুম, এবারও সত্য কথাই বলছ তুমি, মোপো। বেশ, দিলাম ওর জীবনভিক্ষা। আমার বাড়িতে ও-ও থাকবে এখন থেকে, আমার দাসী হয়ে... অন্য দাসীদের সঙ্গে। এখন তোমার কাহিনি শোনাও। কী হয়েছিল? কী করে এলে এখানে?'

শাকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে খুলে বললাম সব। মনোযোগ দিয়ে শুনল সে, কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। কুসের মারা যাবার ঘটনা শুনে শুধু বলল, কুকুরটা বেঁচে থাকলে ভাল হতো। আমার বাবা মাকেদামার উপর ওকে লেলিয়ে দিত সে। এরপর ল্যাঞ্জেনি গোত্রের সর্দার বলে ঘোষণা করত কুকুরটাকে। এতই তার ঘৃণা আমাদের প্রতি।

আমার গল্প শেষ হলে দুই ল্যাঞ্জেনি যোদ্ধার দিকে তাকাল শাকা। বলল, 'আমি মত বদলেছি। পিঁপড়ের খোরাক বানাব না তোমাদের। একজন মরবে, অন্যজন ছাড়া পাবে। একে দেখছ, মোপো?' হাতের ইশারায় গ্রাম থেকে বের করে আনা বন্দিকে দেখাল সে। 'আমারই লোক, কিন্তু নিজেকে কাপুরুষ বলে প্রমাণ করায় শাস্তি পাচ্ছে। এখানে আসার পথে একটা গ্রাম হয়তো দেখেছ—ওখানে পাঠিয়েছিলাম একে। দুঃসাহসী এক যোদ্ধার সামনে পড়েছিল ও আর ওর তিন সঙ্গী; লোকটা তার স্ত্রী-সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য লড়ছিল। সঙ্গীরা মারা পড়ে তার হাতে, আর তাতেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায় এই হারামজাদা। সামনাসামনি লড়াইয়ের বদলে পিছন থেকে বর্শা ছুঁড়ে খতম করেছে ওই দুঃসাহসী যোদ্ধাকে। কী অসম্মান! এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবে ও।' ল্যাঞ্জেনি দুই যোদ্ধার দিকে আবার ফিরল শাকা। 'এদের একজনের সঙ্গে লড়াই করবে ও—আমৃত্যু লড়াই। অন্যজনকে তোমাদের গাঁয়ে পাঠাব... আমার হয়ে সর্দার মাকেদামাকে একটা খবর পৌঁছে দেবে।' শয়তানি হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'এবার নিজেরাই ঠিক করো—কে বাঁচবে আর কে মরবে।'

www.BanglaBook.org

একসঙ্গে সামনে এগোল দুই যোদ্ধা—দু'জনেই লড়াই করতে চায়। আপন ভাই ওরা, পরস্পরকে বাঁচাতে চাইছে।

'অবাক ব্যাপার!' বলল শাকা। 'শুয়োরদের মধ্যেও দেখি ত্যাগ আর আত্মসম্মানবোধ আছে। কিন্তু একজনকে তো বেছে নিতেই হবে। জুয়া খেলা যাক। এই অ্যাসেগাইটা দেখছ?' একটা বর্শা তুলল সে। 'উপরে ছুঁড়ে মারব এটা। যদি ফলাটা আগে পড়ে, তা হলে লম্বাজন মুক্তি পাবে; আর হাতলটা পড়লে পাবে বাঁটকু।'

কথা শেষ করে আকাশে বর্শা ছুঁড়ল শাকা। বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছুদূর উঠে গেল ওটা, এরপর একই ভাবে নেমে এল। ঘ্যাচ করে ফলাটা গেঁথে গেল মাটিতে।

'বাহ্, সিদ্ধান্ত তা হলে হয়েই গেল। এদিকে এসো,' লম্বা যোদ্ধাকে কাছে ডাকল শাকা। 'তোমাদের গাঁয়ে ফিরে যাও এখুনি। সর্দার মাকেদামাকে বলবে, জুলুদের রাজা শাকা একটা বার্তা দিয়েছে তার জন্য। কী বার্তা? ওকে বলবে—বহু বছর আগে তোমরা শাকাকে অভুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু আজ... তোমারই ছেলে কুকুরের মত আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়েছে। মনে থাকবে তো? যাও এবার!'

ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ল্যাঙ্গেনি যোদ্ধা। জুলু বন্দির বাঁধন খুলে দেবার হুকুম দিল শাকা। তাকে নির্দেশ দিল দ্বিতীয় যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করতে। আমরা হলাম তার দর্শক।

জম্পেশ লড়াই হলো, তবে শেষ পর্যন্ত জিত হলো আমার গোত্রের যোদ্ধার। পুরস্কার হিসেবে প্রাণ বাঁচাবার একটা সুযোগ দিল তাকে শাকা। হুকুম দিল দৌড়াতে, পিছনে লেলিয়ে দিল পাঁচজন জুলু যোদ্ধাকে। ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে যদি পালিয়ে যেতে পারে, জানে বেঁচে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল যোদ্ধা। সত্যি সত্যি দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিল ধাওয়াকারীদের। শাকাকে রাগতে দেখলাম না একটুও। বরং কেন যেন মনে হলো, সে-ই তার সৈনিকদের বলে দিয়েছিল একটু আস্তে দৌড়াতে। শাকার নিষ্ঠুর চরিত্রে এই একটাই জিনিস ছিল প্রশংসনীয়—সাহসিকতার কদর করত সে। শত্রু হলেও সাহসী মানুষের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করত।

যা হোক, বিজয়ী যোদ্ধার প্রতি আমিও কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম। এক হিসেবে হতভাগ্য সেই মেয়েটির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে সে। শান্তি এনে দিয়েছে অতৃপ্ত একটি আত্মার বুকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পাঁচ

রাজ চিকিৎসক

জুলুদের রাজা শাকার কাছে কীভাবে আশ্রয় পেয়েছিলাম আমি আর বালেকা, এতক্ষণ সে-গল্পই শোনালাম তোমাকে, বাবা। প্রশ্ন করতে পারো, গল্পটা এত বিস্তারিতভাবে শোনাতে গেলাম কেন। জেনে রাখো, মূল যে-কাহিনি তোমাকে শোনাতে চলেছি, এ ছিল তার উপক্রমণিকা। বীজ থেকে যেভাবে বের হয় মহীরুহ, ডালপালা মেলে... এই গল্প থেকেও সেভাবে জন্ম নেবে দুর্ধর্ষ আমস্লোপোগাস, সুন্দরী নাডা আর ওদের প্রেমকাহিনি। কারণ নাডা ছিল আমার মেয়ে, আর আমস্লোপোগাস... যদিও খুব কম

www.BanglaBook.org

লোকে জানে... ছিল শাকা আর বালেকার সন্তান।

যা হোক, শাকার ঘরে ঠাঁই পাবার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল বালেকা; ফিরে পেল ওর রূপ। কিছুদিন পরেই সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে ওকে বিয়ে করল শাকা—আমার বোন হয়ে উঠল রাজার বহু স্ত্রীর একজন। তবে ওদেরকে স্ত্রী বলত না শাকা, বলত দাসী।

আর আমি... আমাকে রাজার খাস চিকিৎসকদের একজন বানানো হলো। তন্ত্রমন্ত্রের পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রেও ভাল দক্ষতা অর্জন করেছিলাম নোমার অধীনে, ফলে নানা ধরনের ওষুধপথ্য দিয়ে অচিরেই মন জয় করে নিলাম শাকার। শীঘ্রি তার প্রধান চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত হলাম। দিনে দিনে ধনী হলাম আমি—গরুমোষের মালিকানা আর একের পর এক স্ত্রী পেয়ে; তবে আমার কাজটা বেশ বিপজ্জনকও ছিল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতে হতো—আরেকটা সকাল দেখব কি না তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। অতীতে বহু চিকিৎসকই প্রাণদণ্ড পেয়েছে শাকার হাতে—তাদের চিকিৎসায় রোগী সুস্থ না হবার কারণে। আতঙ্কে থাকতাম, এই বুঝি আমার উপরও নাখোশ হয়ে বসে সে, শূলে চড়ায় আমাকে! টিকে রয়েছিলাম স্রেফ আমার ধন্বন্তরী ওষুধ আর ছেলেবেলায় শাকার দেয়া প্রতিশ্রুতির কারণে—আমার কোনও অনিষ্ট করবে না সে কোনোদিন। ধীরে ধীরে তার খুব কাছের মানুষে পরিণত হলাম। রাজা যেখানে যায়, সেখানে আমিও যাই। ঘুমাই তার পাশের বাড়িতে; রাজসভায় তার পিছনে বসি; আর যুদ্ধের ময়দানে থাকি তার পাশে।

আহ্! যুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল, বাবা! কী ছিল সেসব দিন! কী ছিল সেসব যুদ্ধ! লড়তামও আমরা সেভাবে। শকুনের দল পিছু নিত আমাদের... পিছু নিত হায়েনার পাল। আমাদের

www.BanglaBook.org

ফেলে যাওয়া লাশের পাহাড় ওদের ক্ষুধা মেটাত। শাকার সঙ্গে প্রথম যে-যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, সেটার কথা কোনোদিন ভুলব না। শুনবে সে-কাহিনি? বেশ।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমলাতুজি নদীর দক্ষিণ তীরে নতুন এক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছে শাকা। এণ্ডেয়াণ্ডে গোত্রের সর্দার যুইদির কথা আগেই বলেছি... শাকার চিরশত্রু, তৃতীয়বারের মত হামলা চালাতে এল জুলুদের উপরে। দশ রেজিমেন্ট সৈন্য নিয়ে শাকাও রওনা হলো তাকে সমুচিত জবাব দেবার জন্য—খাটো বর্শা নামের নতুন এক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

যুদ্ধের ময়দানের বর্ণনা দিই—নিচু এক পাহাড়ের ঢালে ঘাঁটি গেড়েছে যুইদির বাহিনী। সতেরোটা রেজিমেন্ট ওদের; লোকের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেছে মাটি-পাথর আর ঘাস; পুরো পাহাড় যেন কিলবিল করছে। মুখোমুখি আরেকটা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছি আমরা। দুই পাহাড়ের মাঝে রয়েছে ছোট্ট এক উপত্যকা, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে সংকীর্ণ এক ঝর্ণা। রাতভর দুই শিবিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোয় আলোকিত হয়ে রইল পুরো উপত্যকা, পাহাড়দুটো মুখরিত হয়ে রইল সৈন্যদের সঙ্গীতে।

ভোর হলো। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই। তৈরি হলো লড়াইয়ের জন্য... গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুর জন্য। সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল রেজিমেন্টগুলো। সূর্যের প্রথম কিরণে ঝলমল করে উঠল শত-সহস্র বর্শার ফলা। ভোরের বাতাস মোলায়েম পরশ দিয়ে গেল যোদ্ধাদের শরীরে। পাহাড়ের মাথায় হেসে উঠল সূর্য, লালচে আলোয় রাঙিয়ে দিল আমাদের ঢাল, বর্শা আর নীচের ময়দান। যেন মৃত্যুর নাটকের মঞ্চ তৈরি হলো। তা দেখে হেসে উঠল সৈন্যরা। মৃত্যুকে ভয় পায় না ওরা। বর্শার আঘাতে মৃত্যু তো সম্মানের; রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারাও পরম সৌভাগ্যের। মৃত্যুর কোলে চড়ে আসে বিজয়—নববধূর মত। রাতে সেই

www.BanglaBook.org

বধূকে নিয়ে ঘরে ফেরার পণ করেছে সবাই।

বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। চঞ্চল হয়ে উঠল সৈন্যরা। শুরু করল গান—ওরা রাজার দাসানুদাস, জন্মই হয়েছে রাজার তরে জীবন দেবার জন্য। ওরা জুলু... ওরা সিংহের সন্তান!

ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের দেখতে শুরু করল শাকা, তাকে অনুসরণ করছে ইন্দুনা... মানে কনিষ্ঠ সেনানায়কেরা; আমিও আছি ওদের সঙ্গে। চপল হরিণের মত হাঁটছে সে, খুনের নেশায় জ্বলছে দু'চোখ, হরিণের মতই শুঁকছে বাতাস—যেন আগু-হত্যাযজ্ঞের গন্ধ পাচ্ছে ওতে। বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের অ্যাসেগাই উঁচু করে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠল পাহাড়।

'যুইদির সন্তানেরা কোথায়?' বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করল শাকা।

উপত্যকার উল্টোপাশের পাহাড়ের দিকে তাক হয়ে গেল সমস্ত বর্শা। 'ওখানে, পিতা!'

'ওরা তো লড়তে আসছে না,' বলল শাকা। 'তা হলে কি অপেক্ষা করতে করতে চুল পাকাব আমরা?'

'না, পিতা!' চেঁচাল সৈন্যরা। 'আমরাই শুরু করব লড়াই।'

'বেশ, তা হলে আমকান্দলু-র সৈন্যদল এগিয়ে এসো।'

কালো রঙের ঢালসজ্জিত একটা রেজিমেন্ট বেরিয়ে এল বাহিনী থেকে।

'যাও, আমার সন্তানেরা,' হুকুম দিল শাকা। 'ওই যে শত্রু, খতম করো ওদের। যাও! ফিরে আসার প্রয়োজন নেই।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, পিতা!' একযোগে বলল সৈন্যরা। তারপর ছুটে নেমে গেল ঢাল বেয়ে। ওরা ঝর্ণা পার হতেই নড়েচড়ে উঠল যুইদির বাহিনী। তৈরি হলো হামলা প্রতিহত করতে।

বেধে গেল লড়াই। ওদের সতেরোটা রেজিমেন্টের মুখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের একটা মাত্র রেজিমেন্ট কিছুই না—স্রেফ কচুকাটা হতে থাকল। অর্ধেক সৈন্য মারা পড়ল, বাকিরা সাহস হারিয়ে পিঠটান দিল। এপারে অপেক্ষারত জুলুরা গালাগাল শুরু করল ওদের কাপুরুষতায়, শুধু শাকা রইল নির্বিকার।

'জায়গা দাও, জায়গা দাও ওদের,' পরাজিতরা ফিরে এলে বিদ্রূপের সুরে বলল সে। 'আমকান্দলুর মেয়ে-রা ফিরে এসেছে।'

মাথা নিচু করে বাহিনীর ভিতরে মুখ লুকাল সৈন্যরা।

ইন্দুনাদের ডেকে পাঠাল শাকা। নিচু স্বরে কী যেন বলল। ওরা সেই নির্দেশ নিয়ে ছুটে গেল জুলু সেনাপতি মেনজিওয়া-র কাছে। একটু পরেই দুটো রেজিমেন্ট ঝড়ের বেগে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। আরও দুটো করে রেজিমেন্ট গেল ডানে আর বাঁয়ে। অবশিষ্ট তিন রেজিমেন্ট নিয়ে পাহাড়ে রয়ে গেল শাকা।

আবার শুরু হলো যুদ্ধ। সে কী লড়াই... ভাবলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। সত্যিকার যোদ্ধা ছিল ওরা। নিশ্চিত পরাজয়ের মাঝেও হাল ছাড়ছিল না, পালাচ্ছিল না ময়দান ছেড়ে। দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শত্রুরা, কিন্তু ওরা ছিল অনড়। মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছিল বুক চিতিয়ে। একজন মরলে শত্রুদের মরছিল অন্তত দু'জন। বয়স বেশি ছিল না আমাদের যোদ্ধাদের, কিন্তু ওরা ছিল শাকার সন্তান! খোদ মেনজিওয়া মারা পড়ল, চাপা পড়ল লাশের স্তূপে... তাও কেউ ক্ষান্ত দিল না লড়াইয়ে। এমন সৈনিক এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না।

যা হোক, একসময় খতম হয়ে গেল সবাই। নেমে এল নীরবতা। শাকা মুখ খুলল না। শুধু তাকাল ডানে-বাঁয়ে। একটু পরেই দু'পাশ থেকে হামলা করল পরের চারটা রেজিমেন্ট। রক্তের নহর বইয়ে দিল পাহাড়ে। সাহসিকতার সঙ্গে তাদেরকে প্রতিহত করল যুইদির বাহিনী। শুরুতে ব্যাপক প্রাণহানির শিকার হলেও আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিল নিজেদের। যুদ্ধের মোড় ঘুরে

www.BanglaBook.org

গেল আমাদের বিপক্ষে।

এতক্ষণে আবার কথা বলল শাকা। হুঙ্কার করে উঠল 'আক্রমণ করো! আক্রমণ করো জুলু সন্তানেরা!'

যেন বজ্র গর্জে উঠল আমাদের পায়ের আওয়াজে। অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের মত ছুটে গেল অপেক্ষমাণ তিন রেজিমেন্ট, প্রবল রোষে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুদের উপরে। ঠুনকো কাঁচের মত ভেঙে পড়ল যুইদির প্রতিরোধ ব্যূহ। ওদেরকে খুন করে, মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। তারপর কী হলো আর বলতে পারব না। ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। অস্ত্রের ঝনঝনানি আর রক্তের ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সবকিছু লাল হয়ে এসেছিল। শুধু এটুকু বলতে পারি, লড়াই শেষে শত্রুদের কোনও চিহ্ন ছিল না। যারা পেরেছে পালিয়েছে, বাকিরা পড়ে ছিল লাশ হয়ে। আগুনের মত ওদেরকে গিলে নিয়েছিলাম আমরা।

যুদ্ধজয়ের পর মাথা গোনা হলো। দশটা রেজিমেন্ট সকালে সূর্যোদয় দেখেছিল, তিনটা রেজিমেন্ট দেখছে সূর্যাস্ত। বাকিরা পাড়ি জমিয়েছে এমন এক দেশে, যেখানে সূর্যের অস্তিত্ব নেই।

এমনই ছিল শাকার আমলের যুদ্ধ।

ও হ্যাঁ, আমকান্দলু রেজিমেন্টের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, সেটাও বলে দিই। গাঁয়ে ফিরেই ওদেরকে ডেকে পাঠাল শাকা। শান্ত গলায় বকাঝকা করল মেয়েমানুষের মত ভয় পেয়ে পালিয়ে আসায়। তার কথা শেষ হতেই খুন করা হলো রেজিমেন্টের সব সৈনিককে। সংখ্যায় প্রায় দু'হাজার ছিল ওরা—কাউকেই দয়া করা হলো না।

এভাবেই কাপুরুষদের শাস্তি দিত শাকা। শুনতে ব্যাপারটা নির্মম মনে হলেও বলে রাখা ভাল—ওই ঘটনার পর আর কোনও জুলু সৈনিক পালিয়ে আসেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। অন্য গোত্রের পাঁচজন সৈনিকের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল আমাদের একেকজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেশা। শত্রুরা সংখ্যায় যতই ভারী বা শক্তিশালী হোক, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে যেত আমাদের সৈনিক। ওদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল—*লড়াই করে মরব, তাও পালাব না।* বলা বাহুল্য, শাকার জীবদ্দশায় তাই আর কখনও হারতে হয়নি আমাদের।

যে-যুদ্ধের গল্প শোনালাম, সেটা ছিল জুলুদের অসংখ্য যুদ্ধের একটা। কিছুদিন পর পর নতুন করে বাহিনী গঠন করা হতো; প্রতিটা যুদ্ধে খর্ব হতো সেই বাহিনীর লোকবল, কিন্তু যোগ হতো বিজয়ের গর্ব আর যুদ্ধজয়ের বিভিন্ন সম্পদ। গোত্রের পর গোত্রের পতন ঘটেছে আমাদের সামনে। কেউ ধ্বংস হয়েছে, কেউ বা করেছে আত্মসমর্পণ। বিজিত সে-সব গোত্র থেকে নেয়া হতো নিত্যনতুন লোক। তাই কখনও সৈনিকের অভাব হয়নি শাকার। এবং দিনে দিনে শক্তিশালী হয়েছে তার বাহিনী।

একসময় আর কোনও সর্দার বাকি রইল না। আমসুদুকা-র পতন হলো, তারপর হলো মানসেংগাজা-র। আমযিলিকাজি-কে তাড়িয়ে দেয়া হলো উত্তরে; মাতিওয়ানে-কে স্রেফ লুটিয়ে ফেলা হলো। এরপর আমরা অভিযান চালালাম নেটালে। তখন মানুষের অভাব ছিল না ওখানে। কিন্তু আমরা যখন ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, পলাতক দু'-চারজন মানুষ ছাড়া আর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ... সবাইকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি আমরা। প্রাণহীন করে ছেড়েছি নেটালকে। ওখানে অভিযান শেষ হলে পালা এল উ'ফাকু-র, আমাপোণ্ডো-দের সর্দার। আহ্! তার কথা আর কী বলব! কোথায় সে এখন? কেউ জানে না। হাহ্!

এভাবেই চলছিল সব... যতদিন না জুলুরাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল যুদ্ধের প্রতি। যতদিন না সবচেয়ে ধারালো অ্যাসেগাইও হয়ে পড়েছিল ভোঁতা।

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ছয়

আমস্লোপোগাসের জন্ম

কঠিন একটা নীতি ছিল শাকার—কোনও সন্তান নেবে না। ঘরভর্তি বউ... তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময় গর্ভধারণ করেছে, কিন্তু জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হতো বাচ্চাদের।

'জেনেশুনে ঘরে সাপ পুষতে পারি না আমি, মোপো,' এমনতরো নীতির ব্যাখ্যা দিয়েছিল আমাকে শাকা। 'বড় হয়ে আমাকেই ছোবল দেবে। ইতিহাস ঘেঁটে দেখো, রাজারা সাধারণত তাদের সন্তানের হাতেই খুন হয়। দরকার নেই ওসবের। ছেলেমেয়ে দিয়ে কী করব আমি? তার চেয়ে নিঃসন্তান থাকাই ভাল। আমার মৃত্যুর পর সবচেয়ে যোগ্য মানুষটা বসবে রাজার আসনে।'

ভাগ্যের পরিহাসে যে-দিন এই কথাগুলো শুনলাম, তখন বালেকা গর্ভবতী। কয়েকদিন পরেই প্রসববেদনা উঠল ওর। একই সঙ্গে প্রসববেদনা উঠল ম্যাক্রোফা নামে আমার প্রথম স্ত্রীরও। এর আট দিন আগেই প্রথম দফা বাবা হয়েছি আমি—আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আনাদি-র গর্ভে জন্ম নিয়েছে একটি পুত্রসন্তান। বলে রাখা ভাল, মাঝবয়েস না হওয়া পর্যন্ত বিয়েশাদী নিষিদ্ধ ছিল শাকার সৈনিকদের জন্য; তবে আমার বেলায় নিয়মটা শিথিল করা হয়েছিল ডাক্তারি পেশার কারণে। মেয়েদের

www.BanglaBook.org

রোগব্যাধি সম্পর্কে যেন জ্ঞানার্জন করতে পারি, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য আমাকে বিয়ে করবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

তো... বালেকার প্রসববেদনা উঠতেই আমাকে ডেকে পাঠাল শাকা। হুকুম দিল, সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত বালেকার পাশে থাকতে হবে আমাকে। জন্মের পর বাচ্চাটাকে হত্যা করে লাশ নিয়ে আসতে হবে শাকার সামনে, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে—সিংহাসনের দাবিদার মারা গেছে। বুকে পাথরচাপা দিয়ে কুর্নিশ করলাম তাকে, রওনা হলাম বালেকার সঙ্গে দেখা করতে। বোনের সন্তান মানে আমারই রক্ত... আর তাকেই কি না নিজ হাতে হত্যা করতে হবে! অথচ রাজার আদেশ নড়চড় করবার উপায় নেই।

দোনোমনো করতে করতে এম্পোসেনি, মানে রানিদের বাসস্থানে পৌঁছুলাম। দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীদেরকে রাজার আদেশ শোনাতেই ভিতরে যাবার অনুমতি মিলল। বালেকার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। ওখানে রাজার অন্য বউয়েরাও ছিল, কিন্তু আমাকে উপস্থিত হতে দেখে বেরিয়ে গেল সবাই। বোনের সঙ্গে একা রয়ে গেলাম আমি।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিছু বলল না বালেকা। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ওর কেঁপে ওঠা দেখে বুঝতে পারছিলাম, নিঃশব্দে কাঁদছে।

'কাঁদিস না, বোন,' খানিক পর বললাম ওকে। 'খুব শীঘ্রি দূর হয়ে যাবে তোর সব কষ্ট।'

'না,' মাথা তুলল বালেকা। 'কষ্টের কেবল শুরু, ভাইয়া। কেন এসেছ এখানে, তা আমি বুঝিনি ভেবেছ? আমার বাচ্চাটাকে খুন করবে তুমি!'

'আমি হুকুমের দাস। রাজার আদেশ পালন করতে এসেছি।'

'রাজার আদেশ! রাজার কথাই সব?'

'অবশ্যই। এ-বাচ্চা তাঁর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমারও। আমি ওর মা। মায়ের বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নিয়ে খুন করতে পারবে তুমি, ভাইয়া? পারবে আপন বোনকে সন্তানহারা করতে? কী না করেছি আমি তোমার জন্যে! ভাইয়ের সম্মান দিয়েছি, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তোমার কথায় নিজের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছি... আর আজ সেসবের প্রতিদান এভাবেই দেবে তুমি?'

বুক ভেঙে যেতে চাইল আমার। ভাঙা গলায় কোনোমতে শুধু বললাম, 'রাজার আদেশ!'

শব্দ করে কেঁদে উঠল বালেকা, মুখ ঢাকল দু'হাতে। মাথা নিচু করে ওর পাশে বসে রইলাম আমি।

হঠাৎ বাইরে পায়ের আওয়াজ হলো, দরজায় উদয় হলো একটি ছায়ামূর্তি। এক মুহূর্ত পর ভিতরে ঢুকল মানুষটা। রাজমাতা উনাণ্ডি—শাকার জন্মদাত্রী।

'প্রণাম, রাজমাতা!' উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালাম।

'অভিবাদন, মোপো,' বলল উনাণ্ডি। 'বালেকা কাঁদছে কেন?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'কী হয়েছে, মেয়ে?'

'এই পাষণ্ডের জন্য কাঁদছি, রাজমাতা,' জড়ানো গলায় বলল বালেকা। 'আমার রক্তের ভাই... অথচ সে-ই এসেছে আমার বাচ্চাকে জন্ম হওয়ামাত্র খুন করবার জন্য। পায়ে পড়ি, ওকে নিষেধ করুন!'

'এ-আমার ইচ্ছে নয়, রাজমাতা,' বললাম আমি, 'রাজার আদেশ।'

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল উনাণ্ডির বুক চিরে। 'মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলই করেছি ওকে জন্ম দিয়ে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ওকেই যদি খুন করতাম, তা হলে আজ বহু মানুষ বেঁচে থাকত।'

'তারপরেও সন্তানের মুখ দেখেছেন আপনি, তাকে বুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরতে পেরেছেন,' বলল বালেকা। 'আমি কেন সে-সুযোগ পাব না? আপনারও কি নাতি-পুতির মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না? দয়া করুন, রাজমাতা... বাঁচান আমার সন্তানকে। নয়তো হুকুম দিন আমাকেও যেন ওর সঙ্গে হত্যা করা হয়।'

ক্ষণিকের জন্য চোখ ছলছল করে উঠল উনাণ্ডির। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। একটু ভেবে বলল, 'রাজার হুকুম ঠেকানোর ক্ষমতা আমার নেই, বালেকা। তোমার বাচ্চাকে বাঁচাবার উপায় একটাই—রাজাকে ধোঁকা দেয়া। বাচ্চার লাশ দেখতে চেয়েছে সে, ভিন্ন কোনও লাশ দেখিয়ে শান্ত করতে হবে তাকে।'

'এ... এটা ষড়যন্ত্র, রাজমাতা!' প্রতিবাদ করে উঠলাম।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল বালেকা। 'কোনও কথা বলবে না, ভাইয়া। নইলে রাজাকে গিয়ে বলব, তুমিই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ। আমার বাচ্চার কিছু হলে আমি তোমাকেও ছাড়ব না!'

'কিন্তু... কিন্তু... আরেকটা বাচ্চার লাশ কোথায় পাওয়া যাবে?'

একদৃষ্টে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল উনাণ্ডি। তারপর নিচু গলায় বলল, 'শুনেছি তোমার বউও গর্ভবতী, মোপো... ওরও প্রসববেদনা উঠেছে। যাও, ওই বাচ্চাকেই মেরে নিয়ে এসো।'

'কী বলছেন এসব?'

'বোনকে সন্তানহারা করতে চেয়েছিলে, এবার নিজে হও। এটাই তোমার শাস্তি। খবরদার, কোনও চালাকি নয়। আমাদের পরিকল্পনা যদি রাজার কাছে গিয়ে ফাঁস করার চেষ্টা করো, বলব ওটা তোমারই ফন্দি ছিল। বুঝলে?'

অসহায় বোধ করলাম। বুঝতে পারছি, আপন মায়ের মুখে আমার বিরুদ্ধে কিছু শুনলে সেটাকেই সত্যি বলে মেনে নেবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাকা। সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে আমাকে। ফাঁদে পড়ে গেছি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে এলাম কুটির থেকে। প্রহরীরা আবারও আমার পথ আটকাল। ওষুধ আনার অজুহাত দিতেই ছাড়া পেলাম।

বিক্ষিপ্ত চিন্তা নিয়ে হাঁটতে থাকলাম। একবার মনে হলো পালিয়ে যাই—আপন সন্তানকে খুন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাও আবার এমন একটি বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য, যার বেঁচে থাকার খবর ফাঁস হওয়ামাত্র মরতে হবে আমাকে। কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়? শাকার হাত অনেক লম্বা, তার ছায়া থেকে নিষ্কৃতি নেই আমার।

ভাবতে ভাবতে নিজের কুটিরে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, ইতোমধ্যে যমজ দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছে ম্যাক্রোফা। দ্বিতীয় স্ত্রী আনাদি ছাড়া বাকি সবাইকে বের করে দিলাম কুটির থেকে, এরপর কাছে গিয়ে দেখলাম সদ্যপ্রসূত দুই সন্তানকে। প্রথমটি ডাগর চোখের এক মেয়ে—ও-ই বড় হয়ে পদ্মকুমারী নাডা নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়টি ছেলে... মৃত। ওকে দেখামাত্র মনের কোণে আশার আলো জ্বলে উঠল। না, সন্তানঘাতী পিতা হতে হচ্ছে না আমাকে; দেবতারা আমাকে সাহায্য করবার জন্যই বুঝি একটা লাশ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দ্রুত একটা ছক সাজিয়ে ফেললাম। আনাদিকে বললাম, 'ছেলেটাকে আমার হাতে তুলে দাও। ও মরেনি। বাইরে গিয়ে আমার ওষুধের সাহায্যে ওকে জাগিয়ে তুলব আমি।'

'কী বলছ!' অবিশ্বাসের সুরে বলল আনাদি। 'পেট থেকে বেরুবার আগেই মরে গেছে ও।'

'মুখে মুখে কথা না বলে যা বলছি সেটা করো!' ধমকে উঠলাম। 'দাও ছেলেটাকে!'

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি লাশটা আমার হাতে তুলে দিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনাদি। ওটাকে কবিরাজি লতাপাতা দিয়ে আবৃত করলাম, সবশেষে একটা মাদুর দিয়ে মুড়ে ফেললাম।

'আমি না ফেরা পর্যন্ত কাউকে এখানে ঢুকতে দিয়ো না,' নির্দেশ দিলাম। 'বাচ্চার প্রসঙ্গে কারও সঙ্গে কথাও বোলো না। তা হলে আমার ওষুধ কাজ করবে না।'

দুই স্ত্রীকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম এস্পোসেনিতে। বালেকার কামরায় উনাগুি ছাড়া আর কেউ নেই। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম, সন্তান প্রসব করেছে আমার বোন। সবলদেহী, তরতাজা এক পুত্রশিশু—চোখদুটো শাকার মত কালো ও গভীর।

'এনেছ?' আমাকে দেখে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল উনাগুি।

চোরের মত ইতিউতি চাইলাম। তারপর মেঝেতে নামিয়ে রেখে মাদুরের বাঁধন খুলে বের করলাম আমার ছেলের লাশ।

'শাকার ছেলেকে দিন,' এবার ফিসফিস করলাম আমি।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ওর জিভে একটা ওষুধ ঘষে দিলাম—ওটা যে-কোনও জীবিত প্রাণীকে কিছু সময়ের জন্য অসাড় করে দিতে পারে। লাশ সরিয়ে বাচ্চাটাকে এবার লতাপাতা আর মাদুরে মুড়ে ফেললাম। লাশটাকে জড়িয়ে নিলাম আরেকটা চাদরে।

কাজ শেষ হলে তাকালাম বালেকা আর উনাগুির দিকে। বললাম, 'আপনাদের কথামত কাজ করলাম আমি, জানি না এর পরিণতি কী হবে। দয়া করে গোপন রাখবেন ব্যাপারটা। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। নইলে আমাদের তিনজনের জন্যই অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ওরা। বোঁচকার মত করে বাঁধা শাকার ছেলেকে ঝুলিয়ে নিলাম পিঠে। চাদরে মোড়া লাশটা নিলাম হাতের ভাঁজে। তারপর বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এস্পোসেনির দরজায় দুই প্রহরীকে লাশ দেখাতেই বেরিয়ে যাবার অনুমতি মিলল। কিন্তু বাইরে পা রাখতেই দেখা দিল বিপদ। রাজার পাঠানো তিনজন বার্তাবাহক উদয় হলো সামনে।

'অভিবাদন, মোপো!' বলল তাদের নেতা। 'রাজা তোমাকে তাঁর ইনটুংকুলু-তে ডেকেছেন।'

ইনটুংকুলু মানে রাজকুটির। একটু দ্বিধান্বিত গলায় বললাম, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তার আগে আমার বউ ম্যাক্রোফাকে একটু দেখে আসি। ওর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।' হাতের ভাঁজে রাখা লাশটা দেখালাম। 'রাজা একেই দেখতে চাইছেন তো? তাড়া থাকলে তোমরাই নিয়ে যেতে পারো।'

'রাজা তোমাকেই নিয়ে যেতে বলেছেন। এবং সেটা এক্ষুণি।'

বুকের মধ্যে ছলকে উঠল রক্ত। এত তাড়া কেন? শাকা কিছু সন্দেহ করে বসেনি তো? যদি না-ও করে থাকে, পিঠের বোঝায় তার জীবন্ত সন্তানকে নিয়ে দেখা করতে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অথচ কোনও বিকল্পও নেই। দ্বিধা করলে বিপদ, ভয় পেলেও বিপদ। আদেশ অমান্য করা মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

'বেশ, চলো,' গলা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম। ওদের মনে সন্দেহ জাগতে দেয়া চলবে না।

সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে তখন। রাজকুটিরের আঙিনায় বসে আছে শাকা। তার সামনে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলাম, রাজাকে কুর্নিশ করলাম জুলু কায়দায়।

'উঠে দাঁড়াও, মাকেদামার ছেলে,' বলল শাকা।

'আমি উঠতে পারব না, মহানুভব,' গদগদ গলায় বললাম। 'আমার হাতে রাজরক্ত লেগে রয়েছে। যতক্ষণ না রাজা আমায় ক্ষমা করছেন, ততক্ষণ এভাবেই থাকতে হবে আমাকে।'

'কোথায় ও?'

হাতের ভাঁজে রাখা চাদরটা দেখালাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেখতে দাও আমাকে।'

চাদর সরালাম। মৃত মুখটার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় হেসে উঠল শাকা।

'রাজা হতে পারত ও,' বলল সে। তার ইশারা পেয়ে এগিয়ে এল একজন অনুচর, নিয়ে গেল লাশটা। 'মোপো, হবু একজন রাজাকে হত্যা করেছ তুমি। ভয় করছে না?'

'জী না, মহানুভব,' জবাব দিলাম আমি। 'রাজার আদেশ পালন করেছি আমি। ভয় পাব কেন?'

'ওঠো। গল্প করি তোমার সঙ্গে,' খোশমেজাজে বলল শাকা। 'আগামীকাল পাঁচটা ষাঁড় পাবে তুমি পুরস্কার হিসেবে। রাজার গোয়াল থেকেই বেছে নিয়ো পছন্দেরগুলো।'

'রাজা দয়াময়। তাঁর নেকনজর পেয়ে আমি খুশি। কিন্তু মহানুভব, যদি অনুমতি দেন তো আমি ঘরে ফিরতে চাই। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, ওর পাশে থাকা দরকার আমার।'

'যেয়ো, যেয়ো... এত তাড়া কীসের? বালেকা কেমন আছে?'

'ভাল, মহানুভব।'

'বাচ্চাটাকে যখন ওর কাছ থেকে নিয়ে নিলে, কান্নাকাটি করেনি তো?'

'জী না, মহানুভব। ও বলেছে, রাজার আদেশ শিরোধার্য।'

'ভাল। ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে একদম পছন্দ নয় আমার। ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'রাজমাতা ছিলেন, মহানুভব।'

'আমার মা?' কপালে ভাঁজ দেখা দিল শাকার। 'ও কেন গিয়েছিল ওখানে? ওই মহিলা তো...' কথাটা শেষ করল না। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পিঠের বোঁচকাটা কীসের?'

'ওষুধ-পথ্য, মহানুভব।'

www.BanglaBook.org

'কত ওষুধ রেখেছ ওখানে? দেখে তো মনে হচ্ছে গোটা একটা সেনাবাহিনীর চিকিৎসা করা যাবে। খোলো দেখি বোঁচকাটা, ওষুধগুলো দেখব।'

শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। বোঁচকার ভিতরে যদি বাচ্চাটা দেখতে পায় শাকা... আর ভাবতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ব্যাপারটা অশুভ, মহানুভব। ওষুধের দিকে তাকাতে নেই।'

'ফাজলামি করছ নাকি?' একটু রেগে গেল শাকা। 'খোলো বলছি! অসুখ হলে যা গেলাবে আমাকে, সেটা দেখার অধিকার আছে আমার।'

বুঝলাম, তর্ক করে লাভ নেই। পিঠ থেকে নামিয়ে ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করলাম বোঁচকার বাঁধন। হাত কাঁপছে, বুক শুকিয়ে কাঠ। কী জবাব দেব রাজাকে? বাচ্চাটাকে দেখামাত্র যদি সব বুঝে ফেলে সে। আড়চোখে তাকালাম শাকার দিকে। এক হাতে একটা অ্যাসেগাই ধরে রেখেছে। ওটা কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দেব তার বুকে? হ্যাঁ, প্রয়োজনে তা-ই করতে হবে। রাজাকে খুন করে নিজেও নাহয় আত্মহত্যা করব।

মাদুরের ভাঁজ খুললাম। দেখা গেল শুকনো লতাপাতার তাল, তলায় ঘুমিয়ে আছে বালেকার সন্তান... অদৃশ্য। শাকা আর কিছু বলছে না দেখে ওটুকু খুলেই ক্ষান্ত হলাম।

'বিচ্ছিরি জিনিস,' মুখ বাঁকিয়ে বলল শাকা। 'এগুলোই বুঝি খাওয়াও সবাইকে? দাঁড়াও তোমার এই ওষুধ-পথ্যের উপর হাতের টিপ দেখাচ্ছি।' বলেই বর্শা উঁচু করল সে।

আতঙ্কে হিম হয়ে গেলাম আমি, এখুনি বর্শায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে ছোট্ট শিশুটির দেহ। ঠেকাবার উপায় নেই! কিন্তু দেবতাদের কী খেলা... শেষ মুহূর্তে হাঁচি দিয়ে বসল শাকা, নড়ে গেল হাতের টিপ। বোঁচকার একপ্রান্তে গাঁথল বর্শা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেঁচে গেল বাচ্চাটা।

'স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ পড়ুক রাজার উপরে!' বলে উঠলাম আমি—কেউ হাঁচি দিলে এমনটাই বলা রীতি।

'ধন্যবাদ, মোপো,' নাক মুছল শাকা। 'হাঁচি আসার আর সময় পেল না! যাও, ভাগো। আমার পরামর্শটাও নিয়ে যাও, সময় থাকতে তুমিও তোমার সন্তানদের সরিয়ে দাও দুনিয়া থেকে। সিংহশাবকদের প্রথম শিকার খোদ সিংহই হয়।'

'ঠিক বলেছেন, মহানুভব।'

ত্রস্ত হাতে ফের বেঁধে ফেললাম বোঁচকাটা। রাজাকে কুর্নিশ জানিয়ে এক রকম পালিয়ে এলাম রাজকুটিরের সীমানা থেকে। ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

'বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে। এই নাও।' বোঁচকা থেকে শিশুটিকে বের করে আনাদির হাতে তুলে দিলাম।

কুঁতকুঁতে চোখে ওকে খুঁটিয়ে দেখল আনাদি। 'আগের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে ওকে।'

'জীবনের নিঃশ্বাস ওকে ফুলিয়ে তুলেছে,' জবাব দিলাম।

'চোখও তো বদলে গেছে দেখছি। এত বড় বা কালো ছিল না। এ মনে হচ্ছে কোনও রাজার চোখ।'

'পবিত্র আত্মারা ওর চোখে চোখ রেখেছিলেন। তাই অমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।'

'বাচ্চার উরুতে একটা জন্মদাগ দেখতে পাচ্ছি। যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার গায়ে কোনও দাগ ছিল না।'

'জন্মদাগ নয়। ওটা ওষুধের দাগ। ওখানেই ওষুধ লাগিয়েছিলাম।'

মানতে পারল না আনাদি। বলল, 'এটা অন্য বাচ্চা, হে স্বামী। কাজটা ঠিক করছেন না। বাচ্চাবদলের ফলে অভিশাপ নেমে আসবে এ-ঘরের উপর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রমাদ গুনলাম, আনাদিকে থামাতে না পারলে ঘটনাটা চাউর হয়ে যাবে সারা গাঁয়ে। ফাঁস হয়ে যাবে গোমর। তাই ক্রুদ্ধ গলায় বললাম, 'চুপ কর্, ডাইনি! এমন বানোয়াট কথা বলার সাহস হলো তোর কী করে? দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা বলছিস... তাঁদের আশীর্বাদকে সন্দেহ করছিস... তুই কি ধ্বংস্ করে দিতে চাইছিস আমাদের? এ-ব্যাপারে যদি আর একটা কথাও বলিস, নিজ হাতে তোকে খুন করব আমি!'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আনাদির। তাড়াতাড়ি আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। করলাম ক্ষমা, সেইসঙ্গে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করলাম ওকে—আর কারও সঙ্গে যেন বিষয়টা নিয়ে কথা না বলে। কারণ মেয়েদের জিভ বর্শার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সাত

রাজার মুখোমুখি আমস্রোপোগাস

বছরের পর বছর কেটে গেল, সেইসঙ্গে চাপাচাপা পড়ে গেল ঘটনাটা। চাপা পড়ল, কিন্তু মুছে গেল না। সবসময় আতঙ্কে থাকতাম, কখন না জানি গোমরটা ফাঁস হয়ে যায়। উনাণ্ডি আর বালেকা তো জানেই, আমার দুই বউ... ম্যাক্রোফা আর আনাদিও আঁচ করে নিতে পেরেছে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে। মেয়েদের পেটে নাকি কথা থাকে না, কাজেই চার-চারজন নারীর উপর কীভাবে আস্থা রাখতে পারি? তা ছাড়া বেড়ানোর নামে প্রায়ই আমার ঘরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসত উনাণ্ডি আর বালেকা—বড় বেশি আদর করত ছেলেটাকে। মানা করলেও শুনত না। কবে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দেয় কিছু ঠিক আছে? শেষ পর্যন্ত আমার ভয়টাই একদিন বাস্তবে পরিণত হলো। উনাণ্ডির কোলে ছেলেটাকে দেখে ভ্রূকুঞ্চন হলো শাকার।

'কে ও, মোপো?' জলদগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল রাজা।

'আমার ছেলে, মহানুভব। ওর নাম আমস্লোপোগাস।'

'আমার মা ওকে এত আদর করছে কেন? আদর যদি করতেই চায়, আমাকে এসে করলেই পারে!'

'আ... আমি জানি না, মহানুভব।'

ব্যাপারটা তখনকার মত ওখানেই চুকেবুকে গেল, কিন্তু পুরোপুরি নয়। সেদিনের পর থেকে মায়ের উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করল শাকা।

যা হোক, খুব দ্রুত বড় হয়ে উঠল আমস্লোপোগাস, গায়ে-গতরেও হয়ে উঠল বেশ শক্তিশালী। সমবয়সী আর কোনও ছেলের সঙ্গে তুলনা চলত না ওর। তবে ছেলেবেলা থেকেই ও ছিল একটু রুক্ষ স্বভাবের, কথা বলত কম, বুকে ভয়-ডর বলতে কিচ্ছু ছিল না—ঠিক ওর বাবা শাকার মত। দুনিয়ায় স্রেফ দু'জনকে ও ভালবাসত... প্রথমজন আমি, যাকে ও বাবা বলে ডাকে; আর দ্বিতীয়জন নাডা, যাকে ও যমজ বোন বলে জানে।

আমস্লোপোগাসের কথা যখন বললাম, এবার নাডার কথাও বলি। শক্তি আর সাহসের দিক দিয়ে আমস্লোপোগাস যেমন অতুলনীয় ছিল, ঠিক তেমনি অতুলনীয় ছিল আমার মেয়ে—রূপ আর স্বভাবের দিক দিয়ে। সত্যি বলতে কী, ওকে পুরোপুরি জুলু বলে মনে হতো না আমার। আর দশটা জুলু নারীর চেয়ে টানা ছিল ওর চোখ, দৃষ্টি ছিল গভীর; মাথায় ছিল দীঘল কালো কেশ, গায়ের রঙও ছিল আমাদের চেয়ে অনেক ফর্সা—প্রায় তামার

www.BanglaBook.org

মত। এর সবই ও পেয়েছিল আমার স্ত্রী ম্যাক্রোফার কাছ থেকে। ম্যাক্রোফা নিজে ছিল সোয়াজি গোত্রের মেয়ে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে শাকার গাঁয়ে এসেছিল, পরে উপহার হিসেবে রাজার কাছ থেকে ওকে পাই আমি। অপরূপা এক মেয়ে, তামাটে গায়ের রঙ; ওর মুখে গল্প শুনে অনুমান করেছি, পর্তুগিজ এক কামারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক হয়েছিল ওর মায়ের—ম্যাক্রোফা সেটার ফসল। ধারণা করি, সেই পর্তুগিজের রক্তই প্রবাহিত হয়েছে নাডার শরীরে, তাই অমন ফর্সা ছিল ও।

ছোটবেলা থেকেই আমস্লোপোগাস আর নাডা ছিল অবিচ্ছেদ্য। একসঙ্গে থাকত ওরা—একসঙ্গে খেতো, একসঙ্গে ঘুমাত... এমনকী যেখানেই যাক, যেত একসঙ্গেই। একে অন্যের মনের কথা পড়তে পারত, কথা বলত একই সুরে। দু'জনকে মানাত দারুণ!

সেই ছেলেবেলাতেই দু'-দু'বার নাডার প্রাণ বাঁচিয়েছিল আমস্লোপোগাস। প্রথমবারের ঘটনাটা বলি। একদিন বেরি ফলের খোঁজে গ্রাম থেকে বেরিয়েছে ওরা, হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল অনেকদূর। বেরি ফলের ঝোপ খুঁজে নিয়ে পেট ভরে খাওয়াদাওয়া করল, তারপর ক্লান্তিতে জঙ্গলের ভিতরেই পড়ল ঘুমিয়ে। ঘুম ভাঙল শোঁ শোঁ হাওয়ায়, বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা গায়ে পড়তে শুরু করায়। সেটা শীতের শুরু।

'ওঠো, নাডা,' বলল আমস্লোপোগাস, 'তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরতে হবে, নইলে ঠাণ্ডায় জমে মরব।'

হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। কিন্তু অন্ধকারে দিক ঠাহর করতে না পেরে শীঘ্রি পথ হারাল। রাতভর হেঁটেও পৌঁছুতে পারল না গাঁয়ে। বরং সকাল হতেই নিজেদেরকে জঙ্গলের এমন এক জায়গায় আবিষ্কার করল, যেখানে সবকিছুই অচেনা। বেরি ফলের ঝোপ খুঁজে নিয়ে ক্ষুধা মেটাল ওরা, কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করল হাঁটা। দিনভর ব্যর্থ চেষ্টা করল গাঁয়ে ফেরার... কিন্তু পারল না। আবার রাত নামল। উপায়ান্তর না দেখে গাছের ডালপালা ভেঙে বিছানা তৈরি করল, জড়াজড়ি করে ঘুমাল তাতে।

পরদিন একই কাণ্ড। আবারও সেই উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। এবার ওরা আরও দূরে চলে গেল। আশপাশে ফলমূলের গাছ নেই, ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে শরীর অচল হয়ে পড়ার জোগাড়। খাড়া একটা পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে শুয়ে পড়ল দু'জনেই।

আমস্লোপোগাসের বুকে মাথা রেখে নাডা বলল, 'আর পারছি না, আমস্লোপোগাস। এখানেই মরতে হবে আমাদেরকে।'

কিন্তু অত সহজে হার মানার পাত্র নয় আমস্লোপোগাস। বলল, 'সময় হবার আগে কেউই মরে না, নাডা। তুমি এখানেই বিশ্রাম নাও। আমি পাহাড়ে উঠে দেখছি, পথের কোনও হদিস পাওয়া যায় কি না।'

নাডাকে নীচে রেখে পাহাড় বাইতে শুরু করল আমস্লোপোগাস। কিছুদূর উঠতেই বেরি ফলের কয়েকটা ঝোপ খুঁজে পেল। সেখান থেকে খিদে মিটিয়ে আবারও শুরু করল উপরে উঠতে। পাহাড়চূড়ায় উঠে চারদিকে নজর বোলাল। দূরে... দিগন্তের কাছে একসারি পাহাড়; সাদা ধোঁয়ার মত কী যেন উঠছে ওখানে। ভালমত তাকাতেই বুঝতে পারল—ধোঁয়া না, বাষ্প। ওদের গাঁয়ের পিছনে যে-জলপ্রপাতটা আছে, সেটার পানি ছিটকে উঠছে ওখানে।

তাড়াতাড়ি নীচে ফিরে এল। দেখল, ক্ষুৎপিপাসা আর ক্লান্তিতে জ্ঞান হারিয়েছে নাডা। মরতে বসেছে। ওর উপরে হামলা চালাবার জন্য একটা শেয়াল এগিয়ে আসছিল, আমস্লোপোগাসকে দেখতে পেয়ে লেজ তুলে পালাল। দুটো উপায় রয়েছে ওর সামনে—হয় নাডার পাশে থেকে মরতে পারে, কিংবা ওকে ফেলে

www.BanglaBook.org

রেখে একাই ফিরতে পারে গাঁয়ে... প্রাণ বাঁচবে তাতে। কিন্তু দুটোর কোনোটাই করল না ও। তার বদলে গায়ের কাপড় খুলে দড়ি বানাল। সেই দড়ি দিয়ে পিঠের সঙ্গে বাঁধল নাড়াকে। তারপর রওনা হলো গাঁয়ের উদ্দেশে।

বোকার মত কাজ—মাঝপথেই মারা যেত ও নাড়াকে বাঁচাতে গিয়ে। রক্ষা পেল গ্রাম থেকে জঙ্গলে তল্লাশি চালাতে আসা একদল সৈন্যের চোখে পড়ে যাওয়ায়। দু'দিন থেকে ওরা নিখোঁজ বলে দল বেঁধে খোঁজাখুঁজি করছিলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত অর্ধমৃত অবস্থায় আমস্লোপোগাস আর নাড়াকে উদ্ধার করে আনি। কী যে চেহারা হয়েছিল আমস্লোপোগাসের তা বলে বোঝানো যাবে না। গর্তে ঢুকে গিয়েছিল চোখ, দড়ি কেটে মাংসে বসে গিয়েছিল নাড়ার ওজনে, মুখে উঠে গিয়েছিল ফেনা। আর দু'-এক ঘণ্টা দেরি হলেই নির্ঘাত মারা পড়ত। যা হোক, গ্রামে ফেরার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল দু'জনে। সব শুনে নাড়ার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল আমস্লোপোগাসের প্রতি।

ওই ঘটনার পর থেকে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করলাম আমি আমস্লোপোগাসের উপর—গ্রাম ছেড়ে যেন আর কখনও না বেরোয়। কিন্তু বুনো ঘোড়ার মত দুরন্ত স্বভাব ছিল ছেলেটার, উদ্দামভাবে ঘুরে বেড়ানো চাই। আমার মানা শুনত না, আর ও যেখানে যেত, সেখানে ছায়ার মত নাড়ারও যাওয়া চাই। আর তা করতে গিয়ে আরেকবার বিপদে পড়ল দু'জনে।

গাঁয়ের ফটক খোলা পেয়ে সেদিন বেরিয়ে পড়েছিল ওরা, চলে গিয়েছিল এক গিরিখাতে। জায়গাটা সম্পর্কে অনেক গুজব চালু আছে—লোকে বলে ওটা অশুভ... ভূত-প্রেতের আখড়া; ওখানে ঢুকলে কেউ নাকি জীবন নিয়ে ফিরতে পারে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসল ঘটনা হলো, পাগলী এক মহিলা বাস করে ওখানে। বহুদিন আগে তার স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল

www.BanglaBook.org

রাজার বিরুদ্ধে জাদুটোনার অভিযোগে; প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল সপরিবারে। স্বামী আর তিন কন্যাসন্তানকে খুন হতে দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল মহিলা; তাকে আর খুন করা হয়নি, বের করে দেয়া হয়েছে গ্রাম থেকে। ভুতুড়ে ওই গিরিখাতের এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সে তখন থেকে। হারানো তিন কন্যার মত অল্পবয়েসী কোনও মেয়েকে দেখলেই ধাওয়া করে... খুনও করেছে কয়েকজনকে। তারপরেও ভয়ঙ্কর এই পাগলীকে কেউ ঘাঁটাতে যায় না, ভয় পায়। সবার ধারণা, ওর ভিতরে শক্তিশালী কোনও আত্মা বাস করে—ওই আত্মাই পাগলীকে দিয়ে খুনোখুনি করাচ্ছে।

যা হোক, ঘুরতে ঘুরতে সেই অভিশপ্ত গিরিখাতে গিয়ে ঢুকল আমস্লোপোগাস আর নাডা। নানা ধরনের রঙ-বেরঙের ফুল ছিল ওখানে, নাডার শখ হলো মালা গাঁথবে। ওকে কিছু ফুল আর লতা জোগাড় করে দিয়ে একটা জলাশয়ের পাশে বসাল আমস্লোপোগাস, তারপর নিজে চলে গেল আরও ফুল আনার জন্য। খুব শীঘ্রি হাতের ফুলগুলো গাঁথা হয়ে গেল নাডার, কিন্তু তখনও ফেরেনি আমস্লোপোগাস, তাই গলা চড়িয়ে ডাকতে থাকল ওকে। আর সেই ডাকে সজাগ হয়ে উঠল পাগলী। জলাশয়ের খুব কাছেই ছিল তার গুহা—সেটা জানা ছিল না নাডা বা আমস্লোপোগাসের।

চুপিসারে গুহা থেকে বেরিয়ে এল পাগলী। হাতে বর্শা, চোখে খুনের নেশা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল নাডার দিকে। একেবারে ঠিক ওর পিছনে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর তখুনি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে ডেকে উঠল নাডার। পানির দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল প্রতিবিম্ব—দু'হাতে বর্শা উঁচু করে ফেলেছে পাগলী... এখুনি নামিয়ে আনবে ওর পিঠে!

চিৎকার দিয়ে মাটিতে গড়ান দিল নাডা, অল্পের জন্য ওর

www.BanglaBook.org

নাগাল পেল না বর্শা; গেঁথে গেল মাটিতে। উঠে দাঁড়িয়ে পড়িমরি করে ছুট লাগাল আমার মেয়ে—আমস্লোপোগাস যেদিকে গেছে সেদিকে। পিছু পিছু ধাওয়া করল পাগলী।

নাডার চিৎকার শুনতে পেয়েছে আমস্লোপোগাস, উল্টো ঘুরে ছুটে এল ও। কাছাকাছি পৌঁছুতেই দেখল, নাডাকে বাগে পেয়ে গেছে পাগলী, পিছন থেকে টেনে ধরেছে চুল। এখুনি বর্শা দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। অস্ত্র বলতে আমস্লোপোগাসের হাতে ছিল একটা লাঠি, সেটা নিয়েই হামলা করে বসল। প্রচণ্ড এক আঘাত করল পাগলীর হাতে, ব্যথা পেয়ে নাডাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে। পরক্ষণে আবার বর্শা নিয়ে আক্রমণ করল আমস্লোপোগাসকে। বাউলি কেটে কয়েক দফা ফাঁকি দিল আমস্লোপোগাস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘ্যাচ করে ওর কাঁধে গেঁথে গেল বর্শা। দমল না ছেলেটা, কাঁধে বর্শা নিয়ে এমন এক ঝটকা মারল, যাতে অস্ত্রটা ছুটে যায় পাগলীর মুঠো থেকে।

তা-ই ঘটল। কিন্তু বর্শা হারিয়ে যেন আরও খেপে গেল পাগলী। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল নাডার দিকে, খালি হাতেই খুন করবে ওকে। এক টানে কাঁধ থেকে বর্শা খুলে নিল আমস্লোপোগাস, নিপুণ নিশানায় সর্বশক্তিতে ছুঁড়ল ওটা। বুক-পিঠ ফুটো হয়ে গেল পাগলীর। ছুটন্ত অবস্থায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েকবার খিঁচুনি তুলে স্থির হয়ে গেল দেহটা। মারা গেছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমস্লোপোগাসের আহত কাঁধের পরিচর্যা করল নাডা। তারপর দু'জনে ফিরে এল গ্রামে। আমাকে খুলে বলল পুরো ঘটনা। ওখানে আরও কয়েকজন ছিল, ফলে দাবানলের মত কাহিনিটা ছড়িয়ে পড়ল পুরো গাঁয়ে। একদল গ্রামবাসী একাট্টা হয়ে গেল—আমস্লোপোগাসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, কারণ পাগলীর ভিতরে বাস করা আত্মাকে খুন করেছে ও।

কড়া গলায় ওদের দাবির বিপক্ষে প্রতিবাদ জানালাম আমি।

www.BanglaBook.org

গললাম, নিজের... সেইসঙ্গে বোনের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পাগলীকে খুন করেছে আমস্লোপোগাস, আত্মরক্ষার অধিকার সবার আছে। এর জন্য কারও মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। বেধে গেল ভয়ানক ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত শাকা ডেকে পাঠাল আমাকে আর আমস্লোপোগাসকে। ডাকল গাঁয়ের ওঝাদেরকেও। মিটমাটের জন্য।

রাজার সামনে গিয়ে হৈচৈ বাধিয়ে দিল ওঝারা। বলল এখুনি খুনি ছেলেটার প্রাণ নিতে হবে, নইলে পাগলীর ভূত এসে চড়াও হবে গাঁয়ের উপর। রাজার বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নিতে পারে। তবে ওদের সাবধানবাণীর সামনে নির্বিকার রইল শাকা। সংক্ষেপে জানাল, মানুষ বা ভূত... কাউকেই ভয় করে না সে। যদি ওর বিরুদ্ধে কেউ লাগতে আসে, তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ছাড়বে।

কথা শেষ করে আমস্লোপোগাসের দিকে ফিরল শাকা। 'তোমার কিছু বলার আছে, ছোকরা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সবার কথামত কেন তোমার প্রাণ নেব না, কোনও যুক্তি দেখাতে পারো?'

'যুক্তি একটাই, মহানুভব,' দৃঢ় গলায় বলল আমস্লোপোগাস, 'আমি আত্মরক্ষা করেছি। খুনটা ইচ্ছেকৃত ছিল না।'

'ওটা কোনও যুক্তি হলো না। আমি... রাজা শাকা... যদি তোমার প্রাণ নিতে চাই, আত্মরক্ষার নামে তুমি আমাকেও খুন করবে নাকি? ওই মহিলা তো তোমাকে খুন করতে চায়নি, চেয়েছে তার ভিতরে বাস করতে থাকা আত্মাদের রাজা। কেন চুপচাপ প্রাণ দিলে না? প্রাণের মায়া বুঝি এতই বেশি তোমার?'

'না, রাজাধিরাজ। শুধু আমার প্রাণ হলে কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আত্মাদের রাজা খুন করতে চেয়েছিল আমার বোনকে, যাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি।'

'যাকেই খুন করতে চাক, তাতে বাধা দিতে গেলে কেন?

www.BanglaBook.org

আত্মাদের ইচ্ছেয় বাদ সাধবার তুমি কে?'

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমার, এখুনি বুঝি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করবে শাকা। কিন্তু আমস্লোপোগাস ঘাবড়াল না মোটেই। শান্ত গলায় বলল, 'যদি এ-ই আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে, মহানুভব, তা হলে অযথাই কৈফিয়ত দিচ্ছি আমি। প্রাণ নিতে চাইলে নিন, কথা বাড়ানোর কোনও মানে হয় না। তবে এটুকুই শুধু বলব, আজ আমি আপনার হয়েও কাজ করেছি—বহুদিন আগেই মরার কথা ছিল পাগলীর... আপনারই নির্দেশে। কেউ সে-সাহস পায়নি, তাই বেঁচে গিয়েছিল ও। কিন্তু আজ আপনার সেই নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়েছে আমার হাতে। এর জন্য মৃত্যু নয়, পুরস্কার প্রাপ্য আমার!'

'দারুণ বলেছ, আমস্লোপোগাস!' সন্তুষ্ট গলায় বলল শাকা। 'হ্যাঁ, পুরস্কারই পাওয়া উচিত তোমার। অ্যাই, কে আছিস... একে এখুনি দশটা ষাঁড় উপহার দে আমার তরফ থেকে। কী হে, ছোকরা, এবার খুশি তো?'

'ধন্যবাদ, রাজাধিরাজ। আমি কৃতজ্ঞ,' চাঁছাছোলা গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'কিন্তু ষাঁড়ের প্রয়োজন নেই আমার... আর প্রয়োজন ছাড়া কোনও কিছু নিতেও চাই না। তা ছাড়া উপহার পেতে পছন্দ করি না আমি, নিজের প্রয়োজনটুকু আদায় করে নিতেই বেশি আনন্দ পাই। কাজেই আপনার ষাঁড় আপনারই থাকুক, যতক্ষণ না সেগুলো আমি দাবি করে বসছি।'

একদৃষ্টে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শাকা, তারপর হেসে উঠল গলা ছেড়ে। 'হা হা হা! এই ছেলে দেখছি আগুনের টুকরো, ঠিক যেমনটা আমি ওর বয়সে ছিলাম। ভাল নীতি বেছে নিয়েছ জীবনে—রাজার নীতি। এই পথে চললে একসময় রাজার সম্মানও পেতে পারো, তবে কখনও আমার সামনে পোড়ো না। এক দেশে দুই রাজা থাকতে পারে না, বুঝেছ? যাও এখন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজাকে কুর্নিশ করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম রাজকুটির থেকে। ওঝাদের নিচু স্বরে বিড়বিড় করতে শুনলাম—রাজা কাজটা ঠিক করেননি। বেয়াদব এই ছোকরার কারণে নির্ঘাত অভিশাপ নেমে আসবে গাঁয়ের উপর। ওসবের কিছুই কানে তুললাম না, বুক তখন আধহাত ফুলে গেছে গর্বে... আমস্লোপোগাসের কারণে। শিরায় যারই রক্ত থাক না কেন, ও তো আসলে আমারই ছেলে!

আট

জাদুকর শিকার

নিরুপদ্রবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। এরপর এল ফসল তোলার উৎসব। আনন্দময় এক অনুষ্ঠান হলো—প্রথম ফসল দিয়ে গাঁয়ের সবার জন্য আয়োজন করা হলো বিশাল এক ভোজের। তবে এই উৎসবে বেশ কিছু লোক মারাও পড়ল ইংগোস্মোকো বা জাদুকর শিকারের ফলে। ব্যাপারটা আর কিছুই না... গাঁয়ের ওঝারা গণনার মাধ্যমে এমন সব লোককে চিহ্নিত করে, যারা জাদুটোনার মাধ্যমে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অভিযোগের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের বালাই নেই, ওঝারা কারও নাম উচ্চারণ করলেই মৃত্যু অবধারিত। সে-আমলে এমনই ছিল ওঝাদের ক্ষমতা। তাদেরকে যমের মত ভয় পেত সবাই। বলা তো যায় না, কখন কাকে জাদুকর বলে ঘোষণা করে দিল... বেঘোরে প্রাণ

www.BanglaBook.org

হারাতে হবে তখন। স্বয়ং রাজারও ক্ষমতা নেই তাদের মৃত্যু ঠেকাবার।

শুরুতে এসবে বেশ খুশিই ছিল শাকা। ওঝারা নিয়মিতভাবে তার ঘরের শত্রুদের নিকেশ করছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন তার পছন্দের লোকজনকে জাদুকর বলে আখ্যা দেয়া শুরু করল ওঝারা, টনক নড়ল রাজার। তাদেরকে বাঁচাতে না পেরে জ্বলেপুড়ে গেল তার অন্তর।

এমনই এক রাতে আমাকে ডেকে পাঠাল সে। মন বিক্ষিপ্ত, তাই ওষুধ চাইছে। সেদিন সকালেই রাজার খাস পাঁচজন সেনাপতিকে জাদুকর বলে ঘোষণা করেছে ওঝারা। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়েছে, লোক পাঠাতে হয়েছে ওদের পরিবার-পরিজনকে খতম করে মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্য। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজগুলো করতে হওয়ায় খেপে বোম হয়ে আছে শাকা।

'বুঝলে, মোপো,' আমাকে দেখে বলল সে, 'এই দেশ আসলে শাসন করছে ওঝারা, আমি নই। কোথায় গিয়ে এর শেষ, বলতে পারো? চাইলে আমাকেও জাদুকর আখ্যা দিয়ে খতম করে দিতে পারে... এমনই ওদের ক্ষমতা। দিনে দিনে বিষফোঁড়া হয়ে উঠছে এরা। কীভাবে ব্যাটাদের কাছ থেকে রেহাই পেতে পারি, আমাকে বলবে?'

'আমি মনে করি, ওঝা হলেও ওরা নশ্বর মানুষ, মহানুভব,' জবাব দিলাম। 'আপনার-আমার মত ওদের শরীরও মাংসে গড়া, ওদের শিরাতেও বইছে মানুষের রক্ত। ওরা কেউই অমর নয়। চাইলেই ওদেরকে হত্যা করতে পারেন আপনি।'

বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল শাকা। 'তোমার সাহস আছে বলতে হবে! এই জন্যই এত পছন্দ করি তোমাকে। মনে যা আসে, সেটা সরাসরি বলে দাও। কিন্তু... ওঝাদের গায়ে টোকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়াও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ, হত্যা তো অনেক পরের কথা।'

'আপনার মনের কথাই আমি বলেছি, মহানুভব। তবে একটা ব্যাপার... সত্যিকার ওঝার গায়ে হাত দেয়া অবশ্যই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ; কিন্তু ওঝা যদি মিথ্যেবাদী হয়? মিথ্যে অভিযোগ তুলে যদি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নিরপরাধ মানুষকে? তখন তো তার শাস্তি পাওয়া উচিত। তা না করে সেই ভণ্ডকে প্রশ্রয় দিলে বরং অনেক বড় ধর্মবিরোধী কাজ হবে।'

'কথাটা মন্দ বলোনি,' মাথা ঝাঁকাল শাকা। 'সমস্যা হলো, মিথ্যে অভিযোগের ব্যাপারটা কীভাবে প্রমাণ করব?'

ওঝাদের অনেক গোমর জানা আছে আমার; তা ছাড়া কবে না কবে ওরা আমাকেও জাদুকর বলে সাব্যস্ত করে, সে-ভয় তো রয়েছেই। তাই ঝুঁকলাম রাজার দিকে, তার কানে কানে একটা বুদ্ধি বাতলে দিলাম। সব শোনার পর মাথা ঝাঁকাল সে।

পরদিন সকালেই শাকার চিৎকারে ঘুম ভাঙল সবার। রাজকুটির থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসেছে সে—কে নাকি তার উপর জাদুটোনা করেছে। গ্রামবাসী ওখানে হাজির হয়ে দেখল, রাজকুটিরের দেয়াল আর দরজায় লেগে আছে ছোপ ছোপ রক্ত। এলোমেলো দাগ নয়, রক্ত দিয়ে আঁকা হয়েছে অদ্ভুত সব প্রতীক! আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল গ্রামবাসীদের মাঝে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অনেকে। এ তো শয়তানের চিহ্ন!

'কার কাজ এটা?' ক্রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করল শাকা। 'কার এত বুকের পাটা যে, রাজার বাড়িতে এসে রক্ত মাখায়... রাজাকে অভিশাপ দেয়?'

বলা বাহুল্য, কেউ কোনও কথা বলল না। খানিক অপেক্ষা করে শাকা বলল, 'বেশ, তা হলে যা করার আমাকেই করতে হচ্ছে। ভেবো না ভয় দেখাতে পেরেছ আমাকে। এসব অভিশাপ দু'-চারজনের রক্ত দিয়েই মুছে দেয়া যায়। আর সেই রক্ত নেব

www.BanglaBook.org

আমি এই ঘটনার জন্য দায়ী শয়তানটার শরীর থেকে, তার পুরো পরিবার... পুরো গোত্রের শরীর থেকে! নিশ্চিহ্ন করে দেব ওকে! উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম... সবদিকে লোক পাঠাও, রাজ্যের সবখান থেকে ডেকে আনো ওঝাদের। ডেকে আনো আমার সব সেনাপতি আর সমস্ত গাঁয়ের সর্দারকে। আজ থেকে ঠিক দশ দিন পর হবে জাদুকর শিকার... ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জাদুকর শিকার। এমনভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করা হবে, যা কেউ কোনোদিন দেখেনি।'

যেই কথা সেই কাজ। বেরিয়ে পড়ল বার্তাবাহকেরা। শাকার সমন পৌঁছে দিল দূর-দূরান্তে। পরদিন থেকেই ধীরে ধীরে আসতে শুরু করল আদিষ্টরা। আমাদের গাঁয়ে জড়ো হতে থাকল চেনা-অচেনা হাজারো মানুষ। দশম রাতে রাজকুটিরের আঙিনায় ঢুকল ওঝারা—সংখ্যায় শ'দেড়েক... নারী-পুরুষ দু'রকমই আছে, সমস্বরে গাইছে রাজার উদ্দেশে স্তুতিসঙ্গীত। রাতভর সেই আঙিনায় তন্ত্রমন্ত্র পড়ে কাটাল ওরা। এরপর এল সকাল... ভয়াল সকাল।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই বেজে উঠল শিঙা। শত শত লোক ছুটল সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। রাজকুটিরের সীমানার বাইরে জমায়েত হলো সবাই। সবকিছু তৈরি হলে কুটির থেকে বেরিয়ে এল শাকা, সঙ্গে তার অনুচর বাহিনী এবং আমি। রাজাকে দেখতেই মাটিতে কপাল ঠেকাল সবাই, চারদিক প্রকম্পিত হলো জয়ধ্বনিতে। সেসবের কিছুই যেন শুনল না শাকা। বলিষ্ঠ পায়ে হেঁটে হাজির হলো ভিড়ের সামনে। তার জন্য রাখা আসনে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপরেই নাচের পোশাকে হাজির হলো কয়েকজন তরুণী। নেচে-গেয়ে অভ্যর্থনা জানাল রাজাকে। সে-পর্ব শেষ হলে হাত তুলে ইশারা করল শাকা। সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে পিছন থেকে ছুটে এল ওঝার দল। রাজার দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়াল। একপাশে পুরুষ, আরেক পাশে নারীরা। প্রত্যেকের বাঁ হাতে রয়েছে হরিণের শুকনো লেজ, ডান হাতে অ্যাসেগাই আর ঢাল। বিচ্ছিরি চেহারা সবার, তার চেয়েও জঘন্য তাদের সাজসজ্জা—গলায় হাড়গোড় দিয়ে তৈরি মালা, গায়ে সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক, মুখে নানা রঙের আঁকিবুঁকি... দেখলেই অশুভ অনুভূতি হয়। প্রসন্ন হয়ে আছে সবার চোখমুখ, জাদুকর শিকারের নামে মস্ত এক ক্ষমতা পেয়েছে বলে ভাবছে। জানে না, আসলে তাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে।

'শুভেচ্ছা, পিতা!' রাজাকে একযোগে অভিবাদন জানাল ওঝার দল।

'শুভেচ্ছা, আমার সন্তানেরা,' পাল্টা জবাব দিল শাকা।

'কী চান আপনি, পিতা? রক্ত?'

'হ্যাঁ। অপরাধীর রক্ত।'

গুঞ্জনে ভরে গেল ওঝাদের জটলা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে।

'জুলুদের সিংহ রক্ত চান।'

'দেয়া হোক!'

'জুলুদের সিংহ রক্তের গন্ধ পাচ্ছেন।'

'তাঁকে দেখানো হোক!'

'জাদুকরদের খুঁজছেন তিনি।'

'ওদের লাশ উপহার দেব আমরা।'

'খামোশ!' গর্জে উঠল শাকা। 'কথা না বলে কাজে নামো তোমরা। আমাকে অভিশাপ দিয়েছে জাদুকরেরা। রাজকুটিরের গায়ে রক্ত ছিটিয়েছে। ওদের খুঁজে বের করো। তার জন্য প্রয়োজনে মাটি খোঁড়ো, আকাশে ওড়ো, কিংবা ঝাঁপ দাও পানিতে... আমি পরোয়া করি না। আমি শুধু দোষীদের দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাই। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়। সূর্য ডোবার আগেই ওদেরকে হাজির করবে আমার সামনে।'

'জো হুকুম, পিতা।'

দশজন নারী-ওঝা এগিয়ে এল, তাদের নেতৃত্বে রয়েছে নোবেলা নামে এক বৃদ্ধা—সে-আমলের সবচেয়ে নামকরা নারী-ওঝা। বাকিরা অর্ধচন্দ্রের আকারে রাজাকে ঘিরে বসল। উপস্থিত জনতার দিকে মুখ করে সঙ্গিনীদের দাঁড় করাল নোবেলা। তার নির্দেশে আচমকা ওরা শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। শুঁকতে থাকল মাটি। নেমে এল থমথমে নীরবতা।

একটু খনখনে গলায় কথা বলে উঠল নোবেলা। 'তোমরা কি ওর গন্ধ পাচ্ছ, বোনেরা?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'সে কি পূর্বদিকে বসেছে?'

'সে পূর্বদিকে বসেছে।'

'ও কি বহিরাগত কারও সন্তান?'

'হ্যাঁ, সে এক বহিরাগতের সন্তান।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল ওঝারা। রাজার অনুচরদের সঙ্গে যেখানে আমি বসে আছি, তার দশ কদম দূরে এসে থামল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অনুচরেরা, ভয় ফুটল চেহারায়। কিন্তু ওদের চেয়েও বেশি ভয় পেলাম আমি, কারণ বহিরাগতের **সন্তান** বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, তা আঁচ করতে পারছিলাম খুব ভালমত। ওখানে একমাত্র আমারই জন্ম হয়েছে জুলু গোত্রের বাইরে। আমাকেই সাব্যস্ত করতে চলেছে ওরা জাদুকর হিসেবে!

ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইলাম চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে থাকা ওঝাদের দিকে, ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণীর মত দেখাচ্ছে ওদেরকে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, মৃদু দুলছে তাদের দেহ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলায় ঝোলানো হাড়ের মালায় খটখট শব্দ হচ্ছে। অন্য কোনও সময় হলে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম, মনে সাহস পেলাম স্রেফ রাজার কথা ভেবে। তার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই সাজানো হয়েছে এই নাটক। আমাকে নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্তে পরিত্যাগ করবে না সে।

হামা দিতে থাকা ওঝাদের পেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল নোবেলা। সঙ্গিনীদের উদ্দেশে চেঁচাল, 'বোনেরা, আমাদের কোনও ভুল হয়নি তো?'

'না, নোবেলা। সব দিনের আলোর মত পরিষ্কার।'

'তবে কি উচ্চারণ করব ওর নাম?'

'হ্যাঁ, নোবেলা।'

পরক্ষণে বাঁ হাতে ধরা হরিণের লেজ দিয়ে আমার গায়ে আঘাত করল নোবেলা। খনখনে হেসে বলল, 'অভিবাদন নাও, মোপো। তুমিই সেই লোক... তুমিই রাজকুটিরের দেয়ালে রক্ত মেখেছ, অভিশাপ দিয়েছ আমাদের প্রাণপ্রিয় রাজাকে। এবার তার পরিণাম সইবার জন্য তৈরি হও।'

চারদিক থেকে দুয়োধ্বনি উঠল, চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম আমি, অন্ধ্রচোখে তাকালাম শাকার দিকে। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। এরপর হাতের বর্শা উঁচু করল সে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল হৈ-হল্লা। রাজা কথা বলবেন।

'হুম, তা হলে এ-ই সেই কুচক্রী?' বলল শাকা। 'একপাশে সরে দাঁড়াও, মোপো। তোমার ব্যাপারে আমি পরে ব্যবস্থা নিচ্ছি। নোবেলা, তোমরাও সরো।'

বিস্ময় ফুটল ওঝাদের চেহারায়। জাদুকর সনাক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেবার নিয়ম। অথচ আমার বেলায় রাজা অপেক্ষা করতে চাইছেন কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের মনোভাব বুঝতে পেরে শাকা বলল, 'যথাসময়ে কৃতকর্মের শাস্তি পাবে মোপো। কিন্তু ওর একার রক্তে মিটবে না আমার আশ। তোমাদের সবাইকে কি এমনি এমনি ডেকে এনেছি? ভালমত গণনা করো। এখানে যত ষড়যন্ত্রকারী কুকুর লুকিয়ে আছে, তাদের সবাইকে বের করা চাই। কাজ শুরু করো!'

নোবেলা ও তার সঙ্গিনীরা সরে দাঁড়াল। এবার উঠে দাঁড়াল ওঝাদের আরেকটা দল। ভিন্ন পদ্ধতিতে গণনা শুরু করল তারা। খানিকক্ষণ তন্ত্রমন্ত্র পড়ে নাচানাচি করল, তারপর হরিণের লেজ ছোঁয়াল রাজার কয়েকজন উপদেষ্টার গায়ে। এদেরকেও আমার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল শাকা। ওঝাদের তৃতীয় দলের পালা এল এরপর। ওরা বেছে নিল সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কয়েকজন অধিনায়ককে।

দিনভর চলল এই কাণ্ড। ওঝারা দলে দলে মানুষকে বের করে আনল ভিড় থেকে—ষড়যন্ত্রকারী জাদুকর হিসেবে সাব্যস্ত করল। সত্যি-মিথ্যের ধার ধারছে না। রাজার রক্ততৃষ্ণা মেটাবার জন্য যাকে খুশি তাকেই ছুঁইয়ে দিচ্ছে হরিণের লেজ। ধীরে ধীরে আমার চারপাশে অভিযুক্তদের বিশাল এক জটলা তৈরি হয়ে গেল। মৃত্যুভয়ে কাতর অসহায় একদল মানুষ, যারা প্রকৃতপক্ষে কোনও অপরাধ করেনি। অথচ ওঝাদের গণনার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করবার উপায় নেই কারও। বিষণ্ণ চোখে সবাই শুধু তাকিয়ে রইল পশ্চিম পানে ঢলতে থাকা সূর্যের দিকে, ওই সূর্যই ওদের জীবনের শেষ সূর্য হতে চলেছে।

অবশেষে নেমে এল সন্ধ্যা। ওঝাদের শেষ দলটা তখন শেষবারের মত বাছল কয়েকজন কুচক্রী—এম্পোসেনির কয়েকজন পাহারাদারকে আলাদা করল তারা। একজন... স্রেফ একজন ওঝাকে দেখলাম দলের সঙ্গে তাল না মেলাতে। লম্বা এক তরুণ সে, সঙ্গীদের থেকে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

www.BanglaBook.org

সে চুপচাপ, একটুও হাত লাগাল না। ওর দলকে বাকি ওঝাদের সঙ্গে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়ে তরুণ ওঝাকে কাছে ডাকল শাকা। জানতে চাইল তার পরিচয়।

'আমার নাম ইন্দাবাযিম্বি, আর্পি-র পুত্র, হে রাজা,' বলল সে। 'মাকুইলিসিনি গোত্র থেকে এসেছি আমি।'

'হুম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

'আপনি কি চান আমি সত্যিকার দোষীর পরিচয় প্রকাশ করি?'

'অবশ্যই। আমি হুকুম করছি।'

ইন্দাবাযিম্বি কয়েক পা এগিয়ে এল। কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করল না সে, করল না কোনও চিৎকার, শুধু হাতে ধরা হরিণের লেজটা দিয়ে আঘাত করল রাজার গালে। বলল, 'আমি আপনাকেই দায়ী করলাম, মহানুভব।'

আঁতকে উঠল উপস্থিত জনতা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল তরুণ ওঝার দিকে। বোকা নাকি! কত বড় স্পর্ধা... ভয়ঙ্কর মৃত্যু জুটবে তার কপালে।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল শাকা। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'যাক, অন্তত একজন সত্যটা বলতে পেরেছে। ও একা! শোনো সবাই, কাজটা আমিই করেছি। আমিই রাজকুটিরের দেয়ালে মাখিয়েছি রক্ত... আমার নিজের হাতে। যাতে বুঝতে পারি, ওঝাদের মাঝে কারা সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী, আর কারা ভণ্ড। যদ্দূর বুঝলাম, জুলুদের দেশে একজনই সত্যিকার ওঝা রয়েছে—এই ইন্দাবাযিম্বি। বাকিরা সব ভণ্ড। চেয়ে দেখো ওদেরকে। এরাই এতদিন মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। মিথ্যা গণনার মাধ্যমে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে নিরপরাধ মানুষকে। প্রজারা, তোমরাই বলো এদের কী প্রতিদান দেয়া উচিত?'

www.BanglaBook.org

একযোগে চিৎকার করে উঠল জনতা, 'মৃত্যু, হে রাজা। মৃত্যু দেয়া হোক এদের।'

'বেশ। ভণ্ড, মিথ্যাচারীদের কপালে যে-ধরনের মৃত্যু লেখা থাকে, তা-ই পাক ওরা।'

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ওঝারা। কাকুতি-মিনতি করল প্রাণভিক্ষা চেয়ে, কিন্তু মন টলল না শাকার। অভিযুক্ত দলটার দিকে ফিরে বলল, 'এদের বিচারের ভার আমি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। একটু আগে তোমাদের মৃত্যু ঘোষণা করেছিল ওরা, মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে। এবার তার প্রতিশোধ নাও। খুন করো ওদের সবাইকে... শুধু এই তরুণ ওঝাকে ছাড়া।'

মুখ দিয়ে কথাটা বেরুবার অপেক্ষা, পরক্ষণেই হিংস্র পশুর মত ওঝাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অভিযুক্তরা। দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা ক্রোধ আর ঘৃণার আগল খুলে গেছে, উল্টে গেছে পাশার ছক... আর তার শিকার হলো হতভাগ্য মানুষগুলো। ছুরি, বর্শা, গদা—যার কাছে যা আছে, তা নিয়ে মেতে উঠল তাণ্ডবে। ক্রুদ্ধ চিৎকার আর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস। একটু পর যখন অভিযুক্তরা হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে এল, ওঝাদের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহে ছেয়ে গেছে রাজকুটিরের সামনের খোলা জায়গাটা। থেমে গেছে আর্তনাদ, মিনতি আর কান্না।

আসন ছেড়ে এগিয়ে এল শাকা। শান্ত চোখে দেখল লাশের সারি। তারপর পাশে এসে দাঁড়াল আমার। বলল, 'ওই দেখো, মোপো, ভণ্ডের দল মরে পড়ে আছে। পেয়েছে ওদের উপযুক্ত শাস্তি। ধন্যবাদ, চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছিলে ওদের মুখোশ খুলে দেবার। তারপরেও নোবেলা যখন তোমাকে সনাক্ত করল, একটু মনে হলো কেঁপে উঠেছিলে তুমি? ভয় পেয়ো না, কিচ্ছু হবে না তোমার বা আর কারও। জুলু রাজ্য এখন ভণ্ড ওঝাদের অভিশাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে মুক্ত! মানুষ আবার শান্তিতে শ্বাস ফেলবে এখন থেকে।'

ওর কথা শেষ হতেই লাশের স্তূপের মাঝে নড়ে উঠল কী যেন। ঝট করে ওদিকে তাকালাম, চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। খাচড়ে-পাঁচড়ে একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াচ্ছে ওখানে। সারা শরীর রক্তাক্ত, ধুলোবালি মাখা। উন্মুক্ত চামড়ায় অগণিত ক্ষত। তারপরেও চিনতে অসুবিধে হলো না—নোবেলা। বৃদ্ধা সেই ওঝা, আজ সকালে যে আমাকে ষড়যন্ত্রকারী বলে চিহ্নিত করেছিল।

শাকাও চিনতে পেরেছে। হালকা গলায় বলল, 'এর দেখছি কৈ মাছের প্রাণ। মরেনি এখনও!'

ব্যাপার তা নয়। মরতে বসেছে নোবেলা, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। দৃষ্টির প্রদীপ নিভে যেতে বসেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে স্রেফ তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশকে পুঁজি করে।

'সাবধান, রাজা!' খনখনে গলায় বলে উঠল ও।

'চুপ!' রাগী গলায় বলল শাকা। 'তুই মরে গেছিস, বুড়ি। মুখ খুলিস না আর।'

'মরিনি এখনও, রাজা। মরবার আগে শেষবার সতর্ক করে দিতে চাই তোমাকে। অযথাই আমাকে খুন করলে। আজ সকালে মিথ্যে ভাষ্য দিইনি আমি। সত্যিই দেখতে পেয়েছি ভবিষ্যৎ। মোপোকে অকারণে চিহ্নিত করিনি, ওর কারণেই মরবে তুমি। খেয়াল রেখো এই শয়তানের দিকে; সেইসঙ্গে তোমার মা উনাণ্ডি, আর তোমার স্ত্রী বালেকার দিকেও। নইলে ধ্বংস অনিবার্য। আমার কথা মনে কোরো সেদিন। বিদায়, রাজা।'

কথা শেষ করেই আর্তনাদ করে উঠল নোবেলা, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

'মরার সময়ও ডাইনির তেজ যায়নি দেখি!' বিরক্ত গলায় বলল শাকা। উল্টো ঘুরে ফিরে গেল রাজকুটিরে। কিন্তু নোবেলার উচ্চারণ করা সতর্কবাণী যে সে ভোলেনি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম

www.BanglaBook.org

পরে। বীজের মত তার হৃদয়ে সুপ্ত রইল হুমকিটা, বিশেষ করে উনাগুি আর বালেকার ব্যাপারে... যথাসময়ে ডালপালা মেলবার জন্য।

নয়

আমস্লোপোগাসের দুঃসাহস

সেদিনের পর থেকে উনাগুি আর বালেকার উপর কড়া নজর রাখল শাকা, খোঁজখবর নিতে থাকল ওদের গতিবিধির। খুব শীঘ্রি জানতে পারল, আমার কুটিরে ওদের নিয়মিত আসা-যাওয়া এবং আমস্লোপোগাসকে একটু বেশি রকমের আদর করবার কথা। এর আগেও উনাগুিকে আমস্লোপোগাসের সঙ্গে দেখেছে শাকা; নোবেলার সতর্কবাণীর কথাও ভোলেনি... ফলে ধীরে ধীরে সন্দিহান হতে শুরু করল সে। আমাকে এ-বিষয়ে কোনোদিন সে কিছু বলেনি, তবে বলবার কোনও কারণও নেই। আমাকে প্রভুভক্ত কুকুর বলে মনে করে, ভাবতেও পারে না আমার মত নিকৃষ্ট এক দাস তার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র আঁটতে পারি।

এ-অবস্থায় হঠাৎ একদিন একটা কাজের দায়িত্ব পেলাম—ঘটনাচক্রে, নাকি রাজার পরিকল্পনায়, তা জানি না। আমাসোয়াজির সীমানায় বসবাসরত এক গোত্রের কাছে আমাকে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো, ওরা রাজার গরু-মোষের পাল দেখাশোনা করে। সেখানে গিয়ে পালের খোঁজখবর নিয়ে আসতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে। আদেশ পেয়েই কুর্নিশ করলাম রাজাকে, জানালাম পরদিনই রওনা হব। খুশি হয়ে আমার সঙ্গে তিনজন লোক দিল রাজা।

যাত্রার প্রস্তুতি নেবার জন্য বাড়ি ফিরে এলাম। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আনাদি তখন অসুস্থ—পাগলামি রোগে পেয়ে বসেছে ওকে, আবোল-তাবোল বকে। কেউ জাদুটোনা করেছে হয়তো। ওকে ম্যাক্রোফার কাছে রেখে যাব ভাবলাম, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল ম্যাক্রোফা। বলল, ওর মন নাকি কুডাক ডাকছে। এই গাঁয়ে ওদেরকে রেখে গেলে ফিরে এসে কাউকেই নাকি জ্যান্ত দেখব না। ওর ধারণা, দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে মারা যাবে ও।

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ম্যাক্রোফা, একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তা ছাড়া রাজার মতিগতিও কিছুদিন থেকে ভাল দেখছি না। কিন্তু কী করা যায়?

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন,' বলল ম্যাক্রোফা। 'এই অভিশপ্ত গাঁয়ে একাকী এক মুহূর্তও থাকতে পারব না আমি। বরং আমাকে আমার নিজের গাঁয়ে পৌঁছে দিন, যাতে কিছুদিন এই এলাকা থেকে দূরে থাকতে পারি।'

'তা কী করে হয়?' দ্বিধান্বিত গলায় বললাম। 'রাজার অনুমতি না নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যেতে পারে না কেউ।'

'স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে,' ম্যাক্রোফা জানাল, 'তার জন্য রাজার অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাঁকে বলবেন, বাচ্চা দিতে পারছি না বলে আমাকে আর ভালবাসেন না আপনি। তাই ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন যেখান থেকে এসেছি সেখানে। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চেয়ে এটুকু মিথ্যে বলুন, হে স্বামী। বাঁচতে দিন আমাদেরকে। বেঁচে থাকলে আবার ফিরতে পারব আপনার কাছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'বেশ, তবে তা-ই হোক। নাড়া আর আমস্লোপোগাসকে নিয়ে আজ রাতে চুপিসারে বেরিয়ে যেয়ো গ্রাম থেকে। কাল সকালে নদীর তীরে দেখা কোরো। সেখান থেকে একসঙ্গে যাব আমরা।'

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেল ম্যাক্রোফা।

পরদিন সকালে রাজার পাঠানো তিন সহকারীকে নিয়ে রওনা হলাম। নদীর ধারে যখন পৌঁছুলাম, তখন সূর্য মাথার উপরে। আমস্লোপোগাস আর নাড়াকে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিল ম্যাক্রোফা। আমাদেরকে দেখে উঠে এল। ওকে দেখতে পেয়ে ভ্রূকুটি করল আমার সঙ্গীরা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'ও আর আমার স্ত্রী নয়,' বললাম। 'ফলহীন এক বৃক্ষ, বহুদিন থেকেই নতুন সন্তান দিতে অক্ষম। তাই ওর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছি। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব, রেখে দিয়ে আসব সোয়াজিদের দেশে, যেখান থেকে ও এসেছিল।' কান্নার অভিনয় করছে ম্যাক্রোফা, ওর দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলাম, 'অ্যাই, কান্না থামাও। কেঁদে লাভ নেই কোনও। তোমাকে আর ঘরে ফিরিয়ে নেব না আমি। এটাই আমার শেষ কথা।'

'রাজা জানেন?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। রাজাকে যা বলার আমি বলব।'

আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। ম্যাক্রোফা, আমস্লোপোগাস আর নাড়াকে নিয়ে ফের যাত্রা শুরু করলাম আমরা।

টানা সাত দিন এগোলাম। সপ্তম রাতে পৌঁছুলাম পাহাড়ি এক এলাকায়। জনবিরল, গ্রাম-ট্রাম নেই... যেগুলো ছিল, সেগুলোকে বহু আগেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে শাকা। জায়গাটা হয়তো তুমি চেনো, বাবা। বিশাল এক পাহাড় আছে ওখানে, ভুতুড়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেত-পর্বত বলে ওটাকে। চূড়াটা দেখতে বুড়ো মহিলার মাথার মত।

যা হোক, যখন ওখানে পৌঁছুলাম, তখন আঁধার নেমে এসেছে। রাতটা সেই বিজন, বুনো জায়গাতে কাটাতে হবে। শীঘ্রি টের পেলাম, আশপাশে প্রচুর সিংহ আছে। ব্যাপারটা ভীত করে তুলল সবাইকে, তবে আমস্লোপোগাস বাদে। বুকে ভয়-ডর বলতে কিছু নেই ওর। কাঁটাঝোপের ডাল দিয়ে বড়সড় একটা বেষ্টনী বানালাম, তার মাঝখানে আগুন জেলে বসলাম আমরা। বিপদ মোকাবেলার জন্য হাতের বর্শা তৈরি।

খানিক পর চাঁদ উঠল। পূর্ণিমার চাঁদ, ধবল আলোয় ভাসিয়ে দিল চারদিক। অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমরা যেখানে বসেছি, তার সামান্য দূরে খাড়া এক ঢাল। ঢালের মাথায় রয়েছে এক গুহা। দুটো সিংহশাবক নিয়ে এক সিংহ পরিবার বাস করে ওটায়। চাঁদ উঠতেই বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে এল বিশাল দুই সিংহ আর সিংহী, ঢালের কিনারায় এসে দাঁড়াল। বাচ্চাদুটো বেশ ছোট, দেখতে বেড়ালছানার মত লাগল, বাবা-মায়ের পায়ের কাছে খেলছে।

'আমস্লোপোগাস, দেখো!' ওদিকে তাকিয়ে বলে উঠল নাডা। 'কী সুন্দর সিংহের বাচ্চা! একটা যদি পোষার জন্য পেতাম!'

হেসে উঠল আমস্লোপোগাস। 'এনে দেব?'

'অ্যাই, চুপ করে বসে থাকো!' ওর মতলব টের পেয়ে ধমক দিলাম। 'সিংহের গুহা থেকে সিংহের বাচ্চা চুরি করতে গেলে নির্ঘাত মরবে।'

'কাজটা খুব কঠিন বলে তো মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করল আমস্লোপোগাস।

'আবার মুখে মুখে কথা! চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব। যেভাবে আছ ওভাবেই থাকো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কিছু বলল না আমস্লোপোগাস।

ঢালের মাথায় কিছুক্ষণ খেলা করল দুই সিংহশাবক। এরপর ওদেরকে মুখে তুলে গুহার ভিতরে নিয়ে গেল সিংহ-সিংহী। খানিক পর গুহা থেকে ওদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম, নিশ্চয়ই খাবারের খোঁজে যাচ্ছে। শাবকদুটোকে রেখে গেছে গুহায়। দৃষ্টিসীমার আড়ালে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল। তার জবাবে দূর থেকে ভেসে এল আরও সিংহের গর্জন। আগুন একটু উসকে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে শুয়ে পড়লাম সবাই। ভয় পাচ্ছি না আর। কাঁটাঝোপের দেয়াল পেরিয়ে সহজে আসতে পারবে না সিংহরা। তা ছাড়া গর্জন শুনে মনে হয়েছে ওরা দূরে কোথাও শিকার করছে। ঘুমিয়ে পড়লাম একটু পরেই।

আমস্লোপোগাস ঘুমায়নি। ওর মাথায় ঘুরঘুর করছে নাডার কথা—একটা সিংহশাবক চেয়েছে ও। যেভাবেই হোক, শখটা পূরণ করবে বলে ঠিক করেছে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে নিয়েছে একটা অ্যাসেগাই। খাড়া ঢাল বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। ঢুকে পড়ল সিংহের গুহায়।

ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে পুরনো শিকারের হাড়গোড়। বাতাসে ভাসছে পচা গন্ধ। একেবারে শেষ প্রান্তে শুয়ে আছে দুই সিংহশাবক। আমস্লোপোগাসের পায়ের শব্দ শুনে জেগে উঠল। ওদের চোখের মণি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। জ্বলন্ত চোখ অনুসরণ করে এগোল আমস্লোপোগাস, কাছে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলল একটা শাবককে। অন্যটা চেঁচিয়ে উঠতেই বর্শার এক খোঁচায় পরপারে পাঠিয়ে দিল।

ক্যাম্পে যখন ও ফিরে এল, তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। আশপাশের পরিস্থিতি দেখবার জন্য নজর বোলাতেই চমকে উঠতে হলো। কুয়াশার চাদর ভেদ

www.BanglaBook.org

করে বেরিয়ে এসেছে আমস্লোপোগাস। দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে ওর অ্যাসেগাই—রক্তমাখা। দু'হাতে চেপে ধরে রেখেছে একটা সিংহশাবককে। ছাড়া পাবার জন্য শরীর মোচড়াচ্ছে অবলা প্রাণীটা, কিন্তু একচুল আলগা হচ্ছে না আমস্লোপোগাসের মুঠো।

'ওঠো, নাডা!' কাছে এসে হাঁক ছাড়ল ও। 'দেখো তোমার জন্য কী নিয়ে এসেছি!'

মুখের ভাষা হারিয়েছি আমি। কিছু বলবার আগেই উঠে বসল নাডা। আমস্লোপোগাসের হাতে সিংহশাবক দেখে চিৎকার করে উঠল আনন্দে।

'করেছ কী, বদমাশ!' চেঁচিয়ে উঠলাম এবার। 'ছেড়ে দাও ওটাকে, নইলে সিংহের দল নিকেশ করবে আমাদের।'

'অসম্ভব, বাবা,' তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিবাদ করল আমস্লোপোগাস। 'নাডার উপহার এটা, আমি ছাড়ব না কিছুতেই। আরে... এত ভয় পাবার কী আছে? আমাদের দলে পাঁচ-পাঁচজন পুরুষ, সামান্য দুটো সিংহকে সামাল দিতে পারব না? আমি তো একাই ওদের গুহায় হানা দিয়ে এলাম।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি। এক্ষুণি ছাড়ো বলছি। নইলে আমিই ছেড়ে দেব ওটাকে।' বলেই ছুটে গেলাম আমস্লোপোগাসের দিকে। চেষ্টা করলাম ওর হাত থেকে শাবকটাকে কেড়ে নিতে।

ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল আমস্লোপোগাসের চেহারা। এক লাফে দূরে সরে গেল। বলল, 'আপনি এটাকে রাখতে দেবেন না, বাবা?'

'না, কিছুতেই না।'

'বেশ, তা হলে ছেড়েই দিচ্ছি।' বলেই সিংহশাবকটার ঘাড় মুচড়ে দিল আমস্লোপোগাস। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল ওটা। লাশটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ও বলল, 'আপনার কথাই মেনে নিলাম, বাবা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথায় রক্ত উঠে গেল। অবাধ্য ছেলেটাকে শাস্তি দেবার জন্য পা বাড়াতে গেলাম, আর পাহাড়ের মাথা থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর গর্জন। শিকার থেকে ফিরে এসেছে সিংহ-দম্পতি, আবিষ্কার করেছে আমস্লোপোগাসের কুকীর্তি।

'বেড়ার ওপাশে চলো। জলদি!' আতঙ্কিত গলায় বললাম ছেলেকে। একছুটে দু'জনে চলে এলাম বেষ্টনীর ভিতরে। টেনেটুনে আবার আগের জায়গায় নিয়ে এলাম কাঁটাঝোপের বেড়া।

সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি বর্শা নিয়ে তৈরি হলাম হিংস্র সিংহকে মোকাবেলার জন্য। ভয়, উত্তেজনা আর ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপছি সবাই। একটু পরেই পাহাড় থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে এল জানোয়ারদুটো। সামনে সিংহ, পিছনে সিংহী। সিংহ হুঙ্কার ছাড়ছে, সিংহীটা পারছে না, ওটার মুখে ঝুলছে গুহায় মারা যাওয়া শাবকটা।

'বোকার হদ্দ কোথাকার!' আমস্লোপোগাসের দিকে তাকিয়ে গাল দিয়ে উঠল আমার এক সহকারী। 'ইচ্ছে করছে পিটিয়ে তোকে লাশ বানাই!'

'আগে সিংহকে মারো, তারপর আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসো,' উদ্ধত গলায় জবাব দিল আমস্লোপোগাস।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে পড়েছে সিংহরা। দ্বিতীয় শাবকের পাশে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে লাশ শুঁকল মদ্দাটা, তারপরেই নতুন করে গর্জন করে উঠল। সে কী গর্জন, যেন পুরো পাহাড় কেঁপে উঠল ওটার চিৎকারে। প্রথম লাশটা নামিয়ে রাখল মাদী সিংহী, এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল দ্বিতীয়টাকে। দেখে বুক কেমন কেমন যেন করে উঠল আমার।

উন্মত্তের মত এদিক-সেদিক তাকাল মদ্দা সিংহ। ক্যাম্পের দিকে ফিরেই স্থির হয়ে গেল। বুঝে ফেলেছে, ওখানেই লুকিয়ে

www.BanglaBook.org

আছে তার দুই সন্তানের হত্যাকারী। কাছে এসে কুঁজো হয়ে গেল।

'আমার পিছনে চলে এসো, নাডা,' বলে উঠল আমস্লোপোগাস। 'সিংহটা লাফ দেবে।'

কথা শেষ হতেই ঝাঁপ দিল সিংহ। টান টান হয়ে গেল দেহ, যেন বাতাসে ভেসে উড়ে আসছে। কাঁটাঝোপের বেড়া পার হয়ে যাচ্ছে অনায়াসে।

'বর্শায় ধরুন ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল আমস্লোপোগাস।

সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল আমার ও তিন সহকারীর অ্যাসেগাই, ফলার উপরে আছড়ে পড়ল সিংহ। ওজনের কারণে বর্শাগুলো গেঁথে গেল শরীরে। সেইসঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লাম আমরা। ব্যথা আর ক্রোধে অন্ধ হয়ে গর্জন করছে সিংহ, বুক-পেটে গাঁথা বর্শাগুলোকে অগ্রাহ্য করে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করল আমাদের উপর। স্থির হয়ে গেলাম আমরা। নিরস্ত্র হয়ে পড়েছি, আত্মরক্ষার উপায় নেই, মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। সিংহের থাবা আর কামড়ে মারা পড়র এখুনি।

এই সময় চিৎকার করে উঠল আমস্লোপোগাস। ওর হাতে অ্যাসেগাই রয়ে গেছে। সেটা নিয়ে ছুটে এল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গেঁথে দিল সিংহের ঘাড়ের পিছনে। আবারও গর্জে উঠল পশুটা, তবে এবারেরটা মরণ-আর্তনাদ। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

সিংহী তখনও দুই শাবকের লাশ নিয়ে ব্যস্ত, সঙ্গীর আর্তনাদ শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল। মুখ থেকে নামিয়ে রাখল দ্বিতীয় সন্তানের লাশ, তারপর ছুটে এসে ঝাঁপ দিল কাঁটাঝোপের উপর দিয়ে। আমি বা আমার সঙ্গীরা তখনও নিজেদের অ্যাসেগাই উদ্ধার করতে পারিনি, এক টানে সিংহের গা থেকে বর্শা খুলে আমস্লোপোগাস একাই ঘুরে দাঁড়াল জানোয়ারটাকে আক্রমণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে।

সঙ্গীর মত সিংহীও আছড়ে পড়ল অ্যাসেগাইয়ের ফলায়, তবে এবার একটামাত্র বর্শা ওর ওজন সহ্য করতে পারল না। কিছুদূর গেঁথেই মট করে ভেঙে গেল। সিংহীর শরীরের ধাক্কায় দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল আমস্লোপোগাস। মাথা ঠুকে গেল একটা পাথরে। বেহুঁশ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গর্জন করে আমাদের দিকে তাকাল সিংহী, তারপর মুখ নামিয়ে গন্ধ শুঁকল অচেতন ছেলেটার। এরপর যা করল, তা অবিশ্বাস্য। যেন সন্তানের খুনিকে চিনতে পেরে কামড়ে ধরল ওকে, তুলে নিল চোয়ালের ভাঁজে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল বেষ্টনী থেকে। অচেতন দেহটা নিয়ে ছুটে পালাতে শুরু করল।

'আমস্লোপোগাস!' চেঁচিয়ে উঠল নাডা। 'বাবা! ওকে বাঁচান!'

হৈ হৈ করে বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এলাম আমি ও আমার তিন সঙ্গী। বর্শা নিয়ে তাড়া করলাম সিংহীকে। কিন্তু ভীষণ গতি ওর, আমস্লোপোগাসের দেহ বইতে গিয়ে শ্লথ হয়নি মোটেই। শীঘ্রি পিছনে ফেলে দিল আমাদের। তারপরেও ওর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। এক পর্যায়ে মাটি শক্ত হয়ে এল, পায়ের ছাপ নেই আর। আমস্লোপোগাসকে নিয়ে কোনদিকে গেছে, তা বোঝা সম্ভব হলো না। ব্যর্থভাবে কিছুক্ষণ তল্লাশি চালালাম আশপাশে। শেষে ভারী হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম ম্যাক্রোফা আর নাডার কাছে।

'আমস্লোপোগাস কোথায়?' হাহাকার করে উঠল নাডা। 'ওকে কোথায় রেখে এলেন?'

'ওকে ভুলে যা, নাডা,' ভাঙা গলায় বললাম। 'হারিয়ে গেছে আমস্লোপোগাস। আর কোনোদিন ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কেঁদে ফেলল নাডা। 'আমিও তা হলে মরে যেতে চাই।'

কী বলে সান্ত্বনা দেব ওকে, ভেবে পেলাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঠখোট্টা গলায় ম্যাক্রোফা বলল, 'কেঁদে লাভ নেই। এখানে বসে থাকা বিপজ্জনক। চলো রওনা হই।'

বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকাল আমার সহকারীরা। একজন জানতে চাইল, 'ছেলের জন্য খারাপ লাগছে না তোমার? কান্না পাচ্ছে না?'

'যে মরে গেছে, তার জন্য কেঁদে কী লাভ?' বলল ম্যাক্রোফা। 'কাঁদলে কি ও ফিরে আসবে? তার চেয়ে নিজেদের জীবন বাঁচানো জরুরি। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।'

ওর কথাবার্তা অদ্ভুত ঠেকল আমার সহকারীদের কাছে, কিন্তু উচ্চবাচ্য করল না। ওদের তো আর জানা নেই, ম্যাক্রোফার ছেলে নয় আমস্লোপোগাস।

আমার স্ত্রীর পরামর্শ অবশ্য কানে তোলা হলো না। ওখানে দিনভর খুঁটি গেড়ে পড়ে রইলাম আমরা, আশায় আশায় থাকলাম—আমস্লোপোগাসের লাশ নিয়ে হয়তো গুহায় ফিরে আসবে সিংহী, তখন ওটাকে খুন করে প্রতিশোধ নেব। কিন্তু এল না প্রাণীটা। ফলে পরদিন ভোরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফের যাত্রা শুরু করলাম আমরা... দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নাডার। শোকে দুর্বল হয়ে পড়েছে, হাঁটতেই পারছে না আর। পুরো যাত্রাপথে আর একবারও আমস্লোপোগাসের নাম ঠোঁটে আনল না। মনে হলো যেন ওর স্মৃতি চিরতরে চাপা দিয়েছে বুকের গভীরে। খারাপ আমারও কম লাগছিল না। জুলুদের সিংহ শাকার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম ছেলেটাকে, অথচ তা করতে গিয়ে আরেক সিংহের হাতে প্রাণ গেল বেচারার।

উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটল না যাত্রাপথে। একসময় পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত সেই গ্রামে, যেখানে রয়েছে রাজার গরু-মোষের পাল। ওখানেই পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে আলাদা হয়ে গেল ম্যাক্রোফা আর নাডা, বাকি পথ একাকী যাবে ওরা।

www.BanglaBook.org

যাবার আগে মেয়েকে আলাদা করে ডেকে নিলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'বিদায়, মা। জানি না আবার কবে দেখা হবে আমাদের। পরিস্থিতি ভাল নয়, তোদের নিরাপত্তার জন্যই আমাকে আলাদা হয়ে যেতে হচ্ছে। শোন্... বড় হচ্ছিস তুই, খুব শীঘ্রি পুরোদস্তুর মেয়ে হয়ে উঠবি। যা রূপ তোর, বাজি ধরে বলতে পারি, পুরো রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে হবি তুই। অনেক পুরুষই বিয়ে করতে চাইবে তোকে। কিন্তু মা, শুধু শক্তি বা সম্পদ দেখে বিয়ে করিস না কাউকে। এমন কাউকে বেছে নিস, যাকে তুই সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে পারবি। শুধুমাত্র তা হলেই জীবনে তুই সুখী হতে পারবি। বুঝলি?'

আমার হাত চেপে ধরল নাড়া। 'বিয়ের কথা বলবেন না, বাবা। আমস্লোপোগাস মারা গেছে, এখন আর আমার পক্ষে অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব না। বাকি জীবন একা বাঁচব আমি, মরবও একা। প্রার্থনা করি, মৃত্যু যেন খুব দ্রুত এসে রেহাই দেয় আমাকে এই পৃথিবী থেকে, যাতে আমি আমার ভালবাসার মানুষটার কাছে যেতে পারি।'

'কী বলছিস এসব!' কড়া গলায় বললাম। 'আমস্লোপোগাস তোর ভাই ছিল। ওর ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারিস না তুই।'

'আমি অতশত বুঝি না। মন যা বলে, তা-ই মুখে বলছি। আমস্লোপোগাসকে ভালবাসতাম আমি, বাবা। এখনও বাসি। এ আমার ভ্রম নয়, সত্যিকার অনুভূতি।'

বাক্‌শক্তি হারালাম ক্ষণিকের জন্য। নাড়ার ভালবাসায় কোনও অস্বাভাবিকতা নেই—আমস্লোপোগাস তো আসলেই ওর ভাই ছিল না। দু'জনের বিয়ে হতে পারত স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু সেটা ওর জানার কথা নয়। তারপরেও কীভাবে এমন দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করতে পারছে নিজের অনুভূতি? তবে কি সত্যটা ও-ও অনুধাবন করতে পেরেছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'থাক, আমস্ত্রোপোগাসের কথা আর বলিস না,' খানিক পর গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম। 'যে চলে গেছে, তার জন্য হাহাকার করে শুধু নিজের কষ্টই বাড়াবি... তাকে ফিরে পাবি না। মৃত্যু আমাদের সবার কপালেই লেখা রয়েছে—দু'দিন আগে বা পরে। তার জন্য বাকিদের জীবন তো থেমে যেতে পারে না। তার চেয়ে ওকে ভুলে গিয়ে সুখী হবার চেষ্টা কর। পৃথিবীতে যে-ক'দিন থাকবি, সে-ক'দিনই তো। এরপর ঠিকই আবার মিলন হবে তোদের। আশা হারাস নে। ভাল থাকিস, মা। আমাকে মনে রাখিস। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে।'

কপালে চুমো খেয়ে বিদায় দিলাম ওকে। ম্যাক্রোফার হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল নাডা। যতক্ষণ দু'জনকে দেখা গেল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। একসময় দিগন্তে মিলিয়ে গেল ওরা। খাঁ খাঁ করে উঠল বুক। আমস্ত্রোপোগাসকে হারিয়েছি... এবার হারালাম প্রিয় স্ত্রী-কন্যাকে। চিরতরেই কি না কে বলতে পারে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দশ

মোপোর অগ্নিপরীক্ষা

চার দিন ব্যয় হলো গরু-মোষের হিসেব নিতে। পঞ্চম সকালে তিন সহকারীকে নিয়ে ফিরে চললাম রাজার গাঁয়ে। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরেই দেখা হয়ে গেল একদল সৈন্যের সঙ্গে। শাকার খাস লোক, আমার কাছেই পাঠানো হয়েছে।

www.BanglaBook.org

'কী চাই?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তোমার বউ-ছেলেমেয়ে কোথায়, মোপো? ম্যাক্রোফা, আমস্লোপোগাস, আর নাডা?' পাল্টা প্রশ্ন করল সৈন্যদের নেতা। 'ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও, যাতে রাজার হুকুম তামিল করতে পারি। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে ওদের।'

বুকের মাঝে ছলকে উঠল রক্ত। ম্যাক্রোফা তা হলে ঠিকই অনুমান করেছিল! গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, 'রাজার নাগালের বাইরে চলে গেছে আমস্লোপোগাস। মারা গেছে ও। ম্যাক্রোফার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছি আমি। নাডাকে নিয়ে ও চলে গেছে সোয়াজিদের দেশে। চাইলে ওখানে গিয়ে খুঁজে নিতে পারো ওদের।'

জানি, শাকার হাতে পরাস্ত হবার পর থেকে সোয়াজিরা পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করে থাকে, ওখানে ওদের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব এক কাজ। তাই বেশ জোর দিয়েই বলতে পারলাম কথাগুলো।

'ওদের প্রাণভিক্ষা চাও না?' জিজ্ঞেস করল সৈন্যদের নেতা।

'ম্যাক্রোফাকে আর ভালবাসি না আমি, ওর বাঁচা-মরায় কিছু যায়-আসে না। তবে নাডা আমার মেয়ে. ওকে না মারলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

'সেটা সম্ভব নয়। তোমার বাকি সমস্ত ছেলেমেয়েকে হত্যা করা হয়েছে রাজার নির্দেশে।'

'তা-ই নাকি?' বুকের মাঝে জেগে ওঠা হাহাকারকে চাপা দিলাম বহু কষ্টে। 'রাজা নিশ্চয়ই সবকিছু ভেবেই কাজটা করেছেন। অসুবিধে নেই, ভাঙা ডাল থেকে যেমন নতুন পাতা গজায়, তেমনি আমিও আবার সন্তান নিতে পারব।'

'তার জন্য নতুন বউ প্রয়োজন হবে, মোপো। তোমার স্ত্রীরাও মৃত।'

www.BanglaBook.org

অধিক শোকে পাথর হবার দশা আমার। কোনোমতে বললাম, 'মন্দ হয়নি। ওদের চেহারা দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। নতুন বউ নিতে পারব, এ তো খুশির খবর।'

'ভুল,' ক্রূর হাসি ফুটল সৈনিক নেতার ঠোঁটে। 'বেঁচে থাকলে তবেই না বউ-বাচ্চা! তোমার জন্য বর্শায় শান দিয়ে অপেক্ষা করছেন রাজা।'

'রাজার ইচ্ছেই সব। রাজা চাইলে মরতে আপত্তি নেই আমার।'

সত্যিই ছিল না। দুনিয়া শূন্য হয়ে গিয়েছিল আমার। ম্যাক্রোফা আর নাডা চলে গেছে, মারা গেছে আমস্লোপোগাস। বাকি সব স্ত্রী-সন্তানেরা মৃত। কার জন্য আর বেঁচে থাকব আমি?

আমার তিন সহকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সৈন্যরা, নিশ্চিত হয়ে নিল ম্যাক্রোফা, নাডা আর আমস্লোপোগাসের ব্যাপারে যা বলেছি তা সত্য কি না। ওদের কাছ থেকে ইতিবাচক জবাব পেয়ে উল্টো ঘুরল। আমাকে নিয়ে রওনা হলো রাজার গাঁয়ের উদ্দেশে। লম্বা রাস্তা, চলতে চলতে জেনে গেলাম কীভাবে কী ঘটেছে।

আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আনাদির অসুস্থতার কথা আগেই বলেছি। আবোল-তাবোল প্রলাপ বকত, আর তার মাঝেই অসংলগ্নভাবে বলত আমস্লোপোগাসের কথা। উনাণ্ডি আর বালেকার পিছনে চর লাগিয়ে রেখেছিল শাকা, সেই চরেরাই আনাদির প্রলাপের খবর পৌঁছে দিয়েছিল তার কানে। সত্যমিথ্যা যাচাই করবার জন্য আমি চলে আসার পরদিন দেহরক্ষী নিয়ে আমার কুটিরে হাজির হয় রাজা। বালেকা আর উনাণ্ডিও তখন সেখানে। আমস্লোপোগাস চলে গেলেও নিজেদের গতিবিধি স্বাভাবিক দেখাবার জন্য গেছে আমার কুটিরে, আমস্লোপোগাসের পরিবর্তে আনাদির ছেলে মুসাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। আমস্লোপোগাসের আট দিন আগে জন্ম মুসার, মনে আছে নিশ্চয়ই, প্রায় সমবয়েসী।

www.BanglaBook.org

অসুস্থ আনাদির পাশে বসে বাচ্চাটাকে আদর করছিল দু'জনে, এমন সময় হাজির হলো শাকা। মুচকি হেসে বলল, 'ঘরে অসুস্থ বউ রেখে আমার হুকুমে চলে যেতে হয়েছে মোপোকে, তাই ভাবলাম এদিককার খোঁজখবর রাখা আমার দায়িত্ব। শুয়ে আছে যে, ওটাই মোপোর বউ নাকি?'

'হ্যাঁ। ওর নাম আনাদি,' রাজার হঠাৎ আগমনে একটু ঘাবড়ে গেলেও গলা স্বাভাবিক রেখে জবাব দিল উনাণ্ডি।

'কোলে নিয়ে যাকে আদর করছ, সেটা কে?'

'মোপোর ছেলে। ওর নাম মুসা।'

'বাহ্, চমৎকার! আদরের বাহার দেখে মনেই হচ্ছে না দূর সম্পর্কের বাচ্চা। নিজের ছেলে বা নাতিকে এভাবে আদর করে লোকে।'

'কী যে বলো! এটা মোপোরই ছেলে।'

এই সময় বিছানা থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠল আধপাগল আনাদি। মাথা কাজ করছে না, চিনতে পারছে না নিজের ছেলেকে। ওকে ভুল করছে আমস্লোপোগাসের সঙ্গে। জড়ানো গলায় বলল, 'বাহ্, ভালই বলেছেন, রাজমাতা। মোপোর ছেলে? হ্যাঁ, এখন তো লোকে তা-ই বলে।'

'লোকে তা-ই বলে মানে?' থমথমে হয়ে উঠল শাকার কণ্ঠ। 'আসলে কার ছেলে ও?'

'ওর কথায় কান দিয়ো না, রাজা,' তড়িঘড়ি করে বলল উনাণ্ডি। 'পাগল হয়ে গেছে, কথার কোনও আগামাথা নেই।'

'খামোশ!' গর্জে উঠল শাকা। 'আমি শুনতে চাই ও কী বলে।' ফিরল আনাদির দিকে। 'কে এই ছেলে? ঠিক ঠিক বলো, নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।'

'জানতে চাও?' উন্মাদ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে আনাদির চোখে। 'তা হলে কাছে এসো, কানে কানে বলি। এ আমাদের

www.BanglaBook.org

রাজপুত্র—রাজার ছেলে... মোপোর বোন বালেকার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। রাজমাতা একে কৌশলে লুকিয়ে রেখেছে এ-বাড়িতে, যাতে বড় হয়ে রাজার জায়গা নিতে পারে।'

'ও মিথ্যে বলছে, রাজা!' প্রতিবাদ করল উনাণ্ডি। 'অসুস্থতায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিজের ছেলেকে চিনতে পারছে না। এ-ই ছেলে—মুসা।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল শাকা। মেঘ জমেছে চেহারায়। বলল, 'বোবেলা দেখছি মিথ্যে বলেনি। আমার আপন মা আর স্ত্রী মিলে ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে। বেশ, মা, তুমি যদি সন্তানকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে পারো, তা হলে তোমার সন্তানও ঠিক একই কাজ করতে পারে তোমার বিরুদ্ধে।' কথা শেষ করেই হাতের বর্শা চালাল সে, গেঁথে দিল উনাণ্ডির বুকে।

চিৎকার করল না উনাণ্ডি, শুধু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সন্তানের দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'ছেলে না, একটা পিশাচের জন্ম দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু এর জন্য তোমাকেও মরতে হবে, শাকা।' টলে উঠে মাটিতে পড়ে গেল সে। ফেলল শেষ নিঃশ্বাস।

উনাণ্ডির পরিণতি দেখে ভয়ে ছুট লাগাল বালেকা। আমার কুটির থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে চলে এল এম্পোসেনিতে। ওকে বাধা দিল না শাকা। নিজের ঘরে ঢুকেই মাটিতে আছড়ে পড়ল ও, জ্ঞান হারাল উত্তেজনায়।

মুসা একটুও নড়েনি, স্থির হয়ে বসে ছিল মাটিতে। বর্শা তুলে এবার ওকে খুন করল শাকা। তারপর বেরিয়ে এল কুটির থেকে। দেহরক্ষীদের হুকুম দিল, 'জ্বালিয়ে দাও সব। পুড়িয়ে দাও! মোপোর বাড়ি আর পরিবার-পরিজন... ওদের কোনও চিহ্ন দেখতে চাই না আমি এ-গাঁয়ে।'

তা-ই করা হলো। বাড়ির ভিতরে আমার বাকি সব স্ত্রী, সন্তান আর ভৃত্যদের আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। জীবন্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুড়িয়ে মারা হলো সবাইকে। তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ওদেরকে। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে ম্যাক্রোফা যে আমার সঙ্গে গ্রাম ছেড়েছে, সে-খবর ফাঁস হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছে শাকা। ওদেরকে বলে দিয়েছে, ম্যাক্রোফা, নাডা আর আমস্লোপোগাসকে খুন করতে হবে; আর আমাকে জ্যান্ত নিয়ে যেতে হবে রাজার সামনে। বিচারের জন্য।

সবকিছু শুনে চরম হতাশায় ডুবে গেল অন্তর। একবার ভাবলাম আত্মহত্যা করি—সেটা কঠিন কিছু না, আমার থলিতে ওষুধপত্রের সঙ্গে বিষও আছে। গাঁয়ে ফিরলে চরম কষ্ট দিয়ে আমাকে হত্যা করবে শাকা, তারচেয়ে বিষপান করে চট করে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু কেন যেন মনের সায় পেলাম না তাতে। বালেকা, নাডা আর ম্যাক্রোফার চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে। দূরে হোক, তাও আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে ওরা তো আছে। তা ছাড়া আত্মহত্যা কাপুরুষের কাজ। আমি কাপুরুষ নই।

আরেকটা চিন্তা খেলল মাথায়। চিন্তা না বলে আক্রোশ বলাই ভাল। শাকার উপর আক্রোশ। বিনা কারণে আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছে সে। এর প্রতিশোধ নেয়া চাই। তাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, রাজা হয়েছে বলেই নিরপরাধ মানুষের জীবন নিতে পারে না সে। যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন, অন্যায় করলে তার সাজা পেতে হয়। মরে গেলে সেটা সম্ভব হবে না।

এসব কারণে আর আত্মহত্যা করলাম না। সৈন্যরা আমাকে ফিরিয়ে আনল রাজার গ্রামে। যখন পৌঁছুলাম, তখন রাত নেমে এসেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রামবাসী। তাই বলে সকালের অপেক্ষা করল না সৈন্যদলের নেতা, গ্রামে ঢুকেই ছুটে গেল রাজাকে আমার গ্রেফতারের সংবাদ দিতে। একটু পরেই ডাক পড়ল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার।

মাথা নিচু করে রাজকুটিরে ঢুকলাম। ঘরটা বিশাল, মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। ঠাণ্ডা রাত, তাই আগুনের পাশে বসে তাপ পোহাচ্ছে শাকা। আগুনের নেচে ওঠা শিখায় কখনও আলোকিত হচ্ছে, আবার কখনও বা ছায়ায় ঢাকা পড়ছে তার মুখ। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রাজার অনুচররা। আমি ভিতরে ঢুকতেই দু'পাশ থেকে ধরে ফেলল হাত, আর দশটা অপরাধীর মত টেনে-হিঁচড়ে আমাকে রাজার সামনে পেশ করতে চায়। ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। কুর্নিশ করে প্রশস্তি গাইলাম রাজার। অনুচরেরা আবার এগিয়ে এল আমাকে ধরার জন্য। কিন্তু হাত তুলে ওদেরকে মাঝপথে থামিয়ে দিল শাকা।

'থাক, ওকে আটকাবার প্রয়োজন নেই,' বলল সে। 'আমার ভৃত্যের সঙ্গে এমনিতেই কথা বলতে পারব আমি।'

ইশারা পেয়ে অগ্নিকুণ্ডের উল্টোপাশে, রাজার মুখোমুখি বসলাম।

শাকা বলল, 'হ্যাঁ, আমার গরুর পালের খবর বলো। সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'আছে, মহানুভব,' মাথা ঝাঁকালাম আমি। সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করলাম পালের বর্তমান অবস্থা। চুপচাপ সব শুনল রাজা, একটি কথাও বলল না। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠলাম আমি, ব্যাপারটা নীরব অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। আমাকে তো মেরেই ফেলবে শাকা, অযথা সময় নষ্ট করছে কেন?

'হুম,' আমার কথা শেষ হলে বলল সে। 'সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। তুমিও তোমার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছ। দেশে এখনও তোমার মত সৎ লোক আছে বলে বাঁচোয়া। তারপরেও... বলতে খারাপই লাগছে... তোমার অনুপস্থিতিতে এদিকে একটা

www.BanglaBook.org

বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'আমি শুনেছি, মহানুভব।'

'খুবই দুঃখজনক। ব্যাপারটা স্বর্গের অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে এত লোক থাকতে তোমার কুটিরেই আগুন লাগবে কেন, আর কেনই বা তাতে তোমার পুরো পরিবার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?'

শাকার অভিনয় দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যাবার জোগাড়। তাও বহু কষ্টে সামলে রাখলাম নিজেকে। বললাম, 'স্বর্গের অভিশাপের সামনে কারও তো কিছু করার নেই, মহানুভব।'

'ঠিক। তবে এ-দুঃখ তোমার একার নয়। জানো, তোমার কুটিরের ওই আগুনে আমার মা-ও মারা গেছে?'

'কী বলছেন, মহানুভব!' হতভম্ব হবার অভিনয় করলাম। 'আপনার জন্মদাত্রী... আমাদের মহান রাজমাতা আর নেই?' উপুড় হয়ে পড়লাম মাটিতে, শোক প্রকাশের ভঙ্গিমায়। 'হায়! এ কী হলো! আমার পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়েছে হোক, কিন্তু রাজমাতা কেন? হে দেবতারা, কেন এত বড় আঘাত দিলেন আপনারা আমার মনিবকে?'

'থামো!' রুক্ষ গলায় বলে উঠল শাকা। 'উঠে বসো।' আমি সোজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর বলল, 'আমার মায়ের জন্য শোক প্রকাশ করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। আরও বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ স্বর্গের অভিশাপকে দোষারোপ না করে। যদি একচুল ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাতে, বুঝে যেতাম তোমার মনে কুটিলতা আছে।'

মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। না বুঝেই শাকার প্রথম পরীক্ষায় উৎরে গেছি। তবে ফাঁড়া কাটেনি। বিচার কেবল শুরু হয়েছে আমার।

'তোমার জানা দরকার, মোপো,' শাকা বলল, 'মরবার আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শহুতে কিছু কথা বলে গেছে আমার মা। ও বলেছে, তোমার বোন শালেকার গর্ভে নাকি আমার এক ছেলের জন্ম হয়েছিল। তোমার ঘরে বড় হয়েছে সে। ওই ছেলের মাধ্যমে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবার নাকি ষড়যন্ত্র করছিলে তোমরা।'

'এসব মিথ্যে, জনাব,' গলা যথাসম্ভব স্থির রাখলাম আমি। 'মরবার আগে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন রাজমাতা। উল্টোপাল্টা বকেছেন।'

'হতে পারে। কিন্তু কোনও ধরনের ঝুঁকি নেয়া উচিত নয় আমার, কী বলো? তোমার ঘরে যত ছেলেমেয়ে আছে, সবাইকে মেরে ফেললেই বিপদটা কেটে যায়, তাই না? ভাল কথা, তোমার প্রথম স্ত্রী কোথায়? ওর ঘরে তো বোধহয় একজোড়া যমজ সন্তান আছে তোমার। ওদের কোথায় রেখে এলে?'

'আমার ছেলে আমস্লোপোগাস মারা গেছে, মহানুভব। সিংহের খোরাক হয়ে গেছে। আর আমার স্ত্রী ম্যাক্রোফার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছি আমি। আমার মেয়ে নাডাকে নিয়ে সোয়াজিদের গুহায় চলে গেছে ও।'

'সৈন্যরাও তা-ই বলল।' শাকা মাথা ঝাঁকাল। 'ছেলের বেলায় আমার কাজটা সিংহই করে দেয়ায় ভাল হলো। আর মেয়েটা... ওকেও ভবিষ্যতে কখনও খুঁজে নিয়ে খতম করে দেয়া যাবে। কিন্তু আমার মায়ের কথা আমি ভুলতে পারছি না, মোপো। ঠিক করে বলো তো, আমার বাচ্চার ব্যাপারে যা শুনেছি, তাতে কোনও সত্যতা আছে?'

'না, নেই, মহানুভব। আমি এর কিছুই জানি না।'

'জানো না?' অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল শাকা। 'অতদূরে বসে আছ কেন? বাইরে থেকে এসেছ, হাত-পা নিশ্চয়ই জমে গেছে ঠাণ্ডায়? কাছে এসো। এক কাজ করো, আগুনের মাঝখানে ঢুকিয়ে দাও একটা হাত। শরীর গরম হয়ে যাবে।'

www.BanglaBook.org

ঢোঁক গিলে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকালাম। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আমাকে কি না তার ভিতরে হাত ঢোকাতে বলছে। শাকার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হলো না—অগ্নিপরীক্ষা নিতে চাইছে আমার।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার কথা বলল শাকা। 'সে কী! এখনও স্থির হয়ে বসে আছ কেন? ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবার কোনও মানে হয়? না, না, আমি সেটা দেখতে পারব না। অ্যাই, কে আছিস... মোপোর হাতটা ধরে আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দে।'

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেললাম। ভয় পেয়ে লাভ নেই, বরং সাহস দেখানো যাক। মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে এসেছি, সামান্য আগুনে কী ভয়?

'তার প্রয়োজন নেই, রাজাধিরাজ,' শান্ত কণ্ঠে বললাম। 'আপনি যে-আগুন থেকে তাপ নিচ্ছেন, সেখানে ভাগ বসানো উচিত হবে কি না সেটাই ভাবছিলাম। তবে আপনি যখন এত উদারতা দেখাচ্ছেন, আর দ্বিধা করা ঠিক নয়। ধন্যবাদ। আমি এখুনি শরীর গরম করে নিচ্ছি।'

কথা শেষ করে আগুনে ঢুকিয়ে দিলাম বাম হাত। চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বাহুর লোম, এরপর আগুনের শিখা কামড় বসাল চামড়ায়। মাংস পোড়া গন্ধ বেরুতে শুরু করল। দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করলাম সে-ব্যথা।

কয়েক মুহূর্ত হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল শাকা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, বালেকার পুত্রসন্তানের ব্যাপারে তুমি কী জানো?'

'এটুকুই, মহানুভব, যে, ওর একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল,' যতটা পারি স্বাভাবিকভাবে জবাব দিলাম। 'আপনার আদেশ মোতাবেক আমি নিজ হাতে হত্যা করেছি তাকে। আপনাকে লাশও দেখিয়েছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চামড়া পুড়ে ততক্ষণে মাংস বেরিয়ে গেছে হাতে, তবু মুখে কোনও ব্যথার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে দিলাম না। জানি, যদি চেঁচিয়ে উঠি কিংবা একটুও মুখ কোঁচকাই, ফেল করব পরীক্ষাতে।

'কথাগুলো কসম কেটে বলতে পারবে?' রাজা জিজ্ঞেস করল। 'দিব্যি দিতে পারবে, তোমার বাড়িতে... তোমার বউয়ের দুধ খেয়ে আমার কোনও ছেলে বড় হয়নি?'

'অবশ্যই, পারব, রাজাধিরাজ। আপনার মাথার দিব্যি, এমন কিছুই ঘটেনি।'

ততক্ষণে হাতের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে। মনে হলো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে চোখ, শিরার ভিতরে টগবগ করে ফুটছে রক্ত, পৌঁছে যাচ্ছে মগজে, আবার রক্তের অশ্রু হয়ে নেমে আসছে গাল বেয়ে। তারপরেও নির্বিকার রইলাম, কারণ কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রাজা ও তার অনুচরেরা। নিঃশব্দে আরও কয়েকটা মুহূর্ত কাটল, যেন অনন্তকাল থেকে চুপ করে আছে রাজা।

'যথেষ্ট হয়েছে, এবার হাত সরাতে পারো, মোপো,' অবশেষে বলল সে। 'আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি, পরীক্ষায় পাশ করেছ তুমি। তোমার হৃদয় কলঙ্কহীন বলে প্রমাণ করেছ। মিথ্যে কথা বললে এতক্ষণে সেটা স্বীকার করে নিতে... আগুনটাই বাধ্য করত তোমাকে। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।'

বের করলাম হাত, সঙ্গে সঙ্গে একটু কমল যন্ত্রণা। বললাম, 'ধন্যবাদ, মহানুভব। যাদের হৃদয় খাঁটি, তাদের কোনও ক্ষতি করে না আগুন।'

বলতে বলতে তাকালাম হাতের দিকে। পুড়ে কয়লার মত কালো হয়ে গেছে, নখগুলো খসে পড়েছে আঙুল থেকে। আমার হাতের এমন দশা হলো কী করে, সেটা জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা। এখন তা জানলে। এই হাত সেই রাতের সাক্ষী... শাকার অগ্নিপরীক্ষার সাক্ষী। সেদিনের পর থেকে এই হাতটা প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল আমার। তবে তাতে অসুবিধে হয়নি। ডান হাত সচল ছিল, আর সেটা দিয়েই বাকি জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পেরেছি আমি।

যা হোক, আমার কথা শুনে শাকা বলল, 'ভণ্ড ওঝা নোবেলা তার মানে ভুল বলেছিল। তুমি বা তোমার বোন ষড়যন্ত্র করছ না আমার বিরুদ্ধে। আমার মা-ও অযথাই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে মারা গেল। মারা গেল তোমার বউ-বাচ্চারা। এ নিশ্চয়ই কারও জাদুটোনার ফল। শোক পালন করব আমরা, মোপো... এমন শোক, যা জুলু রাজ্যে আগে কখনও কেউ দেখেনি। এই শোকের অনুষ্ঠানে আবারও জাদুকর শিকার করা হবে। তুমি আর আমি মিলে করব কাজটা। যাদের কারণে আমার মা আর তোমার পরিবারকে মরতে হলো, তাদের খুঁজে বের করে কঠিন শাস্তি দেব। কী বলো? আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য, এবার তুমি যেতে পারো।'

বর্শা তুলে কুটিরের দরজা দেখিয়ে দিল শাকা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এগারো

বালেকার পরামর্শ

রাজকুটিরের সীমানা থেকে বেরুতেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। পোড়া হাতের যন্ত্রণায় পাগল হবার দশা। দৌড়ে এক প্রতিবেশীর

www.BanglaBook.org

কুটিরে গেলাম, সেখান থেকে পশু-চর্বি নিয়ে ক্ষতের উপর মাখালাম, জায়গাটা মুড়ে নিলাম এক টুকরো কাপড় দিয়ে। ব্যথা কমল না। বসে থাকাও সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। বাইরে বেরিয়ে পায়চারি শুরু করলাম, তাতে যদি ব্যথাটা ভুলে থাকা যায়।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম আমার কুটিরের কাছে। সীমানার বেড়া অক্ষত, কিন্তু ভিতরে সব পুড়ে ছাই। ঢুকে পড়লাম ওখানে। ছাইয়ের গাদায় পা ডুবিয়ে হাঁটলাম, খানিক পরেই খুঁজে পেলাম আমার স্ত্রী-সন্তানদের পোড়া হাড়গোড়। বুক ফেটে কান্না এল, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম ছাইয়ের মাঝে। তারপর শুয়ে পড়লাম। আমার কুটিরে সে-ই আমার শেষ শোয়া। আমার ঘর, আর আমার পরিজনের দেহভস্ম গায়ে মেখে সে-রাতে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে হলো আমাকে। শাকার আমলে এমনই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য।

ছাইয়ের মাঝে শুয়ে রাতভর একাকী গোঙাতে থাকলাম আমি—হাতের যন্ত্রণায়, আর পরিবার হারানোর বেদনায়। বেঁচে থাকায় এত কষ্ট কে জানত! আফসোস হলো কেন আত্মহত্যা করলাম না। কিন্তু এখন আর তা ভেবে লাভ কী? মনকে শক্ত করলাম। কঠিন পর্বটা তো পেরিয়ে এসেছি। অগ্নিপরীক্ষায় উৎরে যাওয়ায় ফিরে পেয়েছি নিজের অবস্থান। বরং আগের চেয়ে সম্ভ্রমের চোখে এখন দেখবে আমাকে লোকে। বাড়বে আমার ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি। শোককে শক্তিতে পরিণত করলাম। বেশ, তবে তা-ই হোক। রাজার ছায়ায় থেকে নিজের ক্ষমতা বাড়াব আমি—ততদিন পর্যন্ত, যত দিন না পাল্টা ছোবল দিতে পারছি তার উপরে... নিতে পারছি প্রতিশোধ। স্বর্গীয় আত্মাদের কাছে সাহায্য চাইলাম মনস্কামনা পুরো করবার জন্য।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। আসলেই ঘুমিয়েছি, নাকি জ্ঞান হারিয়েছিলাম, তাও ঠিক বলতে পারব না।

www.BanglaBook.org

যেটাই হোক, ঘুমের জগতে যাবার পর একটা স্বপ্ন দেখলাম আমি। স্বপ্ন না বলে দিব্যদর্শনও বলা যেতে পারে। আমার প্রার্থনার জবাবে দয়ালু স্বর্গীয় আত্মারা ভবিষ্যৎ দেখালেন আমাকে।

দেখলাম, আধো-অন্ধকারে চওড়া এক নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছি আমি। উল্টোপাশে ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। হঠাৎ সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল শত-সহস্র মানুষ—নারী, পুরুষ আর শিশু... ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর বুকে। সবাই কালো, কেউ শ্বেতাঙ্গ নেই ওদের মাঝে। তখন জানতাম না, পরে বুঝেছি, এরা সবাই জুলু... জুলুদের পরিণাম দেখানো হচ্ছিল আমাকে। পানিতে নেমে অনেকেই দ্রুত সাঁতার কাটছিল, আবার অনেকে হয়ে গিয়েছিল স্থির—ডুবে মরছিল তারা। মানুষের জীবনে যেমনটা হয় আর কী, কেউ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকে, আবার কেউ বা হাল ছেড়ে দিয়ে মারা যায়। পানিতে ভেসে থাকা হাজারো মানুষের মাঝে পরিচিত অনেক মুখ দেখলাম আমি। শাকাকে দেখলাম, নিজেকে দেখলাম... দেখলাম তার ভাই রাজপুত্র ডিঙ্গান, এমনকী আমস্লোপোগাস আর নাডাকেও! তখনই প্রথমবারের মত টের পেলাম, আমস্লোপোগাস মারা যায়নি; সাময়িকভাবে স্রেফ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমাদের কাছ থেকে।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। নদীর এপারে মাথা তুলে রেখেছে বিশাল এক কালো পাহাড়। দুটো দরজা রয়েছে সেই পাহাড়ের গায়ে। একটা হাতির দাঁতে তৈরি—সাদা, আলোকিত, ওপাশ থেকে ভেসে আসছে হাসি আর আনন্দের আওয়াজ। দ্বিতীয় দরজার রঙ কালো, যেন কয়লা দিয়ে তৈরি—ওটার পিছন থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার আর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। দুই দরজার মাঝখানে রয়েছে এক সিংহাসন, আর তাতে গৌরবময় ভঙ্গিতে বসে আছে এক শ্বেতাঙ্গ নারী। সুন্দরী, গায়ে সাদা আলখেল্লা, মাথায় জ্বলজ্বলে সোনালি চুল। চেহারা থেকে যেন দ্যুতি বেরুচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাঁতার কেটে নদীর এপারে উঠে এসেছে অনেকে। তারা সেই দেবীমূর্তির সামনে গিয়ে কপাল ঠেকাল মাটিতে, উঁচু গলায় সম্ভাষণ জানাল, 'জয় হোক, ইঙ্কোসাযানা-ই-জুলু! জয় হোক, হে স্বর্গের রানি।'

দু'হাতে দুটো রাজদণ্ড ধরে রেখেছিলেন দেবী—ডান হাতে হাতির দাঁতে তৈরি সাদা রাজদণ্ড, আর বাঁ হাতে কয়লার তৈরি কালো। এই দুটোর ইশারায় সমবেত মানুষগুলোকে ভাগ করলেন তিনি, কাউকে দেখালেন সাদা দরজা, কাউকে বা কালো। স্বর্গ আর নরক নির্ধারণ করলেন তাদের জন্য। দেবীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যার যার পথে চলে গেল প্রজারা।

একটু পর আরেক দল সমবেত হলো দেবীর সামনে। এদের আমি চিনি। শাকার মা উনাণ্ডি... সেইসঙ্গে আনাদি আর মুসা-সহ আমার অন্যান্য স্ত্রী আর সন্তানেরা। ওদেরকে সাদা দরজা দেখালেন দেবী, কিন্তু নড়ল না ওরা। বিরক্ত গলায় তিনি বললেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন, আমার সন্তানেরা? যাও, আলোর ফটকে যাও। দেরি কোরো না।'

উনাণ্ডি মুখ খুলল এবার। বলল, 'আমরা সুবিচারের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, স্বর্গের রানি। বিচার চাই সেই খুনির জন্য, যে আমাদেরকে হত্যা করেছে।'

'কী নাম তার?'

'শাকা, জুলুদের রাজা,' বলল উনাণ্ডি। 'শাকা, আমার ছেলে!'

একটু হাসলেন দেবী। 'ওর বিরুদ্ধে আরও অনেকেই অভিযোগ করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। চিন্তা কোরো না, উনাণ্ডি, ওর বিচার হবে। যে-বর্শা দিয়ে ও তোমাকে হত্যা করেছে, সেই বর্শার আঘাতেই খুন হবে সে নিজে। যে-মোপোর পরিবারকে হত্যা করেছে সে, সেই মোপোর হাতেই লেখা আছে ওর মরণ। আমি নিজে সেটা নিশ্চিত করব, পথ দেখাব মোপোকে। যাও, নিশ্চিন্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বর্গে প্রবেশ করো। শাকার শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে।'

হাসছ, বাবা? কিন্তু একবর্ণ বানিয়ে বলছি না আমি। স্বর্গের রানিকে সত্যিই দেখেছিলাম সে-রাতে, তাঁর প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে পরবর্তীতে। আমাকে সত্যিই পথ দেখিয়েছেন তিনি। আরও দু'বার তাঁকে দেখেছি আমি বাকি জীবনে, সে-ঘটনা তুমি যথাসময়ে জানবে। ব্যাপারটা তুমি বিভ্রম বলে ভাবতে পারো, তবে আমার জায়গায় থাকলে মত পাল্টাতে বাধ্য হতে।

যাক সে-কথা। ভোরে ঘুম ভাঙল আমার, আকাশ তখন সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। হাতের ব্যথা যেন বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। সারা শরীর ছাইভস্মে মাখামাখি, গাঁয়ের পিছনের ঝর্ণায় গিয়ে ধুয়ে নিলাম সারা শরীর। তারপর এস্পোসেনির কাছে গিয়ে বসে রইলাম পথের ধারে। দৈনন্দিন রীতি অনুসারে একটু পরেই বেরিয়ে আসবে রাজার বউয়েরা, পানি আনতে যাবে ঝর্ণায়; তাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

যা ভেবেছি তা-ই। একটু পরেই বেরিয়ে এল ওরা। এক সারিতে মাথায় কলসি নিয়ে রওনা হয়েছে ঝর্ণার উদ্দেশে। বালেকাকে সবার পিছনে আবিষ্কার করলাম। চোখমুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে আছে, হাঁটছে ক্লান্ত পদক্ষেপে। আমার কাছাকাছি এলে ফিসফিস করে ডাকলাম। ইতিউতি চাইল বালেকা, একটু পর একটা ঝোপের পিছনে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে।

'বড় অভিশপ্ত এক দিনে তোর সামনে মাথা নত করেছিলাম, বোন,' ওর চোখে চোখ রেখে ভারী গলায় বললাম আমি। 'তোর আর রাজমাতার সামনে। তোর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য। দেখ আজ তার পরিণতি। আমার পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মারা গেছেন রাজমাতাও। এমনকী আমাকে দিতে হয়েছে অগ্নিপরীক্ষা।' আহত হাতটা দেখালাম ওকে।

কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না বালেকার মাঝে। শুকনো গলায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'এসব আমাকে বলে লাভ নেই, ভাইয়া। তোমার মত আমিও সব হারিয়েছি। আমার ছেলে আমস্লোপোগাস মারা গেছে—এ-খবর কানে এসেছে আমার।'

'একটামাত্র ছেলে হারিয়েই এ-কথা বলছিস? আর আমি? আমি কতজনকে হারিয়েছি, জানিস? ভাইয়ের জন্য একটুও কি দরদ নেই তোর মনে?'

'চাইলে আবার তুমি নতুন পরিবার শুরু করতে পারবে, ভাইয়া। নিতে পারবে নতুন সন্তান। কিন্তু আমার সে-সুযোগ নেই। রাজা আর আমার কাছ ঘেঁষেন না। তাঁর অনুগ্রহ হারিয়েছি আমি। শুধু কিছুদিনের জন্য আমাকে রেহাই দিয়েছেন তিনি... কিন্তু জেনে রেখো, খুব শীঘ্রি আমাকেও ওদের সঙ্গে পরপারে যোগ দিতে হবে। আমার মৃত্যুদণ্ড ঠিক করে রেখেছেন তিনি। তবে ভয় পাই না, মরে গেলে আবার দেখা পাব আমার ছেলের। এটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

'আর তোর ছেলে যদি বেঁচে থাকে?'

'কী বললে?' ঝট করে আমার দিকে তাকাল বালেকা। 'আবার বলো, ভাইয়া! আমার ছেলে বেঁচে আছে? ও বেঁচে থাকলে হাজারবার মরতেও দ্বিধা নেই আমার।'

'আমি সঠিক জানি না, বালেকা। তবে গত রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।' ওকে পুরো স্বপ্নটা খুলে বললাম আমি।

শুনে মাথা ঝাঁকাল বালেকা। 'একে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না আমার, ভাইয়া। স্বর্গের কোনও গোপন বার্তা বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে তো আমি ছোটবেলা থেকে চিনি, অদ্ভুত কিছু ক্ষমতা আছে তোমার। এ তারই বহিঃপ্রকাশ। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই আমার মনে—আমস্লোপোগাস সত্যিই বেঁচে আছে। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব। না, না, আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কোরো না। মরতে আমাকে হবেই, রাজার চোখের দৃষ্টি পড়তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরেছি আমি। কিন্তু তা নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। আমার ছেলে বেঁচে আছে—এটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

'তোর ভালবাসা বড়ই শক্তিশালী রে,' বললাম তিক্ত কণ্ঠে। 'এই ভালবাসাই আমাদের কপালে দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে! থাক, আর কথা না বাড়াই। এখন তুই-ই বল্, কী করব আমি? পালিয়ে যাব, নাকি এখানেই থেকে জুয়া খেলব ভাগ্যের সঙ্গে?'

'পালাবার প্রশ্নই ওঠে না,' জোর গলায় বলল বালেকা। 'এখানেই থাকবে তুমি। রাজার মনের খবর জানতে চাও? ভয় পাচ্ছেন তিনি... হ্যাঁ, স্বয়ং শাকা ভয় পাচ্ছেন! নিজ হাতে আপন মাকে খুন করেছেন, লোকের চোখে তাঁর অবস্থান নেমে গেছে অনেক নীচে। মাতৃঘাতককে ভাল চোখে দেখে না কেউ। কখন কে বিদ্রোহ করে বসে এই অভিযোগ তুলে, সেটাই তাঁর ভয়। যদিও বলে বেড়াচ্ছেন রাজমাতা আগুনে পুড়ে মরেছে, আসল সত্যটা গোপন নেই কারও কাছে। এই মুহূর্তে হয়তো প্রতিবাদ করছে না, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। এজন্যেই জাদুকর শিকারের ধুয়ো তুলছেন তিনি। জাদুকর তো নয়, আসলে খতম করবেন সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের, যাদের তিনি ভয় পান। আর এতে সফল হবার জন্য তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন তিনি। সবাইকে বোঝাবেন, ওঁর মত তুমিও জাদুটোনার শিকার। রাজমাতা একা মরেনি, তোমার পরিবারও মারা গেছে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। কাজেই পালিয়ো না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করো। রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাড়িয়ে নাও নিজের ক্ষমতা। তোমার পাশে আরও অনেককেই পাবে। রাজার তিন ভাই... ডিঙ্গান, আম্‌লাঙ্গানা আর আমপাণ্ডাও ভয়ে ভয়ে আছে। সিংহাসনের দাবিদার বলে যে-কোনও মুহূর্তে তাদের খুন করতে পারেন শাকা। ওদেরকে দলে ভিড়িয়ে নাও। তারপর প্রতিশোধ নিয়ো রাজার বিরুদ্ধে। ওঁকে

www.BanglaBook.org

পৌঁছে দিয়ো যমের দুয়ারে—যেখানে তোমার পরিবার গেছে... যেখানে ক'দিন পর আমিও চলেছি।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল বালেকা। আমি বসে রইলাম স্থির হয়ে। আবেগ নিয়ে কথা বললেও বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কিছু পরামর্শ দিয়ে গেছে ও। বিশেষ করে রাজার তিন ভাইয়ের ব্যাপারটা। এরা সত্যিই বেঁচে আছে চরম প্রাণভয় নিয়ে। ঠিকমত চাল দিতে পারলে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যাবে ওদের। আমপাণ্ডাকে অবশ্য গোনায় না ধরলেও চলে। একেবারে ভীতু ও নরম স্বভাবের মানুষ সে। কিন্তু ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা ভিন্ন ধাতের লোক। এদেরকে দিয়ে বধ করা সম্ভব শাকার মত পিশাচকে। তবে সে-কাজ করতে হবে ধীরে-সুস্থে। রয়ে সয়ে। শাকার পাপের পেয়ালা আরেকটু পূর্ণ হোক।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। জঙ্গল থেকে জড়িবুটি এনে ওষুধ তৈরি করলাম। পরিচর্যা করলাম হাতের ক্ষতের। একটু পরেই এক বার্তাবাহক হাজির হলো। রাজা আমাকে ডেকেছেন।

গেলাম রাজকুটিরে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সম্মান জানালাম রাজাকে। খুশি হয়ে উঠল সে। বলল, 'ওঠো, মোপো। এখন শুধু ভৃত্য নও তুমি আমার। আমরা সমব্যথী। শত্রুদের জাদুটোনায় অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে আমাদেরকে—আমি হারিয়েছি মা, আর তুমি হারিয়েছ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। আমার অনুচরেরা, কাঁদো! কাঁদো আমাদের দুর্দশায়।'

দম দেয়া পুতুলের মত আদেশ পালন করল অনুচরের দল। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

'শোনো, মোপো,' একটু পর বলল শাকা, 'আমার মায়ের অভাব পূরণ হবার নয়, কিন্তু তোমার স্ত্রীর অভাব পূরণ করতে পারব আমি। তাদের মাধ্যমে আবারও সন্তান পেতে পারো তুমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এস্পোসেনিতে যাও। ওখান থেকে বেছে নাও ছ'জন মেয়েকে যেমন খুশি! রাজার গোয়ালে যাও। একশো গরু বেছে নাও নিজের জন্য। আমার খাস ভৃত্যদের ডাকো, তাদের দিয়ে বানিয়ে নাও নতুন বাড়ি—আগেরটার চেয়ে সুন্দর আর বড় করে। এসবের জন্য কিচ্ছু দিতে হবে না তোমাকে। সবই আমার উপহার। আরও আছে। প্রতিশোধের আগুন নেভাবার সুযোগ দেব তোমাকে—আমার তরফ থেকে সবচেয়ে বড় উপহার। নতুন চাঁদের প্রথম দিনে মহাসমাবেশ ডেকেছি আমি, রাজ্যের সব গোত্রের লোক আসবে তাতে। তোমার নিজের গোত্র ল্যাঙেনি থেকেও। একসঙ্গে শোক পালন করব আমরা। তারপর খুঁজে বের করব কারা এই শোকের জন্য দায়ী। কঠিন শাস্তি দেব তাদের। যাও, মোপো, যাও। আর দাঁড়িয়ে থেকো না। অনুচরেরা, তোমরাও যাও। একা থাকতে দাও আমাকে। আমার মায়ের স্মৃতিকে সম্মান দেখাব আমি।'

রাজাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বালেকার কথাই ঠিক, আমাকে হাতের মুঠোয় রাখতে চাইছে শাকা। সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এস্পোসেনি থেকে সবচেয়ে সুন্দরী ছ'জন মেয়েকে বেছে নিলাম, গোয়াল থেকে বেছে নিলাম সেরা একশো গরু, বাড়িও তৈরি করলাম মনের মত করে। এতে আগের চেয়ে বেড়ে গেল আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্পদ আর সামাজিক অবস্থান। নতুন বউয়েরা রইল স্রেফ ঘরের শোভা হিসেবে, ওদেরকে ভালবাসতে পারিনি কোনোদিন, সন্তানও নিইনি আর। কারণ আমার হৃদয় তখন শুকিয়ে কাঠ। রাজকুটিরের অগ্নিকুণ্ডে ধ্বংস হয়ে গেছে মনের কোমলতা, পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে গেছে ভালবাসা। রয়ে গেছে শুধু প্রতিহিংসা।

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বারো

গালাজির গল্প

কাহিনির এই পর্যায়ে আমরা এবার একটু পিছনে ফিরে তাকাব। সিংহের কবলে পড়বার পর কী ঘটেছিল আমস্লোপোগাসের ভাগ্যে, তা ব্যাখ্যা করবার জন্য এই পিছু ফেরা। ওর মুখেই অনেক বছর পরে শুনেছিলাম এই গল্প।

সিংহী যখন কামড়ে ধরে আমস্লোপোগাসকে নিয়ে যাচ্ছিল, প্রথমে একটু ধস্তাধস্তি করেছে ও, চেষ্টা করেছে ছাড়া পাবার। লাভ হয়নি, বরং উরুর মাংসে আরও চেপে বসেছে সিংহীর চোয়াল। উপায়ান্তর না দেখে স্থির হয়ে গেছে। নাডার হাহাকার শুনতে পেলেও নিজে চুপ করে থেকেছে। অসহায়ের মত ঝুলে থেকেছে জানোয়ারটার মুখে। ওভাবে থাকতে থাকতে কখন জ্ঞান হারিয়েছে বলতে পারবে না।

চেতনা ফিরতেই পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করল ও, সেইসঙ্গে শুনতে পেল উত্তেজিত চিৎকার। সোজা হয়ে তাকাতেই সিংহীকে ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল—ওকে মুখ থেকে নামিয়ে রেখেছে। গরগর করছে রাগে। সিংহীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-চওড়া এক তরুণ। রুক্ষ চেহারা; গায়ে এমনভাবে একটা নেকড়ের ছাল জড়িয়েছে, যাতে নেকড়ের খুলি আর উপরের চোয়ালটা টুপির মত বসে থাকে তার মাথায়। অদ্ভুত লাগছে

www.BanglaBook.org

দেখতে। সশস্ত্র—এক হাতে ঢাল, আরেক হাতে লোহা দিয়ে মোড়ানো ভারী এক গদা।

হুঙ্কার ছাড়ল সিংহী, ঝাঁপ দেবার জন্য কুঁজো হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করল না তরুণ, ছুটে এসে গদার এক ঘা বসিয়ে দিল সিংহীর মাথায়। বেশ জোরেই মেরেছে, কিন্তু তেমন কিছু হলো না শক্তিশালী জানোয়ারটার। একটু পিছিয়ে থাবা চালাল। ঢাল তুলে আঘাত এড়াল তরুণ, কিন্তু থাবার ধাক্কায় ছিটকে পড়ল মাটিতে। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহী। বুকের কাছে ঢাল তুলে কোনোমতে নিজেকে বাঁচাল তরুণ, তবে এক দেখাতেই বুঝে ফেলল আমস্লোপোগাস—এই প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টিকবে না। তরুণের গায়ের উপর চেপে বসেছে প্রাণীটা, যে-কোনও মুহূর্তে ঢাল সরিয়ে কামড় বসাবে।

কী করা যায়? অচেনা এই তরুণ ওকে সাহায্য করতে এসে বিপদে পড়েছে, এখন ওরও উচিত তাকে সাহায্য করা। কিন্তু কীভাবে?

ভাল করে তাকাতেই দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমস্লোপোগাসের। সিংহীর বুকে এখনও আটকে আছে ওর আধখানা বর্শা। ওটা ঠিকমত ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। উঠে দাঁড়াল ও। অচেনা তরুণকে নিয়ে ব্যস্ত প্রাণীটা, ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। এই সুযোগে ছুট লাগাল আমস্লোপোগাস, যুদ্ধরত তরুণ আর সিংহীর পাশে গিয়ে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। একই সঙ্গে ছোবল দিল তার হাত। ভাঙা বর্শার হাতল ধরে সর্বশক্তিতে সিংহীর বুকে ঢুকিয়ে দিল ও।

গর্জন করে উঠল সিংহী। একটু ঘুরে গিয়ে থাবা চালাল। বাহু আর বুকের মাংস ফালা ফালা হয়ে গেল আমস্লোপোগাসের। গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওর দিকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগোতে শুরু করল সিংহী। দম আটকে এল আমস্লোপোগাসের। এখুনি সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ হয়ে যাবে। ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার থাবা আর কামড়ে মরে যাবে সে। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সিংহীর চোখের দিকে।

আর ঠিক তখুনি কোথা থেকে যেন উড়ে এল অনেকগুলো ধূসর কালো মূর্তি। চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত সিংহীর ওপরে। দৃশ্যটা বিশ্বাস করা মুশকিল—এক পাল নেকড়ে উদয় হয়েছে কোত্থেকে যেন... হামলা করেছে ওকে বাঁচাবার জন্য! ধুলোর মেঘ উড়ল, সিংহ আর নেকড়ের গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। একটু পরেই পরাস্ত হলো সিংহী। শরীরে অসংখ্য ক্ষত নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তারপরেও ক্ষান্ত হলো না নেকড়েরা, আঁচড়ে-কামড়ে ফালা ফালা করে দিল তার দেহ। কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল সিংহী। মরে গেছে।

এরপরে আবারও জ্ঞান হারাল আমস্লোপোগাস।

দ্বিতীয়বার যখন জেগে উঠল, নিজেকে একটা গুহার মেঝেতে আবিষ্কার করল ও। সারা শরীর চামড়ার চাদর দিয়ে ঢাকা। পাশে ছোট একটা পাত্র, তাতে পরিষ্কার পানি রাখা হয়েছে। একটু উঁচু হয়ে পাত্রটা টেনে নিল ও। ঢকঢক করে খেলো পানি। এবার লক্ষ করল, হাতের ক্ষত কিছুটা শুকিয়ে এসেছে। চাদর সরিয়ে বুকের ক্ষতগুলোও একই অবস্থায় পেল।

গুহামুখে ছায়া পড়ল। ওদিকে তাকাতেই অচেনা সেই তরুণকে ভিতরে ঢুকতে দেখল ও। কাঁধে একটা সদ্য-শিকার করা হরিণ ঝুলছে। ওটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে আমস্লোপোগাসের দিকে ফিরল।

'চোখ খুলেছ দেখছি!' বলল সে। 'বেঁচে আছ তা হলে?'

'হ্যাঁ, আছি,' বলল আমস্লোপোগাস। 'খিদেও পেয়েছে।'

'পাবারই কথা। বারো দিন হলো বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ। পানি ছাড়া কিছুই খাওনি। এত মারাত্মক জখম হয়েছিলে যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হচ্ছিল আর সেরে উঠবে না। এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ভেবে দু'-দুবার তোমাকে খুন করতে গেছি। শেষ মুহূর্তে ঠেকিয়েছি নিজেকে। যাক গে, না মেরে ভালই করেছি দেখছি। ওঠো। খাওয়া-দাওয়া করো। সুস্থ হয়ে নাও, তারপর কথা হবে।'

তা-ই হলো। দিনে দিনে একটু একটু করে সেরে উঠল আমস্লোপোগাসের ক্ষতগুলো; হারানো শক্তি আর স্বাস্থ্য ফিরে পেতে শুরু করল ও। কিছুদিন পর এক রাতে আগুনের ধারে বসে গল্প শুরু করল দু'জনে।

'কী নাম তোমার?' রহস্যময় সাহায্যকারীকে জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার নাম গালাজি। লোকে বলে নেকড়েমানব,' জানাল তরুণ। 'জুলুদের রক্ত বইছে আমার শরীরে—রাজা শাকার রক্ত!'

'তা-ই! বাড়ি কোথায় তোমার?'

'সোয়াজিদের দেশে। হালাকাজি গোত্রে বড় হয়েছি আমি, কোনও একদিন ওদের সর্দারও হব।'

'সোয়াজি দেশের গোত্রে বড় হলে তোমার শরীরে শাকার রক্ত এল কী করে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হলে খুলেই বলি। শাকার বাবা সেনজাঙ্গাকোনার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? আমার দাদা সিগাইয়ানা ছিলেন তাঁর ছোট ভাই। সেনজাঙ্গাকোনার সঙ্গে ঝগড়া করে দেশান্তরী হয়েছিলেন তিনি। আমটেটোয়া গোত্রের কিছু অনুসারী নিয়ে চলে আসেন সোয়াজি রাজ্যে। আশ্রয় নেন পাহাড়ি হালাকাজি গোত্রে। এক পর্যায়ে সর্দারকে হত্যা করে দখল করে নেন ক্ষমতা। দাদার পরে আমার বাবা তাঁর আসনে বসেন। হালাকাজিদের অনেকেই পছন্দ করেনি এসব—উড়ে এসে জুড়ে বসা জুলুরা কেন তাদেরকে শাসন করবে? তবে প্রকাশ্যে কখনও প্রতিবাদ করতে পারেনি, আমার দাদা আর বাবা খুব শক্ত হাতে

www.BanglaBook.org

গোত্র চালাতেন। বাবার প্রথম স্ত্রীর বড় ছেলে আমি—প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁর পরে আমারই সর্দার হবার কথা। এ-কারণে আমাকেও ঘৃণা করত ওরা। গত শীত পর্যন্ত এভাবেই চলছিল সব। তারপরেই ঘটল ঝামেলা।

'ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে গোত্রের বিশজন গণ্যমান্য লোককে মৃত্যুদণ্ড দেবে বলে ঠিক করল বাবা। কিন্তু ঘোষণা দেবার আগেই বিপদ আঁচ করল ওরা। বাবার এক হালাকাজি বউকে দলে ভিড়িয়ে গোপনে বিষ খাওয়াল তাঁকে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি, ডেকে পাঠালেন আমাকে। গিয়ে দেখলাম, ছটফট করছেন বিষের যন্ত্রণায়।

'"এ কী কাণ্ড, বাবা!" বিস্মিত হয়ে বললাম। "কে এর জন্য দায়ী?"

'"ওই যে... ও," হাত তুলে দেখালেন বাবা। বিশ্বাসঘাতিনী বউটা তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। "ও আমাকে বিষ খাইয়েছে।"

'কথাটা শোনামাত্র মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ছুটে গিয়ে মহিলার বুকে গেঁথে দিলাম হাতের বর্শা। খুন করলাম ওকে।

'"খুব ভাল করেছিস," বললেন বাবা। "কিন্তু আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে রে। তোকে আর রক্ষা করতে পারব না আমি। আমার মৃত্যুর পর তুইও বিপদে পড়বি। সোয়াজি কুকুরগুলো বিদ্রোহ করবে তোর বিরুদ্ধে, এখানে আর থাকতে দেবে না। মেরেও ফেলতে পারে। কথা দে, যদি বেঁচে থাকিস, আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবি।"

'"আমি কসম কাটছি, বাবা," দৃঢ় গলায় বললাম, "যারা এর জন্য দায়ী, তাদের সবক'টাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেব। ওদের বউয়েরা হবে আমার রক্ষিতা, আর বাচ্চারা হবে আমার চাকর!"

'"অনেক বড় কসম কেটে ফেললি, বাছা," দুর্বল গলায় বললেন বাবা। "প্রার্থনা করি যাতে ওটা বাস্তবে পরিণত হয়। যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না-ও পারিস, যেন সত্যিকার পুরুষের মত লড়াই করে মরণ হয় তোর... আমার মত লজ্জার মৃত্যু যেন না জোটে তোর কপালে।"

'কথা শেষ করে ককিয়ে উঠলেন তিনি। কয়েক দফা খিঁচুনি দিয়ে মারা গেলেন।

'বিশ্বাসঘাতিনী বউটার লাশ টানতে টানতে তাঁর কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বাইরে অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সামনে ছুঁড়ে ফেললাম লাশটা। ওদের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম, "আমার বাবা মারা গেছেন। আজ থেকে আমিই তোমাদের সর্দার। আর সর্দার হিসেবে বাবার খুনিকে শাস্তি দিয়েছি। ওই দেখো!"

'মেয়েটার বাপ দাঁড়িয়ে ছিল ভিড়ের মাঝে, লাশ দেখে খেপে গেল সে। চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা এখনও চুপ করে আছ? এই জুলু কুত্তা... আমার মেয়ের খুনি... আমাদের শাসন করতে চাইছে, আর আমরা সেটা মেনে নেব? কক্ষনো না! বুড়ো কুত্তা মরে গেছে, এবার ছোটটাকে নিকেশ করো!" বলেই বর্শা হাতে আমার দিকে তেড়ে এল সে।

'"ধরো ওকে!" বাকিরাও সুর মেলাল। ওরাও ছুটে এল আমার দিকে।

'নড়লাম না। বিশ্বাসঘাতিনীর বাপ কাছে আসতেই আমার বর্শা চালালাম, সোজা তার হৃৎপিণ্ড ফুটো করল ওটা। মেয়ের লাশের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল বাপের লাশ। এবার উল্টো ঘুরে ছুট লাগালাম। পিছন পিছন ধাওয়া করল বাকিরা। কিন্তু পুরো হালাকাজি গোত্রে আমার মত দৌড়াতে আর কেউ পারে না। খুব শীঘ্রি পিছনে ফেলে দিলাম ওদের। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, যে মাটিতে পা রেখে আমাকে ধরতে পারে।'

'আমি চেষ্টা করতে পারি,' মুচকি হেসে বলল আমস্লোপোগাস। ও নিজেও খুব ভাল দৌড়ায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আগে হাঁটার শক্তি ফিরে পাও, তারপর নাহয় দৌড়,' শালাজিও হাসল।

'দেখা যাবে,' আমস্লোপোগাস বলল। 'এরপর কী হলো?'

'হালাকাজিদের এলাকা থেকে পালিয়ে এলাম। সোয়াজি রাজ্য আমার জন্য নিরাপদ ছিল না, তাই চলে এলাম জুলুদের দেশে। ইচ্ছে ছিল শাকার সঙ্গে দেখা করবার। তাকে সবকিছু খুলে বলে কিছু সৈন্য চাইব, যাতে ফিরে গিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারি হালাকাজিদের। কিন্তু পথিমধ্যে এক বুড়োর সঙ্গে দেখা। সেনজাঙ্গাকোনাকে চিনত সে... চিনত আমার দাদা সিগাইয়ানাকেও। পরিচয় পেয়ে আমাকে তার কুটিরে এক রাত থাকতে দিল সে। বুড়োকে ভাল লেগে যাওয়ায় গল্পচ্ছলে সবকিছু খুলে বললাম। শাকার কাছে যেতে চাই শুনেই মাথা নাড়ল সে। বলল, রাজা নাকি রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনকে পছন্দ করে না। তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। সাহায্য চাইতে গিয়ে উল্টো বিপদে পড়ে যেতে পারি। তার চেয়ে বুড়োর কুটিরেই থেকে যাবার প্রস্তাব পেলাম। কিন্তু মনে ধরল না। বুড়োর দুই ছেলে আছে... শুরু থেকেই আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল ওরা। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। তা ছাড়া আমার শরীরে বইছে রাজার রক্ত, পরাশ্রয়ী হই কী করে? তাই বেরিয়ে পড়লাম ওখান থেকে। শাকার কাছে যাবার চিন্তা বাদ দিয়েছি, তবে কোথায় যাব নিজেও জানি না। হাঁটতে শুরু করলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে।

'তিন দিন পেরিয়ে গেল, এরপর পৌঁছুলাম একটা নদীর তীরে। নদী ঘেঁষে মাথা তুলে রেখেছে উঁচু পাহাড়, আর তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক গ্রাম। গ্রামের আঙিনায় বসে ছিল এক অশীতিপর বৃদ্ধা, অস্তগামী সূর্যের রোদ পোহাচ্ছে। আমাকে দেখে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল সে। বলল, "বাছা, তোমাকে দেখে বেশ জোয়ান আর তাগড়া মনে হচ্ছে। যদি বলি, অসাধারণ একটা গদা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে আমার কাছে... অজেয় গদা, কেউ সেটার সামনে দাঁড়াতে পারে না; তা হলে কি ওটা নিতে আগ্রহী হবে?"

'অমন কোনও অস্ত্র থাকলে নিশ্চয়ই সেটা পেতে চাই—জানালাম তাকে। জিজ্ঞেস করলাম, কী করতে হবে তার জন্য।

"তা হলে শোনো," বলল বুড়ি। "কাল সকালে আলো ফুটলেই ওই পাহাড়ে উঠতে হবে তোমাকে।" নদীর ওপারের পাহাড়টা দেখাল সে। বলে রাখা ভাল, ওই পাহাড়েই এই মুহূর্তে বসে আছি আমরা। "পাহাড়ের উপরে রয়েছে ঘন, অন্ধকার এক জঙ্গল; আর জঙ্গলের ওপারে রয়েছে একটা গুহা। গুহার ভিতরে একজন মানুষের লাশ পাবে তুমি। যদি সেটা আমাকে এনে দিতে পারো, তা হলে গদাটা তোমাকে উপহার দেব আমি।"

'বুড়ির কথা শেষ হতেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন মানুষ। আমাকে বলল, "ওর কথায় কান দিয়ো না, ছেলে। পাগলী একটা। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইছে। এ সাধারণ পাহাড় নয়, অভিশপ্ত পাহাড়। প্রেত-পর্বত। ওই দেখো, পাহাড়ের মাথায় একটা পাথরের ডাইনি বসে আছে। জঙ্গলটা ভূতের আখড়া। এই বুড়ির ছেলে ছিল মস্ত বোকা, দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে উপরে উঠে মারা গেছে। সেই থেকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে এর। যাকে পায়, তাকেই লোভ দেখায় উপরে গিয়ে তার ছেলের হাড়গোড় নিয়ে আসার জন্য। পুরস্কারের কথা বলে। এসব মিথ্যে। প্রাণের মায়া থাকলে ওর ফাঁদে পা দিয়ো না।"

"আমি না, ওরাই মিথ্যে কথা বলছে," চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি। "ভীরুর দল... বুকের পাটা নেই, তাই ভূতের ভয় দেখায় সবাইকে। উপরে ভূত-প্রেত কিচ্ছু নেই, থাকার মধ্যে আছে শুধু কিছু নেকড়ে। ব্যস। স্বপ্নে দেখেছি, ওই গুহায় আছে আমার ছেলে। গায়ে যদি জোর থাকত, তা হলে নিজেই চলে যেতাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কারও সাহায্য চাইতাম না। কান দিতাম না এই ভীরুর দলের কথায়।"

'এতক্ষণ কিছু বলিনি, এবার মুখ খুললাম। দেখতে চাইলাম গদাটা। যেটার জন্য প্রাণ বিপন্ন করব... যেটার জন্য পাহাড়ি লোকগুলোদের মাঝে হানা দিতে যাব, সেটা আসলেই এমন ঝুঁকি নেবার উপযুক্ত কি না দেখা দরকার। মাথা ঝাঁকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের কুটিরে চলে গেল বুড়ি। একটু পর ফিরে এল একটা গদা নিয়ে। এই যে, এটাই সেটা।' লোহায় মোড়া নিজের গদাটা দেখাল গালাজি।

হাতে নিয়ে পরখ করল আমস্লোপোগাস। সত্যিই চমৎকার এক অস্ত্র। কালো, খাঁজ-কাটা। বেশ ভারী। পুরু লোহার আবরণটা বহু ব্যবহারে মসৃণ।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল গালাজি। তারপর বলল, 'গদাটা দেখামাত্র তীব্র এক আকর্ষণ অনুভব করলাম। মনে হলো, যেভাবেই হোক, ওটা আমাকে পেতেই হবে। বুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটার কোনও নাম আছে?"

'"জলপ্রহরী বলে এটাকে," বলল বুড়ি। "আজ পর্যন্ত পাঁচজন মানুষ এটা ব্যবহার করেছে, একশো তিয়াত্তরজন মানুষ মারা পড়েছে এটার আঘাতে। শেষ মালিক মারা গিয়েছিল বিশজন শত্রুকে হত্যা করবার পর। চমকে উঠলে? হ্যাঁ, এ এক অভিশাপ—এই জলপ্রহরীর মালিকের মৃত্যু সুনিশ্চিত... তবে বীরের মত মরবে সে। একটা মাত্র অস্ত্রকে এটার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কুঠার জাতির সর্দার জিকিয়ার কুঠার—*শ্বাস-সংহারী।* কাছেই এক গাঁয়ে থাকে ওরা। জলপ্রহরী আর শ্বাসসংহারী যদি এক হয়, জনাত্রিশেক জুলুও পেরে উঠবে না এদের বিরুদ্ধে।"

'বুড়ি গালগপ্পো শোনাচ্ছে কি না বোঝার জন্য উপস্থিত গ্রামবাসীদের দিকে তাকালাম। একজন অস্বস্তিভরে বলল, "এবার

www.BanglaBook.org

অবশ্য সত্য কথাই বলছে ও। তবে খুশি হয়ে ওঠার কিছু নেই। জলপ্রহরীর মালিক হওয়া মানে মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দেয়া। এজন্যেই কেউ ওটা নিতে চায় না।”

'হাসলাম। “বীরের মত মৃত্যুর নিশ্চয়তা যখন আছে, আর কী চাই? মরতে তো এমনিতেই হবে—দু'দিন আগে বা পরে।” বুড়ির দিকে ফিরলাম। “গদাটা ধার পেতে পারি, যখন তোমার ছেলের হাড়গোড় খুঁজতে যাব? ওটা থাকলে বিপদ-আপদ মোকাবেলা করা সহজ হবে আমার জন্য।”

“'অসম্ভব!” মাথা নাড়ল বুড়ি। “ওটা হাতে পেলেই যে পালিয়ে যাবে না, তার কী নিশ্চয়তা?”

“'আমি চোর নই,” ক্ষুব্ধ হলাম ওর কথায়। “গদাটা ধার চেয়েছি... কাজ শেষে ফেরত দেব। ওটা আমাকে দিলে তোমারই সুবিধা—ছেলের হাড়গোড় ফিরে পাবার সম্ভাবনা বাড়বে।”

'কিছুক্ষণ আমাকে শান্ত চোখে যাচাই করল বুড়ি। তারপর বলল, “হুম, তোমাকে দেখে সৎ ছেলেই মনে হচ্ছে। বেশ, নিয়ে যাও জলপ্রহরীকে। যদি সফল হও তো ওটা তোমার; আর যদি ব্যর্থ হও তো ওটাও নাহয় তোমার সঙ্গে হারিয়ে যাক। জলপ্রহরীর সাহায্য নিয়ে কেউ যদি সফল হতে না পারে, আর কিছুতেই পারবে না।”

'ওই কথাই রইল। পরদিন সকালে গদা আর একটা ছোট ঢাল নিয়ে তৈরি হলাম পাহাড়ে চড়বার জন্য। রওনা হবার আগে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল বুড়ি... আর গ্রামবাসীরা করল হাসিঠাট্টা। আমার মত বেকুব নাকি জীবনেও দেখেনি তারা। আমার হাতে গদাটা নাকি বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মত লাগছে... ইত্যাদি, ইত্যাদি। গাঁয়ের একজন মাত্র মানুষ ভাল ব্যবহার করল আমার সঙ্গে—অল্পবয়েসী এক মেয়ে, বুড়ির নাতনি... আমাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে মিনতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, প্রেত-পর্বতে যেন না চড়ি। ওখানকার জঙ্গলে অভিশাপ রয়েছে... রয়েছে অতৃপ্ত আত্মারা। রাতের বেলা নাকি নেকড়ের গলায় ডেকে ওঠে ওরা। কথাগুলো কানে তুললাম না, ওকে অনেকগো ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম থেকে।'

'এতসব কাহিনি এই পাহাড়ের ব্যাপারেই শুনেছ তুমি?' বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল আমস্লোপোগাস।

'হ্যাঁ। যদি শক্তি থাকে গায়ে, চলো না গুহা থেকে বেরোই। পূর্ণের চাঁদ উঠেছে।'

গালাজির সঙ্গে গুহামুখের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস। ওদের মাথার উপরে পাহাড়চূড়া—আকৃতিটা বসে থাকা একটি নারীমূর্তির মত, বুকে ঠেকিয়ে রেখেছে চিবুক। গুহাটা ঠিক ওটার কোলের মাঝখানে। ওটাকেই পাথরের ডাইনি বলে লোকে। নীচে খাড়া হয়ে নেমে গেছে ঢাল, প্রায় ন্যাড়া, অল্প কিছু ঝোপ ছাড়া কিছু নেই। এরপর শুরু হয়েছে পাহাড়ের গায়ে জন্মানো ঘন অরণ্য—বিশাল, ঘন। একেবারে নীচে দেখা যাচ্ছে নদীর ধারা, তার ওপারে জুলু রাজ্যের বিস্তীর্ণ সমভূমি।

গদা তুলে নীচে ইশারা করল গালাজি। 'ওই যে, ওখানে ওই বুড়ি মহিলার গ্রাম। নীচের ওই ঢাল আর জঙ্গল পেরিয়ে আসতে হয়েছিল আমাকে। এখানেই... এই গুহাতে ছিল বুড়ির ছেলের হাড়গোড়। এদিকে এসো।' ঘুরে বড় একটা বৃত্তাকার পাথরের কাছে আমস্লোপোগাসকে নিয়ে গেল সে। 'পাথরটা দেখছ? একটু ধাক্কা দিলেই গড়িয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় এটা। ভারী হলেও নড়ে খুব সহজে... একটা বাচ্চাও পারবে। তবে সাবধান, এই দাগটা দেখো...' মাটিতে দেয়া একটা দাগ দেখাল, 'দাগ পেরুলেই সর্বনাশ। গুহার ভিতরে ঢুকে যাবে পাথরটা, ছিপির মত আটকে দেবে। সামান্য ঢুকলে হয়তো বা শক্তি খাটিয়ে সরানো সম্ভব... আমি নিজেই সরিয়েছি... কিন্তু যদি বেশি ভিতরে ঢুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়, ভিতর থেকে দু'তিনজনে ঠেলেও সরাতে পারবে না এটা। গুহার ভিতরে আটকা পড়ে মরবে।'

'বাহ্, চমৎকার!' বলল আমস্লোপোগাস, 'কিন্তু হঠাৎ এই পাথর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?'

'কারণ এটা আমাদের আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পাথর দিয়ে প্রবেশপথ ঢেকে দিলে বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না, ওটার পিছনে কোনও গুহা আছে। রোজ রাতে আমি তা-ই করি। যাক গে, চলো ভিতরে যাই। গল্পের বাকিটুকু শোনাই তোমাকে।'

ভিতরে এসে আবার আগুনের পাশে বসল দু'জনে। গল্পের খেই ধরল গালাজি। 'রওনা হলাম গ্রাম থেকে। গ্রামের লোকজন নদীতীর পর্যন্ত আমার পিছু পিছু এল। তখন ভরা বর্ষার মাস, প্রবল স্রোত বইছে, নদী উপচে পড়বে যেন। পানিতে নামা বিপজ্জনক। পাড়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে থাকলাম। আমার অবস্থা দেখে হেসে উঠল পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলো। শুরু করল ঠাট্টা-মশকরা—আমার দৌড় নাকি ওখানেই শেষ হতে চলেছে। আঁতে ঘা লাগল। হাতের ঢালটা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে নিলাম পিঠে; একটা থলে এনেছিলাম, সেটা বাঁধলাম কোমরে। তারপর গদার হাতল মুখে কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম প্রমত্তা নদীতে। শুরু করলাম সাঁতার। কী যে কষ্ট হলো, তা আর বিস্তারিত না-ই বলি। দু'-দু'বার ডুবে গেলাম, স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল... তীরে দাঁড়ানো গ্রামবাসীরা ভাবল আমি বুঝি মরেই গেছি, কিন্তু বার বার ওদের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে ভেসে উঠলাম আমি। পানির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলাম উল্টোদিকের পাড়ে।

'এতক্ষণে থামল গ্রামবাসীর ঠাট্টা-তামাশা। সম্ভ্রম ফুটল ওদের চোখে। সেদিকে না তাকিয়ে হাঁটতে থাকলাম, থামলাম একেবারে

www.BanglaBook.org

পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে। খাড়া ঢালটা তো দেখেছ, ওটা বেয়ে উপরে ওঠা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। খোঁজাখুঁজি করে মোটামুটি ঢালু একটা পথ বের করলাম, সেটা ধরে বহু কষ্টে উঠে এলাম জঙ্গলের প্রান্তে। থেমে বিশ্রাম নিলাম একটু, থলে থেকে খাবার বের করে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইলে শক্তি চাই শরীরে।

'বিশ্রাম শেষে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে। গাছগুলো বিশাল, ঘাচেপা। কোথাও কোথাও ডালপালা এত ঘন যে সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না। কয়েকবার পথ হারালাম, তাও থামলাম না। মাথার উপরে ফাঁকা পেলেই দেখে নিচ্ছিলাম পাথরের ডাইনিকে, ঠিক করে নিচ্ছিলাম দিক। যত সময় যাচ্ছিল, ততই বাড়ছিল বুকের ধুকপুকানি। দিনেদুপুরে রাতের মত পরিবেশে হাঁটছি, ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কখন ভূত-প্রেত আক্রমণ করে, সে-আতঙ্কে ছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত আত্মাদের দেখা পেলাম না। দেখা পেলাম শুধু সাপ আর কীটপতঙ্গের। আত্মারাই হয়তো এদের রূপ নিয়েছিল... কে জানে! মাঝে মাঝে দেখছিলাম ধূসর রঙা নেকড়ের চেহারা। গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল ওরা।

'যা হোক, হাঁটতে হাঁটতে একসময় পাতলা হয়ে এল জঙ্গল, ঢালু হয়ে উপরে উঠতে শুরু করল পাহাড়ের শরীর। আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।' এটুকু বলে হাই তুলল গালাজি। 'এহ্ হে, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমিও নিশ্চয়ই ক্লান্ত। ঘুমাও, বন্ধু। বাকিটা আগামীকাল বলব। ভাল কথা, তোমার নামটাই এখনও জানা হয়নি।'

'আমার নাম আমস্লোপোগাস... মোপোর ছেলে আমি।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, আমস্লোপোগাস। এখানে এলে কী করে?'

'আগে তোমার গল্প শেষ হোক, তারপর নাহয় আমারটা

www.BanglaBook.org

শোনাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মেনে নিল গালাজি। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মনে হলো আমস্লোপোগাসের নাম শুনে বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। উঠে গিয়ে পাথর গড়িয়ে বন্ধ করে দিল গুহার মুখ, তারপর ফিরে এসে শোয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমস্লোপোগাসকে শুইয়ে গা ঢেকে দিল চামড়া দিয়ে তৈরি চাদরে, নিজে শুয়ে পড়ল কোনও কিছু ছাড়া—শক্ত মাটিতে।

ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনে। গুহার বাইরে থেকে ভেসে এল নেকড়ের ডাক। মানুষের গন্ধ পেয়েছে জানোয়ারগুলো।

তেরো

গালাজি হলো নেকড়ের রাজা

পরদিন ঘুম ভাঙতেই আমস্লোপোগাস টের পেল, অনেকখানিই সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। তারপরেও দিনভর গুহায় বিশ্রাম নিল ও, গালাজি গেল শিকারের সন্ধানে। সন্ধ্যায় ফিরে এল একটা হরিণ নিয়ে। চামড়া ছাড়িয়ে আগুনে ঝলসানো হলো ওটা, খাওয়া-দাওয়া হলো পেটপুরে। সবকিছু শেষ হবার পর আবার নিজের গল্প শুরু করল গালাজি।

'জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাথরের ডাইনির পায়ের কাছে পৌঁছুলাম। চারদিকে তখন শেষ বিকেলের আলো, নীড়ে ফিরছে পাখির দল, পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করছে ছোট-বড় নানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকারের গিরগিটি। সারাদিন অন্ধকার জঙ্গলে হেঁটে ভয়-ডর কেটে গেছে, ঢাল ধরে উপরে উঠতে শুরু করলাম। ডাইনির হাঁটুর কাছটায় উঠে এলাম খুব শীঘ্রি। জায়গাটা তুমি দেখেছ, গুহার সামনের তাকের মত অংশটাই ডাইনির হাঁটু। ওখানে মাথা তুলতেই রক্ত জল হয়ে গেল। দেখলাম, নেকড়ের এক বিশাল পাল শুয়ে-বসে আছে গুহার সামনে। কতগুলো ঘুমাচ্ছে, কতগুলো আবার জেগে বসে আছে—হাঁপাচ্ছে কুকুরের মত জিভ বের করে। আতঙ্কের চেহারা সবক'টার।

'সাহসে কুলাল না নেকড়েগুলোর সামনে যাবার। তাড়াতাড়ি কেটে পড়ব ভাবছি, এমন সময় কীভাবে যেন গদাটা বাড়ি খেলো পিঠে। দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ব্যাপারটা কাকতালীয় হবার সম্ভাবনাই বেশি... কিন্তু আমার মনে হলো ওটা ইচ্ছে করেই আঘাত করেছে আমাকে। কাপুরুষতার শাস্তি। অমন একটা অস্ত্র থাকার পরেও পালিয়ে যেতে চাইছি... আচরণটা লজ্জাজনক তো বটেই। গদার আঘাত খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেলাম। বুঝলাম, ফিরে গেলেও রেহাই নেই। গাঁয়ের লোকজন টিটকিরি মেরে জান খারাপ করে দেবে। রাতের বেলা ভুতুড়ে জঙ্গলে ঢুকলে যে প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারব, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? জেদ চেপে গেল—মরতে হয় নেকড়ের কামড়ে মরব, তাও ফিরব না কিছুতেই।

'এক লাফে উঠে পড়লাম তাকে। জলপ্রহরীকে দু'হাতের মুঠোয় তুলে রণহুঙ্কার ছাড়লাম, ছুটে গেলাম নেকড়েগুলোর দিকে। পুরো পালটাই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করল আমাকে লক্ষ্য করে। থামলাম না, গদা ঘুরাতে ঘুরাতে এগিয়ে গেলাম... আর বুঝি আমার রণমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল ওরা, ছুটে পালাল দু'দিকে।

'পৌঁছে গেলাম গুহার সামনে। গর্বে ফুলে উঠেছে বুক—এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাল নেকড়েকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পেরেছি। দাম্ভিক ভঙ্গিতে ঢুকে পড়লাম গুহায়, কিন্তু কয়েক পা যেতেই থমকে দাঁড়াতে হলো। অস্তগামী সূর্যের আলোয় গুহার শেষ প্রান্ত আলোকিত হয়ে আছে, আর সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে নতুন এক বিস্ময়।

'ওদিকে তাকাও, আমস্লোপোগাস। ভাল করে দেখো, মেঝে থেকে দুই মানুষ উঁচুতে একটা গর্ত আছে। প্রাকৃতিক না, মানুষের তৈরি করা। এমনভাবে বানানো হয়েছে, যাতে একজন মানুষ পা ঝুলিয়ে বসতে পারে ওখানে। এখন ওটা খালি, কিন্তু আমি যখন ঢুকেছিলাম, তখন সত্যিই একজন মানুষ বসে ছিল ওখানে। মানুষ না বলে মানুষের দেহাবশেষ বলাই বোধহয় ভাল। মরে ভূত হয়ে গেছে। পচে-গলে শুকিয়ে গেছে মাংস, কঙ্কালের গায়ে কোনোমতে লেপ্টে রয়েছে খটখটে শুকনো চামড়া। একটা পায়ের পাতা নেই, হাতদুটো ছড়ানো—এক হাতে ধরে রেখেছে গায়ের পোশাক... অর্ধেক খাওয়া। মরার আগে নিজের পোশাক কামড়ে খেয়েছে লোকটা! ড্যাবড্যাব করছে শূন্য অক্ষিকোটর, নীচের মেঝেতে পড়ে আছে একটা ভাঙা বর্শার মাথা।

'এদিকে এসো, আমস্লোপোগাস। হাত বুলিয়ে দেখো, গর্তের তলার দেয়ালটা একদম মসৃণ। কী করে এমন হলো, জানতে চাও? বেশ, তা হলে শোনো। গুহায় ঢুকে লাশ দেখার পরেই আমার চোখ গেল মেঝের দিকে। বিশালদেহী একজোড়া নেকড়ে বসে আছে ওখানে—এক মদ্দা, অন্যটা মাদী। আকার-আকৃতি আর হাবভাব দেখে মনে হলো ও দুটোই পালের গোদা। আমার চোখের সামনেই দেয়ালের দিকে ছুটে গেল ওরা, ঝাঁপ দিল লাশের পা লক্ষ্য করে। নাগাল পেল না, তার বদলে আছড়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে, ঘষা খেয়ে নেমে এল নীচে। এবার বুঝলাম... না জানি কত মাস বা বছর ধরে চলছে ব্যাপারটা, মৃত লোকটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাগে পাবার জন্য এভাবে চেষ্টা চালিয়ে চলেছে নেকড়ের দল; একটা পায়ের পাতা হয়তো কোনোকালে কামড়ে নামাতে পেরেছিল, বাকিটুকু আর পারেনি... ক্ষান্তও দেয়নি... ওদের শরীরের ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে ওই দেয়াল।

'দুই নেকড়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মাদীটা বেমক্কা বাড়ি খেলো দেয়ালে; ধড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। কশ বেয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। মদ্দাটা সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়ে পড়ল, মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়ল সঙ্গিনীর দিকে। আঘাত হানার এটাই সুবর্ণ সুযোগ, তাই গদা নিয়ে ছুট লাগালাম ওদের দিকে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই বিপদ টের পেয়ে গেল মদ্দাটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে এল আমার দিকে, একটু দূর থেকে ঝাঁপ দিল আমার টুঁটি লক্ষ্য করে।

'গদা চালালাম, কিন্তু তাড়াহুড়োয় ঠিকমত লাগল না আঘাত। মাথার বদলে গদার বাড়ি পড়ল নেকড়েটার পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল হাড়। মাটিতে পড়ে গেল। পড়লেও ক্ষান্ত হলো না, এক পা ভেঙে যাওয়ায় ঝাঁপ দিতে পারছে না বটে, কিন্তু তিন পায়েই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ফের ছুটে এল আমার দিকে। আবার গদা ঘোরালাম, এবার বাড়ি লাগল ওর গায়ের একপাশে। আঘাতটা তেমন জুতসই হলো না, নেকড়েটা কামড়ে ধরল আমার কোমর। ভাগ্যিস থলেটা বাঁধা ছিল ওখানে, তাই গুরুতর জখম হলাম না, তারপরেও থলের চামড়া ভেদ করে আমার মাংসে গাঁথল দাঁত। ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম, তীব্র আক্রোশ নিয়ে দু'হাতে উঁচু করলাম গদাটা, সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনলাম নেকড়ের মাথায়। মাটির হাঁড়ির মত ফেটে গেল খুলি, প্রাণ হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মদ্দাটা, তবে কামড় ছাড়েনি, টান খেয়ে পড়ে গেলাম আমিও।

'কয়েক মুহূর্ত পর উঠে বসলাম আমি। গদার হাতল দিয়ে

www.BanglaBook.org

খোঁচা মেরে নেকড়ের চোয়াল ফাঁকা করলাম, মুক্ত করলাম নিজেকে। পরীক্ষা করলাম ক্ষতটা। গভীর নয়, থলেটার কারণে বেঁচে গেছি। তারপরেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না, নেকড়ের দাঁতে বিষ থাকে বলে শুনেছি। যা হোক, এবার তাকালাম গুহার পিছন দিকে। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম, উঠে দাঁড়িয়েছে মাদীটা, একটু আগে যে আহত হয়েছিল বোঝার উপায় নেই। ভূত নাকি রে বাবা! আমার, বা নিহত সঙ্গীর দিকে মনোযোগ নেই ওটার; দেয়ালের গর্তে বসা লাশের দিকে আবার লাফঝাঁপ দেবার পাঁয়তারা করছে। প্রথমবারে শিক্ষা হয়ে গেছে, এবার আর সরাসরি আক্রমণ করলাম না। পা টিপে টিপে চলে গেলাম ওটার পিছনে। তারপর সর্বশক্তিতে বাড়ি মারলাম গদা দিয়ে। ঘাড়ে লাগল আঘাত, মট করে হাড় ভাঙার আওয়াজ হলো। টুঁ শব্দ না করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল মাদী নেকড়ে।

'উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে, বিশ্রাম নিয়ে শান্ত করলাম নিজেকে। এরপর গুহামুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। সূর্য ডুবে গেছে, আকাশে লালিমা, নীচের জঙ্গল আর সমভূমি ঢাকা পড়ে গেছে আঁধারে। রাতে আর নীচে নামবার সাহস হলো না, ঠিক করলাম রাতটা গুহাতেই কাটাব। বাইরে বেরিয়ে একটু খুঁজতেই গুহার ডানদিকে একটা ঝর্ণা আবিষ্কার করলাম। সেখানে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম, পরিষ্কার করলাম ক্ষত। তারপর গুহামুখে ফিরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে গেল বিশ্বচরাচর। একই সঙ্গে যেন জেগে উঠল নীচের জঙ্গল। দমকা হাওয়ায় কাঁপন উঠল গাছের পাতায়, ভেসে এল নেকড়ের গর্জন।

'ভয়ঙ্কর পরিবেশ। তখনও পাথর গড়িয়ে কীভাবে গুহার মুখ বন্ধ করা যায় জানতাম না, তা হলে হয়তো কিছুটা স্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করতে পারতাম। সেটা সম্ভব না হওয়ায় গুহা থেকে বেরিয়ে গেলাম, দাঁড়ালাম তাকের কিনারে গিয়ে। পিছন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে দেখি, চাঁদের আলোয় হাসছে পাথরের ডাইনি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এক ছুটে ফিরে এলাম গুহায়। আর কোনও কাজ না পেয়ে নিজের ছুরি বের করলাম, চামড়া ছাড়াতে শুরু করলাম মদ্দা নেকড়েটার। নিজেকে কাজে ব্যস্ত রেখে পরিবেশ ভুলে থাকার চেষ্টা আর কী। কিন্তু খুব একটা লাভ হচ্ছিল না। চাঁদের আভা ঢুকে পড়ছে গুহায়, বার বার চোখ চলে যাচ্ছিল দেয়ালের খোঁড়লে বসে থাকা লাশটার দিকে। কেন ওখানে উঠেছিল সে? নিশ্চয়ই নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য? নেকড়ের শিকার হয়নি হয়তো, কিন্তু মরেছে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়ে। ক্ষুৎপিপাসায় তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে ওর।

'সামনে কী যেন নড়ে উঠল। ধূসর একটা আকৃতি, লাল দুটো চোখ... হাত বাড়িয়ে গদা তুলে ছুঁড়ে মারলাম। কুঁই কুঁই জাতীয় শব্দ করে পালিয়ে গেল ওটা। একটু পর শেষ হলো চামড়া ছাড়ানো। ত্বকহীন লাশটা রেখে এলাম বাইরে। গুহায় ফিরে ওদিকে তাকিয়ে দেখি, ফিরে এসেছে ধূসর নেকড়ের পাল, হামলে পড়েছে লাশটার উপরে। মাংস খেয়ে কঙ্কাল বের করে ফেলল, তারপর মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি না জানি না, হঠাৎ দেখলাম দেয়ালের খোঁড়লে বসা মানুষটার দেহ দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছে। চোয়ালের হাড় নড়ে উঠল, পরিষ্কার শুনতে পেলাম একটা খ্যাসফেঁসে কণ্ঠ।

'"শুভেচ্ছা, গালাজি... নেকড়েমানব গালাজি!" বলল কণ্ঠটা। "এই প্রেত-পর্বতে তুমি কী করতে এসেছ?"

'হয়তো স্বপ্নই দেখছিলাম, কারণ ভুতুড়ে ওই কণ্ঠ শুনে কোনও ভয় পেলাম না আমি। বরং জবাব দিলাম, "শুভেচ্ছা, হে মৃত মানুষ। এখানে আমি এসেছি তোমার হাড়গোড় নিয়ে যেতে, যাতে তোমার মা সেগুলো কবর দিতে পারে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেই ভুতুড়ে কণ্ঠ। "অনেক বছর থেকে আমি একাকী এখানে বসে আছি, গালাজি। চেয়ে চেয়ে দেখো আমার পায়ের তলায় হিংস্র নেকড়েগুলোকে লাফালাফি করছে। সাতদিনের মাথায় মরে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা পিছু ছাড়েনি আমার। আহ্... আমার মায়ের কথা বলে পুরনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিলে। কেমন আছে ও?"

'"বুড়ো হয়ে গেছে, হে মৃত মানুষ। লোকে ওকে পাগল বলে। কিন্তু আমি ওর অনুরোধেই জলপ্রহরীকে নিয়ে এসেছি তোমার খোঁজে।"

'"জলপ্রহরী? ওটা আমার বাবার ছিল... এখন তোমার হতে চলেছে, গালাজি। কারণ ভূত-প্রেতের সঙ্গে লড়াই করে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ তুমি। কীসের ভূত? ওই নেকড়েগুলোর কথা বলছি। ওরা সাধারণ জানোয়ার নয়, বন্ধু... একেকটা নেকড়ে একেকটা প্রেতাত্মা। একসময় মানুষ ছিল, ভয়ঙ্কর একদল মানুষ... মরে গিয়ে প্রেত-নেকড়ে হয়ে গেছে। অভিশাপ নেমে এসেছে ওদের উপর—অনন্তকাল নেকড়ের রূপ আর অপরিসীম খিদে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে... যতক্ষণ না কোনও মানুষ এসে হত্যা করছে ওদেরকে। সেই খিদের কারণেই এত বছর ধরে আমাকে খেতে চাইছে ওরা, মরে গিয়েও রেহাই পাইনি এতদিন। অপেক্ষা করছিলাম কবে কেউ এসে উদ্ধার করবে আমাকে। আজ সে-প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। প্রেত-নেকড়ে পালের রাজা আর রানিকে হত্যা করে আমাকে মুক্তি দিয়েছ তুমি। আমি কৃতজ্ঞ।

'"কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে তাই তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ বলব আমি, গালাজি। এই প্রেত-নেকড়ে পালের রাজা হবে তুমি। তুমি এবং আরেকজন... যাকে একটা সিংহ নিয়ে আসবে তোমার কাছে। নেকড়ের ছালটা গায়ে দাও, গালাজি, তা হলেই নেকড়েরা তোমার বশ্যতা স্বীকার করে নেবে—তিনশো

www.BanglaBook.org

শেষটিটা নেকড়ের পুরো পাল! রানির ছালটাও ছাড়িয়ে নিয়ো, ওটা তোমার সঙ্গীর কাজে দেবে। রাজা হিসেবে তোমাদের সব হুকুম তামিল করবে ওরা, লড়াই করবে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। এনে দেবে বিজয়। বুঝেশুনে ব্যবহার কোরো ওদের। আর কিছু বলবার নেই আমার। এখন বিশ্রাম নাও। আগামীকাল আমাকে নিয়ে যেয়ো আমার মায়ের কাছে।"

'লাশের কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, "কাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে সিংহ? কী নাম তার?"

'মৃত লোকটা ফিসফিস করে বলল, "ওর নাম কসাই আমস্লোপোগাস। জুলুদের সিংহ শাকার ছেলে।" কথাটা বলেই নীরব হয়ে গেল সে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস। 'কী বলছ এসব! আমি আমস্লোপোগাসই বটে, কিন্তু কেউ আমাকে কসাই খেতাব দেয়নি। শাকার ছেলেও নই আমি, আমার বাবার নাম মোপো!'

'শান্ত হও,' বলল গালাজি। 'আগেই তো বলেছি, ব্যাপারটা স্বপ্ন হতে পারে... কিংবা আমাকে মিথ্যে কথাও বলতে পারে লাশটা। কিন্তু তোমার পরিচয়ের ব্যাপারে ভুল করলেও আরও অনেক কিছুই ভুল করেনি সে। এখুনি সেসব জানবে।

'যা হোক, মৃত লোকটার সঙ্গে আলাপের পর ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাদী নেকড়েটার ছাল ছাড়ালাম, তারপর তৈরি হলাম গাঁয়ে ফিরবার জন্যে। দেয়ালের গোড়ায় পাথরের স্তূপ বানিয়ে উপরে উঠলাম, নামিয়ে আনলাম লাশটা। ওটাকে বসিয়ে নিলাম কাঁধের উপরে, যেভাবে ছোট বাচ্চাকে কাঁধে চড়ায় তার বাবা। নেকড়ে রাজার চামড়াটা পরলাম গায়ে, হাতে নিলাম গদা, এরপর বেরিয়ে পড়লাম গুহা থেকে।

'ঢাল ধরে জঙ্গলে পৌঁছুতে সময় লাগল না, কিন্তু ওখানে

banglabook.org

www.BanglaBook.org

ঢোকার পর সাবধানে এগোতে বাধ্য হলাম। গাছপালার আড়ালে নানা ধরনের বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। তবে এতসব সতর্কতা কাজে লাগল না, জঙ্গলের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেই চমকে উঠলাম, কারণ নেকড়ের পুরো পালটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

'জমে গেলাম মূর্তির মত। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল নেকড়েরা। ধীরে ধীরে ছোট করে আনছে বৃত্ত। প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক অনুভব করলাম, এই বুঝি আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বুকে একটু সাহস পেলাম, মনে পড়ে গেল আগের রাতে শোনা ভবিষ্যদ্বাণী—নেকড়েদের রাজা হব আমি। তবে কি স্বপ্ন ছিল না ওটা? সত্যি বলেছে কাঁধের লাশটা? নইলে আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে না কেন নেকড়ের পাল।

'মাথায় কী যেন এল, নেকড়ের সুরে ডেকে উঠলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে নেকড়েরাও ডাক ছাড়ল, যেন সায় দিল আমার সঙ্গে। তারপরেই এগিয়ে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। না, খুন করবার জন্য নয়, আমার হাত-পা চেটে দেবার জন্য... ঠিক যেভাবে মনিবের হাত-পা চাটে কুকুর। একটা মাত্র নেকড়ে আমার ঘাড়ে বসা লাশটা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল, দাদার এক বাড়িতে ছিটকে ফেললাম তাকে। লক্ষ করলাম, বাকি নেকড়েদের চোখে ফুটে উঠেছে ভয় মেশানো শ্রদ্ধা।

'ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় পার করে আবারও হাঁটতে শুরু করলাম। নেকড়ের পাল পিছু নিল আমার। চলে এল একেবারে জঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত। নীচেও হয়তো যাবে, কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা ভাল হবে না আমার জন্য। গাঁয়ের লোক আমাকে জাদুকর ভেবে বসতে পারে। তাই উল্টো ঘুরে হাতের ইশারায় থামতে বললাম নেকড়েদেরকে। অদ্ভুত ব্যাপার, কেমন যেন দুখি

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠল ওদের চেহারা। আবার ইশারা করলাম, ওদেরকে বোঝালাম—চিরতরে চলে যাচ্ছি না, আমি আবার ফিরে আসব ওদের কাছে। এবার বোধহয় সন্তুষ্ট হলো ওরা। ঘুরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর। আমিও চপল পায়ে নেমে এলাম পাহাড় থেকে।

'আজ এটুকুই থাক। ঘুমানোর সময় হয়ে গেছে। আগামীকাল তোমাকে আমি গল্পের শেষটুকু শোনাব, আমস্লোপোগাস। কী বলো?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চোদ্দ

নেকড়ে-ভ্রাতা

পরের সন্ধ্যায় আবারও আগুন ঘিরে বসল গালাজি আর আমস্লোপোগাস। যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে আবার শুরু হলো গল্প।

'...নেমে এলাম পাহাড় থেকে। নদীর পানি তখন কমে গেছে, কোমর-সমান গভীরতা। সাঁতার না কেটেই পার হতে পারলাম। নদীর উল্টোপাশের পাড়ে একটা মেয়ে পানি নিতে এসেছিল, আমাকে দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল, উল্টো ঘুরে ছুটে পালাল গাঁয়ের দিকে। ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক—গায়ে নেকড়ের ছাল আর ঘাড়ে শুকিয়ে যাওয়া লাশ মিলে নিঃসন্দেহে আমাকে খুব ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

'গাঁয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, দলেবলে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এসেছে আমাকে দেখবার জন্য। চোখে অদম্য কৌতূহল। কিন্তু আমার উপর চোখ পড়তেই বদলে গেল দৃষ্টি। ভয় ফুটল সেখানে। বাচ্চারা আঁকড়ে ধরল মাকে, স্ত্রীরা জাপটে ধরল স্বামীকে, পুরুষেরা বুক খামচে ধরল। আমি যত এগোলাম, ততই পিছাতে থাকল ভিড়টা।

'পাগলী বুড়ি তখনও বসে আছে তার কুটিরের সামনের আঙিনায়। চোখে কম দেখে, তাই দেখতে পায়নি আমাকে। গ্রামবাসীর আচরণ লক্ষ করে বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, তোমরা এমন করছ কেন?"

'কেউ তার জবাব দিল না। একটু পরেই গাঁয়ের সীমানায় পা রাখলাম আমি। দু'ভাগ হয়ে গেল মানুষের জটলা, পথ করে দিল আমাকে। বুড়ির সামনে গিয়ে মাটিয়ে নামিয়ে রাখলাম তার ছেলের লাশ। বললাম, "এই নাও, বুড়ি। তোমার কথামত কাজ করেছি আমি। প্রেত-পর্বত থেকে নামিয়ে এনেছি তোমার ছেলের মৃতদেহ। দেখে দু'নয়ন সার্থক করো, তারপর কবর দাও ওকে।"

'ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ লাশের দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ি, এরপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। "হ্যাঁ, এ-ই আমার ছেলে! পঁচিশ বছর... পঁচিশটা বছর তোর জন্য অপেক্ষা করছি আমি, বাবা। এতদিনে ফিরে এলি মায়ের কাছে?" লাশের গায়ে হাত বোলাল সে। "এবার শান্তিতে মরতে পারব আমি। কবর হবে তোর... সেইসঙ্গে আমারও!"

'একটা চিৎকার করে লাশের উপর লুটিয়ে পড়ল বুড়ি। মারা গেল।

'নীরবতা নেমে এল। কেউ কোনও কথা বলছে না। ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেছে সবাই। কিছুক্ষণ ওভাবে কাটার পর মুখ খুলল এক গ্রামবাসী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'"হে দুঃসাহসী পুরুষ, অসম্ভবকে সম্ভব করেছ তুমি। ভূতের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে এনেছ পাগলীর ছেলেকে। কী নামে তোমাকে ডাকব আমরা?"

'"আমার নাম গালাজি," জবাব দিলাম।

'"গালাজি? না, এ-নাম তোমাকে শোভা পায় না। তুমি হবে নেকড়েমানব। গায়ে নেকড়ের ছাল জড়িয়েছ, হানা দিয়েছ নেকড়ের আস্তানায়... তাই এটাই তোমার উপযুক্ত নাম। কী বলো, ভাইসব?"

'হৈ হৈ করে তার প্রস্তাবে সম্মতি জানাল বাকিরা। মুচকি হাসলাম আমি। "বেশ, তোমরা যদি আমাকে নেকড়ের সঙ্গে তুলনা করতে চাও, আমার আপত্তি নেই। আজ থেকে আমি নেকড়েমানব গালাজি।"

'"কীসের নেকড়েমানব?" বলে উঠল একজন। "আমার কাছে তো স্রেফ নেকড়েই মনে হচ্ছে। ওর মুখ দেখো, ওর দাঁত দেখো... দেখো কীভাবে হাসছে! ভাইসব, এ মানুষ নয়, এ একটা নেকড়ে।"

'"নেকড়েও নয়, মানুষও নয়," বলল আরেকজন। "ও জাদুকর। জাদুকর ছাড়া কারও পক্ষে প্রেত-পর্বতের জঙ্গল ভেদ করে, পাথরের ডাইনির কোল থেকে পাগলীর ছেলের লাশ উদ্ধার করে আনা সম্ভব নয়।"

'ব্যস, বুঝি এর জন্যই অপেক্ষা করছিল বাকিরা। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোল দেখা দিল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও জাদুকর... নেকড়ে-জাদুকর! খতম করো ওকে!"

'চোখের পলকে বর্শা হাতে হাজির হয়ে গেল কয়েকজন, এগোতে শুরু করল আমাকে খুন করবার জন্য। মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। চেঁচিয়ে উঠলাম, "অকৃতজ্ঞ বদমাশের দল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোদের এক ভাইয়ের লাশ নিয়ে এলাম, আর তার

www.BanglaBook.org

এই প্রতিদান দিচ্ছিস আমাকে? আমি নেকড়ে-জাদুকর? ঠিক আছে, তাহলে সেই জাদুই দেখাব তোদের। নেকড়ে বাহিনী এনে ধ্বংস করে দেব তোদেরকে!"

"'ধর্ শালাকে!" চেঁচিয়ে উঠল একজন। দলে দলে গ্রামবাসী ছুটে এল আমার দিকে। দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়, উল্টো ঘুরে ছুট লাগালাম। পিছু পিছু ধাওয়া করল ওরা, কিন্তু হালাকাজিদের মত ওরাও নাগাল পেল না আমার। ধাওয়াকারীদের পিছনে ফেলে নদী পেরিয়ে এলাম, উঠে পড়লাম পাহাড়ে। ওদের সাহস হলো না প্রেত-পর্বতে পা রাখবার। বেঁচে গেলাম।

'রাতটা পাহাড়ি ঢালে কাটিয়ে দিলাম আমি, ফলমূল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। ভোর হলে গিয়ে ঢুকলাম জঙ্গলে। নেকড়ের ডাক দিয়ে ডাকলাম আমার বাহিনীকে। একটু পরেই হাজির হয়ে গেল প্রেত-নেকড়ের পাল। পোষা জানোয়ারের মত ঘিরে ধরল আমাকে। গুনলাম ওদের। বুড়ির ছেলে ভুল বলেনি, সত্যিই তিনশো তেষট্টিটা নেকড়ে আছে পালে। ওদের নিয়ে ফিরে এলাম এই গুহায়। সেই থেকে এখানেই আছি আমি, বারো চাঁদ পেরিয়ে গেছে তারপর, সত্যি সত্যি নেকড়েমানবে পরিণত হয়েছি। নেকড়েদের সঙ্গে শিকার করি, খাওয়া-দাওয়া করি। আমাকে সঙ্গ দেয় ওরা, আমার প্রতিটা আদেশ পালন করে বিনা প্রতিবাদে। যদি সাহস থাকে তো তোমাকেও দেখাতে পারি, আমস্লোপোগাস।'

হাসল আমস্লোপোগাস। 'ওই একটা জিনিসের অভাব নেই আমার।' উঠে দাঁড়াল। 'চলো, দেখব।'

'তার আগে মাদী নেকড়ের চামড়াটা জড়িয়ে নাও গায়ে। তোমার জন্যই ওটা রেখে দিয়েছি আমি।'

তা-ই করল আমস্লোপোগাস। গালাজির মত পরে ফেলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেকড়ের ছাল, খুলিসহ উপরের চোয়ালটা বসাল মাথায়—টুপির মত। এরপর গালাজ্জিকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। দাঁড়াল খোলা তাকের উপর।

আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ, তার সফেদ আলো পড়ছে গালাজ্জির গায়ে। আমস্লোপোগাস দেখল, ধীরে ধীরে পাশবিক হয়ে উঠছে তার চেহারা, ফুটে উঠছে বন্যতা। চকচক করছে দৃষ্টি, হাসির ভঙ্গিতে ফাঁকা হয়ে গেছে দুই ঠোঁট—বেরিয়ে পড়েছে ধারালো দাঁতের সারি। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর চাঁদের দিকে মুখ তুলে নেকড়ের সুরে ডেকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল উপরের পাহাড় আর নীচের জঙ্গল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শত শত কালো-ধূসর ছায়া। ছুটে এল ওদেরকে লক্ষ্য করে। কাছে এসে গালাজ্জির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা—হামলা নয়, প্রভুভক্ত কুকুরের মত আদরের ভঙ্গিতে।

গালাজ্জির সঙ্গে কিছুক্ষণ হুটোপুটি করল নেকড়ের পাল, এরপর যেন খেয়াল করল আমস্লোপোগাসকে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। গালাজ্জি বলল, 'নোড়ো না। ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা তোমার ক্ষতি করবে না।'

'ভয় পাচ্ছি না,' শান্ত গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'ছেলেবেলায় কুকুর পুষেছি আমি। এগুলোও এক ধরনের কুকুরই।'

মুখে সাহস দেখালেও বুক দুরু দুরু করছে ওর। দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। অগণিত হিংস্র নেকড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। জ্বলজ্বল করছে চোখ, হা, করা মুখের ভিতর দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত। মনে হলো, এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপরে; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। একেবারে কাছে এসে ওর গন্ধ শুঁকল ওরা, গন্ধ শুঁকল গায়ে জড়ানো ছালটার। পরক্ষণে সমস্বরে ডেকে উঠল একযোগে। নিজের ভিতরে অদ্ভুত এক পরিবর্তন অনুভব

www.BanglaBook.org

করল আমস্লোপোগাস, অদ্ভুত এক উপলব্ধি... যেন ও নিজেও নেকড়ে হয়ে গেছে। আপনাতেই চাঁদের দিকে উঠে গেল মুখ, হাঁক ছাড়ল ও সর্বশক্তিতে।

ঠোঁটের কোণে সন্তুষ্টির হাসি ফুটল গালাজির। বলল, 'আমার বাহিনী আজ সম্পূর্ণ হলো। নেকড়ে-ভ্রাতা, চলো তা হলে, শিকারে যাই।' নেকড়েদের দিকে তাকাল। 'কৃষ্ণদন্ত, চল! ধূসরমুখো, চল! চল আমার বাহিনী!'

কথা শেষ করেই দৌড়াতে শুরু করল সে। তাকে অনুসরণ করল আমস্লোপোগাস, পিছনে প্রেত-নেকড়ের পুরো পাল। পাহাড়ি ঢাল ধরে অপ্রতিরোধ্য ঢলের মত নামতে থাকল ওরা, চপল হরিণের মত লাফিয়ে পেরুচ্ছে ছোট-বড় পাথর বা খাদ। একটু পর একটা গিরিখাতের পাশে পৌঁছে থামল, তলায় নাম না-জানা হাজারো গাছের অরণ্য।

'শিকারের গন্ধ পাচ্ছি,' ফিসফিসিয়ে বলল গালাজি। তার ইশারা পেয়ে গিরিখাতের ভিতরে লাফিয়ে নামল নেকড়ের দল। একটু পরেই তাড়া করে গাছপালার মাঝ থেকে বের করে আনল একটা বিশাল আকারের মোষকে।

হাসল গালাজি। 'বাহ্! দারুণ জিনিস পাওয়া গেছে। ওটার মাংস আমাদের সবার পেট ভরাতে পারবে। ধর ওকে!'

বিপদ টের পেয়ে ছুট লাগাল মোষ, ওটাকে ধাওয়া করল গালাজি আর আমস্লোপোগাস, সেইসঙ্গে নেকড়ের পাল। দুনিয়া ঘোলা হয়ে গেল তরুণ আমস্লোপোগাসের, চোখের সামনে ধাবমান শিকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একাত্ম হয়ে গেছে হিংস্র নেকড়েগুলোর সঙ্গে।

হাঁক ছাড়ল গালাজি—কৃষ্ণদন্ত, ধূসরমুখো, রক্তলোভী আর মরণকামড় নামের চারটা নেকড়েকে কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে দলছুট হয়ে সামনে এগিয়ে গেল জানোয়ার চারটে। প্রাণপণে ছুটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল মোষের সামনে। পথরোধ করল। ঘুরে যেতে বাধ্য হলো মোষ, খোলা প্রান্তরের দিকে না গিয়ে মুখ ঘোরাতে বাধ্য হলো, পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল গুহার দিকে। দু'পাশ থেকে ওটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল কৃষ্ণদন্ত, ধূসরমুখো, রক্তলোভী আর মরণকামড়। ঠিক পিছনেই রয়েছে গালাজি আর আমস্লোপোগাস। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য পাগলের মত ছুটছে মোষটা।

'তুমি দেখছি সত্যিই ভাল দৌড়াও,' ঘাড় ফিরিয়ে তরুণ সঙ্গীর দিকে তাকাল গালাজি, ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটছে সে। বোঝার উপায় নেই মাত্রই অসুখ থেকে উঠেছে। 'বাজি হয়ে যাবে নাকি, শিকারকে কে আগে স্পর্শ করতে পারে?'

মোষের সঙ্গে নিজেদের দূরত্ব যাচাই করে নিল আমস্লোপোগাস। হাসিমুখে বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। চলো।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দু'জনে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হলো পাশাপাশি রয়েছে ওরা, একসঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে মোষের দিকে; তারপর হঠাৎ জ্যা-মুক্ত তীরের মত আগে বাড়ল আমস্লোপোগাস, চোখের পলকে পিছনে ফেলে দিল গালাজিকে। খুব শীঘ্রি পৌঁছে গেল মোষটার পিছনে। ছুটন্ত অবস্থায় লাফ দিল ও, ঘোড়ার মত চড়ে বসল জানোয়ারটার পিঠে। পরক্ষণে হাতের বর্শা তুলল, ঢুকিয়ে দিল মোষের হৃৎপিণ্ড বরাবর। ছুটন্ত অবস্থায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিশাল প্রাণীটা, আমস্লোপোগাস তার আগেই ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়েছে। মাটিতে এক গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল মোষের শরীর।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমস্লোপোগাসের পাশে এসে দাঁড়াল গালাজি। তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ও। 'কে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়ায়, বন্ধু? আমি, তুমি, নাকি তোমার নেকড়ের পাল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি, আমস্লোপোগাস,' বলল গালাজি। 'বাপ রে, এত দ্রুত আর কাউকে দৌড়াতে দেখিনি আমি। কোনোদিন দেখব বলেও মনে হয় না।'

নেকড়ের পাল এসে গেছে, মোষের লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পাঁয়তারা করছিল, গালাজির ধমক খেয়ে পিছিয়ে গেল। 'আগে আমরা মাংস নেব, তারপর তোমরা।'

এগিয়ে গিয়ে বর্শার ফলা দিয়ে মোষের গা থেকে অনেকখানি মাংস কেটে নিল সে। পরমুহূর্তে ওর ইশারা পেয়ে লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল। আমস্লোপোগাসকে নিয়ে গুহায় ফিরে এল গালাজি। মাংসটা আগুনে ঝলসে খেতে বসল দু'জনে।

খাওয়ার ফাঁকে নতুন বন্ধুকে নিজের জীবনকাহিনি খুলে বলল আমস্লোপোগাস। ওর কথা শেষ হলে গালাজি জানতে চাইল, 'এখন তা হলে কী করবে বলে ভাবছ? আমার সঙ্গে থেকে যাবে এখানে, নাকি শাকার গাঁয়ে তোমার বাবা মোপোর কাছে ফিরে যেতে চাও?'

'ওখানকার কথা মুখে এনো না,' বিরক্ত গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'আর কখনও ফিরতে চাই না ওই অভিশপ্ত গ্রামে। যদি কারও কাছে যেতে চাই তো সে নাডা। ওর কথা ভুলতে পারছি না আমি।'

'হুম! নাডা এখন কোথায়, তা জানো?'

'সোয়াজিদের দেশে গেছে। হয়তো তোমার ওই হালাকাজি গোত্রেই।'

'তা হলে তোমার আর আমার গন্তব্য তো একই, ভাই,' আনন্দিত গলায় বলল গালাজি। 'তবে এখুনি ওখানে হানা দেয়া উচিত হবে না। কিছুদিন থাকো আমার সঙ্গে, সত্যিকার পুরুষ হও... গায়ে শক্তি বাড়ুক। তারপর একসঙ্গে যাব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা—হালাকাজিদের ধ্বংস করে তোমার বোনকে উদ্ধার করে আনব।'

আপত্তির কিছু দেখল না আমস্লোপোগাস। সত্যি বলতে কী, বনে-বাদাড়ে নেকড়ের মত মুক্ত জীবনযাপনের প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করছে ও। রাজি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আঙুল কেটে রক্তের শপথ করল ও আর গালাজি, পরিণত হলো রক্তের ভাইয়ে। নেকড়ের পাল হাঁক ছেড়ে যেন স্বীকৃতি দিল দু'জনকে।

শুরু হলো আমস্লোপোগাসের বুনো জীবন। গালাজির সঙ্গে। প্রেত-নেকড়েদের সঙ্গে। সমাজ-সংসারের বালাই নেই, আছে শুধু উদ্দাম স্বাধীনতা। প্রেত-পর্বতের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছেমত—কখনও দল বেঁধে, কখনও বা একা। শিকার করে, পেটের খিদে মেটায়। রাত-বিরাতে নেকড়ের মত ডেকে ওঠে চাঁদকে লক্ষ্য করে। বাকি পৃথিবীর কথা ভুলে গেল... ভুলে গেল পুরনো সব স্মৃতি। রইল কেবল বর্তমান।

ধীরে ধীরে কেটে গেল কয়েক মাস। তারপর একদিন... হঠাৎ... ঘুমের মাঝে মোপো, ম্যাক্রোফা আর নাডাকে স্বপ্নে দেখল ও। দুঃস্বপ্ন নয়, তারপরেও ঘাবড়ে গেল। ঘুম ভেঙে উঠে বসল ধড়মড় করে। টের পেল, পিতা, মাতা আর বোনটির জন্য আকুল হয়ে উঠেছে হৃদয়। কোথায় আছে ওরা? কেমন আছে?

পাশে তাকাল আমস্লোপোগাস। গুহার মেঝেতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে গালাজি, ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। কী যেন ভর করেছে মাথায়, গা থেকে খুলে ফেলল নেকড়ের ছাল। দেয়ালের খাঁজ থেকে বের করে আনল নিজের বহুদিনের পুরনো পোশাক। সেটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। দ্রুত পা ফেলে নেমে এল পাহাড় থেকে। সোজা গিয়ে হাজির হলো নদীর উল্টোপাশের গ্রামটায়, যেখানে বাস করত সেই বুড়ি পাগলী।

www.BanglaBook.org

রাতদুপুরে ওকে উদয় হতে দেখে সন্দেহ ঘনাল গ্রামবাসীদের চোখে। বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প শুনিয়ে দিল আমস্লোপোগাস—দূর গাঁয়ের এক সর্দারের ছেলে ও, বিয়ের জন্য মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। জানে, উচ্চবংশীয় পাত্রের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সাধারণ মানুষ; সর্দারপুত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ভাল সমাদর পাবে। তা-ই হলো, সত্যি সত্যি ওকে খাতির শুরু করল গ্রামবাসী। কয়েকজন অবশ্য ওর চেহারা-সুরত দেখে সন্দিহান হয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করল গালাজিকে চেনে কি না; তবে সরাসরি সেটা অস্বীকার করল আমস্লোপোগাস। বলে দিল, গালাজির নাম জীবনেও শোনেনি।

এমনই কপাল, ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ভেসে এল হাঁকডাক। একটু পরেই পঞ্চাশজন সশস্ত্র সৈনিক ঢুকল গ্রামে। ওদের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল আমস্লোপোগাস, দলনেতাকে চিনতে পারছে—শাকার খাস সেনাপতি। দলটা আসলে শাকার ঘাতক বাহিনী। তাড়াতাড়ি একটা কুটিরের ছায়ায় সরে গেল ও, ঘাতকেরা যেন দেখতে না পায়।

গাঁয়ের সর্দার কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেছে সৈনিকদের দিকে। ভাবছে বুঝি ওদেরকেই খুন করতে এসেছে এরা। একটু পরেই ভাঙল ভুলটা।

'ভয়ের কিছু নেই, আমরা তোমাদের ক্ষতি করব না,' বলল দলনেতা। 'ছোট্ট একটা কাজে এসেছি, রাজা শাকা পাঠিয়েছেন একটা ছেলেকে খুঁজবার জন্য। তার নাম আমস্লোপোগাস, মোপোর ছেলে। সিংহের কবলে পড়ে মারা গেছে বলে শোনা যায়, আসলেই তা ঘটেছে কি না, সেটা যাচাই করতে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে।'

'এই নামের কাউকে আমরা চিনি না,' জানাল সর্দার। 'খুঁজে পেলে কী করবেন?'

www.BanglaBook.org

'তেমন কিছু না,' হালকা গলায় বলল ঘাতক নেতা। 'ওকে খুন করব।'

'আচ্ছা! এ-ই তা হলে ব্যাপার?' মনে মনে ভাবল আমস্লোপোগাস। 'দাঁড়াও, দেখব কে কাকে খুন করে।'

'মোপোর নাম বললেন... কে সে?' জিজ্ঞেস করল সর্দার।

'ভয়ঙ্কর এক অপরাধী। রাজার খাস চিকিৎসক ছিল, কিন্তু অপকর্মের দায়ে রাজা তার গোটা পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন। খবরদার, কেউ বাঁচাবার চেষ্টা কোরো না আমস্লোপোগাসকে! তা হলে তোমাদের কপালেও একই ঘটনা ঘটবে।'

পনেরো

ঘাতকদের মৃত্যু

ঘাতক বাহিনীর নেতার কণ্ঠ শুনে বুকের ভিতর হাহাকার অনুভব করল আমস্লোপোগাস। ও মনে করল, পুরো পরিবারের সঙ্গে আমি, মোপো-ও মারা গেছি। আমাকে ভীষণ ভালবাসত ও। কষ্টের পাশাপাশি ওর মাঝে জেগে উঠল ক্রোধ আর প্রতিহিংসা। তবে তখুনি কিছু বলল না। পরিস্থিতি অনুকূল নয়। যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ঘাতকেরা, যে-কোনও মুহূর্তে ওর কথা বলে দেবে সর্দার। ধরা পড়তে হবে ওকে। ঝুঁকি নেয়া চলে না।

ঘাতক বাহিনীর উপর সবার মনোযোগ নিবদ্ধ, এই সুযোগে

www.BanglaBook.org

চুপিসারে ওখান থেকে সরে এল ও। গ্রামের পিছন দিক দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল প্রেত-পর্বতের দিকে, ওখানে পৌঁছুলে আর ভয় নেই।

এদিকে সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছে ঘাতক বাহিনীর নেতা। অল্পবয়েসী অচেনা কোনও ছেলেকে দেখেছে কি না জানতে চাইল। তাকে গালাজির কথা খুলে বলল সর্দার। সব শুনে মাথা নাড়ল নেতা। বলল, 'উঁহুঁ, ও না। আমস্লোপোগাস আরও পরে এসেছে এই এলাকায়। ওই বয়সী আর কাউকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ... আরেকজন। একটু আগেই এল। তাগড়া জোয়ান, লম্বা, চকচকে চোখ। এখানেই আছে।' ঘুরে এদিক-সেদিক তাকাল সর্দার। 'আরে, গেল কোথায়? কেউ দেখেছ?'

'ওদিকে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ওকে,' বলল একজন।

ছুটে গেল ঘাতক বাহিনীর নেতা। আমস্লোপোগাস অনেক আগেই সরে গেছে ওখান থেকে। সর্দারও এসেছে, বোকা বোকা গলায় বলল, 'পালাল নাকি? কীভাবে পালাল? কেউ দেখল না কেন? জাদু জানে?' হঠাৎ কী মনে পড়তেই বদলে গেল চেহারা। 'আয় হায়! ও নেকড়েমানবের সাগরেদ নয় তো?'

ভুরু কোঁচকাল ঘাতক বাহিনীর নেতা। 'কার সাগরেদ?'

'প্রেত-পর্বতের ওই জাদুকরের। বেশ কিছুদিন থেকেই একটা চ্যালা জুটিয়েছে সে। দূর থেকে ওদেরকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি আমরা। সঙ্গে প্রেত-নেকড়েরাও থাকে।'

'কবে থেকে দেখছ ওকে?' থমথমে হয়ে উঠেছে নেতার গলা।

'কয়েক মাস তো হবেই।'

'যখন থেকে আমস্লোপোগাস উধাও হয়ে গেছে?'

'ইয়ে... হ্যাঁ।'

লাল হয়ে উঠল ঘাতক নেতার চেহারা। 'বোকার হদ্দ

www.BanglaBook.org

ওখাকার, তোমাকেই খুন করা দরকার! শুরুতেই এ-কথা বলোনি কেন? তা হলে তো ও পালাতে পারত না। বুঝতে পারছ না, ও-ই আমস্লোপোগাস? জুলু রাজার শত্রু!'

'আ... আমার কোনও দোষ নেই,' তোতলাতে তোতলাতে বলল সর্দার। 'বললেও কাজ হতো না। ওরা জাদুকর, বাতাসে মিলিয়ে যেতে জানে। নিশ্চয়ই ফিরে গেছে প্রেত-পর্বতে। ওর আশা ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব মানে! দরকার হলে ওই পাহাড়ে উঠে শিকার করব ওকে।'

'ভুল করবেন তা হলে...'

'চুপ! জ্ঞান দিতে এসো না। আমরা শাকার সৈনিক। ভূত-প্রেত বা জাদুটোনাকে ভয় করি না, বরং ওরাই ভয় পায় আমাদের। এখন যাও, আমাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো। সকাল হলেই আমস্লোপোগাসকে খুঁজতে বের হব আমরা।'

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এল আমস্লোপোগাস, ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। এদিককার পথঘাট সব ওর চেনা, আঁধারে পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। অসুবিধে দেখা দিল অন্য জায়গায়। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে জেগে উঠল নেকড়েরা, গর্জন করে উঠল। পাল্টা ডাক দিয়ে প্রত্যুত্তর দিল আমস্লোপোগাস, তবে তাতে বিশেষ লাভ হলো না। একটু পরেই মরণকামড় নামের নেকড়েটাকে এগিয়ে আসতে দেখল ও—হিংস্র চেহারা নিয়ে। আশপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে আরও অনেকগুলো, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি সবক'টার। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, নেকড়ের ছালটা গায়ে নেই ওর... ওকে চিনতে পারছে না এরা!

বিপদের ভয়াবহতা বুঝতে কষ্ট হলো না। এখুনি ওর উপর

www.BanglaBook.org

ঝাঁপিয়ে পড়বে নেকড়ের পাল, থামানো যাবে না। একটাই প
দেখতে পাচ্ছে... চিন্তাটা মাথায় আসতেই খিঁচে দৌড় লাগাল
পিছনে ছুটে এল হিংস্র নেকড়েরা।

এত জোরে জীবনে কখনও দৌড়ায়নি আমস্লোপোগাস, কি
নেকড়েরাও কম যায় না। ছুটতে ছুটতে প্রায় ধরে ফেলল ওকে
একটা নেকড়ে ঝাঁপ দিয়ে ওর পরনের কাপড়ও কামড়ে ধরল। টান
খেয়ে ছিঁড়ে গেল কাপড়, তবু থামল না আমস্লোপোগাস। দৌড়
চলল আগের মত। ঢাল বেয়ে খুব শীঘ্রি পৌঁছে গেল গুহার সামনে
পাথর সরিয়ে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে, তারপর আবার বন্ধ
করে দিল গুহামুখ। ওপাশ থেকে গর্জন করে উঠল নেকড়ের পাল
শিকার ফসকে যাওয়ায় খেপে গেছে।

দ্রুত মাদী নেকড়ের ছালটা গায়ে জড়িয়ে আবার বেরিয়ে এল
আমস্লোপোগাস। হাঁক ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিনতে পারল
নেকড়ের পাল। লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল ওখান থেকে। ধপ
করে গুহামুখে বসে পড়ল আমস্লোপোগাস। বড় বাঁচা বেঁচেছে
আরেকটু হলেই মরত।

একটু পরেই পিছন থেকে ভেসে এল পদশব্দ। গালাজির ঘুম
ভেঙে গেছে হাঁকডাকে। দেখতে আসছে ব্যাপারটা কী। গুহামুখে
আমস্লোপোগাসকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,
'কী ব্যাপার, তুমি এখানে কেন?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা ওকে খুলে বলল আমস্লোপোগাস।

মাথা নাড়ল গালাজি। 'কাজটা ঠিক করোনি, ভাই। মস্ত ঝুঁকি
নিয়েছ। যাক গে, এখন কী করবে?'

নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল আমস্লোপোগাসের ঠোঁটে।
'নেকড়েরা ক্ষুধার্ত, নীচের ওই সৈন্যদের মাংস দিয়েই ওদের পেট
ভরাই না কেন? আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছে ওরা, এখন
আবার এসেছে আমাকে খুন করতে। এই শাস্তি ওদের প্রাপ্য। কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলো?'

গালাজিও হাসল। 'চমৎকার বলেছ। জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। এবার নাহয় মানুষ শিকার হোক।'

'তা-ই হবে। আজ রাতেই হবে।'

হাঁক ছাড়ল আমস্লোপোগাস। একটু পরেই গুহার সামনে জমায়েত হলো নেকড়ের দল। আমস্লোপোগাস ওদের উদ্দেশে ভাষণের সুরে বলল, 'আজ জানোয়ার নয়, মানুষ শিকার করবি তোরা। মানুষের মাংসে খিদে মেটাবি। রাজি আছিস?'

একসঙ্গে ডেকে উঠল সবক'টা নেকড়ে, যেন সায় দিল ওর কথায়। পরমুহূর্তে আমস্লোপোগাসের হাতের ইশারায় দু'ভাগ হয়ে গেল। মদ্দারা ভিড় করল গালাজির পিছনে, আর মাদীরা আমস্লোপোগাসের। পাহাড়ি ঢলের মত অপ্রতিরোধ্য গতিতে নামতে শুরু করল ওরা। খুব শীঘ্রি পৌঁছে গেল সমতলে। নদী পেরিয়ে এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে থামল।

পরামর্শ করে নিল গালাজি আর আমস্লোপোগাস। তারপর চলে গেল গ্রামের দু'পাশে। মদ্দা নেকড়েদের নিয়ে সামনের ফটকে গালাজি, আর মাদীগুলোকে নিয়ে পিছনের ফটকে আমস্লোপোগাস। কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা পুরো গ্রাম। কাছে গিয়ে সাবধানে কাঁটা সরাতে শুরু করল ওরা। ভিতরে ঢোকার মত একটা জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে। হঠাৎ ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গ্রামের ভিতর থেকে ডেকে উঠল কয়েকটা কুকুর। বেড়া পেরিয়ে ওপাশে পৌঁছুতেই আমস্লোপোগাস দেখল, ওকে লক্ষ্য ছুটে আসছে জানোয়ারগুলো।

নেকড়েরাও ঢুকেছে আমস্লোপোগাসের পিছু পিছু, ইশারা পেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরগুলোর উপর। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। জান্তব চিৎকার আর গর্জনে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। জাগিয়ে তুলল গ্রামবাসীকে।

www.BanglaBook.org

শাকার ঘাতক বাহিনীরও ঘুম ভেঙেছে। চোখ কচলাতে কচলাতে কুটির থেকে বেরিয়ে এল ওরা। যা দেখল, তাতে পিলে চমকে উঠল। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য—নেকড়ের এক বিশাল পাল ছুটে আসছে তাদেরকে লক্ষ্য করে, তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে নেকড়ের ছাল পরা এক মানুষ! ওদেরকে দেখতে পেয়েই হুঙ্কার করে উঠল নেকড়েরা। সঙ্গে সঙ্গে সাহস উবে গেল শাকার সৈন্যদের। পড়িমরি করে ছুটে পালাতে গেল গ্রামের সামনের ফটক দিয়ে। কিন্তু ওদিকে কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়াল। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আরেক পাল নেকড়ে! তাদেরকেও নেতৃত্ব দিচ্ছে আরেকজন মানুষ!

উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল ঘাতক বাহিনীর নেতা। ভয় পেয়ে আর লাভ নেই, চেঁচামেচি করে একাট্টা করল তার দলের লোকদের। পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে জটলা করল ওরা, অস্ত্র তুলল হামলা ঠেকাবার জন্য। ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল নেকড়ের দল। ওদের দিকে চেয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলল সৈন্যরা। অশুভ ও কদাকার চেহারা জানোয়ারগুলোর, যেন নরক থেকে উঠে আসা কোনও দানব। চারপায়ে আগুপিছু দোল খাচ্ছে, তাকিয়ে আছে উন্মত্ত দৃষ্টিতে, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত টকটকে লাল হয়ে আছে চোখগুলো। পিছনের পায়ের উপর সমস্ত ভর চাপিয়ে একটু উঁচু হলো নেকড়েরা, তারপর লাফ দিল সামনে।

পাগলের মত লাঠি-বর্শা-কুঠার চালাল সৈন্যরা, কিছু নেকড়ে মারা পড়ল, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য, বাকিরা এক নিমেষে গ্রাস করল জড়ো হয়ে থাকা শিকারদের। হিংস্র প্রাণীর বিশাল স্রোতটা প্রথমেই ঢেকে ফেলল হতভাগ্য সৈন্যদের, তারা এমনকী চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি। শুইয়ে ফেলল টেনে-হিঁচড়ে, দাঁত দিয়ে কামড় বসাল উন্মুক্ত চামড়ায়।

যেন একটা রোমহর্ষক দুঃস্বপ্ন উদ্ভাসিত হচ্ছে চাঁদের আলোয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আতঙ্কিত সৈন্যরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, এক-একজনের মাংস লুঠ করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিশ-পঁচিশটা বা তারও বেশি ঘৃণ্য পিশাচ। অচিরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সুশৃঙ্খল সৈন্যদল। প্রত্যেকের শরীর কামড়ে ঝুলছে তিন-চারটা নেকড়ে, চারপাশে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে আরও কয়েকটা করে। আছড়ে ফেলছে ধুলোয়, কামড় দিয়ে জ্যান্ত খেয়ে ফেলছে। চিৎকার, আর্তনাদ আর হিংস্র গর্জন মিলেমিশে একাকার। যেন তাণ্ডব বয়ে চলেছে।

একটু পরেই স্তিমিত হয়ে গেল সব আওয়াজ। ঘাতক বাহিনীর সব সদস্য মৃত, দাঁড়িয়ে আছে স্রেফ একজন মানুষ—দলটার নেতা। আমস্লোপোগাসের হুকুমে তাকে স্পর্শ করেনি নেকড়েরা। মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে লোকটা, লম্বা কদম ফেলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস। মাথা ঝুঁকিয়ে কপট সম্মান দেখিয়ে বলল, 'শুভেচ্ছা, হে রাজ-প্রতিনিধি! কীসের জন্য এখানে এসেছ তুমি, জানতে পারি?'

দাঁতে দাঁত পিষল ঘাতক নেতা। 'এর জবাব জেনে কী করবে, জাদুকর?' রাগী গলায় বলল সে। 'তোমার নেকড়েরা আমার সব সঙ্গীসাথীকে খুন করেছে। এবার আমাকেও খুন হতে দাও।'

'মৃত্যুর জন্য এত উতলা হবার প্রয়োজন নেই, বন্ধু। যথাসময়ে সেটা জুটবে তোমার কপালে। তার আগে বলো, তুমি কি মোপোর ছেলে আমস্লোপোগাসকে খুঁজতে এসেছিলে এখানে?'

'হ্যাঁ,' মৃত সঙ্গীদের লাশের উপর হুটোপুটি খেতে থাকা নেকড়েদের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল ঘাতক নেতা। 'একজন মানুষকে খুঁজতে এসেছিলাম, এতগুলো প্রেতাত্মার খোঁজ পাব ভাবিনি।'

মাথার উপর থেকে নেকড়ের ছালটা সরাল আমস্লোপোগাস। হাসিমুখে বলল, 'দেখো তো, চিনতে পারো?'

চমকে উঠল ঘাতক নেতা। 'তুমি... তুমি আমস্লোপোগাস!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' রুক্ষ গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'আমাকেই খুঁজতে এসেছ তুমি। আর এই ধৃষ্টতার জন্যই আজ এমন পরিণতি হয়েছে তোমাদের।' ইশারা করল লাশের পাহাড়ের দিকে। 'এবার নিজেই ঠিক করো কী করবে। দুটো পথ আছে তোমার সামনে। হয় পালাবার চেষ্টা করতে পারো, আমার নেকড়েরা তোমাকে ধাওয়া করবে... যদি ওদের ফাঁকি দিতে পারো তো বেঁচে গেলে। অথবা লড়াইয়ে নামতে পারো আমার সঙ্গে—চেষ্টা করতে পারো তোমার উপর রাজার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে।'

'আমি লড়ব,' স্পষ্ট কণ্ঠে বলল ঘাতক-নেতা। 'কোনও মানুষকে আমি ভয় পাই না, হোক সে তোমার মত একটা জাদুকর।'

'বেশ; তা হলে এসো।'

পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনে। হাতের বর্শা তুলে সর্বশক্তিতে ঘাতকের গায়ে গেঁথে দেবার চেষ্টা করল আমস্লোপোগাস, ঢাল তুলে সে-আক্রমণ প্রতিহত করল লোকটা। বেশ জোরে মেরেছে আমস্লোপোগাস, ঢালের গায়ে আঘাত করে ভেঙে গেল বর্শাটা। এখন ও নিরস্ত্র। হেসে উঠল ঘাতক নেতা। নিজের বর্শা নিয়ে হামলা চালাল। বাউলি কেটে তাকে ফাঁকি দিল আমস্লোপোগাস, মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর তীরবেগে ছুটল। তাকে ধাওয়া করল ঘাতক নেতা। একটা লাশের পাশে গিয়ে আমস্লোপোগাসকে বসে পড়তে দেখল গালাজি, যখন উঠে দাঁড়াল ওর হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ভারী কুঠার। ঘাতক নেতা নাগালে পৌঁছুতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুড়ালের প্রথম আঘাতে দু'ভাগ হয়ে গেল ঢাল, বেসামাল হয়ে পড়ল লোকটা। বর্শা তোলার চেষ্টা করতেই হাতে লাথি মারল আমস্লোপোগাস, খসে পড়ল অস্ত্রটা। পরক্ষণে প্রতিপক্ষের উন্মুক্ত বুকে কুঠার দিয়ে কোপ মারল ও।

www.BanglaBook.org

মরণ-চিৎকার বেরিয়ে এল ঘাতক-নেতার মুখ দিয়ে। বুকে ফলা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধপাস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

পাগলের মত হেসে উঠল আমস্লোপোগাস। 'শিকারি এবার শিকারের হাতে মরল! ঘুমাও, শাকার ভৃত্য। শান্তিতে ঘুমাও!'

ওর দিকে এগিয়ে এল গালাজি। প্রশংসার সুরে বলল, 'দারুণ দেখালে, ভাই! আমি তো শুরুতে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, ভাবছিলাম একটা প্রশিক্ষিত সৈনিকের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়ে ভুল করছ কি না। তবে এখন বুঝতে পারছি, ভয়টা অমূলক ছিল।'

'একেবারে অমূলকই বা বলি কী করে?' বলল আমস্লোপোগাস। 'এই কুঠারটা না পেলেই মরতাম।' নাড়াচাড়া করল অস্ত্রটা। 'যা-ই বলো, গালাজি, এই কুঠার জিনিসটা পছন্দ হয়েছে বেশ। আজ থেকে আর বর্শা ব্যবহার করব না আমি। কুঠারই হবে আমার অস্ত্র।'

'এটা?'

'না। বিখ্যাত একটা কুঠারের কথা বলেছিলে না—জিকিযার কুঠার... শ্বাস-সংহারী? ওটা পেতে চাই। জলপ্রহরী আর শ্বাস-সংহারীর সামনে নাকি কেউ দাঁড়াতে পারে না... একটা তো তোমার হাতে আছেই, অন্যটা আমি হাতে পেলে সোনায় সোহাগা। বিশ্বজয় করতে পারব আমরা।'

'সেটা নাহয় আরেকদিন হবে,' বলল গালাজি। 'জিকিযার সঙ্গে লাগতে যাবার মত শক্তি এখনও আমাদের হয়নি। চলো, এবার ফেরা যাক। সকাল হতে দেরি নেই।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ষোলো

শ্বাস-সংহারী

ধীরে ধীরে কেটে গেল অনেকদিন। কৈশোর পেরিয়ে পরিপূর্ণ এক যুবকে পরিণত হলো আমস্লোপোগাস। দীর্ঘদেহী, দুঃসাহসী, ভয়ঙ্কর। অদ্বিতীয় এক শিকারি। তবে তখনও কসাই উপাধি পায়নি সে, মালিক হতে পারেনি শ্বাস-সংহারী নামের সেই মরণ-কুঠারের। ইচ্ছে যে হয়নি, তা না। রাজার ঘাতকদের হত্যা করবার পর থেকেই শয়নে-স্বপনে ওই কুঠারটা পাবার জন্য আকুল হয়ে আছে ও, কিন্তু তেমন কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। জিকিযা-র গ্রামে হামলা চালানো সহজ নয়, প্রেত-পাহাড় এবং তার আশপাশের এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও যায় না নেকড়ের পাল, চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ও আর গালাজি। আর নেকড়েদের সাহায্য ছাড়া ওদের দু'জনের পক্ষে পুরো কুঠার জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব না।

সময় পেলেই কুঠার জাতির গ্রামের কাছে চলে যায় আমস্লোপোগাস, আড়াল থেকে নজর রাখে জায়গাটার উপর। একবার নিজের চোখে দেখেছে সর্দার জিকিযাকে। বিশালদেহী লোক, গায়ে পশুর মত লোম। কাঁধের উপর ফেলে রেখেছিল গণ্ডারের শিঙের হাতলঅলা বিশাল একটা কুঠার—শ্বাস-সংহারী। কী যে লোভ হয়েছিল! পর পর কয়েক রাত ঘুম হয়নি ওটার

www.BanglaBook.org

দিয়ায়। গালাজির সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনাও করতে পারেনি। যত দিন যাচ্ছে, ততই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে গালাজি। গল্পগুজবে আগ্রহ নেই আর।

এমনই একদিনের কথা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, কুঠার জাতির গ্রামের কাছে গেল আমস্লোপোগাস। লুকাল গ্রামের বাইরের নলখাগড়ার জঙ্গলে। হঠাৎ একটি মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখল গ্রাম থেকে। বেশ সুন্দরী, গায়ের রঙ তামাটে। আমস্লোপোগাস যেখানে লুকিয়ে আছে, সেদিকেই এগিয়ে আসছে। নলখাগড়ার কিনারে এসেও থামল না। ঢুকে পড়ল ভিতরে। আমস্লোপোগাসের একটু দূরে পৌঁছে থামল, বসে পড়ল মাটিতে। কাঁদতে শুরু করল একাকী।

'অভিশাপ দিই ওকে!' ওকে বলতে শুনল আমস্লোপোগাস। 'অভিশাপ পড়ুক ওর উপরে। প্রেত-নেকড়ের খাবার হোক ও, সেইসঙ্গে মাসিলো নামের শয়তানটা। দরকার হলে আমি নিজেও মরব নেকড়ের কামড়ে। মাসিলোকে বিয়ে করার চেয়ে সেটা ঢের ভাল। হায়, আমি যদি নেকড়েদের রানি হতাম, তা হলে ওদেরকে লেলিয়ে দিতাম পিশাচ জিকিযার উপরে। কোথায় ওরা?'

আর বসে থাকার ইচ্ছে হলো না আমস্লোপোগাসের। উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। ভারী গলায় বলল, 'তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, মেয়ে। নেকড়েদের রাজা তোমাকে সাহায্য করবার জন্য হাজির!'

নেকড়ের ছালে জড়ানো আমস্লোপোগাসের ভয়াল মূর্তি দেখে আরেকটু হলেই চিৎকার করে উঠছিল মেয়েটি, কোনোমতে ঠেকাল নিজেকে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে, তারপর বলল, 'কে তুমি? আমাকে যদি ভয় দেখাতে এসে থাকো, তা হলে ভুল করছ। আমি কাউকে ভয় করি না।'

'ভয় না পেলে তুমিই ভুল করবে, মেয়ে। পুরো পৃথিবী

www.BanglaBook.org

আমাকে ভয় পায়... এবং সেটা সঙ্গত কারণে। আমি জাদুকর। আমি প্রেত-পর্বতের দুই নেকড়ে-ভ্রাতার একজন। সাবধান, কাউকে ডাকার চেষ্টা কোরো না। খুন হয়ে যাবে।'

'কাউকে ডাকার ইচ্ছে নেই আমার, নেকড়েমানব,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটি। 'আর আমাকে মেরেও কোনও লাভ হবে না তোমার।'

'তোমার মত সুন্দরীর রক্তে হাত রাঙাতে চাইও না আমি,' আমস্লোপোগাস বলল। 'তার চেয়ে জিকিযা আর মাসিলোর কথা বলো। ওদের উপর এত রাগ কেন তোমার?'

'যা বলেছি তা তো শুনেছই। আবার কেন জানতে চাইছ?'

'পুরো ঘটনা জানতে চাই বলে। নির্ভয়ে সব খুলে বলো আমাকে। দেখি তোমাকে সাহায্য করা যায় কি না।'

'ঘটনা সামান্য,' বলল মেয়েটি। 'আমার নাম যিনিটা। অতো সর্দার জিকিযা আমার সৎ বাবা—আমার মাকে বিয়ে করেছিল সে, কিন্তু তার রক্ত নেই আমার শরীরে। অথচ সেই মিথ্যে অধিকার ফলাচ্ছে পিশাচটা, আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে চাইছে মাসিলো নামে একটা মোটা, বদখত বুড়োর সঙ্গে। কেন? কারণ মাসিলো আমার জন্য অনেকগুলো গরু দেবে তাকে।'

'এমন কেউ কি আছে, যাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল আমস্লোপোগাস।

'না, নেই,' ওর চোখে চোখ রেখে জানাল যিনিটা।

'মাসিলোর হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই?'

'আছে। একটাই উপায়। মৃত্যু। হয় আমার, নয়তো মাসিলোর। সর্দার জিকিযা মরলেও চলে। তোমার নেকড়েদের নিয়ে এসো না, নেকড়েমানব! জিকিযা আর মাসিলোর মাংসে পেট ভরাও ওদের।'

'সেটা সম্ভব নয়,' সংক্ষেপে বলল আমস্লোপোগাস। 'আর

www.BanglaBook.org

কোনও পথ থাকলে বাতলাও।'

একটু ভাবল যিনিটা। তারপর বলল, 'আরেকটা উপায় আছে... খুব কঠিন উপায়।' আমস্লোপোগাসকে যেন যাচাই করে নিল কথাটা বলে। 'আমাদের জাতি কীভাবে শাসিত হয়, জানো? মরণ-কুঠার শ্বাস-সংহারীর মাধ্যমে। ওটা যার হাতে থাকে, সে-ই হয় আমাদের সর্দার। যদি জীবিত অবস্থায় সেই সর্দারকে কেউ হারাতে না পারে, তা হলে সর্দারের ছেলে মালিক হয় কুঠারের, বুঝে নেয় দায়িত্ব। এভাবেই চলছে গত চার পুরুষ ধরে, শ্বাস-সংহারীর মালিককে কেউ হারাতে পারেনি এ-পর্যন্ত। তবে আমি শুনেছি, এদের পূর্বপুরুষ সর্দারী পেয়েছিল সে-আমলের পুরনো সর্দারকে হারিয়ে... তাও আবার প্রতারণার মাধ্যমে।'

'কীভাবে?' কৌতূহলী হয়ে উঠল আমস্লোপোগাস।

'লড়াইয়ের সময় গায়ে আঘাত লেগেছিল তার, ভয়ঙ্কর কোনও আঘাত নয়, তারপরেও চোখমুখ উল্টে মরার ভান করে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সর্দার যখন খুশিতে হাসতে হাসতে উল্টো ঘুরল, লোকটা তখন উঠে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে বর্শা মেরেছিল তাকে। অবশ্য এ-কাহিনি জিকিযাও জানে। তাই কোনও ঝুঁকি নেয় না সে। কাউকে মারলে কুঠারের এক কোপে তার মাথাও আলাদা করে ফেলে।'

'হুম। কত লোক এভাবে মেরেছে সে?'

'অনেক। সর্দারের কুটিরে একান্নটা খুলি সাজিয়ে রাখা আছে। আজকাল অবশ্য কেউ লাগতে যায় না তার সঙ্গে। যার হাতে শ্বাস-সংহারী কুঠার আছে, তাকে হারানো সম্ভব নয় কারও পক্ষে, তাই চেষ্টাও করে না। আর হ্যাঁ, লড়াই করেই জিততে হবে কুঠারটা। চুরি করলে লাভ হবে না, পাওয়া যাবে না সর্দারী।'

'বাহ্, ভাল নিয়ম তো! লড়াই যদি করতে চায় কেউ, তার নিয়ম কী?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্রতি বছর গ্রীষ্মের প্রথম পূর্ণিমায় গাঁয়ের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে সভা ডাকে জিকিয়া। ওখানেই আহ্বান জানায় লড়াইয়ে। কেউ যদি আগ্রহী হয়, তাকে নিয়ে চলে যায় গবাদি পশুর খোঁয়াড়ে। ওখানেই হয় লড়াই। সভাটা অবশ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। যে-কেউ সর্দারকে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করতে পারে।'

'তা হলে তো যেতে হয় ওখানে।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো, নেকড়েমানব। পূর্ণিমার ওই সভার পরেই আমাকে তুলে দেয়া হবে মাসিলোর হাতে। তার আগেই যদি জিকিয়াকে হত্যা করে অন্য কেউ সর্দার হয়ে যায়, থামানো যাবে এই বিয়ে। নতুন সর্দার যা খুশি তাই করতে পারবে আমাকে নিয়ে।'

শেষ কথাটায় কীসের যেন ইঙ্গিত... তবে বুঝতে পারল না আমস্লোপোগাস। মেয়েমানুষ, এবং সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় অনেক কিছুই ওর অজানা। ও শুধু বলল, 'দেখা যাক কী হয়। শুধু এটুকু বলতে পারি, যিনিটা, আমি যদি ওই কুঠার জিততে পারি... যদি শাসনভার পাই কুঠার জাতির, তুমি সারা জীবন আমার ছায়ায় থাকবে।'

'আগে কুঠারটা তো পাও! কাজটা যথেষ্ট কঠিন। আজ পর্যন্ত অনেকেই চেষ্টা করেছে। কেউ সফল হতে পারেনি।'

'সবার সফল হবার কথাও না। সফল হবে স্রেফ একজন। বুকে সাহস রাখো। বিদায়!'

কথা শেষ করেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ল আমস্লোপোগাস, ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। সাঁতার কেটে অপর পাড়ে গিয়ে উঠল, রওনা হলো প্রেত-পর্বতের উদ্দেশে। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল যিনিটা। টের পেল, বুকের ভিতর উথলে উঠছে প্রেম... অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে দুঃসাহসী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েটির প্রতি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, এই প্রেমের পরিণতি কী জানে না। আমস্লোপোগাসের ব্যাপার ভিন্ন, যিনিটার চেয়ে কুঠার নিয়ে বেশি ভাবছে ও। সত্যিকার যোদ্ধাসুলভ মনোভাব—নারীর চেয়ে যুদ্ধকে বেশি ভালবাসে। রক্ত আর অস্ত্রের ঝনঝনানি ওর মনে যে-আলোড়ন তোলে, তা কোনও মেয়েই পারবে না।

পূর্ণিমার পনেরো দিন বাকি। সময়টা ভাবনা-চিন্তা করে কাটাল আমস্লোপোগাস। ইতোমধ্যে গালাজিকে জানিয়েছে ওর ইচ্ছে—জিকিযার সঙ্গে লড়াই করে কুঠারের মালিক হতে চায়। কিন্তু তাতে বিশেষ উৎসাহ দেয়নি গালাজি। বরং পরামর্শ দিয়েছে ব্যাপারটা ভুলে যেতে। কুঠার জাতিকে শাসন করার চেয়ে নেকড়ের পালকে শাসন করা নাকি ভাল। সাবধান করে দিয়েছে যিনিটার ব্যাপারেও, বলেছে ওকে বিশ্বাস না করতে। তবে তাতে বিশেষ কান দেয়নি আমস্লোপোগাস। হালাকাজি গোত্রের ঘটনার পর থেকে নারীবিদ্বেষী হয়ে গেছে গালাজি, তার মানে এই নয় যে পৃথিবীর সব মেয়েই খারাপ।

দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে গেল, এসে গেল পূর্ণিমা। নেকড়ের ছালটা কোমরে পেঁচিয়ে গায়ে সাধারণ পোশাক চড়াল আমস্লোপোগাস। মোষের চামড়া শুকিয়ে তৈরি করা একটা ঢাল নিল সঙ্গে, আর নিল ওর কুঠার—বহুদিন আগে যেটা দিয়ে হত্যা করেছিল শাকার ঘাতক বাহিনীর নেতাকে।

'ওই ঠুনকো অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছ জিকিযার সঙ্গে লড়তে?' তাচ্ছিল্যের সুরে ওকে বলল গালাজি।

'দেখে যা-ই মনে হোক, এই কুঠার আমার কাজ চালিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট,' বলল আমস্লোপোগাস।

দ্রুত খাওয়াদাওয়া সেরে নিল দু'জনে। মুখে যা-ই বলুক, সময় হলে দেখা গেল গালাজিও তৈরি হয়েছে সঙ্গে যাবার জন্য। গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। নেমে এল পাহাড় থেকে। নদীর

www.BanglaBook.org

অগভীর অংশ পেরিয়ে দ্রুত পা চালাল। এগোতে থাকল পুরো জাতির গাঁয়ের দিকে। জায়গামত পৌঁছে নলখাগড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল গালাজি, ও ভিতরে যাবে না। আমস্লোপোগাস এগোল গাঁয়ের ফটকের দিকে। ফটক খোলা, বাৎসরিক সভা উপলক্ষে আরও অনেক মানুষ এসেছে, দলে দলে ঢুকছে গাঁয়ে। তাদের ভিড়ে মিশে গেল আমস্লোপোগাস, গ্রামে প্রবেশ করল থামল জিকিযার কুটিরের সামনে পৌঁছে।

বিশাল আঙিনায় বসেছে সভা। গোল হয়ে বসেছে মান্যগণ্য লোকেরা, আর সর্দারের কুটিরের সামনে, মানুষের খুলি দিয়ে সাজানো দরজার উল্টোদিকে বসে আছে স্বয়ং জিকিযা। কব্জিতে একটা চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে তার বিখ্যাত মরণ কুঠার—শ্বাস-সংহারী। একে একে লোকজন গিয়ে সালাম ঠুকছে সর্দার ও তার কুঠারকে, সেটাকে ডাকছে *ইনকোসিকাস* বা সর্দারনী বলে। আমস্লোপোগাস সালাম দিতে গেল না, বসে পড়ল ভিড়ের মাঝে। চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল যিনিটাকে। বিমর্ষ মুখে বসে আছে মেয়েটা। জিকিযার ডানদিকে বসে আছে এক মোটাসোটা লোক, ক্ষণে ক্ষণে লোভী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে যিনিটার দিকে। এ নিশ্চয়ই মাসিলো, অনুমান করল আমস্লোপোগাস।

খানিক পর মুখ খুলল জিকিযা। জলদগম্ভীর গলায় বলল, 'আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে, আমার সভাসদেরা। ইতোমধ্যেই হয়তো শুনেছ, আমার সৎ মেয়ে যিনিটার জন্য পাত্র হিসেবে মাসিলোকে নির্বাচন করেছি আমি। কিন্তু বিয়ের উপঢৌকন এখনও নির্ধারিত হয়নি। মেয়েটাকে তোমরা সবাই চেনো—আমার নিজের রক্তের না হলেও অপূর্ব সুন্দরী আর তাগড়া যুবতী। ওর মত আর একটাও মেয়ে নেই এ-তল্লাটে। তাই একশো গরু চেয়েছি আমি, কিন্তু মাসিলো পঞ্চাশটার বেশি দিতে রাজি হচ্ছে না। এখন তোমরাই এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মীমাংসা করো।'

'আপনার বক্তব্য শুনলাম, সর্দার,' বলল একজন উপদেষ্টা। 'যথাসময়ে এর মীমাংসাও করা হবে। কিন্তু তার আগে ঐতিহ্য অনুসারে প্রথম কাজটা সেরে ফেলা হোক। সুযোগ দিন, দেখা যাক শ্বাস-সংহারীর মালিকানা এবং গাঁয়ের নেতৃত্ব পাবার জন্য কেউ আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে কি না।'

'এই অপ্রয়োজনীয় রীতিটা কি বাদ দেয়া যায় না?' বিরক্ত গলায় বলল জিকিয়া। 'খামোকা সময় নষ্ট। আজ পর্যন্ত একজনও দাঁড়াতে পারল না আমার সামনে। কল্লা হারিয়ে আমার ঘরের শোভা বাড়িয়েছে। আজকাল তো কেউ সাহসও করে না।'

উপদেষ্টাদের মাথা নাড়তে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। গলা চড়িয়ে বলল, 'আছ কেউ? সুযোগ দিচ্ছি, চাইলে আমার সঙ্গে লড়াই করে শ্বাস-সংহারীর মালিক হতে পারো... হতে পারো গোটা জাতির নতুন সর্দার। যদি কেউ থাকো তো উঠে দাঁড়াও।'

হড়বড় করে কথাগুলো বলে আবার বসে পড়তে যাচ্ছিল জিকিয়া, জানে কাউকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে ভিড়ের মাঝ থেকে উঠে দাঁড়াল একজন। হাতের ঢাল উঁচু করে বলল, 'আমি আছি, সর্দার। আমি লড়ব আপনার সঙ্গে।'

হেসে উঠল জনতা। চোখ ছোট করে জিকিয়া বলল, 'কে তুমি? সামনে এসো। নিজের পরিচয় দাও। লোকে জানুক, অজেয় সর্দারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস কার হয়েছে।'

দৃপ্ত পদক্ষেপে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল আমস্লোপোগাস। রুক্ষ হয়ে উঠেছে ওর চেহারা, ভয়-ডরের চিহ্ন নেই। ওর হাবভাব দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেল জনতার।

একেবারে জিকিয়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস। উদ্ধত গলায় বলল, 'আমার পরিচয় জেনে কী হবে, সর্দার? আমার হাতে তোমার মরণ লেখা আছে, এটুকু জানাই কি যথেষ্ট

www.BanglaBook.org

নয়? একটু পরেই কুঠার জাতির সর্দার বলে আমাকে জানবে সবাই, জানবে শ্বাস-সংহারীর নতুন মালিক হিসেবে। তোমার ওই আসনে বসে মাসিলোর সঙ্গে যিনিটার বিয়ের মীমাংসা করব আমি—ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে চলো লড়াই করি।'

হতভম্ব হয়ে গেল জিকিযা। পরক্ষণে রাগে চিড়বিড় করে উঠল। 'বেয়াদব ছোকরা! এত বড় সাহস তোর... আমার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলিস! এক্ষুণি চল্ গরুর খোঁয়াড়ে। কুঠারের এক কোপে যদি তোর কল্লা না নামিয়েছি তো আমার নাম জিকিযা নয়। তোর কাটামুণ্ডু হাতে নিয়ে যিনিটার হিল্লে করব আমি। চল্!'

'ফালতু কথা না বলে বিদায় নাও সবার কাছ থেকে,' হাসিমুখে বলল আমস্লোপোগাস। 'পরে আর সুযোগ পাবে না। শেষবারের মত তোমাকে কথা বলতে শুনছে এরা।'

রাগে লাল হয়ে গেছে জিকিযার চেহারা। মুখে ফেনা ভাঙবে যেন। অগ্নিদৃষ্টি হানল উদ্ধত যুবকের দিকে। তারপর গটমট করে হাঁটতে শুরু করল নিচু বেড়া দিয়ে ঘেরা গরুর খোঁয়াড়ের উদ্দেশে, লড়াইয়ের জন্য জায়গাটা আগে থেকেই খালি করে রাখা হয়েছে। হাসিমুখে তার পিছু নিল আমস্লোপোগাস। ওরা চলে যেতেই গুঞ্জনে মুখর হলো জনতা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল খোঁয়াড়ের চারপাশে—লড়াই দেখবে।

কৌতূহল তুঙ্গে উঠেছে গালাজির। নলখাগড়ার জঙ্গলে আর লুকিয়ে থাকতে পারল না। কাপড়ে মুখ ঢেকে ও-ও ঢুকে পড়ল গ্রামে। মিশে গেল দর্শকের ভিড়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সতেরো

[illegible] জাতির নয়া সর্দার

গরুর খোঁয়াড়ের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে মুখোমুখি হলো জিকিয়া আর আমস্লোপোগাস। প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সর্দার। আনাড়ি ছোকরা। বিশাল এক ঢাল আর ছোট্ট এক কুঠার নিয়ে লড়তে এসেছে। হওয়া উচিত ছিল উল্টো, ঠিক তার মত... ছোট্ট একটা ঢাল আর প্রমাণ আকৃতির কুঠার। দৈহিক দিক থেকেও এগিয়ে আছে সে, আমস্লোপোগাসের তুলনায় দ্বিগুণ আকার তার, গায়ে শক্তিও ধরে অনেক বেশি। কুঠারের দরকার নেই, খালি হাতেই গলা টিপে মারতে পারবে ওই অবাধ্য যুবককে।

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরকে ঠাণ্ডা চোখে যাচাই করল দুই যোদ্ধা। তারপর কোনও এক অদৃশ্য ইশারায় শুরু হয়ে গেল লড়াই। আমস্লোপোগাসকে কোনও সুযোগ দিতে রাজি নয় জিকিয়া, সবেগে ছুটে গেল কুঠার উঁচু করে, সম্ভব হলে প্রথম কোপেই লড়াই খতম করে দিতে চায়। তাকে কাছে পৌঁছুতে দিল আমস্লোপোগাস, শেষ মুহূর্তে এক লাফে সরে গেল সামনে থেকে। পাশ দিয়ে যাবার সময় সর্দারের মাথার পিছনে নিজের কুঠারের ভোঁতা দিক দিয়ে আলতো টোকা দিল।

আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ত জিকিয়া। কোনোমতে তাল সামলে উল্টো ঘুরতেই হাসতে দেখল প্রতিপক্ষকে। খোঁয়াড়ের

www.BanglaBook.org

চারপাশে জমায়েত দর্শকরাও হাসছে হো হো করে। সর্দারের মাথায় টোকা দেবার দৃশ্যটায় মজা পেয়েছে সবাই। চাইলে তার ঘাড়ে কোপও মারতে পারত আমস্লোপোগাস, কেন মারেনি কে জানে। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল জিকিযার—এ স্রেফ অপমান। কোথাকার কোন্ ছোকরা এসে টোকা দিয়ে গেছে তার মাথায়!

'তবে রে!' ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে আবারও ধেয়ে এল সে।

এবার আর পুরনো কৌশলের দিকে গেল না আমস্লোপোগাস, উল্টো ঘুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল। জোরে হেসে উঠল জনতা, এবার ওকে লক্ষ্য করে হাসছে। ভাবছে সাহস হারিয়েছে ছোকরা, পালাতে চাইছে লড়াইয়ের ময়দান থেকে। খুশি হয়ে উঠল জিকিযা, পাওয়া গেছে শয়তানটাকে বাগে। এবার দেখাবে ওকে মজা। কিন্তু আমস্লোপোগাসের আসল মতলব টের পেলে খুশিটা উবে যেত তার।

খোঁয়াড়ের ভিতর সর্দারকে কয়েকটা চক্কর দেয়ালো আমস্লোপোগাস, বলতে গেলে নাচিয়ে ছাড়ল। বার বার সুযোগ দিল কাছে আসার, কোপ দিতে গেলেই গতি বাড়িয়ে সরে গেল নাগাল থেকে। হাল ছাড়তে দিল না তাকে। কিছুক্ষণ পর হাঁপ ধরিয়ে দিয়ে শেষ কৌশলটা খাটাল। আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মাটিতে, গড়ান দিয়ে সরে গিয়ে বাড়িয়ে ধরল ঢালটা। এড়াবার সুযোগ পেল না জিকিযা, পা বেধে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ঠুকে গেল নাকমুখ। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল আমস্লোপোগাসের দেহে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল, ছুটে এসে এক কোপে কেটে ফেলল সর্দারের বাহুতে বাঁধা ফিতা, নিজের কুঠার ফেলে তুলে নিল শ্বাস-সংহারীকে।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো জিকিযা, এখনও টের পায়নি কী সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু আমস্লোপোগাসের উপর চোখ

www.BanglaBook.org

শক্তেই স্থির হয়ে গেল। দু'হাতে তার মরণ-কুঠার উঁচু করে ধরেছে অচেনা যুবক। মুখে বিজয়ীর হাসি। ওকে দেখিয়ে চুমো খেলো ধারালো নীলচে ফলায়, বলল, 'তুমি এখন থেকে আমার, পর্দারনী। আজ থেকে আমরা অবিচ্ছেদ্য, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তুমি থাকবে আমার সঙ্গে।'

হৈ হৈ করে উঠল দর্শকরা। সাবাস জানাচ্ছে আমস্লোপোগাসকে। দুর্দান্ত কৌশলে তাদের সর্দারকে পরাস্ত করেছে ও।

জিকিয়ার দিকে ফিরল আমস্লোপোগাস। বলল, 'কী হলো? কিছু বলছ না যে? পারলে এসো, আলাদা করো আমার কন্যা। পর্দারনী নেই তো কী হয়েছে, আমার কুঠারটা তো আছে। তোলো ওটা। ওটা নিয়েই তো জিতলাম। মুরোদ থাকে তো এবার ওই কুঠার নিয়ে লড়ো আমার সঙ্গে।'

রাগে আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল জিকিয়ার মুখ। কুৎসিত একটা গাল দিয়ে বসল, ছোঁ মেরে তুলে নিল ছোট কুঠারটা, ছুঁড়ে মারল আমস্লোপোগাসের দিকে। ঝট করে সরে গিয়ে আঘাত এড়াল আমস্লোপোগাস।

'ব্যস, এ-ই?'

সাহস হারাল জিকিয়া। উঠে ছুট লাগাল খোঁয়াড়ের দরজার দিকে। একটুও নড়ল না আমস্লোপোগাস, হাসিমুখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সবাই ভাবল, বুঝি পালাতে দিচ্ছে সর্দারকে। কিন্তু জিকিয়া দরজার কাছে চলে যেতেই নড়ে উঠল ও। ছুট লাগাল ওদিকে। পাশ দিয়ে কী যেন চলে গেল জিকিয়ার, সামনে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠল। দরজার আগলে দাঁড়িয়ে আছে আমস্লোপোগাস!

থমকে দাঁড়াল জিকিয়া, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল ডানে-বাঁয়ে, পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু তাকে আর সে-সুযোগ দিল না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাস, এগিয়ে এসে সর্বশক্তিতে কুঠারের কোপ মারল। ঘ্যাঁচ করে জিকিযার বুকে ঢুকে গেল ফলা। টান দিয়ে কুঠার সরিয়ে নিতেই গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। কাটা কলাগাছের মত ধড়াম করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল তার পাহাড়প্রমাণ দেহ। প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

চারপাশ থেকে শুরু হলো চিৎকার, চেঁচামেচি আর হৈচৈ। অজেয় জিকিযা মারা গেছে—এ অবিশ্বাস্য। কেউ উচ্চস্বরে প্রশংসা করছে আমস্লোপোগাসের, আবার কেউ বা ক্ষিপ্ত ওর কৌশলে। দশ ছেলে রয়েছে জিকিযার ঘরে, তারা ঢুকে পড়ল খোঁয়াড়ের ভিতরে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় হামলা চালাতে গেল আমস্লোপোগাসের উপরে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল আমস্লোপোগাস। 'এ কেমনতরো আচরণ! ন্যায্য লড়াইয়ে সর্দারকে হারিয়েছি আমি, তোমাদের নিয়ম অনুসারে গ্রামের নেতৃত্ব আর এই কুঠার এখন আমার। তা হলে কেন আক্রমণ করতে চাইছ আমাকে? উপদেষ্টাগণ, আপনারা কিছু বলুন!'

'হ্যাঁ, এখন তুমি আমাদের সর্দার, অচেনা যুবক,' বেড়ার ওপাশ থেকে বলল এক উপদেষ্টা। 'কিন্তু রীতি অনুসারে সর্দারকে যে কেউ দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাতে পারে, আর সেই আহ্বান গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য। এরা যদি লড়াই করতে চায়, তাতে বাধা দেবার উপায় নেই।'

'তাই বলে দশজন? একজনের বিরুদ্ধে?'

'ওটা অবশ্য অন্যায়। বেশ, একজন করেই নাহয় লড়ো।'

'একে একে দশজনের সঙ্গে লড়তে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে,' বিরক্ত গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'তার চেয়ে একটা প্রস্তাব দিই। একসঙ্গেই হামলা করতে পারো তোমরা, যদি আমার সঙ্গে আরেকজন সহযোদ্ধা নিতে দাও। দুইয়ের বিরুদ্ধে দশ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা দলে ভারীই থেকে যাচ্ছ। কী বলো? রাজি আছ?'

'আমি কোনও সমস্যা দেখি না,' বলল জিকিযার এক ছেলে। বাকিরাও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল তাকে।

'বেশ, তবে তা-ই হোক,' ভিড়ের দিকে ফিরল আমস্লোপোগাস। দৌড়ানোর সময়ই দেখেছে গালাজিকে, কিন্তু তাকে সরাসরি ডাকতে চাইছে না। লোকে সন্দেহ করতে পারে। তাই বলল, 'সবাই সার বেঁধে দাঁড়াও। আমি পছন্দসই একজনকে বেছে নেব।'

ঝটপট তৈরি হয়ে গেল সারি। একপাশ থেকে দেখতে দেখতে গালাজির সামনে এসে থামল আমস্লোপোগাস। 'বাহ্, গদা হাতে বেশ যোগ্য লোক বলে মনে হচ্ছে তোমাকে। কী নাম তোমার?'

'আমাকে নেকড়ে বলে ডাকতে পারো,' নির্বিকার গলায় বলল গালাজি।

'তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার। এখানে এসে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে লড়তে রাজি আছ? আগেই সাবধান করে দিই, দশজনের বিপক্ষে লড়তে হবে আমাদের দুজনকে। কাজটা সহজ নয়। কিন্তু জেনে রাখো, যদি জিততে পারি, তা হলে এই গাঁয়ে আমার পরেই স্থান হবে তোমার।'

'গ্রামের চেয়ে বন-জঙ্গল আর পাহাড় বেশি পছন্দ আমার, কুঠারধারী,' বলল গালাজি। 'তবে তোমার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে, তাই লড়ব তোমার সঙ্গী হয়ে। আর কিছু না হোক, লড়াইয়ের আনন্দ তো পাব।'

উল্লাসধ্বনির মাধ্যমে ওকে সমর্থন জানাল জনতা। খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দেয়া হলো। ভিতরে ঢুকল গালাজি। গদা নিয়ে দাঁড়াল বন্ধুর পাশে।

'অবশেষে জলপ্রহরী আর শ্বাস-সংহারী এক হয়েছে, ভাই,' নিচু গলায় তাকে বলল আমস্লোপোগাস। 'এবার দেখা যাবে, সত্যিই

www.BanglaBook.org

এ-দুটোর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে কি না।'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' গালাজি বলল, 'যুদ্ধের দিকে মনোযোগ দাও। ফলাফল কী হবে না হবে, সেটা পরে দেখা যাবে।'

এক জোট হয়ে আলোচনা করে নিল জিকিযার দশ ছেলে। এরপর দু'ভাগ হয়ে গেল ওরা—পাঁচজন আমস্লোপোগাসের উপর হামলা করবে, বাকি পাঁচজন গালাজির উপরে। জানিয়ে দিল, ওরা তৈরি।

'পাগলামি... স্রেফ পাগলামি করছে ও,' আমস্লোপোগাসকে ইশারা করে বলল এক গ্রামবাসী। 'দশের বিরুদ্ধে দু'জন কখনও পারে? মরবে নির্ঘাত।'

'কিন্তু ওর হাতে শ্বাস-সংহারী রয়েছে, সেটা ভুলে যেয়ো না,' বলল পাশেরজন। 'গদাটাও যেন চিনতে পারছি। যদি ভুল করে না থাকি, ওটা জলপ্রহরী! ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তা-ই যদি হয়, আমি তো বলব বিপদে আসলে রয়েছে সর্দারের ছেলেরা!'

'দেখাই যাক।'

ইতোমধ্যে ঠিক করা হয়েছে, বাইরে থেকে একজন উপদেষ্টা বর্শা ছুঁড়বে খোঁয়াড়ের ভিতরে। ওটাই সঙ্কেত—বর্শা মাটিতে গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে লড়াই। কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে গেল, উপদেষ্টা লোকটা বুড়ো, হাতে জোর নেই। খোঁয়াড়ের ভিতরে বর্শা ছুঁড়ল ঠিকই, তবে সেটা মাঝখানে না পড়ে চলে গেল জিকিযার ছেলেদের দিকে। পাগলের মত বর্শার সামনে থেকে সরে যেতে হলো ওদেরকে, হতে হলো ছত্রভঙ্গ। আর তখুনি হামলা চালাল আমস্লোপোগাস আর গালাজি।

বেসামাল দশ প্রতিপক্ষের কিছু করার রইল না। কুঠারের প্রথম কোপ আর গদার প্রথম আঘাতে লুটিয়ে পড়ল দু'জন। সেই ধাক্কা সামলানোর আগেই আবারও অস্ত্র চালাল দুই নেকড়ে-ভ্রাতা।

www.BanglaBook.org

আরও দু'জন অক্কা পেল। হতভম্ব হয়ে গেল জিকিয়ার ছেলেরা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চার ভাইকে হারিয়েছে, বাকি রয়েছে ছ'জন।

এক মুহূর্তের বিরতি পড়ল, তারপরেই হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছ'ভাই। তবে হুড়োহুড়ির মধ্যে একজন এগিয়ে গেল, তাকে একা পেয়ে গেল আমস্লোপোগাস। বর্শা ছুঁড়েছে লোকটা, একটু পাশ ফিরে যাওয়ায় ফলার আঁচড় লাগল কেবল চামড়ায়, পরক্ষণে কুঠার চালাল ও। ধারালো দিকটা নয়, চালাল ভোঁতা দিকটা। হাতুড়ির মত বাড়ি পড়ল হতভাগ্য লোকটার মাথায়, নারকেল ভাঙার মত আওয়াজ করে ফেটে গেল খুলি। সঙ্গে সঙ্গে পটল তুলল সে।

'আজব তো!' গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। 'দেখেছ কীভাবে কুঠার ব্যবহার করছে? বাপের জন্মে এমন কুঠার চালানো দেখিনি। কোপ মারছে না, মারছে টোকা... কাঠঠোকরার মত! আমাদের নতুন সর্দার আসলে একটা কাঠঠোকরা।'

'শুধু কাঠঠোকরা না, কসাইও বটে,' বলল আরেকজন। 'দেখছ না কীভাবে কসাইয়ের মত একটার পর একটাকে ফেলছে?'

ব্যস, ওখান থেকেই নাম হয়ে গেল আমস্লোপোগাসের—কাঠঠোকরা আর কসাই।

যা হোক, ওদিকে লড়াই চলছে পূর্ণোদ্যমে। গালাজিকে লক্ষ্য করে বর্শা চালাল একজন, কিন্তু পাক খেয়ে সেটাকে এড়াল সে। গদা চালাল লোকটার উপরে। ঢাল তুলে ঠেকাবার চেষ্টা করল জিকিয়ার ছেলে, কিন্তু জলপ্রহরীর ভীষণ আঘাতে দু'টুকরো হয়ে গেল ওটা। গদা গিয়ে আঘাত হানল বুকে। মড়মড় করে ভাঙল বেচারার পাঁজরের হাড়। তালগোল পাকিয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে।

বাকি রইল চারজন। ছয় ভাইয়ের পরিণতি দেখে সতর্ক হয়ে

www.BanglaBook.org

গেছে ওরা। কাছে এল না আর, একটু দূরে থেকে চক্কর দিতে থাকল আমস্লোপোগাস আর গালাজিকে ঘিরে। একজন বর্শা ছুঁড়ল, কুঠারের আঘাতে শূন্যেই ওটাকে দু'টুকরো করে ফেলল আমস্লোপোগাস, হুঙ্কার ছাড়ল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে। উল্টো ঘুরে দৌড় লাগাল জিকিয়ার সেই ছেলে। হাত খালি হয়ে গেছে, এ-অবস্থায় সাক্ষাৎ দুই মৃত্যুদূতের সঙ্গে লড়বার খায়েশ নেই আর। ভাইকে পালাতে দেখে বাকি তিনজনেরও সাহস উবে গেল। তারাও অনুসরণ করল তাকে। গর্জন করে ওদেরকে খোঁয়াড়ের দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে গেল আমস্লোপোগাস আর গালাজি। ওরা বেরিয়ে গেলে ভেঙে পড়ল হাসিতে।

'দেখেছ অবস্থা?' বলল আমস্লোপোগাস। 'এই সাহস নিয়ে এসেছিল আমাদের সঙ্গে লড়তে। জিকিয়ার ভীরু ছেলেরা, পালা এবার। তোদের প্রাণভিক্ষা দিলাম আমি। আজ থেকে আমার কুটিরে ঝাঁট দিবি তোরা, মাঠে গিয়ে ফসল তুলবি দাসী-বাঁদীদের সঙ্গে। এটাই তোদের সাজা।' উপদেষ্টাদের দিকে ফিরল এরপর। 'লড়াই তো শেষ, চলুন এবার। মাসিলো আর যিনিটার ব্যাপারটা মিটমাট করি।'

আঙিনায় ফিরে গেল সবাই। জিকিয়ার শূন্য আসনে বসল আমস্লোপোগাস। একটা ভেজা কাপড় এনে ওর হাতমুখ আর ক্ষত পরিষ্কার করে দিল যিনিটা। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে গালাজির দিকে ইশারা করল আমস্লোপোগাস, তারও পরিচর্যা দরকার।

মাথা নাড়ল গালাজি। 'দরকার নেই। কোনও মেয়ের স্পর্শ চাই না আমি।'

'বেশ, তোমার যা মর্জি,' বলে মাসিলোর দিকে ফিরল আমস্লোপোগাস। 'তুমিই মাসিলো?'

'জী, সর্দার,' গদগদ ভঙ্গিতে বলল মাসিলো।

পাশে দাঁড়ানো যিনিটার দিকে ইশারা করল আমস্লোপোগাস।

www.BanglaBook.org

'একে বিয়ে করতে চাও?'

'জী, সবকিছুই ঠিকঠাক। আপনি শুধু বিয়ের ভেট কত দিতে হবে, সেটা বলে দিলেই...'

'শোন্, মোটা শুয়োর,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আমস্লোপোগাস, সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। 'আমি জানি, এই বিয়েতে মত নেই মেয়েটার। তুই জোর করে বিয়ে করতে চাইছিস ওকে। আমি বেঁচে থাকতে সেটা কোনোদিন হবে না। ভুলে যা এই মেয়ের কথা, কারণ আমিই ওকে বিয়ে করছি। ভেটের কথা বলছিলি না? বেশ, তোর গোয়াল থেকে একশো গরু উপহার দিবি আমাকে। ঠিক আছে? তারপর বেরিয়ে যাবি এই গ্রাম থেকে। আর কোনোদিন যদি তোর চেহারা দেখি, মনে রাখিস, ধড় থেকে কেটে ফেলব মাথা। এখন ভাগ্!'

আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে গেল মাসিলোর চেহারা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পড়িমরি করে ছুটে পালাল ওখান থেকে। খানিক পরে সর্দারের প্রতিনিধির হাতে একশো গরু তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

ঝলমল করছে যিনিটার মুখ। মাসিলোর হাত থেকে রেহাই পাবার আনন্দই শুধু নয়, আমস্লোপোগাস ওকে বিয়ে করতে চলেছে... এ তো স্বপ্নেরও অতীত! হাঁটু গেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল নতুন সর্দারকে।

'তুমি খুশি?' জানতে চাইল আমস্লোপোগাস।

'হ্যাঁ, সর্দার,' বলল যিনিটা। 'তবে আরও খুশি হতাম মাসিলো নামের শুয়োরটাকে নিজ হাতে খুন করতে পারলে।'

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে তাকাল গালাজি। এ দেখি সাংঘাতিক মেয়ে। আমস্লোপোগাস ওকে বিয়ে করতে চাইছে—ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না তার। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই মেয়ের কারণে অনিষ্ট হবে ওর ভাইয়ের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রামবাসী এগিয়ে এসেছে সারি বেঁধে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে মেনে নিল আমস্লোপোগাসের প্রভুত্ব, আনুষ্ঠানিকভাবে ওকে ঘোষণা করল কুঠার জাতির নতুন সর্দার হিসেবে। ছোটখাট কোনও ব্যাপার নয়, কারণ এই কুঠার জাতি অনেক বড়; তাদের এলাকা এবং সম্পদও অঢেল।

বিশাল এই জাতির সর্দার হিসেবে দিনে দিনে ক্ষমতাবান হয়ে উঠল আমস্লোপোগাস, হয়ে উঠল অগাধ ধনসম্পদ আর গবাদি পশুর মালিক। ওর ঘরে ঠাঁই পেল একের পর এক সুন্দরী স্ত্রী। বলতে গেলে বিনা বাধায় সত্যিকার এক প্রভাবশালী শাসকে পরিণত হলো ও। মাঝে মাঝে বাৎসরিক সভায় কেউ কেউ যে ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত না, তা নয়। তবে তাদের কেউই কোনোদিন হারাতে পারেনি ওকে। মরণ কুঠার শ্বাস-সংহারী হাতে আমস্লোপোগাস ছিল অজেয় এক বীর... কুঠার জাতির ভাষায় কাঠঠোকরা ও কসাই।

কুঠার জাতিতে গালাজিও যথেষ্ট প্রভাবশালী ও ধনী হলো আমস্লোপোগাসের দয়ায়, তবে সে বেশিরভাগ সময় ওদের সঙ্গে থাকত না। অল্পবয়সের সেই নেশা কখনোই কাটেনি ওর, প্রায়ই চলে যেত প্রেত-পর্বতে, রাতের আঁধারে নেকড়ে পালের সঙ্গে শিকার করে বেড়াত ছোট-বড় নানা আকারের জানোয়ার।

আমস্লোপোগাস অবশ্য আর কখনও ফিরে যায়নি প্রেত-পর্বতে। কুঠার জাতির গ্রাম হলো ওর নতুন ঠিকানা। রাতের সময়টা শিকারের পিছনে নয়, কাটাতে শুরু করল যিনিটার আলিঙ্গনে। ওকে পাগলের মত ভালবাসত মেয়েটা।

নতুন এক জীবনের সূচনা ছিল সেটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আঠারো

শোকার অভিশাপ

থামস্লোপোগাসের কথা অনেক হলো, এবার আমি আবার নিজের কাহিনি বলব, বাবা। শোনাব ল্যাঙ্গেনি গোত্রের পরিণতির ঘটনা। তার আগে রাজার অনুগ্রহ ফিরে পাবার পর কী ঘটল, তা বলি।

শাকার নির্দেশে নিজের ভস্ম হওয়া বাড়ির কাছে ফিরে গেলাম আমি, সেখান থেকে খুঁজে বের করলাম রাজমাতা উনাণ্ডির পোড়া হাড়গোড়। সব পাওয়া গেল না, আশপাশ থেকে আমার বউ-ছেলেমেয়ের হাড়গোড় কুড়িয়ে পুরো করলাম সংখ্যা। বড় একটা গর্ত খোঁড়া হলো, তার মাঝে কবর দেয়া হলো রাজমাতাকে। তবে একা নয়, তার একান্ত বারোজন দাসীকেও জ্যান্ত কবর দেয়া হলো হাড়গুলোর সঙ্গে, যাতে পরপারে গিয়ে দাসী-বাঁদীর অভাব না হয় রাজমাতার। দাফনের সময় যারা উপস্থিত ছিল, তাদের উপর হুকুম জারি করল শাকা—পরের এক বছর কবরের চারপাশে ঘরবাড়ি তুলে বাস করতে হবে তাদেরকে। সেইসঙ্গে হুকুম দিল—সে-বছর কোনও ফসলের বীজ রোপন করবে না গ্রামের লোকজন; গরু যত দুধ দেবে, সব এনে ছিটাতে হবে কবরের উপর; পুরো বছর সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না কোনও নারী, যদি দেয় তো বাচ্চার পাশাপাশি মা-বাপকেও মরতে হবে। এভাবেই পালন করা হবে শোক।

www.BanglaBook.org

পরের কিছুদিন মোটামুটি ঘটনাবিহীনভাবে কাটল। মনম হয়ে থাকল শাকা, কাঁদল যখন-তখন। রাজা কাঁদলে বাকির আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কাঁদলাম আমরাও—ক কান্না। কিছুদিনের মধ্যে অভ্যেসও হয়ে গেল, চাইলেই বা করে কেঁদে ফেলতে পারি। সে এক অদ্ভুত দক্ষতা... মেয়েমা পারবে না আমাদের সঙ্গে। এরই মাঝে এক আমস্লোপোগাসের খোঁজে ঘাতকবাহিনী পাঠাল শাকা, সিং মুখে ওর মৃত্যুর কথাটা কেন যেন বিশ্বাস করতে পারেনি সেই বাহিনীর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা ইতোমধ্যে আমি বলে বাবা... আর কোনোদিন ওরা ফিরে আসেনি। ব্যাপারটা নি শাকাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি, বরং কথা প্রসঙ্গে একদিন তাকে হাসতে দেখলাম—বলল, সিংহটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী আমস্লোপোগাসের মত তার সৈন্যদেরকেও খেয়ে ফেলেছে।

যা হোক, এরপর এল নতুন চাঁদের ভয়াল রাত। রাজকুটিরে গেলাম আমি, আমাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের জন্য কাঁদতে শু করল শাকা। কাঁদলাম আমিও, হারানো স্ত্রী-সন্তানদের কথা ভেবে। রাতভর পুরো রাজ্যের আনাচ-কানাচ থেকে আসতে থাকল বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা। শত-সহস্র লোকের ভিড় উপচে পড়ল আমাদের গ্রামে। পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল তাদের কান্নায়—রাজাকে খুশি করবার জন্য সবাই কেঁদে চলেছে একযোগে।

সারারাত কান্নাকাটি চলল। থামল না ভোরের আলো ফোটার পরেও। ধীরে ধীরে মাথার উপরে উঠে এল সূর্য, ছড়াল তীব্র উত্তাপ। অবশেষে যেন চৈতন্যোদয় হলো শাকার। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছল। বলল, 'সময় হয়েছে। চলো, বাইরে যাই।'

একসঙ্গে রাজকুটির থেকে বেরিয়ে এলাম দু'জনে। যা দেখলাম তাতে পিলে চমকে ওঠার দশা। যেদিকে তাকাই শুধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ আর মানুষ, গাঁয়ের কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। প্রখর রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সবাই, খাবার আর পানির অভাবে কুকুরের মত বের করে রেখেছে জিভ। অস্বস্তি জাগানো এক দৃশ্য। রাজাকে দেখামাত্র অবশ্য ক্লান্তি কেটে গেল সবার। কান্না থামিয়ে সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল।

'মোপো,' আমাকে বলল শাকা, 'এবার আমরা খুঁজে বের করব, কারা আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, আর কাদের হৃদয় খাঁটি।'

ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম দু'জনে। থামলাম পরিচিত এক সর্দারের সামনে গিয়ে। তার নাম যোয়াম্বানা, আমাবোভু গোত্রের সর্দার। সঙ্গে রয়েছে তার বউ আর অনুসারীরা। গরম আর তৃষ্ণায় হাঁপাচ্ছে বেচারা, কাঁদতে পারছে না। স্থির চোখে তাকে যাচাই করল শাকা।

'এই কুকুরটাকে দেখো, মোপো,' রাগী গলায় বলল সে। 'আমার মায়ের জন্য এক ফোঁটা পানি নেই এর চোখে! পাষাণ কোথাকার! অ্যাই, কে আছিস? দলবলসহ নিয়ে যা একে। খতম করে দে।'

প্রতিবাদের চেষ্টা করল যোয়াম্বানা, কিন্তু লাভ হলো না। রাজার সৈনিকরা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাকে ও তার সঙ্গীদের। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলল। আরেকজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, এ-ও কাঁদছিল না, রাজাকে দেখেই তাড়াতাড়ি মুখ ঢেকে কান্নার ভান করল। কিন্তু লাভ হলো না অভিনয়ে, শাকা চেঁচিয়ে উঠল, 'জাদুকর! হৃদয়হীন জাদুকর তুই। নিয়ে যা একে!'

তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলল সৈন্যরা।

এ কেবল শুরু, খানিক পরেই পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছুল শাকার কর্মকাণ্ড। মাথায় যেন খুন ভর করেছে ওর... ভর করেছে শয়তানি। যাকে-তাকে চিহ্নিত করছে ভিড়ের মাঝ থেকে, দিচ্ছে

www.BanglaBook.org

মৃত্যুদণ্ড। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল মৃতের সংখ্যা। তাই বলে থামল না সে, ক্লান্ত বোধ করলেই রাজকুটিরে ফিরে যাচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে আসছে নতুন উদ্যমে। খুনোখুনি করতে করতে এক পর্যায়ে ঘাতকরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল, ভুলে গেল কাঁদতে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দিল শাকা।

ধীরে ধীরে রাজার উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল সমবেত জনতার মাঝে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে ওরা, আর কত? দেখা গেল মারামারি বেধে গেছে তাদের মধ্যে। যারই শত্রু আছে, সে-ই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার উপর। খুন করে ফেলছে। তা ছাড়া শাকা তো মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেই। চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল পুরো গাঁয়ে। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, বাবা, সেদিন সাত হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল আমাদের গ্রামে... সম্পূর্ণ অকারণে। মৃত্যুর এই মিছিল দেখে বিন্দুমাত্র করুণা হয়নি শাকার হৃদয়ে, সে কেবল বাড়িয়ে গেছে নিহতের সংখ্যা। তবে পরে বুঝেছি, ব্যাপারটা স্রেফ ক্ষণিকের ঝোঁক ছিল না তার জন্য। বেছে বেছে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছিল সে—এমন সব লোককে, যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা তার রাজত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। বালেকা এ-বিষয়ে আগেই সতর্ক করেছিল আমাকে।

একসময় সন্ধ্যা নামল, ইতি ঘটল ভয়াল সেই দিনটার। রক্তলাল সূর্য ডুবল পশ্চিমে। আকাশ যেমন রক্তের মত লাল, নীচের মাটিও তা-ই। খুনোখুনিতে বিরতি পড়ল, তবে রাত নেমেছে বলে নয়; আসলে খুনোখুনি করবার মত শক্তিই অবশিষ্ট নেই কারও শরীরে। ক্লান্ত শরীরে মাটিতে শুয়ে পড়ল জনতা, জীবিত আর নিহতরা পড়ে রইল পাশাপাশি। এক দেখাতেই বুঝলাম, এদেরকে যদি খাওয়া-দাওয়া করতে দেয়া না হয়, আগামীকাল আর কাউকেই জ্যান্ত পাওয়া যাবে না। তাই আর্জি নিয়ে গেলাম রাজার কাছে... মানবতার টানে।

www.BanglaBook.org

'অনবদ্য এক শোক-অনুষ্ঠান হলো, মহানুভব,' বললাম আমি। 'হৃদয়বান মানুষেরা মনে রাখবে চিরকাল, আর জাদুকরেরা মুছে ফেলতে চাইবে তাদের স্মৃতি থেকে। আমার দুঃখকষ্ট সব মুছে গেছে, মালিক। আশা করছি আপনারটাও?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শাকা। 'এ তো কেবল শুরু! আজ বেশ জমজমাট ছিল অনুষ্ঠান, স্বীকার করি, তবে আশা করি আগামীকাল এর চেয়েও শোকাবহ হবে।'

'আগামীকাল শোক পালনের জন্য কাউকে আর খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না।'

'কী বকছ আবোল-তাবোল! ক'জনই বা মরেছে! আমার পুরো রাজ্যের লোকসংখ্যার তুলনায় এ বড়ই নগণ্য।'

'বাইরে তাকিয়ে দেখুন, রাজাধিরাজ। যারা মরেছে তো মরেছে... বাকিরাও মরতে বসেছে। গতকাল থেকে কোনও খাবার বা পানি জোটেনি ওদের ভাগ্যে। এ-অবস্থা চলতে থাকলে আগামীকাল ভোরের আলো ফুটবার আগেই অক্কা পাবে বেশিরভাগ মানুষ।'

এতক্ষণে যেন বোধোদয় হলো শাকার। বুঝল, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এত মানুষের মৃত্যু সহজভাবে নেবে না কেউ। তা ছাড়া প্রজারা মরে গেলে কাকে শাসন করবে সে?

একটু ভেবে সে বলল, 'বড় কঠিন একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দিলে আমাকে তুমি, মোপো। একাকী আমরা দু'জন শুধু চোখের পানি ফেলব, আর বাকিরা আনন্দ করে বেড়াবে, তা-ই কি হয়? যে-ক'জনের রক্ত ঝরিয়েছি, তাতে শান্তি পাবে না আমার স্বর্গবাসিনী মায়ের আত্মা। তারপরেও... মনটা আমার বড়ই নরম... তাই ব্যাপারটা আর আগে বাড়াতে চাই না। মায়ের অতৃপ্ত আত্মা আমাকে শাস্তি দেয় দিক, তাও শোক-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোষণা করছি আমি। যাও, সবাইকে খাওয়া-দাওয়া করতে বলো। গায়ে শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে যাক যে-যার গ্রামে।'

'রাজা বড় দয়াময়,' স্তুতি গেয়ে বেরিয়ে এলাম রাজকুটির থেকে। সবাইকে জানালাম রাজার সিদ্ধান্ত। দুর্বল কণ্ঠে রাজাকে ধন্যবাদ জানাল জনতা। তারপর ছুটে গেল ঝর্ণার দিকে। পানি খাবে।

ঘরে ফিরে এসে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু এক হলো না দু'চোখের পাতা। জানি, শাকার রক্ততৃষ্ণা এখনও মেটেনি।

সকাল নাগাদ খালি হয়ে গেল গ্রাম। দূর থেকে আসা এত লোকজন ফিরে গেছে রাজার অনুমতি নিয়ে। কিছু রয়ে গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশগুলো সরিয়ে নেবার জন্য। সৈন্যদল বানিয়ে অনেককে পাঠানো হয়েছে দূর-দূরান্তে—শোক অনুষ্ঠানে যারা যোগ দেয়নি, তাদেরকে খতম করে দিয়ে আসবে। দুপুর হতেই আমাকে ডেকে পাঠাল শাকা, জানাল হাঁটতে বেরুবে। ইন্দুনা আর ভৃত্যের দল রইল আমাদের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ নীরবে হাঁটলাম আমরা। হঠাৎ রাজা জানতে চাইল, 'তোমার ল্যাঞ্জেনি গোত্রের খবর কী, মোপো? ওরা কি এসেছিল আমাদের শোক-অনুষ্ঠানে? দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

জানা নেই আমার—সেটাই বললাম তাকে। সমন পাঠানো হয়েছিল, এটুকু জানি। তবে গ্রামটা অনেক দূরে। অল্প সময়ে হয়তো বা এত লোক আসতে পারেনি।

'মালিকের ডাক পেলে কুকুরদেরকে জান হাতে নিয়ে ছুটে আসতে হয়,' রাগী গলায় বলল শাকা। ওর দিকে তাকাতেই শিউরে উঠলাম। তীব্র ক্রোধে চোখের মণি ধক ধক করে জ্বলছে। বুঝলাম, খেপে গেছে ল্যাঞ্জেনিদের উপরে।

গোত্র থেকে আমি বিতাড়িত, ভালবাসা উঠে গেছে।

www.BanglaBook.org

তারপরেও শাকার চেহারা দেখে আচমকা টের পেলাম, নাড়ির টান যায়নি আমার। স্বগোত্রীয় ভাইবোনদের উপর কী ধরনের খড়্গ নেমে আসতে পারে, তা চিন্তা করতেই হিম হয়ে এল শরীর। ওদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার ইচ্ছে হলো, কিন্তু সাহস পেলাম না। রেগে গেলে শাকার মাথা ঠিক থাকে না, আমার কথার উল্টো অর্থ করে বসতে পারে।

আবার নীরব হয়ে গেছে শাকা। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের উঁচু এক জায়গায় চলে এলাম। ওখানে বিশাল এক গহ্বর মুখ ব্যাদান করে রেখেছে। গহ্বরের ওপাশে ঢালু হয়ে পাহাড়ের ঘাসে ঢাকা ঢাল মিশেছে নীচের উন্মুক্ত প্রান্তরে। গহ্বরের কিনারে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম আমরা। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলতেই দেখলাম দূরে... বিশাল এক মিছিল এগিয়ে চলেছে প্রান্তরের উপর দিয়ে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ... সব ধরনের মানুষ আছে তাতে। দেখে মনে হলো রাজার গ্রামের দিকেই যাচ্ছে ওরা।

'আরে... বলতে না বলতেই দেখি হাজির!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল শাকা। 'ঢালের রঙ দেখে মনে হচ্ছে ওরা ল্যাঙ্গেনি গোত্রের মানুষ, মোপো। তোমার স্বজন!'

'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে,' একমত হলাম।

'ডাকো, ডাকো ওদেরকে! আমি কথা বলতে চাই।'

রাজার ইশারা পেয়ে ছুটল কয়েকজন বার্তাবাহক, ল্যাঙ্গেনিদের এখানে ডেকে আনবে। পিছন দিক দিয়ে আরও কয়েকজনকে যে পাঠিয়েছে শাকা, সেটা টের পাইনি তখনও। একটু পরেই মিছিলটাকে ঘুরে যেতে দেখলাম, দিক বদলে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের পানে।

চুপচাপ ওদেরকে কিছুক্ষণ দেখল শাকা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গোত্রে কত লোক আছে, মোপো?'

'ঠিক জানি না, মহানুভব,' বললাম আমি। 'অনেক দিন

www.BanglaBook.org

দেখিনি ওদের।'

'এখন তো দেখছ। কত হতে পারে?'

'ওখানে? মনে হচ্ছে তিনটা রেজিমেন্টের সমান হতে পারে।'

'উঁহুঁ, আরও বেশি। একটা কথা ভাবছি... ওদের দিয়ে কি পিছনের ওই খাদটা ভরা যাবে?' ইশারায় পাহাড়ি গহ্বরটা দেখাল রাজা।

কেঁপে উঠলাম পিশাচটার মতলব টের পেয়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

হাসল শাকা। বলল, 'অনেক লোক দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে পঞ্চাশটা গরু বাজি ধরতে পারি, খাদটা ভরবে না।'

'রাজাধিরাজ চমৎকার ঠাট্টা করতে পারেন,' শুকনো গলায় বললাম।

'ঠাট্টা? বেশ, ঠাট্টাই সই। ঠাট্টা হিসেবেই বাজি ধরো না!'

'যেমনটা আপনার মর্জি,' বিড়বিড় করে বললাম। আর কোনও উপায়ও নেই।

একটু পরেই ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এল বিশাল দলটা। সামনে দাঁড়ানো পক্বকেশ মানুষটিকে চিনতে পারলাম খুব সহজে—মাকেদামা, আমার জন্মদাতা পিতা। বয়স বাড়া ছাড়া তেমন কোনও পরিবর্তন আসেনি তাঁর মাঝে। আমাকে দেখলেন কি দেখলেন না, বুঝতে পারলাম না। সামনে এসেই চার হাত-পায়ে উবু হয়ে গেলেন। রাজকীয় ভঙ্গিতে সম্মান দেখালেন রাজাকে। তাঁর দেখাদেখি উবু হলো পুরো গোত্র।

স্মিত হাসল শাকা। উদাত্ত গলায় বলল, 'ওঠো, ওঠো মাকেদামা—ল্যাঙ্গেনিদের মহান সর্দার! খুশি হলাম তোমাকে দেখে। কিন্তু এত দেরি করলে কেন? শোক-অনুষ্ঠান তো গতকালই শেষ হয়ে গেছে।'

'ক্ষমা করবেন, মহানুভব,' বলল বাবা। 'অনেক দূর থেকে

www.BanglaBook.org

পৌঁছাতে হয়েছে আমাদের, খবরও পেয়েছি বেশ দেরিতে। তা ছাড়া সঙ্গে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা আছে, চাইলেও দ্রুত এগোতে পারিনি।'

'থাক, থাক, আমি বুঝতে পেরেছি। সময়মত পৌঁছুতে না পারলেও আশা করছি মন থেকে ঠিকই একাত্ম ছিলে তোমরা আমার শোকে। ভাল কথা, তোমার পুরো গোত্র কি সঙ্গে এসেছে?'

'জী, মহানুভব। সবাইকে নিয়ে এসেছি। আমাদের গ্রাম এখন শূন্য। এমনকী গবাদি পশু বা ফসল দেখাশোনার জন্যও রেখে আসিনি কাউকে।'

'খুব ভাল। সত্যিকার প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত কাজ করেছ তুমি। এবার তা হলে শোক প্রকাশ করো আমার মায়ের জন্য। গতকাল করতে পারোনি বলে আজ করতে পারবে না, এমন তো কোনও কথা নেই, তাই না?'

'অবশ্যই, মহানুভব। বলুন কীভাবে শোক প্রকাশ করব?'

'তোমার সব লোকজনকে নিয়ে পিছনের ওই খাদের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াও। বাকিটা পরে বলছি।'

তা-ই করল বাবা। তাঁর ইশারা পেয়ে উঠে দাঁড়াল গোত্রের সদস্যরা। খাদের দু'পাশে অবস্থান নিল। কয়েক হাজার মানুষের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেল পাহাড়চূড়ার অনেকখানি জায়গা। এবার বাবাকে খাদের তলায় নামতে হুকুম করল শাকা। বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু রাজার আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই, তাই কষ্টেসৃষ্টে খাদের খাড়া কিনার ধরে একটু একটু করে নামতে শুরু করলেন তিনি, বেশ কিছু সময় পর হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছুলেন তলায়।

'এবার ওখান থেকে শোকসঙ্গীত গাইতে শুরু করো,' বলল শাকা।

খাদের তলা থেকে দু'হাত উঁচু করে গান শুরু করলেন বাবা,

www.BanglaBook.org

তাঁর সঙ্গে সুর মেলাল ল্যাঞ্জেনি গোত্রের কয়েক হাজার নারী, পুরুষ আর শিশু। আকাশ-বাতাস ভরে গেল তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের তলায়। যেন সেই সঙ্গীতের প্রভাবে মেঘ জমল আকাশে, নামতে শুরু করল বৃষ্টির ফোঁটা। ধরিত্রীও যেন কাঁদছে রাজমাতার মহাপ্রয়াণে।

চুপচাপ সেই গান শুনছে শাকা। চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে অশ্রু, নামছে দু'গাল বেয়ে। ধীরে ধীরে বেড়ে গেল বৃষ্টির প্রকোপ, অতিকায় কোনও পর্দার মত আছড়ে পড়ছে সমবেত মানুষগুলোর উপরে। তারপরেও ওদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির গর্জনকে, বজ্রপাতের আওয়াজও হারিয়ে যাচ্ছে তার মাঝে।

হঠাৎ কী মনে হতে মাথা ঘুরিয়ে দূরে তাকালাম আমি। দেখতে পেলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে কয়েকশো সশস্ত্র সৈনিক—শাকার পাঠানো দ্বিতীয় বার্তাবাহক-দল এদেরকেই ডেকে এনেছে। বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত এগিয়ে আসছে ওরা সঙ্গীতে মত্ত অসহায় মানুষগুলোর দিকে।

শাকাও দেখতে পেয়েছে ওদেরকে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'এবার শোকের সত্যিকার স্বরূপ দেখবে তুমি, মোপো। ...এবার হৃদয় থেকে সত্যিকার শোক প্রকাশ করবে এরা, স্রেফ মুখ থেকে নয়।'

কথা শেষ করেই হাত তুলে ইশারা করল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যরা। শুরু হলো চিৎকার আর আর্তনাদ। চারদিক থেকে মৌমাছির মত ল্যাঞ্জেনিদের ঘিরে ফেলেছে ওরা, নির্দয় ভঙ্গিতে চালাতে শুরু করেছে বর্শা, কুঠার আর লাঠি। পালাবার পথ নেই, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পিছাতে থাকল মানুষগুলো। শুরু হলো পতন। কালো, অন্ধকার, বৃষ্টিভেজা গহ্বরের ভিতরে ঢলের মত পড়তে শুরু করল নারী, পুরুষ আর শিশুরা...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা, ক্ষমা কোরো আমাকে, এই গল্প বলতে গিয়ে কান্না ঠেকাতে পারছি না আমি। বয়স কম হয়নি আমার, তাও এই স্মৃতি মনে পড়লে নাজুক শিশুর মত কেঁদে ফেলি। একটু সময় দাও, নিজেকে সামলে নিই, তারপর শোনাব বাকি গল্প।

পরেরের ভয়াল সেই দৃশ্য বিস্তারিত বলতে পারব না আমি। শুধু এটুকু বলব, ওখানেই... সেই পাহাড়ি খাদে অবসান ঘটল ল্যাঞ্জেনি গোত্রের। কেউ আছড়ে পড়ে মরল, কিংবা কেউ মরল অস্ত্রের আঘাতে; শেষ পর্যন্ত গোত্রের প্রতিটি মানুষের স্থান হলো ওখানে। আমার বাবা চাপা পড়লেন তাঁরই গোটা গোত্রের তলায়। আর এভাবেই প্রতিশোধ নিল শাকা, প্রতিশোধ নিল বহু বছর আগেকার সেই ক্রোধের—আমার মা ওকে এক পাত্র দুধ দিতে রাজি হয়নি বলে।

সব আর্তনাদ থেমে গেলে আমার দিকে ফিরে পৈশাচিক হাসি হাসল সে। বলল, 'বাজিতে তুমি হেরে গেলে, মোপো। ওই দেখো, খাদ পুরো হয়নি। এখনও অন্তত একজন মানুষের জায়গা হবে ওখানে। ইশ্‌শ্‌, আর একটা লোক যদি থাকত তোমার গোত্রে, তা হলেই হতো।'

'আছে, মহানুভব,' আবেগ চাপা দিয়ে বললাম। 'আমি! আমিই ল্যাঞ্জেনি গোত্রের শেষ জীবিত মানুষ। অনুমতি দিন। নিজের লাশ দিয়ে খাদটা পুরো করি আমি।'

'না, না, মোপো, তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না।' মাথা নাড়ল শাকা। 'আমরা সমব্যথী। দুঃখের সঙ্গী। তুমি চলে গেলে আমি একা হয়ে যাব।'

'তা হলে বাজিতে হেরেই গেলাম, মহানুভব। আর কেউ নেই যাকে দিয়ে ওই খাদ পুরো করা যায়। পঞ্চাশটা গরু হারালাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি।'

আবারও হাসল শাকা, তবে এবার ভিন্নভাবে। বলল, 'মাথা না খাটিয়েই হার মেনে নিচ্ছ তুমি, মোপো। ভেবে দেখো, আরও একজন কিন্তু আছে! তোমার বোন... আমার স্ত্রী... বালেকা। ওই যে, এসে গেছে ও।'

ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলাম ওকে, দু'জন সৈনিকের প্রহরায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। অধিক শোকে আমার তখন পাথর হবার দশা। কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম মূর্তির মত। কিন্তু বালেকার মাঝে কোনও বিকার দেখলাম না। গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটছে ও। মেনে নিয়েছে ভবিতব্য। একেবারে শাকার সামনে এসে থামল। রাজার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ডেকেছেন, মহানুভব?'

'হ্যাঁ, ঠিক সময়ে এসেছ,' বলল শাকা। 'তোমার ভাইয়ের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম, ল্যাঙ্গেনি গোত্রের সব লোক দিয়ে ওই খাদটা ভরে ফেলা যাবে কি না। দেখতেই পাচ্ছ, অল্পের জন্য হেরে যাচ্ছে ও। একটা মাত্র মানুষের জন্য পুরো হচ্ছে না খাদটা। এখন তুমিই ওর শেষ ভরসা। আমি কোনও জোর খাটাব না, তবে এটুকু জেনে রাখো—বাজিতে আমি হেরে গেলে ক্ষতি নেই, আমার প্রচুর গরু-মোষ আছে; কিন্তু মোপোকে যদি পঞ্চাশটা গরু হারাতে হয়, অনেক লোকসান হয়ে যাবে ওর। এবার নিজেরাই আলোচনা করে ঠিক করো কী করবে।'

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না বালেকা। সরাসরি জানিয়ে দিল, 'আমি চাই না আমার ভাই হেরে যাক, মহানুভব। তাই আজ এখানেই শেষ শয্যা নেব আমি।'

'বালেকা!' চেঁচিয়ে উঠলাম।

না শোনার ভান করল বালেকা। রাজাকে বলল, 'হ্যাঁ, এখানেই চিরশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কিন্তু জেনে রাখুন,

www.BanglaBook.org

মহারাজ, এরপর থেকে আপনি আর কোনোদিন ঘুমাতে পারবেন না।'

ক্রুদ্ধ কোঁচকাল শাকা। 'অভিশাপ দিচ্ছ?'

'যা খুশি তাই ভাবতে পারেন, যা বলার বলে দিয়েছি আমি।'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলাল শাকা। বুঝতে পারছে, মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটার সঙ্গে রাগ দেখিয়ে লাভ নেই।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অনুমতি চাইল বালেকা, 'ভাইয়ের সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে পারি, মহানুভব?'

'নিশ্চয়ই,' বলে দূরে সরে গেল শাকা।

আমি ছুটে গেলাম বালেকার কাছে। দু'হাতে কাঁধ চেপে ধরে বললাম, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী বলছিস এসব?'

করুণ ভঙ্গিতে হাসল বালেকা। 'মাথা আমার ঠিকই আছে, ভাইয়া... তোমার নেই। তাই বুঝতে পারছ না, এখানে আমাকে ডেকে আনা হয়েছে মরার জন্য। রাজার প্রস্তাবে রাজি না হলে যে বেঁচে যাব, এমন নয়। বরং অন্য কোনও ছুতোয় আমাকে খুন করবেই সে। তার চেয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে মরাই কি ভাল নয়?'

'তাই বলে... তাই বলে...' কথা আটকে গেল আমার।

'এখানে আর কোনও কিন্তু নেই, ভাইয়া। আমার ভাগ্য অনেক দিন আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেটা তোমাকে সেদিন বলেও ছিলাম। শুধু শুধু আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কোরো না। পারবে না। তার বদলে প্রতিজ্ঞা করো—আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। নিজ হাতে খুন করবে ওই পিশাচটাকে।'

চোখ জলে ভরে এল বাস্তবতা অনুধাবন করে। ধরা গলায় বললাম, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বোন।'

'প্রতিজ্ঞা করো, প্রতিশোধ নেবার পর আমস্লোপোগাসকে খুঁজে বের করবে তুমি। আমার হয়ে আশীর্বাদ করবে ওকে।'

www.BanglaBook.org

'করব। প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'তা হলে বিদায়, ভাইয়া। জেনে রেখো, তোমার উপর আমার কোনও রাগ নেই। সারাজীবন তোমাকে আমি ভালবেসে এসেছি, আজও বাসি। প্রার্থনা করি, মৃত্যুর ওপারে গিয়েও যেন সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে। কোনও একদিন যেন আবার আমরা মিলিত হতে পারি ছোটবেলার মত। ...এবার যেতে দাও আমাকে। আত্মাদের ডাক শুনতে পাচ্ছি, যাবার সময় হয়েছে আমার।'

এরপর কী ঘটল, তা আর জানতে চেয়ো না, বাবা। আমি বলতে পারব না।

উনিশ

ড্রুগুয়ায় মাসিলো

বালেকার অভিশাপে হোক, বা অন্য কোনও কারণেই, সে-রাতে ঘুমাতে পারল না শাকা। মন অস্থির হয়ে আছে। আমাকে ডেকে পাঠাল, তারপর বেরিয়ে পড়ল হাঁটতে। এ-দফা আর কাউকে নিল না সঙ্গে। অন্ধকারে নিঃশব্দে পায়চারি করতে থাকলাম দু'জনে। একসময় লক্ষ করলাম, পাহাড়ের দিকে রওনা দিয়েছে সে... পাহাড়ি সেই গহ্বরের দিকে, যেখানে কবর রচিত হয়েছে গোটা ল্যাঞ্জেনি গোত্রের। যেখানে চিরঘুমে শুয়ে আছে আমার প্রিয় ছোট বোন বালেকা।

www.BanglaBook.org

ঢাল বেয়ে গহ্বরের কাছে উঠে গেলাম আমরা। চারদিক সুনসান, পরিবেশটা ভৌতিক ঠেকল। কয়েক ঘণ্টা আগে যেখানকার বাতাস ভারী হয়ে ছিল ঝড়বাদল আর আর্তের চিৎকারে, এখন সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ভরা চাঁদ উঠেছে আকাশে, তার আলোয় দেখতে পেলাম লাশের স্তূপ। দেখলাম বালেকাকেও। খাদের ভিতরে, অসংখ্য লাশের মাঝে নিথর পড়ে আছে ও। অপূর্ব সুন্দর লাগছে ওকে, বেঁচে থাকতে কখনও এমন রূপ দেখিনি ওর মাঝে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজানা এক ভয় গ্রাস করল আমাকে।

'বাজিটা তুমি শেষ পর্যন্ত জিতেই গেলে, মোপো,' নীরবতা ভেঙে হঠাৎ বলে উঠল শাকা। 'দেখো, খাদটা কানায় কানায় ভরে গেছে।'

চুপ করে রইলাম। কিছু বলবার মত মনের অবস্থা নেই।

খানিক অপেক্ষা করে আপন মনে কথা শুরু করল রাজা। আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আজ নিশ্চয়ই তোমার আত্মা শান্তি পাচ্ছে, মা। ওই দেখো, পুরো ল্যাঞ্জেনি গোত্রকে তোমার সেবা করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। ওরা ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি—একদিন কত বড় অন্যায় করেছিল ওরা আমাদের সঙ্গে। বিপদের মুহূর্তে এক রাতের আশ্রয় আর সামান্য খাবার চেয়েছিলাম তুমি আর আমি, অথচ ওরা এক পাত্র দুধ দিতে রাজি হয়নি আমাদের। সেদিন কসম কেটেছিলাম, একদিন সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। ধ্বংস করে দেব ওদের গোত্রকে, ওদের রক্ত দিয়ে মেটাব সেদিনের দুধের ঋণ। আজ পূরণ হয়েছে সেই প্রতিজ্ঞা। বালেকা, লাশের ভিড় থেকে তুমি কি দেখছ আমাকে? দেখো, ভাল করে দেখো। আমাকে হাজার অভিশাপ দিয়েও কোনও লাভ হবে না। তোমার অভিশাপকে ভয় পাই না আমি। দিনে দিনে আরও বড় হব আমি... আরও শক্তিশালী হবে

www.BanglaBook.org

আমার হাত!'

উন্মাদের মত প্রলাপ বকে চলেছে শাকা। কোনোদিকে খেয়াল নেই। ওকে খতম করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ—বালেকার কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে, চরিতার্থ হবে আমার প্রতিহিংসা। পিছনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতের লাঠির এক ঘায়ে ওর ঘিলু বের করে দিতে পারি। তা-ই করতে গেলাম, কিন্তু লাঠিটা উঁচু করতেই কিছু একটা চোখে পড়ায় থমকে যেতে বাধ্য হলাম। পরিষ্কার দেখলাম, লাশে ভরা গহ্বরের ভিতর কী যেন নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে উঁচু হলো একটা হাত বালেকার হাত!

জানি, কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে, বাবা। সবকিছু শোনার পর তুমি হয়তো বলবে, দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল আমার... মতিভ্রম হয়েছিল। হয়তো বা বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়ে ফেলবে—বলবে, খাদের ভিতরে তখনও কেউ জীবিত ছিল, সে চেষ্টা করছিল তলা থেকে বেরিয়ে আসতে, আর সে-কারণেই নড়ে উঠেছিল বালেকার লাশ। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যা দেখেছিলাম, তা চোখের ভুল ছিল না। সত্যিই বালেকার হাত ছিল ওটা—হাতে পরা বালা দেখে পরিষ্কার চিনতে পারছিলাম। আপাতত এ-নিয়ে তর্ক না করি, শুধু গল্পটা শুনে যাও।

পর পর তিনবার উঁচু হলো বালেকার হাত। খাদের মাথার কাছে একটা অংশ ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে, আঙুল দিয়ে ইশারা করছে ওদিকে। শেষবার হাতটা নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া থেকে ভেসে এল গান—বুনো, সুমধুর গান... অমন গান আগে কোনোদিন শুনিনি। এতদিন পর মনে নেই গানের কথাগুলো, শুধু এটুকু মনে আছে—ওতে ভবিষ্যতের কথা বলা হচ্ছিল, জুলু জাতির ভবিষ্যৎ। কীভাবে আমাদের প্রসার ঘটবে, তারপর আবার কীভাবে সাদা চামড়ার মানুষেরা আমাদের গিলে খাবে... স-অ-ব।

www.BanglaBook.org

গান মন্দ আর শুভ-অশুভের লড়াইয়ের কথা বলা হচ্ছিল সেই গানে। কারা লড়বে আর কী হবে সেই লড়াইয়ের পরিণতি। ছোট হাত নামে এক যুদ্ধের ময়দানের কথা শুনলাম, সেখানে এক সাদা হাতের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব আমরা। চলে যাব এমন এক জগতে, যার শেষ নেই। সেখানে ভালর সঙ্গে ভাল, আর খারাপের সঙ্গে খারাপ কাঁধ মিলিয়ে চলে। বেশ কিছু নামও বলা হলো গানে। নিজের নাম শুনলাম... শুনলাম বালেকা, আমস্লোপোগাস, এমনকী শাকার নামও। খুব দীর্ঘ ছিল না সেই গান, কিন্তু অল্প কথায়েই যা বলার বলে দিল ওটা, আমিও বুঝে নিলাম সব; যদিও গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম সব। গানে বলে দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবার পরেই আবার মনে পড়েছিল সেসব।

শাকাও শুনেছে গানটা। কিন্তু তার পাপী কানে গানের মর্মার্থ ঢোকেনি, ঢুকেছে শুধু সুর। ভৌতিক সেই পরিবেশে অপার্থিব গান শুনে ভয়ে রক্ত সরে গেল তার মুখ থেকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সুরেলা কণ্ঠস্বর। ছায়ার মাঝে অদ্ভুত এক আভা দেখতে পেলাম, ধীরে ধীরে ওটা পরিণত হলো একটা নারীমূর্তিতে। বাতাসে ভেসে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো চেহারাটা। এই চেহারা আমি চিনি—ইঙ্কোসাযানা-ই-জুলু, স্বর্গের রানি... আমাদের দেবী! তাঁর পিছনে একে একে উঠে দাঁড়াল মৃত ল্যাঞ্জেনিদের আত্মারা, মিছিল করে পিছু নিল দেবীর। আহ্, কী এক দৃশ্য! কী রূপ রানির! চুল যেন গলে যাওয়া সোনা, ত্বক যেন শীতের প্রথম তুষার, গায়ে আলো দিয়ে তৈরি পোশাক, মুখের দিকে তাকানো যায় না—রূপের আগুনে চোখ ঝলসে যেতে চায়। হাঁটু গেড়ে কাঁপতে শুরু করল শাকা, মুখ ঢাকল দু'হাতে; কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বুক চিতিয়ে। পাপীরা ভয় পাবে দেবীকে, আমার কীসের ভয়?

www.BanglaBook.org

একেবারে আমাদের কাছে এসে থামলেন দেবী। লক্ষ করলাম, হাতে একটা বর্শা ধরে রেখেছেন, দেখতে ঠিক শাকার হাতের বর্শাটার মত—ওটারই ছায়া যেন। ওই বর্শা দিয়েই আপন মাকে খুন করেছে সে... ওটার আঘাতেই শেষ পর্যন্ত মরণ হবে ওর। অবশ্য এসব তখনও জানতাম না। যা হোক, সামনে এসে গান থামালেন দেবী, হাতের বর্শাটা নিচু করে শাকার কপালে ঠেকালেন ফলা—নির্ধারণ করে দিলেন তার ভাগ্য। তারপর কথা বললেন আমাকে লক্ষ্য করে। বর্শার স্পর্শ অনুভব করলেও দেবীর কথা শুনতে পেল না শাকা, কারণ কথাগুলো ছিল শুধু আমার শোনার জন্য।

'মাকেদামার পুত্র মোপো,' বললেন তিনি, 'নিজেকে সংযত করো। শাকার পাপের ভাণ্ডার এখনও পূর্ণ হয়নি। এই নিয়ে দু'বার দেখলে তুমি আমাকে। আর একবার দেখবে, সেটাই শেষবার। তখন... শুধু তখনই ওকে আঘাত কোরো, বাছা। তার আগে নয়।'

দেবীর কথা শেষ হতেই মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ, চারদিক ঢাকা পড়ল অন্ধকারে। মেঘ সরে যেতেই দেখলাম সব আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। নীরব রাত, পাহাড়ের উপরে শাকা আর আমি একা।

মুখ তুলে তাকাল শাকা, ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা। ফ্যাসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে ছিল ওটা, মোপো?'

'ইঙ্কোসাযানা-ই-জুলু, হে রাজাধিরাজ। স্বর্গের রানি, যিনি উপর থেকে আমাদের জাতিকে পাহারা দিচ্ছেন। সময় সময় সেইসব মানুষকে দেখা দেন, যাদের মাধ্যমে বিশাল কিছু ঘটতে চলেছে।'

'স্বর্গের রানির কথা আমিও জানি,' বলল শাকা। তাকাল ডানে-বাঁয়ে। 'কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি? কীসের গান গাইলেন

www.BanglaBook.org

আমাকে তাঁর বর্শা দিয়েই বা স্পর্শ করলেন কেন?'

'বালেকার ডাকে এসেছিলেন তিনি, মহানুভব, আপনি নিজেই দেখেছেন। কী নিয়ে গান গেয়েছেন, তা বোঝার সাধ্য আমার নেই। কেন আপনাকে স্পর্শ করলেন, সেটাও বুঝতে পারছি না।' কথাটা সত্যি, কারণ দেবী মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে গেছি আমি, বহু বছর পরে আবার মনে পড়বে সেসব। 'হতে পারে আশীর্বাদ করে গেলেন আপনাকে। এই গ্রামের চেয়েও বড় কোনও রাজত্ব হয়তো অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

'অভিশাপ দিয়ে গেল না তো!'

সেটা তুমি এমনিতেই পাচ্ছ—বালেকার লাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু মুখে বললাম, 'না, না, অভিশাপ দেবে কেন। অযথা দুশ্চিন্তা করছেন।'

'কী জানি, আমার আর কিছু ভাল্লাগছে না। ভয় কাকে বলে, জীবনে এই প্রথম সেটা জানলাম, মোপো। চলো এখান থেকে।'

'দেরিতে হোক বা তাড়াতাড়ি, ভয় হলো এমন এক অতিথি, যার সঙ্গে সবাইকেই মিলিত হতে হয়, রাজাধিরাজ,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললাম।

শাকা আর কিছু বলল না। দু'জনে দ্রুত পা চালিয়ে নেমে এলাম পাহাড় থেকে।

সে-রাতের পর থেকে স্থির বিশ্বাস জন্মাল শাকার মনে—তার গ্রামের উপর অভিশাপ লেগেছে। অভিশাপ লেগেছে পুরো জুলুদের দেশের উপরে। কারণ রাতে ঘুমাতে পারে না সে, বিকট দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার দিয়ে জেগে ওঠে, বিড়বিড় করে আওড়ায় বালেকার নাম। শেষ পর্যন্ত পুরো গ্রামকে ওখান থেকে সরিয়ে নিল, এখানে... এই নেটালে এসে গড়ে তুলল ডুগুযা নামে বিশাল

www.BanglaBook.org

এক জনপদ—পুরোদস্তুর একটা শহর।

ওই দেখো, বাবা, প্রান্তরের ওদিকে রয়েছে তোমার মত সাদা মানুষদের শহর স্ট্যাঙ্গার। ওখানেই একসময় দাঁড়িয়ে ছিল শাকার আবাসস্থল ডুগুযা। আমার চোখের জ্যোতি কমে গেছে, দূরের জিনিস দেখতে পাই না, কিন্তু চেষ্টা করলে তুমি দেখতে পাবে যেখানে শহরের ফটক ছিল, সেখানে এখন বড়সড় একটা দালান উঠেছে—তোমরা বলো আদালত, ওখানে বিচার-আচার হয়; অথচ যখন ওখানে ডুগুযার ফটক ছিল, ন্যায়বিচারের বালাই ছিল না। পিছনে আরেকটা দালান আছে... তোমাদের উপাসনালয়, প্রভুর কাছে কৃতকর্মের জন্য দয়া চাও তোমরা; অথচ সে-কালে ওখানে রাজার কাছে দয়া চাইত লোকে, কখনও পেত না। এখন যেখানে তোমরা ঘোরাফেরা করো, সেখানে ঘোরাফেরা করত সৈন্যরা। যেখানে বাচ্চারা খেলা করে, সেখানে দলে দলে প্রাণ দিত মানুষ। যেখানে তোমরা পানি তোলো, সেখানে কুমিরের মুখে প্রতিদিন নিক্ষেপ করা হতো হতভাগ্য মানুষদের। সব বদলে গেছে, শাকা এখন বিস্মৃতপ্রায় এক নাম।

থাক সে-কথা, কাহিনিতে ফিরে যাই। ডুগুযা শহরে আসার পর বেশ কিছুদিন চুপচাপ রইল শাকা, এরপরেই আবার রক্তের তৃষ্ণা জেগে উঠল তার ভিতরে। পণ্ডো জাতির বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাল সে, ওদেরকে খতম করে কেড়ে নিয়ে এল সমস্ত গবাদি পশু। তার কিছুদিন পরে কয়েক হাজার সৈন্য পাঠানো হলো লিম্পোপো নদীর উত্তরে—সোতিয়াঙ্গানা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য। রাজা হুকুম দিল, হয় বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবে ওরা অথবা একেবারেই নয়। সে-হুকুম মাথায় তুলে রওনা হলো সৈন্যরা, তখনও জানত না বিজয়ের স্বাদ ভাগ্যে নেই ওদের। দলে দলে মরতে হবে লিম্পোপোর জলাভূমিতে জ্বর আর খাদ্যাভাবে। শেষ পর্যন্ত যারা ফিরবে, তাদের কপালেও জুটবে

www.BanglaBook.org

কর্তার শাস্তি আর মৃত্যু। কিন্তু এসবের পরোয়া কোনোকালেই করেনি শাকা, প্রজারা ওর চোখে কীটপতঙ্গের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কোনোদিন। তাদের মৃত্যুতে কখনোই কিছু এসে যায়নি জুলুদের সিংহের।

যা হোক, সোতিয়াঙ্গানার সঙ্গে যুদ্ধে শহরের সব পুরুষকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল শাকা। রয়ে গিয়েছিল স্রেফ নারী, শিশু আর বৃদ্ধরা। এ ছাড়া রয়ে গিয়েছিল রাজার দুই ভাই—ডিঙ্গান আর আমলাঙ্গানা। ওদেরকে এত বড় বাহিনীর সঙ্গে পাঠাবার সাহস করেনি সে, বলা তো যায় না, ঘোঁট পাকিয়ে যদি বিদ্রোহ করে বসে। ওদেরকে সবসময় চোখে চোখে রাখত সে, কখনও কাছছাড়া হতে দিত না। ভাইয়েরাও সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকত তাকে নিয়ে।

এসব নিয়ে পরে বিস্তারিত শুনবে, তার আগে ডুগুযায় মাসিলোর আগমনের ঘটনা বলি। মাসিলোর কথা মনে আছে তো? কুঠার জাতির সেই মোটা শুয়োর, যিনিটাকে যে বিয়ে করতে চেয়েছিল? যাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল আমস্লোপোগাস? হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।

সোতিয়াঙ্গানার উপর আক্রমণ করবার জন্য যেদিন আমাদের সৈন্যদল রওনা হলো, তার পরদিন ডুগুযায় এল মাসিলো। অনুনয়-বিনয় করে সাক্ষাৎ চাইল রাজার। শাকা তখন রাজকুটিরের আঙিনায় বসে আছে, সঙ্গে ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা। আমিও আছি সেখানে। আর আছে কয়েকজন ইন্দুনা ও রাজার উপদেষ্টারা। শাকা বেশ ক্লান্ত, রাতে ভাল ঘুম হয়নি... অবশ্য সেটা রোজকার সমস্যা। যখন এক পাহারাদার এসে জানাল, মাসিলো নামে এক অচেনা লোক দেখা করতে চাইছে, কী ভেবে যেন ডেকে পাঠাল তাকে।

একটু পরেই রাজার স্তুতি গাইতে গাইতে ভীষণ মোটা এক

www.BanglaBook.org

লোক হাজির হলো রাজকুটিরের আঙিনায়। পথশ্রমে বিপন্ন চেহারা, সারা গায়ে ধুলোবালি, ঘামে জবজব করছে সারা শরীর। রাজার সামনে এসে মাটিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ল সম্মান দেখানোর জন্য। প্রশংসাবাক্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে।

'ভ্যানর ভ্যানর বন্ধ করে উঠে দাঁড়াও,' বিরক্ত গলায় বলল শাকা। 'কী কাজে এসেছ সেটা বলে ফেলো চটপট।'

হড়বড় করে নিজের কাহিনি শোনাল মাসিলো। অচেনা এক যুবক নাকি হাজির হয়েছে তাদের গ্রামে, কুঠার জাতির সর্দার জিকিযাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছে, সমস্ত গবাদি পশু বাজেয়াপ্ত করে মাসিলোকে বের করে দিয়েছে গ্রাম থেকে।

এর আগে কুঠার জাতির কথা শোনেনি শাকা, কৌতূহলী হয়ে উঠল তাদের নাম শুনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাসিলোর কাছ থেকে জেনে নিল সবকিছু—কুঠার জাতিতে যোদ্ধার সংখ্যা বেশ কম, বড়জোর আধ রেজিমেন্ট হবে; তবে প্রচুর গবাদি পশু আছে ওদের। কারও অধীন নয় জাতিটা, তাই কাউকে কোনও ভেট দিতে হয় না। সম্পদের দিক থেকে বেশ ধনী বলা চলে ওদেরকে। হঠাৎ উদয় হওয়া নতুন যুবকের নাম বুলালিয়ো বা কসাই বলে জানাল সে; আর কোনও নাম আসলে জানা নেই তার।

কুঠার জাতির বর্ণনা শুনে লোভে চকচক করে উঠল শাকার চোখ। একটু যেন ঈর্ষাও অনুভব করল অচেনা সেই যুবক আর তার কুঠারের গল্প শুনে। মাসিলোর কথা শেষ হলে বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, মাসিলো। এক্ষুণি ফিরে যাও ওই গাঁয়ে। তোমাদের ওই নতুন সর্দারকে বলো, তার চাইতে বড় এক কসাই বসে আছে ডুগুযা শহরে। যদি বাঁচতে চায় তো গাঁয়ের সব লোক আর সমস্ত গবাদি পশু নিয়ে যেন হাজির হয় এখানে। আমার পায়ের কাছে ওর কুঠার সমর্পণ করে যেন বশ্যতা স্বীকার

www.BanglaBook.org

করে নেয়। যাও!'

চমকে উঠল মাসিলো। 'কী বলছেন, মহানুভব! ওখান থেকে কোনোমতে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আবার ফিরে যাব? বুলালিয়ো আমাকে দেখামাত্র খুন করবে বলে হুমকি দিয়ে রেখেছে।'

'আর যদি না যাও, তা হলে আমিই খুন করব তোমাকে... এবং সেটা এখুনি!' ধমকে উঠল শাকা।

'ক্... কিন্তু আমি তো এলাম আপনার কাছে প্রতিকার চাইতে! সাহায্য চাইতে এলাম বুলালিয়োকে গ্রাম থেকে তাড়াবার জন্য।'

'সাহায্যই করছি। কেন, কোনও সন্দেহ আছে?'

ঢোক গিলল মাসিলো। 'জী না, নেই।'

'তা হলে রওনা হও।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মহানুভব। আমি যাচ্ছি। কিন্তু পথ অনেক দূর। যেতে অন্তত বিশ দিন লাগবে। জায়গাটাও ভাল নয়, আমাকে যেতে হবে প্রেত-পর্বতের এলাকায়,' মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল মাসিলো। 'আরেকবার যদি ভেবে দেখতেন...'

'কোনও অজুহাত শুনতে চাই না,' রাগী গলায় বলল শাকা। 'বিশ দিন নয়, পনেরো দিনে ওখানে যাবে তুমি, পনেরো দিনে ফিরবে। আজ থেকে ঠিক ত্রিশ দিন পরে আবার তোমাকে আমার সামনে দেখতে চাই আমি, সঙ্গে তোমাদের ওই ছোকরা সর্দারকে। যদি না আসো, তা হলে আমিই খুঁজতে বেরুব তোমাদেরকে। বুঝেছ?'

'জী, মহানুভব।' রাজাকে কুর্নিশ করে ছুটতে ছুটতে শহর থেকে বেরিয়ে গেল মাসিলো। শাকাও ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু বলল না।

কিন্তু কেন যেন মন খুঁতখুঁত করতে থাকল আমার। কে ওই অচেনা যুবক? তীব্র কৌতূহল অনুভব করছি ওর পরিচয় জানার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য। জিকিয়ার সঙ্গে ওর লড়াইয়ের বিবরণ দিয়েছে মাসিপো। শুনে কেন যেন আমস্লোপোগাসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। বেঁচে থাকলে ওই যুবকের মতই বয়স হতো ওর।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে পারলাম না, কারণ একটু পরেই আরেকটা সংবাদ এল—ভয়াবহ দুঃসংবাদ। ম্যাক্রোফা আর নাডা মারা গেছে! ওরা যে-গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে নাকি হামলা করেছিল হালাকাজিরা। গ্রামের সব মানুষকে নির্বিচারে খুন করেছে।

চুপচাপ শুনলাম এই ভয়ঙ্কর খবর। কাঁদলাম না। নিয়তির অবিরাম কশাঘাতে পাথর হয়ে গেছে হৃদয়, আর কোনও কিছুতেই কিছু যায়-আসে না আমার।

বিশ

দুই রাজপুত্র

আটাশ দিন কেটে গেল। উনত্রিশতম দিনে রাজে একটা স্বপ্ন দেখে শ'খানেক মেয়েকে তার রাজকুটিরে ডেকে পাঠাল শাকা। এদের মধ্যে অনেকে তার স্ত্রী, বাকিরা শহরের সুন্দরী অবিবাহিতা কুমারী। কী স্বপ্ন দেখেছিল শাকা, মনে নেই আমার; সে-আমলে এতসব দুঃস্বপ্ন দেখত সে... ওগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখা অসম্ভব।

রাজকুটিরের আঙিনায় জড়ো করা হলো সবাইকে। একে

www.BanglaBook.org

একে তাদেরকে ডাকল শাকা, জানতে চাইল তাদের ঘরে কোনও বেড়াল আছে কি না। কেউ আছে বলল, কেউ বলল নেই... আবার কেউ কেউ কোনও জবাবই দিল না, জমে গেল ভয়ে। তবে তাতে ওদের পরিণতির হেরফের হলো না। জবাব দেয়ামাত্র অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রাজা, সঙ্গে সঙ্গে ঘাতকের দল টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল একেকজনকে, রাজকুটিরের পিছনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলল।

দিনভর চলল এই খুনোখুনি। বাষট্টিজন মেয়ে শিকার হলো রাজার খামখেয়ালের। শেষে একটা মেয়ে এসে উরুতে বাঁধা বেড়ালের চামড়া দেখালে ক্ষান্ত হলো সে। বলল তার স্বপ্নের উত্তর নাকি পেয়ে গেছে। সেদিনের মত শেষ হলো হত্যাযজ্ঞ।

সেই সন্ধ্যায় হৃদয় ভারী হয়ে উঠল আমার। মানুষের মৃত্যু দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠছিলাম আমি, বিতৃষ্ণা জেগেছিল জীবনের প্রতি। মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম শহর থেকে। দূরের ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ, বাবা? ওটায় গিয়ে উঠলাম। বসলাম উঁচু একটা চাতালে। ডানে-বাঁয়ে দিগন্তবিস্তৃত সমভূমি দেখতে পাচ্ছিলাম অস্তগামী সূর্যের আলোয়। বেশ গরম পড়েছিল সেদিন, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছিলাম—খুব শীঘ্রি ঝড় হবে। চোখের সামনে ধীরে ধীরে ডুবে গেল সূর্য, সাঁঝের আঁধারের কোল থেকে আকাশে জড়ো হলো কালো মেঘ। মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়ল পাহাড় আর সমভূমি। বজ্রপাত হলো, তারপর বিশ্বচরাচরে নেমে এল নীরবতা।

হঠাৎ আকাশ থেকে একটা তারাকে নেমে আসতে দেখলাম আমি। ঝোড়ো মেঘের চূড়ায় পৌঁছে বিস্ফোরিত হলো ওটা, চোখ ধাঁধিয়ে দিল। পাথরে পাথরে গোঙানির আওয়াজ হলো, এক পশলা কনকনে বাতাস বয়ে গেল পাহাড় আর সমভূমির উপর দিয়ে—হাড্ডিমজ্জা কাঁপিয়ে দিল আমার। বাতাসে ভেসে সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকাশের তারাকে আমার দিকে ছুটে আসতে দেখলাম, কাছে আসতেই বুঝলাম—তারা নয়, ওটা ইঙ্কোসাযানা... স্বর্গের দেবী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শেষবারের মত দেখা দিতে আসছেন আমাকে। আজ তাঁর চেহারা ভিন্ন—রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। সারা শরীর বজ্রে তৈরি, হাতে ধরে রেখেছেন আগুনের একটা বর্শা। পিছনে নিয়ে আসছেন ভয়াল ঝড়বাদলের মিছিল। আমাকে পেরিয়ে গেলেন তিনি, কিচ্ছু বললেন না, শুধু নাড়লেন হাতের বর্শা। তাঁর হয়ে গর্জে উঠল প্রকৃতি, শোনাল তাঁর অমোঘ আদেশ।

'আঘাত করো, মোপো!'

এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম আমি... এই আদেশের প্রতীক্ষায়। সময় সমাগত, শাকার উপর আঘাত হানার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে। সগর্জনে আকাশ ভেঙে নেমে এল বৃষ্টি, ভিজতে ভিজতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। ডুগুযার উপরে পৌঁছে গেছেন দেবী, সরোষে হাতের আগুন-বর্শা ছুঁড়ে দিলেন নীচে। গগনবিদারী আওয়াজ হলো, শহরের মাঝখানে লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখা। খনখনে হাসি হেসে আবার ছুটে চললেন দেবী, হারিয়ে গেলেন দিগন্তে।

এভাবেই... তৃতীয় এবং শেষবার ইঙ্কোসাযানাকে দেখলাম আমি। সত্যিই দেখেছিলাম নাকি স্বপ্ন ছিল ওটা, জিজ্ঞেস কোরো না। আমাকে আমার বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দাও। দেবীকে আরও একবার দেখব আমি, তবে সেটা এখানে নয়। সে-কাহিনি পরে শুনবে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অনেকক্ষণ পাহাড়ি চাতালে বসে রইলাম আমি, তারপর ঢাল বেয়ে নেমে এলাম। শহরের কাছাকাছি পৌঁছুতেই কানে ভেসে এল হৈ-হল্লার আওয়াজ। ভিতরে ঢুকে জানতে পারলাম ঘটনা। বজ্রপাত হয়েছে রাজকুটিরের উপরে, আগুনে ছাত-টাত পুড়ে ছাই। রাজা ভিতরেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল, কপাল ভাল যে বৃষ্টিতে নিভে গেছে আগুন, নইলে জ্যান্ত পুড়ে মরত সে।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রাজকুটিরে। আধপোড়া বাড়িটার আঙিনায় কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে শাকা, চেহারায় রাগ আর আতঙ্কের মিশেল। আমাকে দেখতে পেয়েই টান দিয়ে একপাশে নিয়ে গেল।

'এ কী কাণ্ড, মহানুভব!' গলায় কপট সহানুভূতি ফোটালাম। 'দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে আপনার ঘরের উপরে বাজ পড়ল? এ তো ঘোর অলক্ষুণে ব্যাপার!'

'না, এ হলো অভিশাপ,' থমথমে গলায় বলল শাকা। 'তোমার বোনের অভিশাপ। কিন্তু সে-কথা বলতে ডাকিনি তোমাকে। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি... কিন্তু ওটা যে স্বপ্ন নয়, বরং অনাগত ভবিষ্যতের ছবি, সেটাই নিশ্চিত করে দিয়েছে এই বজ্রপাত।'

'কী দেখেছেন?'

'বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম। অনেক দিন থেকেই ভাল ঘুম হয় না আমার, তা তো জানো। তোমার মরা বোন আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। চোখ মুদলেই আজেবাজে জিনিস দেখি। আজও দেখেছি। দেখলাম, রাজকুটিরের আঙিনায় মরে পড়ে আছি আমি, সারা গায়ে অসংখ্য ক্ষত। আর আমার লাশকে ঘিরে উল্লাস করছে ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা—আমার আপন দুই ভাই... জুলুদের দুই রাজপুত্র। আম্‌লাঙ্গানার গায়ে রাজার উত্তরীয়, আর ডিঙ্গানের হাতে রাজার বর্শা। এরপর তোমাকে দেখলাম, মোপো। এগিয়ে এসে ওদেরকে রাজকীয় সালাম ঠুকলে তুমি, লাথি মারলে আমার লাশের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল, চোখ খুলে দেখি বজ্রপাতে উধাও হয়েছে ঘরের ছাত, আগুন জ্বলছে চারদিকে। এবার তুমিই বলো, মানে কী এই স্বপ্নের? কী

www.BanglaBook.org

বোঝা উচিত আমার এ-থেকে? তোমাকে বেঈমানী করতে দেখেছি আমি... এখন কেন তোমার প্রাণ নেব না, বলতে পারো?'

স্পষ্ট অভিযোগের সুর শাকার কণ্ঠে, ক্রোধে জ্বলজ্বল করছে চোখের দৃষ্টি। তাই বলে ঘাবড়ালাম না। শান্ত গলায় বললাম, 'ওটা স্বপ্ন ছিল, মহানুভব। বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন, আর কিছু না। তারপরেও যদি ওটাকে সত্যি বলে ভাবতে চান, আমি বলব, ভুল লোককে মারতে চাইছেন আপনি। লেজ কাটলে কি সাপের মাথা মরে? তার চেয়ে মাথা কেটে ফেলাই কি ভাল নয়? তাতে লেজও মারা যায়।'

কথাটার মর্মার্থ বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল শাকার। এরপর ক্ষীণ হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে। 'বোধহয় ঠিকই বলেছ তুমি। দুই রাজপুত্রকে মারলেই সমাধান হয়ে যায় এই সমস্যার। ওরাই যদি না থাকে, তা হলে কার হয়ে বেঈমানী করবে তুমি? ঠিক বলেছি না?'

'রাজাধিরাজ যা ভাল বোঝেন তা-ই করবেন। রাজপুত্রদের রক্ত চাইবার আমি কে?'

'হুম। আজ রাতেই যদি ওদেরকে মারতে চাই, সেটা কি সম্ভব?'

'একটু কঠিন, মহানুভব। শহরে লোকজন তেমন নেই, সবাই যুদ্ধে গেছে। যারা আছে, তাদের মধ্যে রাজপুত্রদের পক্ষের লোক থাকতে পারে। ওরা বিদ্রোহ করে বসতে পারে।'

'তা হলে কী করা যায়?'

'রাজাকে পরামর্শ দেয়া আমার সাজে না। তারপরেও এটুকু বলব, নদীর ওপারের গাঁয়ে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য আছে আপনার... যাদেরকে ঘাতক বাহিনী বলে ডাকি আমরা। রাতের মধ্যে যদি খবর পাঠানো যায়, আগামীকাল দুপুরেই এসে পড়বে ওরা। দল ভারী হবে তখন আপনার। যা খুশি তাই করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবেন তখন।'

'ভাল বুদ্ধি দিয়েছ। তা হলে আগামীকালই মারব রাজপুত্রদের। যাও, মোপো, নিয়ে এসো আমার ঘাতক বাহিনীকে।'

'এখুনি যাচ্ছি, মহানুভব।'

'সাবধান, কাকপক্ষী যেন কিছু টের না পায়। আরেকটা কথা... কোনও ধরনের চালাকি করতে যেয়ো না, মোপো। আমার সঙ্গে বেঈমানীর ফলাফল ভাল হবে না।'

'আমার উপর আস্থা রাখুন, রাজাধিরাজ। আমি বেঈমান নই।'

চলে এলাম ওখান থেকে। নয়-ছয় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি রাজাকে, তার কথামত কাজ করবার কোনও ইচ্ছে নেই। কারণ বুঝতে পারছি, দুই রাজপুত্র মারা গেলেও রেহাই নেই আমার। একবার যখন শাকার মনে সন্দেহের বীজ ঢুকেছে, সেটা উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত শান্ত হবে না। ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা তো বটেই, আমাকেও খুন করবে। তাই বলে ভয় পেলাম না। শাকার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দেবীর ইশারা ভুলিনি আমি।

রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত নিজের কুটিরে বসে রইলাম। সবাই ঘুমিয়ে গেলে বেরিয়ে এলাম সন্তর্পণে। ছায়ার মাঝে শরীর মিশিয়ে সাবধানে এগোলাম, পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে পৌঁছে গেলাম রাজপুত্রদের কুটিরে। দরজায় টোকা দিলাম, ডিঙ্গান খুলল পাল্লা। আমাকে দেখে ভুরু কোঁচকাতেই সংক্ষেপে জানালাম, জরুরি কথা আছে। আর কিছু না বলে আমাকে ঢুকতে দিল সে।

ঘরের ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছে, সেই আলোয় কম্বলমুড়ি দিয়ে আম্‌লাঙ্গানাকে বসে থাকতে দেখলাম। ডিঙ্গানও গিয়ে তার পাশে বসল। আমি বসলাম মুখোমুখি।

আম্‌লাঙ্গানা তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'রাতদুপুরে কাকে

www.BanglaBook.org

নিয়ে এলে?'

মাথার উপর থেকে চাদর সরিয়ে নিজের চেহারা দেখালাম।

আম্‌লাঙ্গানা অবাক হয়ে বলল, 'আরে, মোপো যে! কী ব্যাপার?'

'আপনাদেরকে শেষবারের মত সম্মান দেখাতে এলাম, হে রাজপুত্র। আগামীকাল দু'জনেই মরতে চলেছেন তো!'

'কী বললি, চাকরের বাচ্চা চাকর?' রেগে গেল ডিঙ্গান। 'রাতদুপুরে তামাশা করতে এসেছিস? চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব।'

'তামাশা করছি না। একদম সত্যি কথা বলছি। আপনাদেরকে বহুদিন আগেই আভাসে-ইঙ্গিতে সতর্ক করেছি আমি। বোঝাতে চেয়েছি, রাজা বেঁচে থাকলে আপনাদের মরণ নিশ্চিত। কান দেননি আমার কথায়, রাজার বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস পাননি। এবার বুঝুন মজা। ঘাতক বাহিনীকে ডেকে পাঠাচ্ছেন রাজা, যাতে আগামীকাল আপনাদের দু'জনকে শূলে চড়ানো যায়।'

'কী!' চমকে উঠল দুই রাজপুত্র। 'কিন্তু কেন?'

'কেন আবার? রোজকার মত আবার একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। আর সেই স্বপ্ন আপনাদেরকে নিয়ে। আমিও আছি ওতে।'

দুই রাজপুত্রকে রাজার পুরো স্বপ্ন খুলে বললাম আমি। সবকিছু শুনে বিচলিত হয়ে পড়ল দু'জনে। ডিঙ্গান বলল, 'ব্যাপারটা বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে। সত্যি সত্যি রাজাকে মেরে আমরা দু'জন ক্ষমতা দখল করব কি না জানি না, কিন্তু শাকার মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মে গেছে। ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না।'

'আর বলছি কী!' বললাম আমি। 'ঘাতক বাহিনীকে ডাকতে বলা হয়েছে আমাকে। ওরা আসামাত্র আমরা তিনজনই খুন হয়ে

www.BanglaBook.org

যাব।'

'তার আগেই শাকাকে খুন করি না কেন?' বলল ডিঙ্গান।

'সম্ভব নয়। রাজাকে পাহারা দিচ্ছে তার দেহরক্ষীরা।'

'তা হলে অন্য কোনও বুদ্ধি বাতলাও, মোপো,' আকুল স্বরে বলল আম্‌লাঙ্গানা। 'এমন কোনও উপায়, যাতে আমাদের প্রাণ বাঁচে।'

'বুদ্ধি একটা দিতে পারি,' বললাম আমি, 'কিন্তু তাঁর বিনিময়ে কী দেবেন, সেটা বলুন। বিশাল কোনও প্রতিদান চাই, নইলে খামোকা আপনাদের সাহায্য করতে যাব কেন, বলুন?'

'আমাদেরকে সাহায্য মানে? তুমি নিজেও তো মরতে বসেছ!'

'মরতে আপত্তি নেই আমার, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আপনাদেরকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমাকেও বেঁচে থাকতে হয়, তার বিনিময়ে বড় কিছু চাই।'

হড়বড় করে এটা-সেটা সাধতে শুরু করল দু'ভাই। বউ সাধল, জমি সাধল, গবাদি পশুও সাধল। কিন্তু দর কষাকষি করে নিজের চাহিদা বাড়িয়ে চললাম আমি। শেষ পর্যন্ত ওদেরকে কসম কাটিয়ে ছাড়লাম, আমাকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক বানানো হবে, দেয়া হবে রাজার ঠিক পরের পদ—জুলু বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হব আমি।

কসম কাটা হলে দিলাম পরামর্শ। 'শুনুন তা হলে... নদীর ওপারের গ্রামে একটা নয়, আসলে দুটো রেজিমেণ্ট আছে, রাজপুত্ররা। একটা হলো ঘাতক বাহিনী—রাজার অনুগত, কারণ শুরু থেকেই তাঁর অনুগ্রহ পেয়ে আসছে ওরা, ধনসম্পদের পাহাড় গড়তে পেরেছে। আরেকটা রেজিমেণ্ট আপনার, হে আম্‌লাঙ্গানা... যেটাকে আমরা বলি মৌমাছি বাহিনী। এই রেজিমেণ্ট অত্যন্ত গরীব, খুব কষ্টে আছে রাজার তরফ থেকে কোনও সাহায্য না পাওয়ায়... তাও স্রেফ আপনার অধীনস্থ বলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরা আপনাকে ভালবাসে, কিন্তু ঘৃণা করে শাকাকে। এটা আমাদের অস্ত্র। শাকার কথামত ঘাতক বাহিনীকে ডাকব না আমরা, ডাকব মৌমাছি বাহিনীকে... আম্‌লাঙ্গানার নাম করে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই রাজপুত্র। চোখে চোখে কথা বলল। বুঝলাম, আমার বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে তাদের। গায়ে গা ঘেঁষে নিচু গলায় আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম আমরা, ঠিক করে নিলাম কীভাবে কী করব। তারপর যেভাবে এসেছিলাম সেভাবে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম কুটির থেকে। ঘুম থেকে ডেকে তুললাম কয়েকজন বিশ্বস্ত বার্তাবাহককে। রওনা করিয়ে দিলাম ওদের।

রাতের অন্ধকারে মিশে গেল ওরা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

একুশ

শাকার মৃত্যু

রাজকুটির পুড়ে যাওয়ায় রাতটা পাশের আরেকটা কুটিরে কাটিয়েছে শাকা। পরদিন সকালে যখন ওখান থেকে বেরিয়ে এল, তখনও সূর্য মাথার উপর উঠতে ঘণ্টাদুই বাকি। প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে এরপর বিচার-আচারের জন্য বসতে হলো তাকে—ইন্দুনাদের উপস্থাপন করা বিভিন্ন বিষয়-আশয় শুনবে, দেবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত কিংবা শাস্তি। রাজকুটিরের আঙিনা ব্যবহারের অযোগ্য, তাই সেধে দায়িত্ব নিলাম রাজার জন্য জায়গা খুঁজে বের করবার। যেখানে শাকা রাত কাটিয়েছে, সেখান থেকে

www.BanglaBook.org

কয়েক কদম দূরের আরেকটা বাড়ির আঙিনা নির্বাচন করলাম, যার চারদিক উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা।

শাকা রওনা হলে তার পাশাপাশি হাঁটলাম আমি। নিচু গলায় সে জানতে চাইল, 'সব তৈরি, মোপো?'

'হ্যাঁ, মহানুভব। ঘাতক বাহিনী যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে।'

'রাজপুত্ররা কোথায়?'

'মদ খেয়ে বউয়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।'

শীতল হাসি হাসল শাকা। 'শেষবারের মত!'

'হ্যাঁ, রাজাধিরাজ। শেষবার।'

বেড়া দিয়ে ঘেরা আঙিনায় এসে পৌঁছুলাম। গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা একটা আসনে বসল শাকা, অল্পবয়েসী এক মেয়ে এসে মদ পরিবেশন করল তাকে। রাজার দু'পাশে বসল তার বিশিষ্ট দুই বৃদ্ধ সর্দার—ইঙ্গুয়াজোঙ্কা আর আমাক্সামামা। দিনের কার্যক্রম শুরু হলো উপহার প্রদানের মাধ্যমে। কয়েকজন লোককে বকের পালক আনার জন্য পাঠিয়েছিল শাকা, তারা রাজাকে কুর্নিশ করে তার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল পালকের ঝাঁপি। খুশি হবার বদলে রেগে গেল শাকা; বেশ কিছুদিন আগেই ফিরে আসার কথা ছিল দলটার, দেরি হলো কেন জানতে চাইল।

পালক-সংগ্রহকারীদের নেতা এক প্রাক্তন যোদ্ধা, রাজার একান্ত অনুগত, যুদ্ধে একটা হাত হারিয়েছে। সে ক্ষমা চেয়ে জানাল, যেখানে পালক আনতে গিয়েছিল, সেখান থেকে নাকি বহু আগেই চলে গেছে বকের পাল; নতুন মৌসুমে ওরা না ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে ওদেরকে।

কৈফিয়ত শুনে আরও অসন্তুষ্ট হলো শাকা। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'গপ্পো শোনাতে এসেছিস? বকের জন্য অপেক্ষা করেছিস কেন? ধাওয়া করতে পারিসনি? অ্যাই, ওকে নিয়ে যা। বল্লম দিয়ে

www.BanglaBook.org

খুঁচিয়ে মার।'

দয়া চাইল প্রাক্তন যোদ্ধা। মনে করিয়ে দিল, রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে সে... রাজার হয়ে লড়তে গিয়ে একটা হাত বিসর্জন দিয়েছে। তার প্রতিদান হিসেবে শেষ একটা ইচ্ছে পূরণ করা হোক।

'কী ইচ্ছে?'

'ছোট্ট একটা ছেলে আছে আমার, মহানুভব। ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে দিন আমাকে।'

'বেশ, ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলে নে। মন আমার বড়ই নরম, বাপ-ছেলেকে আলাদা করতে চাই না। এক কাজ করিস, বিদায় নেয়া হলে গলা টিপে আমার সামনেই মেরে ফেলিস ওকে। খানিক পর তুইও তো মরবি, ওপারে গিয়ে এক হোস বাপ-ব্যাটা।'

বজ্রাহতের মত স্থবির হয়ে গেল প্রাক্তন যোদ্ধা। কিন্তু রাজার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেল না। বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি যা চান আমি তা-ই করব, মহানুভব।'

বুক কাঁপতে শুরু করল আমার। আরেকটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে হবে ভেবে বিষিয়ে উঠল মন। কী করব ভেবে পেলাম না। কিন্তু আমার হয়ে রাজাই সমাধান করে দিল সমস্যার। ছোট ছেলেটা এলে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল প্রাক্তন যোদ্ধা। খানিক পরে যখন চোখ মুছে ছেলের গলা টিপে ধরতে গেল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল শাকা। বলল, 'তোর প্রভুভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ। যা, ছেলেকে মারতে হবে না। মরতে হবে না তোকেও। ছেড়ে দিলাম তোদের।'

এই প্রথম... জীবনে এই প্রথম শাকাকে দয়া দেখাতে দেখলাম আমি, মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে দেখলাম। কিন্তু একটামাত্র ভাল কাজের জন্য তার অগণিত পাপ মুছে যেতে পারে না। মন

www.BanglaBook.org

শপথ করলাম, কিছুতেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

প্রাক্তন যোদ্ধা তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। হাতে আর কোনও কাজ না থাকায় সবাইকে চলে যেতে বলল শাকা, শলাপরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই বুড়ো সর্দারের সঙ্গে। ওরা ছাড়া আঙিনায় রয়ে গেলাম কেবল আমি।

বেশ কিছুক্ষণ পর চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে আরেকজন মানুষ হাজির হলো রাজার সামনে। তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠতে হলো। কুঠার জাতির মাসিলো। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তার! পথশ্রমে শুকিয়ে গেছে শরীর, পিঠে লম্বা লম্বা দগদগে ঘা—বেশ কিছুদিনের পুরনো, এখনও পুরোপুরি সারেনি।

'কে তুই?' খেঁকিয়ে উঠল শাকা।

'মহানুভব, আমি কুঠার জাতির মাসিলো। আমাকে চিনতে পারছেন না? ত্রিশ দিনের মাথায় ফিরতে বলেছিলেন আমাকে... আমি ফিরে এসেছি!'

'আরে, তাই তো!' হেসে উঠল শাকা। 'শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছিস দেখছি। কিন্তু একা কেন? তোদের সেই কসাই সর্দার কোথায়? ওর কুঠার সমর্পণ করতে আসেনি?'

'জী না, মহানুভব, আসেনি। ঘাড়ত্যাড়া লোক, আমাকে দেখে আরও খেপে গেছে। তুলে দিয়েছে ওর বউ যিনিটা... মানে যে-মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তার হাতে। দাসী-বাঁদী নিয়ে আমাকে চাবুকপেটা করেছে ও। দেখুন না, পিঠে এখনও ঘা হয়ে আছে।'

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেল শাকা। 'কী বলেছে তোদের সর্দার?'

'সে-কথা বলতে পারব না আমি, মালিক। শুনলে আপনি রেগে যাবেন।'

'রেগে আমি এমনিতেও গেছি। জলদি বল্, নইলে এমন দশা করব...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ঠিক আছে... বলছি। কুঠার জাতির সর্দার বুলালিয়ো বলেছে, ও আপনাকে মানে না। দুনিয়া উল্টে গেলেও কোনও ভেট দেবে না আপনাকে, শ্বাস-সংহারীকে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। ইয়ে... বলেছে যদি ক্ষমতা থাকে তো আমাদের গাঁয়ে গিয়ে ওটা নিয়ে আসতে। ওখানে গেলে নাকি পরিচিত একটা মুখ দেখবেন আপনি, মোপো নামে কোন্ এক লোকের মৃত্যুর জন্য মাশুল গুনবেন।'

মাসিলো যখন এসব কথা বলছিল, দুটো জিনিস লক্ষ্য করলাম আমি—বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা কাঠির ডগা বের হয়ে এসেছে; একই সঙ্গে পাহাড়ি ঢাল ধরে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে মৌমাছি বাহিনী, যাদেরকে গতরাতে আম্‌লাঙ্গানার নামে করে ডেকে পাঠিয়েছি। কাঠির ডগার সঙ্কেতটা আমার জন্য, এর অর্থ—বেড়ার ওপাশে অবস্থান নিয়েছে দুই রাজপুত্র। সময় হয়েছে আমাদের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করবার।

মাসিলোর কথা শেষ হতেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল শাকা। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ, শত্রু-মিত্র সবার কাছ থেকেই আজ পর্যন্ত সমীহ পেয়ে এসেছে সে, অথচ কোথাকার কোন্ এক ছোকরা থোড়াই পরোয়া করছে!

'কুত্তা কোথাকার!' পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল রাজা। 'এত বড় সাহস... আমাকে ভয় দেখায়! হাতে পেয়ে নিই হারামজাদাকে, মুখ থেকে জিভটা যদি ছিঁড়ে না নিয়েছি তো আমার নাম শাকা নয়। আর মাসিলো... বেজন্মা শয়তান... কী করে তুই কথাগুলো বলতে পারলি আমার সামনে! আর হঠাৎ মোপোর কথা বললি কেন? কীভাবে তোদের সর্দার জানল ওর নাম? জলদি জবাব দে!'

'আ... আমি জানি না, মালিক। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে, আমি শুধু সেটাই বলেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথা শেষ হয়েছে তোর? এবার জীবনটাও শেষ হবে। আমাক্সামামা, খতম করো এই শয়তানকে। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ওর ঘিলু বের করে দাও!'

সর্দার আমাক্সামামা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল রাজার হুকুম তামিল করবার জন্য। কিন্তু মাসিলোকে ভুল বুঝেছে সে, চুপচাপ মরবার লোক নয় শুয়োরটা। আমাক্সামামা কাছে আসতেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল, সর্দার কিছু করবার আগেই উল্টো নিজে হামলা করে বসল।

'আরে, আরে, করে কী! করে কী!' বিস্ময়ে চেঁচাল শাকা। ইঙ্গুয়াজোঙ্কা, মারো শালাকে।'

এবার দ্বিতীয় সর্দারও এগিয়ে গেল। দু'জনের সম্মিলিত হামলার মুখে বেশিক্ষণ টিকল না নিরস্ত্র মাসিলো, তবে মরবার আগে গলা টিপে আমাক্সামামাকে খুন করল সে। সবশেষে চাঁদিতে ইঙ্গুয়াজোঙ্কার লাঠির বাড়ি খেয়ে ধরাশায়ী হলো। ইঙ্গুয়াজোঙ্কা নিজেও ঘায়েল হয়েছে বুড়ো বয়সে লড়াই করতে গিয়ে, মাটিতে বসে পড়ে ককাতে থাকল সে ব্যথায়।

শাকার দিকে তাকালাম। হাতে রাজকীয় বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, সম্পূর্ণ একা। সুবর্ণ সুযোগ আর কাকে বলে! চিৎকার করলাম, 'রাজাকে বাঁচাও! একটা পাগল রাজাকে খুন করতে চাইছে!'

'চেঁচাচ্ছ কেন?' বিস্মিত গলায় বলল শাকা। 'মাসিলো তো...'

কথা শেষ হলো না তার, বেড়ার ওপাশ থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এল ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা। ওদেরকে দেখে কিছু সন্দেহ করল না শাকা। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'অস্থির হবার কিছু নেই, মোপো অযথাই ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছে।'

'তাই নাকি?' বলে রাজার একেবারে কাছে চলে এল দুই রাজপুত্র। তারপর হঠাৎ গায়ে জড়ানো চাদরের তলা থেকে বের

www.BanglaBook.org

করে আনল দুটো ছুরি, শাকা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'পাশ থেকে ঘ্যাচ করে গেঁথে দিল তার পেটে।

'চিৎকার করল না শাকা, মুখ ফুটে একটা শব্দ করল না, শুধু বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। হাত থেকে রাজকীয় বর্শা খসে পড়ল তার, এরপর ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল দুই ভাইয়ের দিকে। ভয়ে পিছিয়ে গেল রাজপুত্ররা।

'কী করলে তোমরা!' এবার ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল শাকা। 'ভাই হয়ে ভাইয়ের পেটে ছুরি মারলে? আমার আপন ভাই, যাদেরকে পেলে-পুষে বড় করেছি, যাদের মুখে খাবার জুগিয়েছি... তারাই আমাকে খুন করল? কেন? রাজত্বের জন্য? ক্ষমতার জন্য? বড় ভুল করেছ তোমরা। এই রাজত্ব আমাকে ছাড়া টিকবে না, ভাইয়েরা। তোমরা টিকে থাকতে পারবে না, সাদাদের পায়ে পদদলিত হবে আমার নেতৃত্বের অভাবে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা, সাহস উবে গেছে ওদের। চেহারা রক্তশূন্য। কিন্তু শাকা এখনও মরেনি। তাই এবার আমি নড়ে উঠলাম। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলাম রাজার বর্শাটা—এটা দিয়েই রাজমাতা উনাণ্ডিকে খুন করেছে সে, খুন করেছে আমার ছেলে মুসাকে। তার সামনে গিয়ে উঁচু করে ধরলাম অস্ত্রটা।

'মোপো!' সবিস্ময়ে বলে উঠল শাকা। 'শেষ পর্যন্ত তুমিও! কিন্তু কেন?'

'বালেকার জন্য... আমার পরিবারের জন্য!' হিসিয়ে উঠলাম তীব্র ঘৃণায়। পরমুহূর্তে সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনলাম বর্শা, গেঁথে দিলাম পিশাচটার বুকে।

আর্তনাদ করে চিৎ হয়ে পড়ল শাকা। থিরথির করে কাঁপতে শুরু করল তার দেহ। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। বিড়বিড় করে বলল,

www.BanglaBook.org

বেলার কথা না শুনে মস্ত ভুল করেছিলাম আমি।'

এরপরেই থেমে গেল নড়াচড়া, চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেল জুলুদের সিংহ। তীব্র ঘৃণা নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, তারপর উল্টো ঘুরলাম। কাজ এখনও শেষ হয়নি। বাছি বাহিনী শহরে ঢুকবে এখুনি; যদিও ওরা আম্‌লাঙ্গানার অধীনস্থ, তারপরেও রাজার মৃত্যুতে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলা মুশকিল। বুদ্ধি খাটিয়ে সমর্থন আদায় করতে হবে ওদের। সর্দার ইঙ্গুয়াজোঙ্কার উপর চোখ পড়ল আমার। উঠে দাঁড়িয়েছে সে, আঙিনার একপাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। এই লোকটাই পুরো ঘটনার একমাত্র সাক্ষী।

'খতম করো ওকে,' ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানাকে বললাম। 'বাকিটা আমি সামলাচ্ছি।'

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল দুই রাজপুত্র। ইঙ্গুয়াজোঙ্কার দিকে ছুটে গেল ডিঙ্গান, বর্শা গেঁথে দিল তার বুকে। ছোট্ট একটা চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বুড়ো সর্দার।

'সাবাস!' বললাম আমি। 'আর কোনও সাক্ষী রইল না।'

'এবার কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ডিঙ্গান।

'এবার দেখবে আমার খেলা।'

উঁচু বেড়ার কারণে বাইরে থেকে আঙিনাটা দেখা যায় না, তাই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম আমি। তারপরেও ভিতরের হাঁকডাক কানে গেছে আশপাশের মানুষের। এ-কান ও-কান হয়ে খবরটা পৌঁছে গেল শহরের ফটকে পৌঁছুনো সৈন্যদের। ছুটে এল তারা। কাঁদো, কাঁদো চেহারা নিয়ে আমি সামনে গেলাম ওদের।

'কাঁদো আমার ভাইয়েরা, কাঁদো!' পানি ঝরাতে থাকলাম চোখ দিয়ে। 'সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের আশা-ভরসা... আমাদের আশ্রয়... সব শেষ। আমাদের রাজা আর নেই। মারা গেছেন তিনি।'

www.BanglaBook.org

চরম অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে গেল মৌমাছি বাহিনীর সৈনিকদের। ওদের দলনেতা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'কী বলছ তুমি, মোপো! কীভাবে... কীভাবে মারা গেলেন আমাদের পিতা?'

'ম্যাসিলো নামে এক শয়তানের হাতে। ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন রাজা, খেপে গিয়ে তাঁরই হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বুকে। এরপর খুন করেছে ইঙ্গুয়াজোঙ্কা আর আমাক্সামামাকে। দুই রাজপুত্র আর আমাকেও খুন করতে চেয়েছিল, তবে পারেনি। ওকেই শেষ পর্যন্ত যমের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি আমরা। এসো, কাছে এসো। দেখো কী সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের।'

পায়ে পায়ে আঙিনায় ঢুকল সৈন্যরা, দেখল পড়ে থাকা লাশগুলো। থামল শাকার মৃতদেহের সামনে এসে। দলনেতা বলল, 'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমরা এতজন এখানে হাজির থাকার পরেও ওই রোগা লোকটা কীভাবে রাজাকে খুন করতে পারল?'

সন্দেহের সুর তার কণ্ঠে। আমি তাতে পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'ভাগ্য... বুঝলে? সবই ভাগ্যের খেলা। এই রোগা লোকের হাতেই মৃত্যু লেখা ছিল রাজার, আমরা কী করে ঠেকাব?'

ব্যাপারটা ওখানেই চুকেবুকে গেল। মৌমাছি বাহিনী পছন্দ করত না শাকাকে, সে মরে যাওয়ায় আমৃলাঙ্গানা... মানে ওদের অধিনায়ক রাজা হতে চলেছে—সেটা তো সুসংবাদ। কাজেই আর উচ্চবাচ্য করল না কেউ। ঘাতক বাহিনী পরে এলেও এ-নিয়ে মাতামাতি করবার মত পরিবেশ ছিল না।

শাকার মৃত্যুর পর কী ঘটল, তার বিস্তারিত বর্ণনা আর দেব না, তাতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। শাকা বা তার ভাইদের গল্প শোনাতে বসিনি আমি, বসেছি আমস্লোপোগাস আর নাডার গল্প শোনাতে। এই গল্পের পরের অংশ শুরু হবে তখন, যখন ডিঙ্গান

www.BanglaBook.org

শাকাকে কুঠার জাতির সর্দারের কাছে পাঠাল চরম এক বার্তা দিল—হয় ডিঙ্গানের সামনে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করো, নয়তো ধ্বংস হয়ে যাও। হায়, তখনও জানতাম না, কুঠার জাতির সর্দার আমার প্রিয় আমস্লোপোগাস ছাড়া আর কেউ নয়। অবশ্য বোঝা উচিত ছিল... মাসিলো যখন আমার নাম উচ্চারণ করল শাকার সামনে, তখনই বুঝে ফেলা উচিত ছিল ওকে আমস্লোপোগাস পাঠিয়েছে। কিন্তু কপাল খারাপ, শাকাকে খুন করবার উত্তেজনায় মাথা কাজ করেনি আমার, বুঝিনি মাসিলোর কথার গূঢ় অর্থ। যদি বুঝতাম, তা হলে রাজা হতে দিতাম না ডিঙ্গান বা আম্‌লাঙ্গানাকে। শাকার পরে ওদেরকেও মেরে আমস্লোপোগাসকে বসাতাম ক্ষমতায়, কারণ শাকার সন্তান হিসেবে ন্যায়সঙ্গতভাবে ও-ই ছিল জুলুদের রাজত্বের সত্যিকার উত্তরাধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অজ্ঞতার কারণে সেসবের কিছুই করিনি আমি, যার ফল আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হয়েছে পরবর্তীতে।

একটু বোধহয় বেশিই বলে ফেলছি, বাবা, তাই না? তা হলে থাক, ধীরে ধীরেই এগোই। মূল কাহিনিতে ফিরে যাবার আগে সংক্ষেপে বলে দিই শাকার মৃত্যুর পরের ঘটনা। সারাদেশে চাউর হয়ে গেল, মাসিলো নামে এক বিদেশি পাগলের হাতে খুন হয়েছে রাজা; আসল ঘটনা কেউ কেউ হয়তো আঁচ করতে পেরেছিল, তবে মুখ বন্ধ রাখল। নতুন রাজাদের বিপক্ষে অভিযোগের আঙুল তুলবার সাহস পায়নি ওরা। তা ছাড়া শাকার মৃত্যুতে জুলু জাতির উপর কোনও অভিশাপ নেমে আসেনি, কাজেই কে আর মাথা ঘামায় ও নিয়ে? নতুন দুই রাজাও কথা দিয়েছিল, তারা নমনীয়ভাবে রাজ্য শাসন করবে, শাকার মত অত্যাচার চালাবে না কারও উপরে; তাই প্রজারা স্বীকার করে নিয়েছিল ওদের আনুগত্য। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ক্ষমতার আরেক দাবিদার...

www.BanglaBook.org

শাকার সৎ ভাই এংওয়াদে ছাড়া আর কোনও শত্রু নেই ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানার। শাকার মৃত্যুর পরেই রাজ-চিকিৎসকের পদ ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, হয়ে উঠেছিলাম জুলু বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ঘাতক বাহিনী আর মৌমাছি বাহিনী নিয়ে এংওয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালাম আমি, হামলা করলাম তার গ্রামে। কঠিন এক লড়াই শেষে মারা পড়ল লোকটা, ফলে নিষ্কণ্টক হলো দু'ভাইয়ের সিংহাসন।

বাইরের কোনও শত্রু না থাকায় কিছুদিন পর নিজেদের মাঝে বিবাদ শুরু করল ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানা। স্বাভাবিক ব্যাপার—এক রাজ্যে দুই রাজা থাকলে ঝামেলা হবেই। ওদের ঝগড়ায় কখনও নাক গলাইনি আমি, বরং চুপচাপ বিচার করেছি পরিস্থিতি। জানতাম, শেষ পর্যন্ত একটা পক্ষ বেছে নিতেই হবে। কিন্তু কাকে বেছে নেব সেটাই প্রশ্ন। দুই রাজাই ভয় পায় আমাকে, তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি বলে মনে করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, আম্‌লাঙ্গানা আমাকে খুন করবার ছুঁতো খুঁজছে, ওর দিকে ঝোঁকা বিপজ্জনক। তার চেয়ে ডিঙ্গানকে সমর্থন করলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে।

ধীরে ধীরে কূটকৌশল খাটাতে শুরু করলাম। সত্যি-মিথ্যে হাজার কথা বলে আম্‌লাঙ্গানার বিরুদ্ধে পুরোপুরি খেপিয়ে দিলাম ডিঙ্গানকে। ওর মনে এমন একটা ধারণা তৈরি করে দিলাম, যেন ওকে খুন করে ক্ষমতা দখল করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে আম্‌লাঙ্গানা। এর ফলে যা হবার তা-ই হলো। কয়েক দিন পরেই দলবল নিয়ে আম্‌লাঙ্গানার বাড়ি ঘেরাও করল সে, বড় ভাই শাকার মত তাকেও পাঠিয়ে দিল পরপারে। জুলু রাজ্যের একক ক্ষমতার অধিকারী হলো ডিঙ্গান।

আম্‌লাঙ্গানার মৃত্যুর চোদ্দ দিন পর লিম্পোপোর জলাভূমি থেকে ব্যর্থ অভিযান শেষে ফিরে এল জুলু বাহিনী। অর্ধেকের

www.BanglaBook.org

বহু সৈন্য মারা গেছে অসুখ-বিসুখ আর শত্রুর হাতে; জীবন নিয়ে যারা কোনোমতে ফিরে এসেছে, তাদের অবস্থাও সঙ্গীন। মুগু ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বাহিনী এমন খালি হাতে বা বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরল। শাকা বেঁচে থাকলে কঠিন শাস্তি পেত ওরা ব্যর্থতার জন্য, কিন্তু ডিঙ্গান তা করল না, ক্ষমা করে দিল ওদেরকে। সৈন্যরাও খুশি হলো প্রাণভিক্ষা পেয়ে, অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল নতুন রাজার শাসন। ফলে সিংহাসন আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হলো ডিঙ্গানের। যত দিন বেঁচে ছিল, তার বিরোধিতা করেনি কেউ।

তবে বলে রাখা ভাল, শাকার নিষ্ঠুর চরিত্র ডিঙ্গানের ভিতরেও ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তবে বড় ভাইয়ের মত কৌশলী বা শক্তিশালী ছিল না সে। বরং এক হিসেবে তাকে কুচক্রী ও মিথ্যেবাদী বলা যায় নির্দ্বিধায়। মেয়েমানুষের প্রতি ভীষণ আসক্তি ছিল তার, রাজকার্যের বদলে ওদের প্রতিই তার মনোযোগ ছিল বেশি। তবুও বড় ধরনের কোনও সমস্যা পোহাতে হয়নি তাকে, শাকার নিষ্ঠুর শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল মানুষ। তা ছাড়া কে-ই বা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? থাকার মধ্যে আছে শুধু মামপাণ্ডা... ডিঙ্গানের সৎ ভাই। ওর কথা আগেই বলেছি তোমাকে, বাবা। ভীরু এক লোক, যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করে না, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। ওকে নিয়ে ভয়ের কিছু ছিল না ডিঙ্গানের, তারপরেও ক্ষমতা সুসংহত করবার জন্য ওকে একবার খুন করতে চেয়েছিল সে। আমিই বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঠেকাই তাকে।

বিরক্ত হয়ে আমার কথা মেনে নেয় ডিঙ্গান। বলে, 'বেশ, তুমি যখন বলছ, আমি ওকে প্রাণে মারব না, মোপো। কিন্তু একটা কুকুরকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়, বিশেষ করে সেই কুকুরের যদি কামড় দেবার মত দাঁত থাকে।'

ওর এই আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়েছিল,

www.BanglaBook.org

আমপাণ্ডাই তাকে উৎখাত করেছিল সিংহাসন থেকে। আর এর পিছনে হাত ছিল আমারও। আমাপাণ্ডাকে ডিঙ্গানের পিছনে যে-লোক লেলিয়ে দিয়েছিল, সে আর কেউ নয়... আমি।

বাইশ

বুলালিয়োর খোঁজে

নেটালে বেশিদিন কাটাল না ডিঙ্গান, ডুগুযা ছেড়ে ফিরে গেল জুলুল্যাণ্ডে—গড়ে তুলল আম্‌গুগুন্দোলোভু নামে নতুন একটা শহর। করল একের পর এক বিয়ে, রাজ্যের যত সুন্দরী মেয়ে আছে, সবাইকে তুলল ঘরে। তবুও তার আশ মিটল না। একদিন গুজব শুনল—সোয়াজি রাজ্যের হালাকাজি গোত্রে নাকি অপূর্ব রূপসী এক মেয়ে আছে, গায়ের রঙ জুলুদের চেয়ে ফর্সা, লোকে তাকে পদ্মকুমারী বলে ডাকে। ব্যস, খবরটা কানে আসামাত্র সেই মেয়েকে বিয়ে করবার খায়েশ হলো তার; দূত পাঠাল হালাকাজি গোত্রের সর্দারের কাছে—বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কয়েক দিন পর ফিরে এল সেই দূত—গালাগাল আর মার খেয়ে। হালাকাজি সর্দার সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে বিয়ের প্রস্তাব। ওই মেয়ে নাকি ওদের গোত্রের অমূল্য সম্পদ, সবার ভালবাসার পাত্রী, তাকে কিছুতেই বাইরের কারও হাতে তুলে দেবে না। তা ছাড়া শাকার আমল থেকেই জুলুদের ঘৃণা করে হালাকাজিরা, তাই ডিঙ্গানের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার প্রশ্নই আসে না।

www.BanglaBook.org

পদ্মকুমারীকে দেখে এসেছে রাজার দূত, মেয়েটার বর্ণনাও দিল সে। সত্যিই নাকি অপূর্ব সুন্দরী। বেশ লম্বা, একহারা দেহ। মাথাভরা দীঘল কালো কেশ; চোখদুটো টানা টানা, বাদামি রঙের; তাতে কোমল দৃষ্টি। মাখনের মত মোলায়েম ত্বক, বেশ ফর্সা। হাসিতে মুক্তো ঝরে। সমধুর সঙ্গীতের মত মিষ্টি তার কণ্ঠ।

বর্ণনা শুনে পাগল হবার দশা ডিঙ্গানের, যে-করেই হোক ওই মেয়েকে তার চাই। সৈন্যদল পাঠাবার হুকুম দিল যে হালাকাজিদের মেরে-কেটে ওই মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে আপত্তি জানালাম আমি। হালাকাজিদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া মানে গোটা সোয়াজি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। ওদেরকে ছোট করে দেখবার অবকাশ নেই, বড়ই শক্তিশালী জাত। তা ছাড়া পাহাড়ি এলাকায় বাস করে ওরা, গুহায় লুকিয়ে থাকে। সেখানে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। আমাদের বাহিনীও দুর্বল, লিম্পোপোর জলাভূমিতে অর্ধেকের বেশি দক্ষ যোদ্ধা মারা পড়েছে আমাদের, সেই ক্ষতি আজও পূরণ করা যায়নি। এইসব যুক্তি দেখিয়ে নিরস্ত হতে বললাম রাজাকে—একটা মাত্র মেয়ের জন্য গোটা জুলু জাতিকে বিপদে ফেলা ঠিক হবে না। দুনিয়ায় মেয়ের অভাব নেই, আর যাকে খুশি বেছে নিক সে।

বেশ জোর দিয়েই বলতে পারলাম কথাগুলো, শাকার আমলে এভাবে বলতে পারত না কেউ। মজলিশে উপস্থিত ইন্দুনা আর উপদেষ্টারা সায় দিল আমার কথায়। সোয়াজিদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া সত্যিই উচিত হবে না, ব্যাপারটা দাঁড়াবে খাল কেটে কুমির ডেকে আনার মত। অবস্থা বেগতিক দেখে আমার যুক্তি মেনে নিল ডিঙ্গান, প্রত্যাহার করল সৈন্যদল পাঠাবার আদেশ। তবে সেদিন থেকে আমার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হলো তার মনে—কারণ আমার কারণে পদ্মকুমারীকে পাবার খায়েশ মাটিচাপা দিতে

www.BanglaBook.org

হয়েছে তাকে।

এই পদ্মকুমারীই যে আমার মেয়ে নাড়া, তা আমার জানা ছিল না। ফর্সা মেয়ের কথা শুনে একটু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু পাত্তা দিইনি। কারণ আমি জানতাম ম্যাক্রোফা-সহ মারা গেছে ও। যে-লোক খবরটা এনেছিল, সে নাকি নিজ চোখে দেখেছিল ওদের লাশ। নিঃসন্দেহে কোথাও ভুল করেছিল সে... হয়তো ম্যাক্রোফার সঙ্গে অচেনা কোনও মেয়ের লাশ দেখে নাড়া বলে ভেবেছিল... কে জানে। কিন্তু তখন তার কথা অবিশ্বাসের কোনও কারণ দেখিনি। গল্পটায় খুঁত পাইনি কোনও। যে-গ্রামে ওদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম, তাদের সঙ্গে হালাকাজিদের বিরোধ ছিল। হামলা কিংবা হত্যাকাণ্ড... কোনোটাই অস্বাভাবিক ছিল না।

আসলে কী ঘটেছিল, সেটা জেনেছি অনেক পরে। ম্যাক্রোফার গ্রামের ধ্বংস এবং হত্যাকাণ্ডের পিছনে একমাত্র কারণ ছিল নাড়ার রূপ। সেই রূপের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। হালাকাজি গোত্রের সর্দার... মানে যে-লোক গালাজির বাপের পরে ওখানকার ক্ষমতা দখল করেছিল... সে হুকুম দিয়েছিল, নাড়াকে যেন তার গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওখানেই থাকবে সে, সর্দারের গ্রামের শোভা বাড়াবে; চাইলে হালাকাজিদের মাঝ থেকে পছন্দসই পাত্রকে বিয়েও করতে পারবে। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি ম্যাক্রোফার গ্রামের সর্দার। নাড়াকে ভীষণ ভালবাসত সে, ওকে কাছছাড়া করতে চায়নি। তা ছাড়া তার ভয় ছিল, ওকে সর্দারের গাঁয়ে পাঠালে জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দেয়া হতে পারে।

বিয়ের ব্যাপারে চরম এক অনীহা ছিল নাড়ার ভিতরে। বহু লোক ওর পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছে, কিন্তু সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছে ও। ম্যাক্রোফার গ্রামে সেটা নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি হয়নি, বরং কেউ কেউ বলেছে ও অবিবাহিতা থাকলেই ভাল, সবাই সমানভাবে উপভোগ করতে পারবে ওর রূপ; বিয়ে হলে

www.BanglaBook.org

তো কারও সম্পত্তি হয়ে যাবে। তবে ওরা জানত না—নাড়ার সেই রূপ সর্বনাশী হয়ে দাঁড়াবে, ঘটাবে অগণিত মানুষের মৃত্যু। ওকে পাবার জন্য হামলা করবে হালাকাজিরা, খতম করে দেবে গোটা গ্রামকে। ওখানেই শেষ নয়, নাডার রূপে ধ্বংস হবে আরও অনেকে, বদলে যাবে বহু মানুষের জীবন, এমনকী ওর নিজেরটাও... এসব খুব শীঘ্রি জানতে পারবে তুমি, বাবা।

যাক গে, কাহিনিতে ফিরে আসি। পদ্মকুমারীই যে নাডা, তা ভাবতে পারিনি আমি; এদিকে রাজার খায়েশে বাদ সাধায় হয়ে উঠলাম ডিঙ্গানের বিরাগভাজন। কিন্তু সরাসরি আমার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবার সাহস পেল না সে। তার সমস্ত গোমর জানি আমি, ফাঁস করে দিলে বিপদে পড়বে। তা ছাড়া আমার প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়—এক ডাকে পুরো জুলু রাজ্যকে একাট্টা করে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারি। সেনাবাহিনীও আমার হাতে। ভেবে চিন্তে কিছুদিনের জন্য আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল সে, যাতে অনুপস্থিতির কারণে আমার ক্ষমতা আর প্রভাব খর্ব হয়। সে-ও এই ফাঁকে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারবে।

একদিন রাজকুটিরে ইন্দুনা আর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বসে আছি, হঠাৎ ডিঙ্গান বলল, 'মোপো, মরার আগে শাকা কী বলেছিল, মনে আছে?'

'আছে, মহানুভব,' হালকা গলায় জবাব দিলাম। 'বলেছিল ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন না আপনি। পদদলিত হবেন সাদাদের পায়ের তলায়।'

'খামোশ!' গর্জে উঠল ডিঙ্গান। 'আমি সে-কথা বলছি না। বলছি কুঠার জাতির সেই সর্দারের কথা।'

'বেয়াদব সেই ছোকরা? হ্যাঁ, মনে আছে। সৈন্যদল পাঠিয়ে তাকে খতম করবার হুকুম দিয়েছিল শাকা। হঠাৎ তার কথা উঠছে

www.BanglaBook.org

কেন? শাকার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে চান?'

'না। ঠিক তার উল্টোটা করতে চাইছি—বন্ধুত্ব। শুনেছি, তাতে বেশ দুর্ধর্ষ সর্দার বলে মনে হয়েছে তাকে। লোককে যদি আমাদের দলে টানা যায়, জুলুদের হাত শক্তিশালী হবে আরও।'

'মনে হয় না সেটা সম্ভব। শাকা তো চেয়েছিল, পারেনি।'

'কারণ শাকাকে ঘৃণা করত বুলালিয়ো। মোপো নামে কোন এক লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাবত। আমার সঙ্গে কোন বিবাদ নেই তার, তা ছাড়া ওর শত্রু শাকাকে আমি খতম করেছি শুনলে খুশি হবে নিশ্চয়ই। আমার ইচ্ছে, সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে তুমি যাবে ওর কাছে, মোপো। ওর হারানো আত্মীয়ের নামে নাম তোমার, এই কাজের জন্য তুমিই সবচেয়ে আদর্শ ব্যক্তি। শুধু নাম শুনেই তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে বুলালিয়ো।'

একেবারে অযৌক্তিক কিছু বলছে না ডিঙ্গান, আমিও অনেক দিন থেকেই কৌতূহল অনুভব করছি কুঠার জাতির ওই সর্দারের ব্যাপারে। দেখা করতে পারলে মন্দ হয় না। তারপরেও কেন যেন খুঁতখুঁত করে উঠল মন। কাজটা সময়সাপেক্ষ—এমন একটা কাজের জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিলে সেনাবাহিনীর দেখাশোনা করবে কে? যদি যুদ্ধ বাধে? ডিঙ্গানের কি সেনাপতির প্রয়োজন নেই?

'আর কাউকে পাঠালে হয় না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এদিকে আমার থাকা দরকার।'

'না, মোপো। তোমাকেই যেতে হবে। কেন, তা তো বলেছি। এ-কাজটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—কাঁচা বয়সেই ওই সর্দারকে যদি বাগে আনা না যায়, ভবিষ্যতে আমাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ও।'

www.BanglaBook.org

'বেশ, রাজার আদেশ পালিত হবে।'

বাছাই করা দশজন লোক নিয়ে পরদিন প্রেত-পর্বতের উদ্দেশে রওনা হলাম আমি। পথটা পরিচিত—এ-পথেই বহু বছর আগে ম্যাক্রোফা, নাডা আর আমস্লোপোগাসকে নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। আজ ওদের কেউ বেঁচে নেই, একাকী পথ চলতে হচ্ছে আমাকে—ভাবতেই ভারী হয়ে এল হৃদয়। সান্ত্বনা শুধু একটাই... শাকাকে খুন করে প্রতিশোধ নিতে পেরেছি আমি... স্বর্গের দেবীকে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

কয়েক দিন পর রাতের বিশ্রামের জন্য যেখানে থামলাম, সেটাও পরিচিত জায়গা। ওখানেই ভয়াল সে-রাতে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা—সিংহের গুহা অলা সেই পাহাড়টার নীচে। এখনও আছে সেই গুহাটা। ওটার দিকে তাকিয়ে চোখ ছলছল করে উঠল। রাতে আর ঘুমাতে পারলাম না, বসে রইলাম চুপচাপ। দূরে, বনজঙ্গল ছাড়িয়ে মাথা তুলে রেখেছে অদ্ভুত আকৃতির একটা পাহাড়—বসে থাকা একটা নারীমূর্তির মত চূড়া; চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ওটাই প্রেত-পর্বত, চূড়ায় বসে থাকা মূর্তিটা এক পাথরের ডাইনি। অনেক কাহিনি শুনেছি ওই পাহাড় সম্পর্কে—অভিশপ্ত এক জায়গা, ওখানে নাকি নেকড়ের রূপ নিয়ে জাদুকরেরা ঘুরে বেড়ায়। এমনও শুনেছি, ওটা প্রেতাত্মাদের আস্তানা। জিভ নেই তাদের, জিভ থাকলে মরণের ওপারের সমস্ত রহস্য ফাঁস করে দেবে বলে জিভগুলো কেটে রেখেছেন দেবতারা। কথা বলতে না পেরে আত্মারা নাকি পর্বতের জঙ্গলে দুর্বোধ্য চিৎকার করে বেড়ায়।

হাসি পাচ্ছে, বাবা? ভূতে বিশ্বাস করো না? আমার জায়গায় থাকলে এভাবে হাসতে পারতে না তুমি। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, মানুষের তো আত্মা আছে, দেহ মরে গেলে কোথায় যায় সেই আত্মা? এই পৃথিবীতে কায়াহীন রূপ নিয়ে ওদের ঘুরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেড়ানো কি এতই অবিশ্বাস্য? থাক, এ-নিয়ে এখন তর্কে না যাই। পরে কখনও নাহয় কথা বলা যাবে।

তো যা বলছিলাম... বসে বসে প্রেত-পর্বতের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলাম আমি। মনে পড়ে যাচ্ছিল ওটা সম্পর্কে শোনা বিভিন্ন কাহিনি, ভয় জাগছিল বুকে। হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, মনে হলো পাহাড়ের গায়ের জঙ্গল থেকে এসেছে শব্দটা। প্রথমে আবছাভাবে শুনলাম, ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল আওয়াজ... মনে হলো দূরে একযোগে চিৎকার করছে কারা যেন। আওয়াজ বাড়লেও তার উৎস ঠাহর করতে পারলাম না অনেকক্ষণ, তারপর আচমকা বুঝতে পারলাম, ওটা আসলে শিকারি পশুর গর্জন। একটা নয়, কয়েকশো কণ্ঠের! কাউকে ধাওয়া করছে।

ধীরে ধীরে কাছে চলে এল গর্জন, পাথরে পাথরে আওয়াজ উঠল শিকারিদের পায়ের, আমার সঙ্গীদের ঘুম ভেঙে গেল তাতে। তীক্ষ্ণচোখে পাহাড়ের দিকে তাকালাম আমরা, একটু পরেই দেখতে পেলাম হতভাগ্য শিকারটাকে। বিশাল এক বুনো মোষ, এক পলকের জন্য পাহাড়ের আলোকিত ঢালে উদয় হলো ওটা, পরক্ষণে হারিয়ে গেল ছায়ায়। পাগলের মত ছুটে আসছে নীচে, যেখানে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। মোষের পিছু পিছু কালো ছায়ার মত উদয় হলো আরও অনেকগুলো আকৃতি—আকারে ছোট, কিন্তু ভীষণ দ্রুতগামী। সংখ্যায় অগুনতি। এক পাল নেকড়ে! ঢাল ধরে ধাওয়া করে চলেছে মোষটাকে। জানোয়ারগুলোর সঙ্গে আরও কেউ আছে... ভাল করে তাকাতেই চমকে উঠলাম, দু'জন মানুষ!

সমতলে নেমে এল মোষটা, উপত্যকার মেঝে ধরে প্রাণপণে ছুটছে। পিছু পিছু ধাওয়া করে এল নেকড়ের পাল। গলা দিয়ে ক্রমাগত গর্জন করে চলেছে। ভয়ে গুটিসুটি হয়ে গেলাম আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব কাছ দিয়ে ছুটে যেতে দেখলাম মোষটাকে। নেকড়েগুলোও পেরিয়ে গেল আমাদের, ফিরে তাকাল না। এরপর পেরিয়ে গেল মানুষ দু'জন। ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল তাদের... মানে, ওই পরিস্থিতিতে যতটুকু দেখা যায় আর কী। যা দেখলাম, তাতে বিস্ময় আরও বাড়ল: সুঠামদেহী দু'জন যুবক—গায়ে নেকড়ের ছাল পরে আছে। একজনের হাতে বিশাল আকারের এক কুঠার, অন্যজনের হাতে ভারী একটা গদা। কী তাদের গতি... কী তাদের ভঙ্গিমা! কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছে। কোনও মানুষকে এত জোরে দৌড়াতে দেখিনি আমি কোনোদিন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখলাম ওদেরকে, তারপরেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল ওরা। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল নেকড়ে দলের গর্জন। একটা সময় শোনা গেল না আর। ফিরে এল রাতের নীরবতা।

মূর্তির মত বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'ক... কী দেখলাম ব্যাপারটা! কারা ওরা?'

'ওরা প্রেতাত্মা, মালিক,' জবাব দিল আমার এক সঙ্গী, 'পাথরের ডাইনির কোলে বাস করে। নেকড়ে-ভ্রাতা বলে ওদেরকে... মানুষরূপী নেকড়ে, যারা ওই নেকড়ের পালের রাজা।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তেইশ

সাক্ষাৎ-পর্ব

বাকি রাত পালা করে পাহারা দিলাম আমরা, কিন্তু নেকড়ের পাল বা তাদের দুই রাজার কাউকে দেখলাম না। সকাল হলে দলের একজনকে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়ে দিলাম কুঠার জাতির গাঁয়ে, বুলালিয়োর সঙ্গে দেখা করে জানাবে—রাজা ডিঙ্গানের প্রতিনিধি তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সর্দারকে আমার নাম বলতে মানা করে দিলাম, শুরুতেই চমকটা নষ্ট করতে চাই না।

বার্তাবাহক চলে যাবার ঘণ্টাখানিক পর বাকিদের নিয়ে রওনা হলাম আমি। কুঠার জাতির গ্রামের দিকেই যাচ্ছি। জায়গাটা বেশ দূরে, বার্তাবাহকের ফিরে আসতে সময় লাগবে, তার চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকা ভাল; বুলালিয়ো যদি দেখা করতে রাজি হয় তো দ্রুত পৌঁছুতে পারব তার গ্রামে।

নদীর কিনার ধরে দিনভর হাঁটলাম আমরা, প্রেত-পর্বতের গোড়া ঘুরে এগিয়ে চললাম সামনে। একটা ধ্বংসস্তূপ পেলাম, কোনও এক কালে ওখানে একটা গ্রাম ছিল, এখন পরিত্যক্ত। গ্রামের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অনেক কঙ্কাল, সবগুলোর হাড়গোড় ভাঙা। কালের প্রবাহে বিবর্ণ হয়ে আসা কিছু ঢাল পড়ে আছে ওগুলোর পাশে। সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতেই বুঝতে পারলাম, সেগুলো শাকার ঘাতক দলের ঢাল... বহু বছর

www.BanglaBook.org

আগে যাদেরকে আমস্লোপোগাসের খোঁজে পাঠানো হয়েছিল। আমার সঙ্গীদের বললাম সে-কথা।

'হতে পারে এগুলো ওদেরই কঙ্কাল,' বলল আমার এক সঙ্গী, 'কিন্তু মানুষের হাতে মরেনি ওরা। হাড়গুলো দেখুন, মালিক। কোনও মানুষের পক্ষে এভাবে কারও হাড় ভাঙা সম্ভব নয়। শুধু হিংস্র জানোয়ারের কামড়ে এমন হতে পারে।'

'কী বলতে চাও?'

'কাল রাতে দেখা নেকড়েগুলোর কথা বলছি, মালিক। ওরাই নিশ্চয়ই খুন করেছে শাকার সৈন্যদেরকে। চলুন এখান থেকে পালাই, নইলে আমাদেরও একই দশা হবে।'

আর কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম গ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পিছনে ফেললাম জায়গাটাকে। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম খোলা এক প্রান্তরে। দূরে, নদীর ওপারে দেখতে পেলাম কুঠার জাতির গ্রাম—ছিমছাম, মনোরম। প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের গবাদি পশু, সংখ্যায় অনেক। বুঝলাম, কুঠার জাতি বেশ ধনী। অগভীর একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে নদী পেরুলাম আমরা, এগোতে থাকলাম গ্রামটার দিকে। খানিক পরেই একজন মানুষকে দৌড়ে আসতে দেখলাম আমাদের দিকে। লোকটা আর কেউ নয়, আমার পাঠানো সেই বার্তাবাহক।

কাছে এসে সালাম ঠুকল সে। জানতে চাইলাম, 'কী খবর?'

'সর্দারের সঙ্গে দেখা করে এলাম, মালিক। তাগড়া জোয়ান এক লোক, সবসময় সঙ্গে একটা কুঠার রাখে... ঠিক যেমন কাল রাতের এক নেকড়ে-রাজার হাতে দেখেছি। আমার মনে হয় দু'জন একই লোক।'

'তোমার ধারণার কথা জানতে চাইনি। কী বলেছে সে?'

'আমার কথা শুনে হেসেছে। তারপর বলেছে, ডিঙ্গানের দূত

www.BanglaBook.org

তার সঙ্গে দেখা করতে পারে। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ো। কথা বলা যাবে শান্তিতে। তবে ডিঙ্গান নিজে এলে নাকি বেশি খুশি হতো, কুঠার দিয়ে এক কোপে নামাতে পারত তার কল্লা। হ্যাঁ... এ-কথাই বলল। শাকা মরে যাওয়ায় পুরোপুরি খুশি হয়নি—জুলুদের কারণে মোপোকে হারিয়েছে সে, শাকার ভাই আর শাকা তার কাছে সমান।'

অস্বস্তি অনুভব করলাম আবারও নিজের নাম শুনে। আমার কথাই বলছে না তো? তা কী করে হয়? আমি তো বেঁচে আছি। অবশ্য অন্য কোনও মোপোর কথাও বলতে পারে, জুলুদের এ-নামে আরও মানুষ আছে এবং ছিল। শাকা তাদের বেশ কয়েকজনকে খুনও করেছে। যা হোক, ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইলাম না, যথাসময়ে জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে। সঙ্গীদের নিয়ে এগোলাম গ্রামের দিকে।

ফটকে কেউ আমাদের স্বাগত জানাল না, ভিতরে ঢুকেও দেখলাম না কাউকে। কিছুদূর যেতেই পরিষ্কার হলো রহস্য। গ্রামের ঠিক মাঝখানে রয়েছে গরুর খোঁয়াড়, সেখানে জমায়েত হয়েছে গাঁয়ের সব পুরুষ—মনে হলো যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবার হাতে অস্ত্রশস্ত্র। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আমার সঙ্গীদের, পালাতে চাইল উল্টো ঘুরে। তাড়াতাড়ি ঠেকালাম ওদেরকে, আশ্বস্ত করলাম—আমাদেরকে মারতে চাইলে অল্প কিছু লোকই যথেষ্ট ছিল, এত লোক জড়ো করত না কুঠার জাতির সর্দার। ভাল করে তাকালাম খোঁয়াড়ের দিকে। অন্তত পাঁচশো যোদ্ধা জমায়েত হয়েছে ওখানে, দীর্ঘদেহী দুই যুবক ছোটাছুটি করে তাদেরকে আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে।

'সবাই স্বাভাবিক থাকো,' বললাম আমার সঙ্গীদেরকে। 'চেহারায় ভয় ফুটতে দিয়ো না। ভয় পেয়ে লাভ নেই কোনও, বরং সাহস দেখিয়ে শত্রুকে কাবু করা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।'

www.BanglaBook.org

দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে গেলাম খোঁয়াড়ের দিকে। কাছাকাছি যেতে আমাদেরকে লক্ষ করল ভিতরের দুই যুবক। যোদ্ধাদেরকে দাঁড়াতে বলে বেরিয়ে এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমজন অচেনা, বিশাল এক গদা রয়েছে তার হাতে; কিন্তু দ্বিতীয়জন... তার উপর চোখ পড়তেই বুকের খাঁচায় লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। কুঠারধারী ওই যুবককে আমি চিনি—আমস্লোপোগাস! অনেক দিন পর দেখছি, বড় হয়ে গেছে ও, তাই বলে চিনতে অসুবিধে হলো না। গর্বে বুক ফুলে উঠল আমার—রীতিমত সুপুরুষ এক যুবকে পরিণত হয়েছে আমার পালক ছেলে। লম্বা, দোহারা দেহ; সারা গায়ে দড়ির মত পাকানো পেশি। বিশালদেহী না হলেও কাঁধ অনেক চওড়া, সে-তুলনায় সরু ওর কোমর। পৌরুষের ছাপ ফুটে উঠেছে চেহারায়, চোখের দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ। গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে আমার দিকে, নড়াচড়া করছে নেকড়ের মত ক্ষিপ্রতায়। হাতের মুঠোয় তার বিখ্যাত কুঠার—শ্বাস-সংহারী।

আমস্লোপোগাসের সঙ্গীকেও ভাল করে দেখলাম। লম্বায় সামান্য খাটো, তবে আমস্লোপোগাসের চেয়ে গাট্টাগোট্টা তার শরীর। চোখদুটো ছোট ছোট, মিটমিটে তারার মত ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে, চেহারায় বন্যতা। মাঝে মাঝে হিংস্র ভঙ্গিতে হাসছে, তখন দেখা যাচ্ছে মুক্তার মত সাদা দাঁতের সারি।

মিথ্যে বলব না, বাবা, আমস্লোপোগাসকে দেখামাত্র ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে যাই ওর কাছে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরি ওকে। কিন্তু দায়িত্বের কথা ভেবে সংযত করলাম নিজেকে। তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর খুলে মুড়ে ফেললাম মাথা আর মুখ, আমার চেহারা যেন দেখতে না পায় ও।

আমার সামনে এসে থামল আমস্লোপোগাস। গমগমে গলায় বলল, 'অভিবাদন, ডিঙ্গানের দূত। কুঠার জাতির গ্রামে স্বাগত জানাই তোমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা ঝোঁকালাম আমি। 'আপনাকেও অভিবাদন, সর্দার বুলালিয়ো। নাকি প্রেত-পর্বতের নেকড়ে-রাজা বললে খুশি হবেন আপনি... অথবা মোপোর ছেলে আমস্লোপোগাস?'

একটা ঝাঁকি খেলো আমস্লোপোগাস। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। হতভম্ব গলায় বলল, 'তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো।'

'জুলু রাজার চোখ আর কান অনেক বড়, হে সর্দার। আমি যা দেখেছি বা শুনেছি, তা-ই বললাম।'

'আমি যে নেকড়ে-রাজা, সেটা কী করে জানলে?'

'গত রাতে নিজ চোখে আপনাকে নেকড়েদের সঙ্গে শিকার করতে দেখেছি আমি, সর্দার। সঙ্গে আপনার গদা-অলা বন্ধুও ছিল।'

'তা-ই? আর আমার সত্যিকার নাম? বহু বছর হলো ওটা ব্যবহার করি না আমি, তা হলে তুমি শুনেছ কার কাছে? জলদি বলো, নইলে এখুনি খুন করব তোমাকে।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, এই সামান্য ব্যাপারে আমাকে খুন করে কোনও লাভ হবে না আপনার। বরং বিরাট বোকামি হবে সেটা।'

'তর্ক কোরো না। যা জানতে চেয়েছি তার জবাব দাও।'

'দেব না,' উদ্ধত গলায় বললাম। 'আপনার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই আমি। নামটা জানি, এটুকুই যথেষ্ট। কীভাবে জানলাম, তাতে কিছু যায়-আসে না। তারচেয়ে কাজের কথায় আসুন।'

দাঁতে দাঁত পিষল আমস্লোপোগাস। 'অবাধ্য বুড়ো! কাজটা ভাল করলে না। তারপরেও যা বলতে এসেছ, বলো। সব শোনার পর ঠিক করব তোমাকে নিয়ে কী করা যায়।'

'বেশ, তা হলে শুনুন। বেশ কিছুদিন আগে, শাকার আমলে আপনাকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। জুলু রাজার বশ্যতা

www.BanglaBook.org

স্বীকার করে নিতে বলা হয়েছিল আপনাকে, বলা হয়েছিল ভেট পাঠাতে। আপনি তার কিছুই করেননি। তবে শাকা এখন মৃত, এখন রাজা ডিঙ্গান বসেছেন ক্ষমতায়, তিনি আপনাকে দ্বিতীয় একটা সুযোগ দিতে চান। না, জোর-জবরদস্তি করা হবে না আপনাকে; শুধু এটুকু বলব, শান্তিপূর্ণভাবে উপহার পাঠিয়ে যোগ দিন জুলুদের সঙ্গে। সেটা সবার জন্যই মঙ্গল।'

রেগে বোম হয়ে গেল আমস্লোপোগাস। 'কী বললে? দ্বিতীয় সুযোগ? এত বড় আস্পর্ধা... আমার গ্রামে এসে আমাকেই ভয় দেখাচ্ছ? কপাল ভাল যে তোমাদের কোনও ক্ষতি করব না বলে কথা দিয়েছি, নইলে এখুনি মাটিতে গড়াগড়ি খেতো তোমাদের সবার মাথা।'

'অযথাই মাথা গরম করছেন আপনি,' শান্ত গলায় বললাম। বয়সের দোষ... ঝোঁকের মাথায় ভুল একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এখনও ভয় দেখাইনি আমি। যদি দেখাতেই হয়, তা হলে বলব—ডিঙ্গানের সঙ্গে শত্রুতা করতে গেলে স্রেফ প্রাণে মারা পড়বেন। আপনার একেকজন যোদ্ধার বিপক্ষে তিনি একশো যোদ্ধা পাঠাতে পারেন... একটা বর্শার বিপরীতে পাঠাতে পারেন কয়েকশো বর্শা। মাড়িয়ে সমান করে দিতে পারেন পুরো কুঠার জাতির গ্রাম। প্রেত-পর্বতের ভূত বা নেকড়ে কোনও কাজে আসবে না আপনার।'

রাগে শরীর কাঁপতে শুরু করেছে আমস্লোপোগাসের। কুঠার তুলে সঙ্গীর দিকে তাকাল, 'গালাজি, কী করা উচিত এই বদমাশগুলোকে নিয়ে? এখানেই খতম করে দিই?'

'শান্ত হও,' বলল গালাজি। 'ওদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তুমি, কথার বরখেলাপ করা উচিত হবে না। তার চেয়ে যেতে দাও। সন্দেহ নেই, এরপরে পোষা কুকুরদল পাঠাবে ডিঙ্গান, নেকড়ের পাল নিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দেব আমরা। দেখার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মত একটা লড়াই হবে ওটা।'

আমার দিকে ফিরল আমস্লোপোগাস। 'বেশ, তা হলে বিদায় হও, বুড়ো। যত তাড়াতাড়ি পারো ভাগো এখান থেকে। আগামীকাল যদি ধারেকাছে কোথাও দেখা পাই তোমাদের, ছেড়ে দেব না।'

চলে যাবার জন্য ঘুরতে গিয়ে থেমে গেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'একটা প্রশ্ন আছে আমার, সর্দার। শাকার কাছে যখন জবাব পাঠিয়েছিলেন, তখন বিশেষ এক লোকের নাম বলেছিলেন আপনি—মোপো। কে সে?'

চকিতে বিষাদ ভর করল আমস্লোপোগাসের চেহারায়। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। 'মোপোর পরিচয় জানতে চাও? সে আমার জন্মদাতা পিতা... শাকা যাকে খুন করেছে!'

'মোপো খুন হয়েছে?' এবার আমার চমকাবার পালা।

'হ্যাঁ। আমার বাবা মোপোকে... সেইসঙ্গে আমার পুরো পরিবারকে খুন করেছে শাকা। সেজন্যেই তাকে ঘৃণা করি আমি, ঘৃণা করি পুরো জুলু জাতকে। শাকা মরেছে তো কী হয়েছে, তার ভাইয়ের শরীরে তারই রক্ত বইছে। দুনিয়া উল্টে গেলেও আমার বাবার হত্যাকারীদের সঙ্গে কোনোদিন হাত মেলাব না আমি।'

কথাটা শুনে আবেগে আপ্লুত হলাম, বুঝলাম আমার ছেলে আমাকে কতখানি ভালবাসে। এতক্ষণ গলার স্বর বদলে কথা বলছিলাম ওর সঙ্গে, এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, 'অবশেষে আপনি মনের কথা বললেন, সর্দার। ব্যাপারটা আর কিছুই না, মোপোর মৃত্যুর কারণে জুলুদের প্রস্তাব উপেক্ষা করছেন আপনি, তাই না?'

চোখের পলকে চেহারা থেকে ক্রোধ উধাও হলো আমস্লোপোগাসের। আমার কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠল। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল আমার দিকে।

www.BanglaBook.org

'আপনার সঙ্গে একান্তে কয়েকটা কথা বলতে পারি?' বললাম আমি। 'খুব জরুরি কথা। ভয়ের কিছু নেই। আমি নিরস্ত্র, বৃদ্ধ মানুষ... খালি হাতে আপনার সঙ্গে পেরে উঠব না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে কুঠারটা থাকছে।'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল আমস্লোপোগাস। গালাজিকে বলল, 'তুমি এদের সঙ্গে এখানেই থাকো। আমি আসছি।'

কাছের একটা বড় কুঁড়েঘরে আমাকে নিয়ে গেল ও। বাইরে তখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, ঘরের ভিতরে বিরাজ করছে আবছায়া পরিবেশ। স্বল্প আলোয় দৃষ্টি মানিয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর ধীরে ধীরে মাথা থেকে নামালাম চাদরটা।

'এবার ভাল করে আমাকে দেখুন, সর্দার বুলালিয়ো। দেখুন আমাকে চিনতে পারেন কি না।'

চমকে উঠল আমস্লোপোগাস। প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'বাবা! আমি ভুল দেখছি না তো?'

হাসলাম। 'ভুল দেখছিস নারে, বোকা। আমিই তোর বাবা—মোপো।'

অস্ফুট একটা আওয়াজ করে হাত থেকে কুঠার ফেলে দিল আমস্লোপোগাস, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। কাঁদতে শুরু করেছে। আমিও কেঁদে ফেললাম।

'বাবা!' ফোঁপাল আমস্লোপোগাস। 'আমি ভেবেছি আপনি মারা গেছেন!'

'শান্ত হ, বাছা,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। 'আমিও তো ভেবেছিলাম তুই সিংহের কামড়ে মারা গেছিস। বড্ড ভুল জেনেছি আমরা। তুই যেমন মরিসনি, তেমনি আমিও মরিনি। বরং শাকাই মরেছে আমার হাতে।'

'আর নাডা? নাডা কেমন আছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলাম না। শেষে ধরা গলায় বললাম, 'ও মারা গেছে, আমস্লোপোগাস। মারা গেছে তোমার ম্যাক্রোফাও। হালাকাজিরা খুন করেছে ওদেরকে।'

'না-আ!' আর্তনাদ করে উঠল আমস্লোপোগাস। 'আমার মা আমার বোন... দু'জনেই মৃত?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'এর জন্য হালাকাজিরা দায়ী? ওরা আমার বন্ধু বাবাকেও খুন করেছে। ওদেরকে ছাড়ব না আমি। হায়, বোন আমার!' দু'হাতে মুখ ঢাকল আমস্লোপোগাস।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। ইচ্ছে হলো সত্যি খুলে বলি ওকে। জানিয়ে দিই—নাডা ওর বোন ম্যাক্রোফা আর আমি নই ওর মা-বাবা; বরং নিষ্ঠুর রাজা শাকার সন্তান ও। অপ্রিয় হলেও এই সত্য জানার অধিকার আছে কিন্তু সাতপাঁচ ভেবে মাটিচাপা দিলাম তাড়নাটা। সত্যটা পর কী করবে ও, বুঝতে পারছি। যখন জানবে, জুলু ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার ওর, নির্ঘাত বিদ্রোহ করে বসবে ডিঙ্গানের বিরুদ্ধে... অথচ এখন তার সময় নয়। কপাল খারাপ, কিছুদিন আগেও যদি জানতাম যে আমস্লোপোগাস বেঁচে আছে, তা হলে আজ শাকার সিংহাসনে ও-ই বসে থাকত, এখন আর সে-সুযোগ নেই। ক্ষমতায় আরোহণ করেছে ডিঙ্গান বহু সৈন্য আছে তার, যুদ্ধে তার সঙ্গে পেরে উঠবে আমস্লোপোগাস। তার চেয়ে অপেক্ষা করা ভাল। একটা সুযোগ গেছে মানে আর কখনও সুযোগ আসবে না, এমন তো আমিই সৃষ্টি করব সেই সুযোগ। ওখানে দাঁড়িয়েই করলাম—ডিঙ্গানের দলে ভেড়াব আমস্লোপোগাসকে, বিখ্যাত তুলব যোদ্ধা হিসেবে। খুশি হয়ে ওকে ইন্দুনা বানাবে রাজা তারপর বানাবে পুরোদস্তুর সেনাপতি। আর একবার যদি

www.BanglaBook.org

সেনাপতি হতে পারে, রাজা হওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার। তাই তখনকার মত সত্যটা চেপে গেলাম আমি।

রাতভর গল্প করলাম বাপ-ব্যাটা। দীর্ঘ বিচ্ছেদের সময়টায় দু'জনের জীবনে যা যা ঘটেছে তা খুলে বললাম পরস্পরকে। সিংহের মুখ থেকে বাঁচা আর গালাজির সঙ্গে বন্ধুত্বের কাহিনি শোনাল আমাকে আমস্লোপোগাস, শোনাল কীভাবে কুঠার জাতির সর্দার হয়েছে। আমিও ওকে আমার দুঃখের গাথা শোনালাম—কীভাবে পরিবার হারালাম, কীভাবে হাত পুড়ল, কীভাবে মারা গেল বালেকা আর পুরো ল্যাঙ্গেনি গোত্র। শাকার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিশোধ নিয়েছি, তাও বললাম বিস্তারিতভাবে। সবই বললাম... শুধু বালেকার সঙ্গে আমস্লোপোগাসের সাক্ষাৎকারের সম্পর্কটা বাদে।

অনেক গল্পই হলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নেকড়ের পালের অংশটা। জানতে চাইলাম, সর্দার হবার পরেও বুনো জানোয়ারগুলোর সঙ্গে কেন শিকারে যায় আমস্লোপোগাস। জবাবে ও জানাল, মাঝে মাঝে একঘেয়েমি পেয়ে বসে ওকে, হাতছানি দেয় রোমাঞ্চ। গালাজি আর নেকড়েদের সঙ্গে শুধু সেই রোমাঞ্চের টানে ছুটে যায় ও।

যিনিটার ব্যাপারেও কথা হলো, জানতে চাইলাম—বউ হিসেবে মেয়েটা কেমন। আমস্লোপোগাস বলল, ওকে মনেপ্রাণে ভালবাসে যিনিটা... তবে আরেকটু কম ভালবাসলেই বুঝি ভাল হতো। তীব্র ভালবাসা তাকে করে তুলেছে ঈর্ষাকাতর ও সন্দেহপ্রবণ। অল্পতেই রেগে যায়। এ-নিয়ে মনে মনে আমস্লোপোগাস অসন্তুষ্ট।

গল্প শেষ হলে খেতে বসলাম আমরা। যা-তা খাওয়া নয়, রীতিমত রাজভোজ। আমার সঙ্গীরা থাকল ওখানে, থাকল গালাজি আর যিনিটাও। গালাজি ছেলেটাকে বেশ পছন্দ হলো

www.BanglaBook.org

আমার। সোজাসাপ্টা মানুষ, সাহসী... ছলচাতুরি কী জিনিস জানে না। যুদ্ধের ময়দানে এমন একজন মানুষের হাতে নিজের প্রাণ সঁপে দেয়া যায়। কিন্তু যিনিটাকে কেন যেন পছন্দ করতে পারলাম না। আমস্লোপোগাসের কথাই ঠিক, ভীষণ ঈর্ষাকাতর। আমার প্রতি স্বামীর টান লক্ষ করে ঘৃণা ফুটল তার চোখে, বুঝলাম আমাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবছে। গালাজিকেও পছন্দ করে না, সেটা তার আচরণ দিয়েই বুঝিয়ে দিল। এ-ধরনের মেয়েমানুষ বিপজ্জনক—প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাস্তা থেকে হটাতে উন্মুখ হয়ে থাকে এরা... হোক সেটা ছলে-বলে-কৌশলে।

যিনিটার সম্পর্কে সে-রাতের ধারণাই পরে সঠিক হয়েছিল। আমার মন আমাকে মিথ্যে বলেনি ওর ব্যাপারে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চব্বিশ

বোয়া হত্যা

পরদিন সকালে আমস্লোপোগাসকে নিয়ে আবারও একান্ত আলোচনায় বসলাম আমি। তবে এবার স্মৃতি রোমন্থন নয়, আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন।

ওকে বললাম, 'বাছা আমস্লোপোগাস, আজ জরুরি একটা বিষয়ে কথা বলব তোর সঙ্গে। গতকাল ডিঙ্গানের প্রস্তাবের জবাবে যা বলেছিস, তা যদি সে জানতে পারে, নির্ঘাত পুরো কুঠার জাতিকে নিয়ে মারা পড়বি। শোন, নির্জন প্রান্তরে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ

www.BanglaBook.org

একটা গাছ নিজেকে সবার চেয়ে লম্বা ভাবতে পারে, কারণ তাকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য আর কোনও গাছ নেই আশপাশে। কিন্তু সত্যটা হলো, দুনিয়ায় ওটার চেয়ে অনেক লম্বা আর বড় গাছ আছে। তুই হলি সেই নিঃসঙ্গ গাছের মত। জানিস না, ডিঙ্গানের মত বড় কোনও গাছ আছে... এটাও জানিস না, তোকে কেটে মাটিতে ফেলবার জন্য সেই গাছ কাঠুরিয়া পাঠাতে পারে। ডিঙ্গানের সঙ্গে লাগতে যাস নে, বাছা। পারবি না। বহুদিন আগে একবার শাকাকে খেপিয়ে দিয়েছিলি, ভাগ্য ভাল যে তোকে নিকেশ করবার আগে সে নিজেই নিকেশ হয়েছে; নইলে আজ এখানে বসে তোকে এই কথাগুলো বলতে পারতাম না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সমস্ত বিপদ কেটে গেছে। ডিঙ্গান তোকে পছন্দ করে না, ভয় পায়... আমাকে এখানে পাঠাবার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য তার—হয় তোকে নিজের দলে ভেড়াবে, অথবা সৈন্যসামন্ত এনে খতম করবে। কোন্‌টা করা দরকার, সেটা বোঝার জন্যই সন্ধিপ্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে। আর যা-ই ঘটুক, তোকে একাকী থাকতে দেবে না সে, দেবে না বিনা বাধায় ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে।'

'তা হলে এ নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ, বাবা?' বলল উমস্লোপোগাস। 'যা হবার হবে। এখানেই অপেক্ষা করব আমি, ডিঙ্গান যদি সৈন্য পাঠায় তো লড়াই করব শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে।'

'বোকার মত কথা বলছিস, বাছা। অস্ত্রই সব সমস্যার সমাধান নয়, মানুষ মারার আরও অনেক কায়দা আছে। বাঁকা কাঠিকেও পানিতে ভিজিয়ে সোজা করা যায়। তাই আমি চাই—ঘৃণা নয়, তোকে ভালবাসবে ডিঙ্গান; মৃত্যু নয়, তোকে পদোন্নতি দেবে সে। ওর ছায়ায় দিনে দিনে বড় হয়ে উঠবি তুই। শোন্, ডিঙ্গান শাকার মত নয়। দূরদৃষ্টি নেই তার, বুদ্ধিসুদ্ধিও

www.BanglaBook.org

কম। যে-কারও পক্ষে ওকে বোকা বানিয়ে অনুগ্রহ পাওয়া সম্ভব যদি ঠিকমত চাল দিতে পারিস, তা হলে সে নিজ হাতে তোকে এমন শক্তিশালী করে তুলবে, যাতে শেষ পর্যন্ত সেই শক্তি দিয়ে ওকেই ঘায়েল করতে পারবি। কাজটা আমার পক্ষেও সম্ভব, কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি আমি, হারিয়ে ফেলেছি জীবনের প্রতি আগ্রহ। রাজ্যশাসন আমাকে দিয়ে হবে না। কিন্তু তোর বয়স কম, পুরো জীবনটাই পড়ে আছে তোর সামনে। রাজা হবার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও পাবি তুই... সেগুলো এ-মুহূর্তে বলছি না। এখন ভেবে দেখ্ কী করবি।'

জ্বলজ্বল করে উঠল আমস্লোপোগাসের চোখজোড়া। বুঝলাম, জায়গামত লেগেছে তীর... আগ্রহী করে তুলতে পেরেছি ওকে। তা ছাড়া শাকার সন্তান ও, রাজা হবার নেশা ওর রক্তে মিশে আছে। আমার দিকে ঝুঁকে বলল, 'কী করতে হবে সেটা শুধু বলুন, বাবা। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি।'

'ডিঙ্গানের অনুগ্রহ পেতে হবে তোকে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে তোর উপর খুশি হয় সে।'

'কী?'

'সোয়াজি দেশের হালাকাজিদের কথা তো শুনেছিস। ওদের গাঁয়ে পদ্মকুমারী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আছে। ডিঙ্গান তাকে বিয়ে করতে চায়, প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল, কিন্তু অপমান করে রাজার দূতকে ফেরত পাঠিয়েছে ওরা। ভীষণ খেপে গেছে রাজা, যুদ্ধ করে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিল, আমি বিরোধিতা করায় পারেনি। সেই থেকে আমার উপরেও রাগ তার। এখন তুই যদি লড়াই করে ওই মেয়েটাকে উঠিয়ে আনতে পারিস... ওকে উপহার হিসেবে তুলে দিতে পারিস ডিঙ্গানের হাতে... নির্ঘাত মন জয় করতে পারবি তার।'

'মনের মত একটা কথা বলেছেন, বাবা। বহুদিন থেকেই

www.BanglaBook.org

হালাকাজিদের শায়েস্তা করতে চাইছি আমি। মেয়ে-টেয়ের কথা জানি না, কিন্তু লড়াইয়ের কথা ভাবলেই ভাল লাগছে। যুদ্ধ শেষে ওদের থেকে প্রচুর গবাদি পশুও পাওয়া যাবে।'

'আগে যুদ্ধজয়ের ভাবনা, তারপর নাহয় গবাদি পশু। হালাকাজিদের দুর্বল ভাবিস না। ওদেরকে হারাতে চাইলে নিখুঁত এক পরিকল্পনা চাই।'

'তা হলে গালাজিকে ডাকি? ও আমার সেনাপতি। ভয়ের কিছু নেই, ওর উপর নির্দ্বিধায় আস্থা রাখা যায়।'

একটু পরেই হাজির হলো গালাজি। তাকে পুরো বিষয়টা খুলে বললাম আমি। শান্ত ভঙ্গিতে সবকিছু শুনল সে। আমার কথা শেষ হলে বলল, 'হালাকাজিদের সম্পর্কে সবই জানি আমি। ওদের মাঝে বড় হয়েছি... উত্তরাধিকারসূত্রে আমারই সর্দার হবার কথা ওদের। ঠিকই বলেছেন আপনি—ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী। কমপক্ষে দুই রেজিমেন্ট সৈন্য আছে ওদের, অথচ আমি আর আমবোপা খুব চেষ্টা করলে একটা রেজিমেন্ট খাড়া করতে পারব—তাও বেশ ছোট। সেখানেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। হালাকাজিরা অত্যন্ত সুরক্ষিত; দিন-রাত ওদের এলাকা পাহারা দেয় সশস্ত্র প্রহরীরা; দূরে-কাছে সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে ওদের চর—কোথাও কোনও হামলার পরিকল্পনা হচ্ছে কি না খোঁজ রাখে, প্রয়োজনে আগেভাগে সতর্ক করে দেয়। কাজেই চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালানো অসম্ভব। ওদের গ্রামটাকেও দুর্ভেদ্য বলা যায়। বিশাল এক ফাঁপা পাহাড়ের ভিতরে ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকে ওরা, আজ পর্যন্ত কেউ সেটা জয় করতে পারেনি। কেউ পায়নি, পথ জানা না থাকলে কেউ ওখানে পৌঁছুতে পারে না। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমার বন্ধুকে যে-কাজ আপনি করতে বলছেন, তা মোটেই ছেলের হাতের মোয়া নয়।'

'তুমি কি তা হলে রাজি নও?' জিজ্ঞেস করলাম।

www.BanglaBook.org

'আমি সে-কথা বলিনি।' মাথা নাড়ল গালাজি। 'কাজটা কতখানি কঠিন, সেটা ব্যাখ্যা করলাম। তবে কঠিন হলেও আমি চেষ্টা করতে চাই। বহু বছর আগে একটা শপথ করেছিলাম আমি—হালাকাজিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব আমার বাবার মৃত্যুর। আজ সে-সময় সমাগত। আর অপেক্ষা করা চলে না। যত কঠিনই হোক, এই যুদ্ধে আমি যাবই। বাকিটা নির্ভর করে বুলালিয়োর উপরে।'

'আমিও পিছিয়ে যাবার কোনও কারণ দেখছি না,' ওর সঙ্গে সুর মেলাল আমস্লোপোগাস। 'ভাই, গালাজি, হালাকাজিরা শুধু তোমার বাবাকে খুন করেনি; গত রাতে জানতে পারলাম, আমার মা ম্যাক্রোফা আর প্রিয়তম বোন নাডা, যাকে আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম... দু'জনেই খুন হয়েছে হালাকাজিদের হাতে। এখন আমার মনের অবস্থাও তোমার মত। ওদের রক্ত পান করবার জন্য আমিও উতলা হয়ে উঠেছি। যদি সফল হই তো ভাল, পদ্মকুমারীকে ডিঙ্গানের হাতে তুলে দিয়ে আরও বড় কিছু হবার পথে এগিয়ে যাব, নয়তো হালাকাজিদের হাতে খুন হয়ে চলে যাব এই পৃথিবী ছেড়ে। যেটাই ঘটুক, এর একটা হেস্তনেস্ত আমাকে করতেই হবে।'

ব্যস, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। ওদেরকে আলিঙ্গন করে শুভকামনা জানালাম, তারপর বিদায় নিয়ে দলবল-সহ বেরিয়ে এলাম কুঠার জাতির গ্রাম থেকে। ডিঙ্গানের কাছে ফিরে গিয়ে বুলালিয়োর খবর জানাব। আমস্লোপোগাস আর গালাজির জন্য একটু যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না, তা নয়। আপাতদৃষ্টিতে হালাকাজিদের বিপক্ষে ওদের জয়ের আশা ক্ষীণ। তারপরেও সাহসে বুক বাঁধলাম, কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি—শুধু অস্ত্র বা লোকবল দিয়ে যুদ্ধজয় করা যায় না, ছোট্ট একদল সৈন্য সাহসিকতা আর কৌশলের জোরে হারিয়ে দিতে পারে বড় বা

www.BanglaBook.org

সেনাবাহিনীকে।

যত দ্রুত সম্ভব, ফিরে এলাম জুলু রাজার শহরে। সরাসরি গিয়ে হাজির হলাম ডিঙ্গানের সামনে। আমাকে দেখে খুশি হলো না সে, বোধহয় ভেবেছিল আরও কিছুদিন বাইরে থাকব আমি। কিন্তু কুর্নিশ করে বুলালিয়োর সংবাদ জানাতেই বদলে গেল তার মনোভাব। যখন শুনল, ওর বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হয়েছে কুঠার জাতির সর্দার... তার ওপরে রাজাকে উপহার দেবে বলে যুদ্ধ করে হালাকাজিদের থেকে আনতে গেছে পদ্মকুমারীকে, খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল সে।

'তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, মোপো,' বলল ডিঙ্গান। 'এখন বুঝতে পারছি কেন হালাকাজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পরিকল্পনা করেছিলে তুমি, তাই না? এমন একটা ব্যবস্থা নিতে চেয়েছ, যাতে সাপও মরে, আবার লাঠিও না ভাঙে। হালাকাজিদের সঙ্গে এখন কুঠার জাতির যোদ্ধারা লড়বে... ক্ষয়ক্ষতি যা হবার ওদের হবে, আমাদের নয়। এবং যুদ্ধ শেষে পদ্মকুমারীকে পাব আমি। বাহ্, তোমার প্রশংসা না করে পারছি না।'

'মহানুভবের অশেষ দয়া,' গদগদ গলায় বললাম। 'তবে আমার মনে হয় বুলালিয়োকে পুরস্কৃত করা উচিত... মানে, ও যদি সফল হয় আর কী।'

'তা তো বটেই। কথা দিচ্ছি, হালাকাজিদের হারাতে পারলে ওদের সমস্ত গবাদি পশু ও-ই পাবে। ওকে অনেক সম্মানও দেব আমি, দেব আমার বাহিনীতে বিশাল কোনও পদ।'

মনে মনে হাসলাম, টোপ গিলেছে রাজা। আমস্লোপোগাসকে দিয়ে আমার পরিকল্পনা সফল করবার পথে এগিয়ে গেলাম এক ধাপ। এখন দেখতে হবে, সত্যি সত্যি ও পদ্মকুমারীকে নিয়ে আসতে পারে কি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

বাবা, গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনিতে প্রবেশ করবে সাদা মানুষেরা। আমরা ওদেরকে বলি আমাবুনা, আর তোমরা বলো বোয়া। আমাবুনাদের এখন দু'চোখে দেখতে পারি না আমি, অথচ নিয়তির পরিহাসে আমি আর আমস্লোপোগাসই ওদেরকে সাহায্য করেছিলাম ডিঙ্গানকে পরাজিত করতে। সেসব পরে শুনবে, আপাতত আমার গল্প শোনো।

যে-সময়টার কথা বলছি, তার আগে সাদা মানুষের খুব একটা আনাগোনা ছিল না জুলুল্যাণ্ডে। কদাচিৎ দু'-একজনকে দেখা যেত, ওরা আসত ধর্মপ্রচার করতে। কিন্তু বোয়ারা হলো পুরোদস্তুর যোদ্ধা—লড়াই করে, প্রার্থনা করে... এমনকী চুরি-ডাকাতিও করে। এই ব্যাপারটা আমি বুঝি না, তোমাদের ধর্মে চুরি-ডাকাতি করা পাপ, অথচ তারপরেও কেন যে...

যা হোক, কুঠার জাতির গ্রাম থেকে ফিরে আসার দিন পনেরো পরে বোয়ারা এল আমাদের শহরে। ষাটজনের একটা দল, রেটিফ নামে এক ক্যাপ্টেন তাদের দলনেতা। বিশালদেহী লোক, পুরনো আমলের গাদা বন্দুক ব্যবহার করত সে। আমাদের শহরে আসার পিছনে উদ্দেশ্য হলো—জুলু রাজার কাছ থেকে নেটালের কিছু জমির বন্দোবস্ত নিতে চায়, টুগেলা আর আমযিমবু নদীর মাঝখানে রয়েছে সেই জমি। সভাসদ নিয়ে আলোচনায় বসল ডিঙ্গান, এরপর ক্যাপ্টেন রেটিফকে জানিয়ে দিল—জমি পেতে চাইলে আগে একটা কাজ করতে হবে তাদেরকে। কোয়াথ্লাম্বা পাহাড়ের কাছে বাস করে সিগোমায়েলা নামে এক সর্দারের গোত্র, ওরা জুলু রাজার বেশ কিছু গরু চুরি করেছে, বোয়ারা যদি সেগুলো উদ্ধার করে আনতে পারে, তবেই জমির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। রাজার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ক্যাপ্টেন রেটিফ, কয়েক দিন পর সত্যি সত্যি গরুর পাল নিয়ে ফিরে এল

www.BanglaBook.org

জানতে পারলাম, সিগোমায়েলার পুরো গোত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে।

গরু ফিরে পেয়ে খুব খুশি ডিঙ্গান, সে-রাতে আমাদের সবাইকে নিয়ে সভা ডাকল। বোয়াদেরকে জমি দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। সভার শুরুতেই কথা বললাম আমি—রাজাকে জানালাম, যে-জমি নিয়ে কথা হচ্ছে, তা বহুদিন আগেই ইংরেজদেরকে দান করে গেছে শাকা। একই জমি যদি আমাবুনাদের দেয়া হয়, দখল নিয়ে ওদের লড়াই বেধে যাবে ইংরেজদের সঙ্গে। এই লড়াইয়ে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে আমাদেরকে, যেহেতু জুলু রাজার দেয়া জমি নিয়ে সমস্যাটা দেখা দেবে। সাদা মানুষেরা আমাদের দেশ দখল করে নেবে বলে শাকা যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে পারে এর ফলে।

আমার কথা শুনে মেঘ জমল ডিঙ্গানের চেহারায়। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলল না, ভেঙে দিল সভা।

পরদিন সকালে রাজা জানিয়ে দিল, জমির কাগজপত্র সই করতে রাজি আছে সে। তার সত্যিকার ইচ্ছে সম্পর্কে তখন কিছু বোঝার উপায় ছিল না। দলিল সই উপলক্ষে বিরাট এক উৎসবের ঘোষণা দিল সে—তিন দিন আর তিন রাত চলল সেই উৎসব। রাজ্যের সব জায়গা থেকে সৈন্যদল এল উৎসবে যোগ দিতে। উৎসব শেষে সবাইকে ফেরত পাঠানো হলো, থাকতে বলা হলো শুধু একটা রেজিমেন্টকে। ডিঙ্গানের মতিগতি বুঝতে পারছিলাম না, ভয় হচ্ছিল আমাবুনাদের জন্য। কাউকে কিছু বলছিল না সে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, তলে তলে কোনও কুমতলব আঁটছে। একবার ভাবলাম সতর্ক করে দিই ক্যাপ্টেন রেটিফকে; কেন করলাম না জানি না। করলে প্রাণে বেঁচে যেত ওরা।

চতুর্থ সকালে বোয়াদের কাছে বার্তাবাহক পাঠাল ডিঙ্গান,

www.BanglaBook.org

দলিল সইয়ের জন্য আসতে বলল ওদেরকে। কোনও কিছু সন্দেহ না করে চলে এল ওরা, নিয়মমাফিক সমস্ত অস্ত্র জমা রাখল শহরের ফটকে, কারণ সশস্ত্র অবস্থায় রাজার সামনে যাওয়া নিষেধ। এখানে আমাদের শহরের বর্ণনা দিয়ে নিই, ঘটনা বুঝতে সুবিধে হবে তাতে। অন্যান্য রাজধানীর মত বৃত্তাকার ছিল আমাদের শহর, দুটো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দুই প্রাচীরের মাঝখানে রয়েছে সমস্ত ঘরবাড়ি, আর দ্বিতীয় প্রাচীরের ভিতরে বিশাল একটা মাঠ—ওখানে পাঁচটা রেজিমেন্ট অনায়াসে এঁটে যায়। খোলা এই মাঠের একটা অংশ আলাদা করে ঘেরা—সেটা গবাদি পশুর খোঁয়াড়। খোঁয়াড়ের পিছনে রয়েছে এস্পোসেনি... মানে, রানিদের বাসস্থান, পাহারার জায়গা, একটা গোলকধাঁধা আর রাজকুটির। যেদিনের কথা বলছি, সেদিন খোঁয়াড়ের সামনে গিয়ে বসেছিল ডিঙ্গান, মাঠের এক প্রান্তে। আমরা... মানে তার সভাসদেরা ছিলাম সঙ্গে, আর ছিল সেই এক রেজিমেন্ট সৈনিক।

দলবদ্ধভাবে মাঠে প্রবেশ করল বোয়ারা। রাজার সামনে এসে সম্মান জানাল। আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল তাদেরকে ডিঙ্গান, হাত মেলাল ক্যাপ্টেন রেটিফের সঙ্গে। চামড়ার পাউচ থেকে দলিল বের করল ক্যাপ্টেন, দোভাষীর সাহায্যে পড়ে শোনাল রাজাকে। শুনে সন্তোষ প্রকাশ করল ডিঙ্গান, বলল সেটা তাঁর মনমত হয়েছে, ক্যাপ্টেনের অনুরোধে আঙুলের ছাপ দিয়ে দিল ওতে। আমাবুনাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেবার অনুমতি চাইল তারা।

'না, না,' ওদেরকে বাধা দিল ডিঙ্গান। 'এখুনি কেন যাবে? তোমাদের জন্য ভোজের আয়োজন করেছি, আমার যোদ্ধারাও তোমাদেরকে রণ-নৃত্য দেখাবে বলে অপেক্ষা করছে।'

'আমরা খেয়ে এসেছি, মহামান্য রাজা,' বলল ক্যাপ্টেন রেটিফ। 'তারপরেও আপনাকে অসম্মান দেখাতে চাই না।

www.BanglaBook.org

আমাদের জন্য খাওয়া-দাওয়া আর নাচের আয়োজন যখন করেছেন, ঠিক আছে, কিছুক্ষণ নাহয় থেকেই যাই।'

মাঠের একপাশে সারিবদ্ধভাবে বসল বোয়ারা। খাবার পরিবেশন করা হলো, জুলু যোদ্ধারা শুরু করল রণ-নৃত্য। গলা ছেড়ে একই সঙ্গে গাইছে যুদ্ধসঙ্গীত। নাচগান যখন বেশ জমে উঠেছে, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ডিঙ্গান, ক্যাপ্টেন রেটিফের কাছে গিয়ে বলল, 'জরুরি কাজে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে কোরো না। তোমরা যতক্ষণ খুশি থাকতে পারো এখানে, অনুষ্ঠান শেষ হলে নাহয় চলে যেয়ো।'

'জী, মহামান্য রাজা,' বলল ক্যাপ্টেন রেটিফ।

ঘুরে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য রওনা হলো ডিঙ্গান। ফটকের কাছে গিয়েই ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, 'খতম করো!'

এরপর যা ঘটল, তার জন্য তৈরি ছিলাম না আমরা কেউই... স্রেফ মূর্তির মত জমে গেলাম। অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে দেখলাম নৃশংস এক ঘটনা।

ডিঙ্গানের হুকুম পাওয়ামাত্র নাচ থামিয়ে দিল যোদ্ধারা, সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'খতম করো!' তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অসতর্ক বোয়াদের উপরে। লাঠি-বল্লমের আঘাতে কয়েকজন তৎক্ষণাৎ মারা পড়ল, বাকিদেরকে টানতে টানতে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেল যোদ্ধারা। একে একে সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল।

ভয়ঙ্কর হুকুমটা দিয়েই চলে গিয়েছিল ডিঙ্গান। সভাসদেরা এবার গেলাম তার কাছে। রাজকুটিরের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কাছে গিয়ে নিঃশব্দে সালাম ঠুকলাম, কথা বললাম না কেউই। কথা যা বলার বলল ডিঙ্গান। অবিরাম হাসছে সে, মনে হলো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে।

'কী, কেমন দেখলে?' হাসতে হাসতে বলল সে। 'আজ

www.BanglaBook.org

সকালের শকুনের চিৎকার শুনছিলাম, খিদের জ্বালায় চেঁচা...
ওরা। ভাবতেও পারেনি কী এক রাজভোজের ব্যবস্থা করা...
ওদের জন্য। আমার সভাসদেরা, তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝা...
পারোনি কী দুর্ধর্ষ এক রাজাকে পেয়েছ তোমাদের মাঝে...
তোমাদের মঙ্গলের জন্য কী না করতে পারে সে? আজ আমাদের
দেশকে সাদা জাদুকরদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে শু...
করলাম আমি। শাকা যে ভুল করেছিল, আমি তা করব না। এ...
টুকরো জমি দেব না ওদের, এই দেশে পা রাখতে দেব না। যা...
আমার সমস্ত সৈন্যকে পাঠিয়ে দাও দূর-দূরান্তে। যেখানে যা...
সাদা মানুষ পাবে, তাদের সবাইকে খতম করে দেবে, হোক ...
পুরুষ বা নারী, কিংবা শিশু। এটাই আমার আদেশ।'

সঙ্গে সঙ্গে বার্তাবাহকের দল ছুট লাগাল রাজার আদেশ নিয়ে। কিন্তু আমরা... রাজার উপদেষ্টারা... দাঁড়িয়ে রইলাম ... হয়ে।

আমার দিকে তাকাল ডিঙ্গান। 'কী ব্যাপার, মোপো? কি... বলছ না যে? সেদিন তো খুব বড় বড় কথা বললে। শাকার ভবিষ্যদ্বাণী নাকি সত্যি হবে... সাদারা দখল করে নেবে এ... দেশ। দেখলে তো, এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছি ওদের। এখন... কেউ বেঁচে আছে কি না দেখে এসো তো।'

'তার দরকার নেই, মহানুভব। ওরা সবাই মারা গেছে।' বললাম আমি গম্ভীর গলায়। 'আর সেইসঙ্গে মরতে চলেছেন আপনিও।'

'কী বললে, কুত্তা কোথাকার!' রেগে গেল ডিঙ্গান। 'এক্ষুণি তোমার কথার অর্থ বলো। নইলে সাদা জাদুকরদের দশা হবে তোমারও।'

'ক্ষমা করবেন, রাজাধিরাজ, কিন্তু ভুল বলিনি আমি। সাদা মানুষদের সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব নয় আপনার পক্ষে। কারণ ওরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক জাত নয়, বহু জাতি রয়েছে ওদের। সাগরকে শাসন করে ওরা। একদলকে মারবেন তো আরেক দল হাজির হবে প্রতিশোধ নেবার জন্য। তাদেরকে মারলে আসবে আরও একদল। কতজনকে মারবেন আপনি? আজ এই আমাবুনাদের মেরে মস্ত এক ভুল করেছেন আপনি, সূচনা করেছেন ভয়ঙ্কর এক চক্রের। জেনে রাখুন, আজ যেমন আপনি ওদের রক্তে হাত রাঙিয়েছেন, তেমনি আরেক দিন ওরা আপনার রক্তে হাত রাঙাবে। পাগল হয়ে গেছেন আপনি, মালিক, আর এই পাগলামির একটাই পরিণাম—মৃত্যু। আমার কথা আমি বলে দিলাম, এবার যা খুশি তাই করতে পারেন আপনি।'

মাথা নিচু করে ফেললাম, তৈরি হলাম মরবার জন্য। রাজার সামনে এমন উদ্ধত বক্তব্যের ফলে আর কোনও পরিণতি হতে পারে না আমার। কিন্তু নিজেকে ঠেকাতে পারিনি, রাগে-ক্ষোভে যা মুখে এসেছে বলে ফেলেছি।

দাঁত কিড়মিড় করল ডিঙ্গান, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার দিকে। মনে হলো এখুনি বুঝি আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করবে, শেষে কী মনে করে যেন মত পাল্টাল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'দূর হও আমার সামনে থেকে। তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাই না।'

বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতে পারলাম না। হৃদয় তখন দুঃখ-ভারাক্রান্ত। জীবনে অনেক নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছি আমি, কিন্তু আমাবুনাদের সঙ্গে যা ঘটল, তার তুলনা হয় না কোনোটার সঙ্গে। নিরস্ত্র, নিরপরাধ একদল মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হলো... কোনও যৌক্তিক কারণ ছাড়া! সেখানেই শেষ নয়, সৈন্যদল পাঠানো হচ্ছে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা সাদা মানুষদের হত্যা করবার জন্য। নারী-শিশুরাও রেহাই পাবে না এই গণহত্যা থেকে। ইতিহাস যদি পড়ে থাকো, বাবা, তা হলে হয়তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানো—ডিঙ্গানের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত ছয়শো শ্বেতাঙ্গকে খুন করা হয়েছিল।

বুঝি না, স্বর্গে যদি সর্বশক্তিমান কেউ থেকে থাকেন... তোমরা সাদারা যাকে ঈশ্বর বলো... তিনি কেন এসব অনাচার ঘটতে দেন? তোমাদের পাদ্রীদের মুখে শুনেছি, তিনি নাকি দয়ার সাগর; তা হলে কেন শাকা বা ডিঙ্গানের মত লোকের হাতে নিপীড়িত হতে দেন তাঁর প্রজাদের? কী তাদের দোষ? কৃতকর্মের শাস্তি? কিন্তু ওই পিশাচদের হাতে নিষ্পাপ শিশুরাও তো মরেছে, ওরা কী পাপ করেছিল এই পৃথিবীতে? এর জবাব আমার জানা নেই, কোনোদিন জানতে পারিনি... হতে পারে বিশাল কোনও পরিকল্পনা আছে তাঁর আমাদেরকে নিয়ে—এসব তারই অংশ। আমি সেটা জানব কী করে? আমি তো অশিক্ষিত, বুনো এক মানুষ... গুরুত্বহীন। তারপরেও প্রশ্নগুলো কুরে কুরে খায় আমাকে, খুব ইচ্ছে করে জবাব পাবার। জীবনভর চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি, এখন বুড়ো হয়ে গেছি, দু'দিন পর মরে যাব... কে জানে, হয়তো মৃত্যুর পর মিলবে জবাব। সেই আশাতেই বুক বেঁধে রাখি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পঁচিশ

হালাকাজির যুদ্ধ

এবার, বাবা, আমি তোমাকে শোনাব হালাকাজিদের বিরুদ্ধে আমস্লোপোগাস আর নেকড়েমানব গালাজির লড়াইয়ের কাহিনি।

www.BanglaBook.org

কুঠার জাতির গ্রাম থেকে আমি চলে আসার পরেই ওখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে পাঠাল আমস্লোপোগাস, বলল—পাহাড়ের ছায়ায় গুরুত্বহীন এক জাতি হয়ে নিজেদের আর দেখতে চাইছে না ও, নিজেদের শৌর্য-বীর্য-ক্ষমতা আর সম্পদ বাড়াতে চায়।

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল উপস্থিত এক শ্রোতা। 'রাজা ডিঙ্গানের সঙ্গে লড়াই করতে চান?'

'না,' আমস্লোপোগাস মাথা নাড়ল। 'ডিঙ্গানের সঙ্গে লড়াই নয়, সন্ধি করতে চাই আমি। চাই তার অনুগ্রহ। আর তার জন্য সোয়াজি রাজ্যের হালাকাজি গোত্রের সঙ্গে লড়াই করতে হবে আমাদের। ওদের মাঝে পদ্মকুমারী বলে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, তাকে জয় করে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করতে হবে ডিঙ্গানের কাছে।'

শুরু হয়ে গেল তর্ক-বিতর্ক। একদল সমর্থন জানাচ্ছে ওকে, আরেকদল ঘোর বিরোধী। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। কেউ কাউকে মানাতে পারছে না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে আর ধৈর্যে কুলাল না আমস্লোপোগাসের। কড়া গলায় বলল, 'যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, আর কিছু শুনতে চাই না। আমি কুঠার জাতির সর্দার... আর আমার ইচ্ছে হালাকাজিদের সঙ্গে যুদ্ধে নামার। কারও যদি এতে আপত্তি থাকে তো সামনে এসো। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক।'

কাজ হলো ধমকে। কেউ আর টুঁ শব্দ করল না। শ্বাস-সংহারীর ঘায়ে কে জীবন দিতে চায়? কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। লড়াইয়ে সক্ষম সব পুরুষকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হবার জন্য নির্দেশ দিল আমস্লোপোগাস।

একজন ব্যাপারটা মানতে পারল না, সে হলো যিনিটা। আমার সত্যিকার পরিচয় সে জানে না, স্রেফ ডিঙ্গানের দূত

www.BanglaBook.org

হিসেবে চেনে আমাকে, সে-কারণে খেপে গেল আমার উপরে। শুরু করল অভিশাপ দেয়া, কারণ আমিই আমস্লোপোগাসের মাথায় যুদ্ধের ভূত ঢুকিয়েছি।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল সে। 'সুখে-শান্তিতে আছ, সেটা ভাল লাগছে না বুঝি? যাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ কোন্ দুঃখে? বলছ ওখান থেকে একটা মেয়েকে এনে ডিঙ্গানকে উপহার দেবে, কিন্তু তার কি মেয়েমানুষের অভাব পড়েছে? নাকি নিজেই ওই মেয়ের রূপের কথা শুনে পাগল হয়ে উঠেছ, বুলালিয়ো? নিজের জন্যই ওকে চাইছ না তো? আমার কথা শোনো... পাগলামি কোরো না। যেভাবে সব চলছে চলতে দাও। ডিঙ্গান যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও সৈন্যদল পাঠায়, তখন নাহয় যুদ্ধ কোরো।'

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, তবু যতক্ষণ পারল চেষ্টা করল আমস্লোপোগাস। শেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাল না।

তিন দিন লাগল সৈন্যদল তৈরি করতে। দু'হাজার যোদ্ধা জড়ো হলো যুদ্ধের জন্য—সাহসী, ভাল লোক সবাই। ওদের উদ্দেশে ভাষণ দিল আমস্লোপোগাস, ব্যাখ্যা করল কী করতে যাচ্ছে। এরপর গালাজি কথা বলল ওদের সঙ্গে, হালাকাজিদের এলাকা সম্পর্কে যা যা জানে, সব খুলে বলল। দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিল সৈন্যদের মাঝে, একটু হলেও ঘাবড়ে গেছে শত্রুর ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরে। তাই সবশেষে আবারও ওদের উদ্দেশে ভাষণ দিল আমস্লোপোগাস। বলল:

'তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বিপদের ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। এই যুদ্ধে জয়ী হলে কতখানি লাভবান হব আমরা, সেটা ভেবে দেখো। এ-কারণেই যুদ্ধটা

www.BanglaBook.org

যেতে চাইছি আমি আর গালাজি। যদি দশজন লোকও পাই, আমরা যাব। এখন তোমরাই বলো—কুঠার জাতির সম্মান বাঁচাবে, নাকি ভীরুর মত মুখ লুকাবে তোমাদের বউয়ের আঁচলে?'

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সৈন্যরা, 'আমরা আপনার সঙ্গে যাব, গালিয়ো! জয় বা মৃত্যু... যেটাই কপালে থাকুক না কেন!'

কাজেই পরদিন সকালে রওনা হয়ে গেল সৈন্যদল। অশ্রুসজল চোখে তাদেরকে বিদায় জানাল কুঠার জাতির নারীরা। নিটা কাঁদল না, বিদায়ও জানাল না আমস্লোপোগাসকে, শুধু শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল স্বামীর গমনপথের দিকে। কিন্তু দলটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলে ও-ও ভেঙে পড়ল কান্নায়।

ক্ষুৎপিপাসার পরোয়া না করে দ্রুত এগিয়ে চলল সৈন্যদল, অনেক দূর যেতে হবে ওদেরকে। হাজারো সমস্যা মোকাবেলা করে একসময় ঢুকে পড়ল সোয়াজিদের রাজ্যে। এরপর পৌঁছুল একটা গিরিপথে—ওটা ধরে যেতে হবে হালাকাজিদের এলাকায়। গালাজি ভয় করছিল গিরিপথ হয়তো আগলে রাখা হবে, আর ওর আশঙ্কা একেবারে অমূলকও নয়। যদিও পথিমধ্যে কোথাও আক্রমণ করেনি ওরা, তারপরেও এত বড় একটা সৈন্যদলের আগমন গোপন থাকার কথা নয়। গুপ্তচরের দল নিশ্চিত খবর পৌঁছে দিয়েছে হালাকাজি গোত্রে। কিন্তু গিরিপথে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেল না ওরা, নিরাপদে পেরুতে পারল জায়গাটা। সেখান থেকে বেরিয়ে এক রাত বিশ্রাম নিল।

ভোরের আলো ফুটলে সামনের প্রান্তর খুঁটিয়ে দেখল আমস্লোপোগাস। প্রান্তরের ওপারে কিছু পর্বতমালা, দু'ঘণ্টার পথ। সেদিকে ইশারা করে গালাজি বলল, 'ওটাই আমাদের গন্তব্য, ভাই। ওই পাহাড়ের ভিতরে রয়েছে হালাকাজিদের গ্রাম, যেখানে জন্ম হয়েছে আমার।'

www.BanglaBook.org

আবারও পথে নামল সৈন্যদল। সূর্য মাথার উপরে ওঠার আগেই পৌঁছুল উঁচু একটা মালভূমিতে, আর তখুনি দূর থেকে ভেসে এল শিঙার আওয়াজ। নীচে তাকাতেই চমকে উঠতে হলো। শিঙার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে হালাকাজিদের পুরো সেনাবাহিনী—ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে।

'হুম, এতদিন তা হলে শক্তি সঞ্চয় করেছে ওরা,' মন্তব্য করল গালাজি। 'কত সৈন্য জড়ো করেছে, দেখেছ? আমাদের তিনগুণের কম না।'

কুঠার জাতির যোদ্ধাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনী দেখে। ইতস্তত করছে ওরা। দলের দিকে ফিরে চড়া গলায় আমস্লোপোগাস বলল, 'ওই দেখো, আমার সৈন্যরা, হালাকাজি কুকুরেরা ছুটে আসছে আমাদের দিকে। সংখ্যায় ওরা অনেক, কিন্তু আমরা অল্প। তাই বলে ওদের ধাওয়া খেয়ে কি লেজ তুলে পালাব আমরা? বাড়ি ফিরে মুখ দেখাতে পারব বউ-ছেলেমেয়ের সামনে?'

'কক্ষনো না!' চেঁচিয়ে বলল কিছু সৈন্য। কিন্তু বাকিরা চুপ।

আমস্লোপোগাস বলল, 'এখনও সময় আছে, যারা চলে যেতে চাও তারা যেতে পারো। সবাই গেলেও ক্ষতি নেই। আমি আর গালাজি একাই ওদের মোকাবেলা করব।'

এবার আঁতে ঘা লাগল সৈন্যদের। ওরা চেঁচিয়ে উঠল, 'না, সর্দার। আমরা যাব না। মরলে একসঙ্গে মরব, জিতলেও তা-ই।'

'শপথ করছ?'

'কুঠারের শপথ!'

লড়াইয়ের জন্য দলকে তৈরি করল আমস্লোপোগাস আর গালাজি। তরুণ ও নবীন যোদ্ধাদের পাঠানো হলো মালভূমির গোড়ায়। শত্রু বর্শা ছুঁড়লে দ্রুত নড়েচড়ে নিজেদের রক্ষা করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকবে ওরা। গালাজি নেতৃত্ব দেবে ওদের। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের নিয়ে মালভূমির উপরে অবস্থান নিল আমস্লোপোগাস নিজে।

কাছে এসে গেছে হালাকাজি বাহিনী। পুরো চারটা রেজিমেন্ট... মাটি ঢাকা পড়ে গেছে তাদের ছুটন্ত শরীরের তলায়। বাতাস কেঁপে উঠছে তাদের হুঙ্কারে, বিদ্যুতের মত ঝলকাচ্ছে তাদের বর্শার ফলা। মালভূমি থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে থামল ওরা। একজন দূত পাঠিয়ে জানতে চাইল, কুঠার জাতির যোদ্ধারা কী চায় তাদের কাছে।

'তিনটা জিনিস,' শান্ত গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'প্রথমত, তোমাদের সর্দারের মাথা... যার জায়গা নেবে আমার ভাই গালাজি। দ্বিতীয়ত চাই তোমাদের পদ্মকুমারীকে। আর সবশেষে... এক হাজার গরু-মোষ। যদি ভালয় ভালয় এসব দিয়ে দাও তো ছেড়ে দেব তোমাদেরকে। না দিলে তোমাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে কেড়ে নেব।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল হালাকাজি দূতের। কিচ্ছু না বলে নিজের বাহিনীর কাছে ফিরে গেল সে। একটু পরেই ভেসে এল ওদের অট্টহাসির আওয়াজ—দাবি-দাওয়া শুনে হাসিতে ভেঙে পড়েছে ওরা। রাগে লাল হয়ে উঠল আমস্লোপোগাসের চেহারা। শ্বাস-সংহারীর হাতলে শক্ত হলো ওর মুঠো।

বিড়বিড় করে বলল, 'আজ সূর্য ডোবার আগেই তোমাদের গলা দিয়ে অন্য আওয়াজ বেরুবে—কথা দিচ্ছি।'

একটু পরেই হামলা করল হালাকাজিরা, তাদের সম্মিলিত হুঙ্কারে প্রকম্পিত হলো প্রকৃতি, ছুটে এল মালভূমির গোড়ায় অবস্থান নেয়া গালাজি ও তার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে। তবে ওখানকার মাটি এবড়ো-খেবড়ো, খালি পায়ে থাকা হালাকাজিদের পক্ষে সমান তালে এগোনো সম্ভব হলো না—কেউ এগিয়ে গেল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ বা পড়ল পিছিয়ে। ফলে সুবিধাই হলো কুঠার জাতির যোদ্ধাদের। একসঙ্গে বেশি শত্রুর মোকাবেলা করতে হলো না। প্রথমে যে-ক'জন পৌঁছুল, তাদেরকে কচুকাটা করতে পারল সহজে; পারল দ্বিতীয় দলটাকেও। অবশ্য এই সুবিধে বেশিক্ষণ বজায় রইল না। নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আবারও হামলা করল হালাকাজিরা, এবার সমান তালে এগোল, ফলে লড়াই চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। যতক্ষণ পারল আক্রমণ ঠেকাল গালাজি, দু'দফা নিজেও আক্রমণ করল, জলপ্রহরীর আঘাতে ধরাশায়ী করল অগণিত শত্রুকে, বিশৃঙ্খল করে দিল তাদের। অর্ধেকের মত সহযোদ্ধা হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হতে হলো ওকে, হামলা ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে পিছাতে হলো মালভূমির ঢাল ধরে।

অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের নিয়ে আমস্লোপোগাস তখনও অপেক্ষা করছে উপরে। উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় জরিপ করছে যুদ্ধের মতিগতি। অচিরেই বুঝতে পারল, প্রতিপক্ষের সেনাপতি রণকৌশলের ব্যাপারে প্রায় অজ্ঞ। অযাচিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পিছনে কোনও সৈন্য রাখেনি সে, বরং সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে আক্রমণে। গালাজির প্রতিরোধের মুখে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে, সৈন্যদলগুলো অক্ষুণ্ণ নেই আর, মিশে গেছে পরস্পরের সঙ্গে, ফলে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক থাকছে না। এখন ওরা সুশৃঙ্খল বাহিনী নয়, স্রেফ রক্তের নেশায় উন্মাদ একদল মানুষ।

আমস্লোপোগাসের যোদ্ধারাও উৎসুক চোখে দেখছে নীচের যুদ্ধ। চেঁচিয়ে, স্লোগান দিয়ে উৎসাহ জোগাচ্ছে গালাজির দলকে। উশখুশও করছে ওরা লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্য। এক পর্যায়ে একজন বলল, 'আর কত, বুলালিয়ো? আমাদের তো আর তর সইছে না। বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে খিল ধরে গেল!'

www.BanglaBook.org

'আরেকটু অপেক্ষা করো,' বলল আমস্লোপোগাস। 'শত্রুরা আরেকটু ক্লান্ত হোক।'

লড়াই চলছে, ধীরে ধীরে কমে আসছে গালাজির দলের সদস্য-সংখ্যা। হালাকাজিরা একটু বিরতি নিয়ে নিজেদের গুছিয়ে নিল, তারপর ফের চালাল আক্রমণ। আরও কয়েকজন তরুণ যোদ্ধা মারা গেল, এখন আর প্রতিরোধ গড়াও সম্ভব নয়। চিৎকার করে সবাইকে ফিরতে বলল গালাজি, তারপর উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে উঠতে থাকল ঢাল বেয়ে। পিছু পিছু ধাওয়া করে এল শত্রুরা। সবার সামনে ওদের সর্দারকে দেখা যাচ্ছে, তাকে ঘিরে রেখেছে সাহসী একদল সৈন্য।

বড় করে শ্বাস নিল আমস্লোপোগাস, তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'এবার, আমার সৈন্যরা! এবার!'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কুঠার জাতির যোদ্ধারা, বানের জলের মত সবেগে নামতে শুরু করল মালভূমির ঢাল ধরে। পিঁপড়ের মত উঠতে থাকা হালাকাজিদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সামনে রয়েছে আমস্লোপোগাস, চপল হরিণের মত দৌড়াচ্ছে, হাতে বনবন করে ঘুরছে তার মরণ কুঠার। চোখের পলকে সঙ্গীদের পিছে ফেলে দিল, ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেল গালাজিকে। উপরে আর উঠল না গালাজি, উল্টো ঘুরে গদা বাগিয়ে সে-ও পিছু নিল আমস্লোপোগাসের।

দাঁড়িয়ে গেল হালাকাজিরা, তৈরি হলো আক্রমণ ঠেকাতে। ওদের সর্দারের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল কয়েকজন সৈনিক, অ্যাসেগাই তুলে প্রস্তুতি নিল আমস্লোপোগাসকে স্বাগত জানাতে। ওদেরকে দেখতে পেয়েছে আমস্লোপোগাস, কিন্তু গতি কমাল না, বরং বাড়িয়ে দিল আরও। শেষ মুহূর্তে সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাফ দিল বাতাসে। বিস্ফারিত চোখে সৈনিকরা দেখল, তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ও। পাগলের মত বর্শা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালাল ওরা, কিন্তু নাগাল পেল না উড়ন্ত কাঠঠোকরার। অনায়াসে শত্রু-সর্দারের প্রতিরক্ষা-ব্যূহ পেরিয়ে মাটিতে নামল ও। হালাকাজি সর্দার নিজেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, ভুলে গেছে অস্ত্র তোলার কথা। তাকে সে-সুযোগ আর দিল না আমস্লোপোগাস, সর্বশক্তিতে চালাল হাতের কুঠার। সর্দারের ঢাল দু'টুকরো হয়ে গেল, তার বুকের খাঁচা ভেঙে ঘ্যাচ করে গেঁথে গেল কুঠারের ফলা। সঙ্গে সঙ্গে হালাকাজিরা তাদের নেতাকে হারাল।

সর্দারের দেহরক্ষীরা উল্টো ঘুরে গেছে, কিন্তু সর্বনাশটা আর ঠেকাতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, উল্টো ঘুরে নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে এনেছে। পিছন থেকে তাদের উপর সরোষে ঝাঁপিয়ে পড়ল গালাজি। গদার ঘায়ে মাথা ছাতু হয়ে গেল একজনের, আরেকজনের ভাঙল ঘাড়। পরের দুই আঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল আরও দু'জন। বাকিরা পালাল জান হাতে নিয়ে।

ব্যস, হালাকাজি বাহিনীর মনোবল নষ্ট করার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট ছিল। চোখের সামনে সর্দারকে মরতে দেখে নেতৃত্বহীন হয়ে গেল তারা, ঢাল ধরে প্রমত্তা ঢলের মত নেমে আসা কুঠার জাতির যোদ্ধাদের দেখে উবে গেল সমস্ত সাহস। সামনের দিকে দাঁড়ানো কিছু যোদ্ধা মারা পড়তেই লড়াইয়ের খায়েশ মিটে গেল তাদের। পিঠটান দিল সবকিছু ভুলে। তাই বলে ওদেরকে ছেড়ে দিল না আমস্লোপোগাস, দলবল নিয়ে ধাওয়া করল, ঝাঁপিয়ে পড়ল পলায়নরত শত্রুদের উপর। শ্বাস-সংহারী আর জলপ্রহরী তাদের স্বমহিমায় আবির্ভূত হলো—কিংবদন্তিতুল্য দুই অস্ত্রের আঘাতে ভূপাতিত হলো একের পর এক শত্রু।

আহ্, সেই লড়াইয়ের কথা আর কী বলব, বাবা! মুখের কথায় সেখানকার পরিস্থিতি আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। যৌবনে আমিও যুদ্ধ করেছি, অনেক বীরযোদ্ধা দেখেছি, কিন্তু শ্বাস-সংহারী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে আমস্লোপোগাস আর জলপ্রহরী হাতে গালাজির যে-জুটি, তার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না কারও। অজেয় এক শক্তি ছিল ওরা, কারও সাধ্য ছিল না ওদের সামনে দাঁড়ানোর। ফলে শেষ পর্যন্ত যা হবার তা-ই হলো হালাকাজিদের ভাগ্যে। ওদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল কুঠার জাতির বাহিনী। বেশিরভাগ যোদ্ধা মরল, কিছু পালিয়ে গেল... শেষ হয়ে গেল লড়াই।

তবে যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। ময়দানের লড়াইয়ে জিতেছে কুঠার জাতি, কিন্তু বাকি রয়ে গেছে পাহাড়ের লড়াই। বিশাল এক গুহায় বাস করে হালাকাজিরা, সেটা জয় করতে হবে।

নিজেদের বাহিনীকে একত্র করল আমস্লোপোগাস আর গালাজি। ক্ষয়ক্ষতি ওদেরও কম হয়নি, প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে জনবল। তারপরেও আনন্দে ঝলমল করছে জীবিত যোদ্ধাদের মুখ। বুঝতে পেরেছে, শ্বাস-সংহারী আর জলপ্রহরী যতক্ষণ সঙ্গে আছে, কেউ হারাতে পারবে না ওদের। যারা মারা গেছে, তাদের জন্য দুঃখ পাচ্ছে না। গৌরবের মৃত্যুকে বরণ করেছে ওদের সঙ্গীরা, একজন সত্যিকার যোদ্ধা এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে?

হালাকাজিদের ধাওয়া করে একটা পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছেছে ওরা। উচ্চতা খুব বেশি নয়, কিন্তু উপরে ওঠা কঠিন। পাহাড়ের শরীর প্রায় খাড়া, মসৃণ। হাত-পা বাধাবার মত খাঁজ বা ফাটল নেই বললেই চলে। পাহাড়ের ত্রিসীমানায় কোনও মানুষ নেই, অথচ গোড়ার মাটিতে হাজারো মানুষের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। বিস্ময়কর ব্যাপার!

'এটাই হালাকাজিদের আস্তানা,' বলল গালাজি।

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আস্তানায় ঢুকব কী করে?' আমস্লোপোগাস বলল। 'কোনও রাস্তা দেখছি না।'

'রাস্তা না, ঢুকতে হবে ফুটো দিয়ে।' হাসল গালাজি। 'এসো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার সঙ্গে।'

পাহাড়ের গোড়া ধরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। থামল এসে একটা গুহামুখের সামনে পৌঁছে। আকৃতি দেখে প্রাকৃতিক মনে হলো না, মনুষ্যনির্মিত। মাটিতে ফুটে আছে অসংখ্য খুরের ছাপ গবাদি পশু চলাচল করে এখান দিয়ে। তবে এই মুহূর্তে গুহার মুখ পাথর দিয়ে বুজে দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বোঝা গেল এপাশ থেকে পাথর সরিয়ে পথটা উন্মুক্ত করা সম্ভব নয়।

গালাজি মাথা নাড়ল। 'নাহ্, এখান দিয়ে ঢোকা যাবে না। আরেকটা পথ আছে। চলো।'

আবারও শুরু হলো হাঁটা। পাহাড়ের উত্তর পাশে পৌঁছল ওরা। দূর থেকে দেখা গেল নিঃসঙ্গ এক পাহারাদারকে, পাথুরে পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে সোজা হলো সে, পরক্ষণে মিলিয়ে গেল ভোজবাজির মত।

'আরে! গেল কোথায়?' চমকে উঠল আমস্লোপোগাস।

সবাই ছুটে গেল ওখানে। পাথরের গায়ে একটা ফোকর দেখতে পেল। খুব বড় নয়, ওপাশ থেকে আলো আর আওয়াজ আসছে।

'এই যে, এখান দিয়ে ঢুকেছে ব্যাটা,' বলল গালাজি। 'আমাদেরকেও ঢুকতে হবে এখান দিয়েই।'

'বিপজ্জনক,' মন্তব্য করল আমস্লোপোগাস। 'ওপাশে নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে বসে আছে ওরা, পাহারাদার সতর্ক করে দিয়েছে। কাউকে আগে গিয়ে পথটা পরিষ্কার করতে হবে বাকিদের জন্য।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'কে যেতে চাও? যে যাবে, তাকে একশো গরু বখশিশ দেব আমি।'

লাফ দিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল দু'জন তরুণ সৈনিক, লড়াইয়ের নেশায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'আমরা যাব, সর্দার।'

www.BanglaBook.org

'বেশ, তা হলে যাও। দেখো কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারো কি না শত্রুদের।'

দু'জনেই ছুটে গেল ফোকরের দিকে। প্রথমজন ঢাল আর বর্শা নিয়ে ঢুকে পড়ল তার ভিতরে। হামাগুড়ি দেবার শব্দ পেল ওরা, একটু পর ওপাশ থেকে ভেসে এল হৈচৈ... তারপর একটা আর্তনাদ। তরুণ সৈনিক মারা গেছে।

'কপাল খারাপ ওর,' বলল দ্বিতীয়জন। 'দেখি আমারটা ভাল কি না।'

সে-ও ঢুকে পড়ল ভিতরে। একটু পর আবারও শোনা গেল হাঁকডাক, সেইসঙ্গে তরুণ যোদ্ধার ঢালে অস্ত্র ঠোকাঠুকির আওয়াজ। প্রথমজনের চেয়ে কিছুটা সময় বেশি টিকল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরণ-চিৎকার দিয়ে তাকেও দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হলো।

ফোকরের মুখে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল আমস্লোপোগাস। মুখ কালো হয়ে গেল ওর। সর্বনাশ হয়ে গেছে—হামলার মুখে টিকতে না পেরে পালাতে চেয়েছিল দ্বিতীয় যোদ্ধা, আহত অবস্থায় ঢুকে পড়েছিল সুড়ঙ্গে। কিন্তু ঢোকার পরেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে তার, লাশটা এখন আটকে রেখেছে ওপাশে যাবার পথ। খবরটা বাকিদের জানাল ও। আর কেউ চেষ্টা করতে চায় কি না জিজ্ঞেস করল, কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকে।

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল গালাজি। বলল, 'আমি নেকড়েমানব... আর নেকড়েরা অন্ধকারকে ভয় পায় না। আমিই যাচ্ছি।'

'তুমি?' দ্বিধা করল আমস্লোপোগাস।

'অবশ্যই! আমি হালাকাজি গোত্রের ছেলে। ওদের সঙ্গে সবার আগে আমারই মোলাকাত হওয়া উচিত।'

ফোকরের সামনে চলে গেল গালাজি, উবু হলো চার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত-পায়ে ভর দিয়ে। কিন্তু ভিতরে ঢুকবার আগেই পিছন থেকে ওকে বাধা দিল আমস্লোপোগাস।

'দাঁড়াও, গালাজি। আগে আমাকে ঢুকতে দাও, তুমি পিছনে থাকো। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।' সঙ্গীদের দিকে তাকাল ও। 'আমি ভিতরে ঢুকলেই চেঁচামেচি শুরু কোরো তোমরা, যাতে আমাদের হামাগুড়ি দেবার শব্দ শোনা না যায় ওপাশ থেকে। যদি ফোকরের ওদিকটায় পৌঁছুতে পারি, তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে ওখানে। আমরা দু'জন বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না শত্রুকে। আরেকটা ব্যাপার... যদি আমি মারা যাই গালাজিকে তোমাদের সর্দার বানিয়ো।'

'না, না,' প্রতিবাদ করল গালাজি। 'আমি সর্দার হতে চাই না। মরলে একসঙ্গেই মরব আমরা।'

'বেশ, তা হলে অন্য কাউকে সর্দার হিসেবে নির্বাচন কোরো। আমরা ব্যর্থ হলে আর কাউকে পাঠাবার দরকার নেই। এবং ফোকরের মুখে পাহারা বসিয়ে রেখো। হালাকাজিরা বের হবার চেষ্টা করলেই যেন কচুকাটা করতে পারো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সৈন্যরা। বিদায় জানাল ওদের।

ফোকরে ঢুকে পড়ল আমস্লোপোগাস। ঢাল নেয়নি, নিয়েছে শুধু কুঠারটা। ওর পিছু পিছু ঢুকল গালাজি। সুড়ঙ্গের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। পরিকল্পনা মোতাবেক বাইরে তখন চিৎকার দিচ্ছে সৈন্যরা। এগোতে এগোতে আমস্লোপোগাসের মাথা ঠেকে গেল মৃত সৈনিকের পায়ে। থামল ও, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। লাশের পা-দুটো একটু উঁচু করে বুক ঘষে এগোল, ধীরে ধীরে ওটাকে নিয়ে এল নিজের পিঠের উপরে। এবার লাশসহ এগোতে থাকল ও, দেহটা ঢালের মত ঢেকে রাখছে ওকে।

সুড়ঙ্গের অন্যপ্রান্তে পৌঁছুতে সময় লাগল না। বের হবার

www.BanglaBook.org

আগে মাথা তুলে ওপাশের পরিস্থিতি বিচার করল। গুহার মত একটা জায়গা, মশাল জ্বেলে আলোকিত করা হয়েছে, তবে তাতে আঁধার কাটেনি পুরোপুরি। সুড়ঙ্গের মুখ আবছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে। খুশি হয়ে উঠল সেটা লক্ষ করে, সফল হবার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

কয়েকজন হালাকাজি সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গের পাহারায়, ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। একজন বলল, 'এ ভারি অন্যায়। জুলু ইঁদুরগুলোকে এত সহজে মারতে পারছি... কোনও মজাই নেই এতে।'

'মজা চাই?' বলল আরেকজন। 'তা হলে দু'-চারজনকে ঢুকতে দিই এখানে, কী বলো? মজাটা বুঝবে তখন!'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

চোখ বন্ধ করে একটু প্রার্থনা করল আমস্লোপোগাস, সঞ্চয় করল সাহস, তারপর ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গ থেকে। পিঠের উপর যথারীতি ধরে রেখেছে মৃত যোদ্ধার লাশ।

'আরে, আরে! আরেকটা এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল সৈন্যরা। 'মারো ওকে!'

ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে বর্শা নেমে এল, গেঁথে গেল লাশের গায়ে। আমস্লোপোগাসের কিছু হয়নি, তাও গোঙানির আওয়াজ করল, পিঠের উপর নড়াল লাশটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। আলোকস্বল্পতার কারণে ওর কৌশল ধরতে পারল না হালাকাজি সৈনিকরা। ভাবল অনুপ্রবেশকারীই মারা পড়েছে।

'থামো এবার,' বলল একজন। 'ব্যাটা অক্কা পেয়েছে। তিন-তিনজন মরেছে... আর কেউ চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না। চলো, পাথর এনে সুড়ঙ্গটা বন্ধ করে দিই।'

বাকিরা সমর্থন জানাল প্রস্তাবে।

www.BanglaBook.org

স্থির হয়ে পড়ে রইল আমস্লোপোগাস, সৈনিকরা ওর দিকে পিঠ ফেরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর এক ঝটকায় লাশটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আওয়াজ শুনে পাঁই করে ঘুরল সৈনিকরা, চমকে গেল ওকে কুঠার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

'জুলুরা ইঁদুর নয়,' হিসিয়ে উঠল আমস্লোপোগাস, 'আর ইঁদুর হলেও ওদেরকে মারা এত সোজা না।'

কথা শেষ করেই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল ও। আধপাক কুঠার ঘুরিয়ে এক কোপে আলাদা করে দিল এক সৈনিকের মাথা। বাকিরা আক্রমণ করল, একটু নিচু হয়ে বর্শাগুলোকে ফাঁকি দিল ও, কুঠারের আরেক কোপে কেটে নিল এক শত্রুর পা। আর্তনাদ করে উঠল সে।

ততক্ষণে গালাজিও বেরিয়ে এসেছে। বীর বিক্রমে হামলা করল সে-ও। বেধে গেল ভয়াবহ লড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যে গুহার মেঝেতে জমে গেল অনেকগুলো হালাকাজি লাশ। এদিকে বাইরে অপেক্ষারত সৈনিকরাও একে একে ঢুকতে শুরু করেছে সুড়ঙ্গ দিয়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে ছুটে পালিয়ে গেল অবশিষ্ট হালাকাজিরা। ওদেরকে আর ধাওয়া করল না আমস্লোপোগাস আর গালাজি, আগলে রাখল সুড়ঙ্গ। পুরো বাহিনীকে সুযোগ করে দিল ভিতরে ঢোকার।

বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ছাব্বিশ

নাড়ার সন্ধান

দলকে গুছিয়ে নিল আমস্লোপোগাস। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'রাত নামতে দেরি নেই, তার আগেই ছুঁচোগুলোকে বের করে আনতে হবে গর্ত থেকে। ভাই গালাজি, এ-জায়গা তোমার হাতের তালুর মত চেনা, তুমিই পথ দেখাও আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিল গালাজি, সৈন্যদলকে নিয়ে এগোল গুহা ধরে। একটু পরেই মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল খোলা একটা জায়গায়। সেটার মাঝখানে একটা ঝর্ণা দেখা গেল, ঝর্ণার চারপাশে চরে বেড়াচ্ছে অন্তত হাজারখানেক গরু। বাঁয়ে মোড় নিল গালাজি, দলকে নিয়ে গেল খাড়া একটা প্রাচীরের সামনে। প্রাচীরের গায়ে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে বিশাল এক গুহামুখ, ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। গুহামুখের বাইরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে শুকনো কাঠ—মশাল হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য।

গালাজির ইশারায় একটা করে কাঠ তুলে নিল সবাই, মশাল জ্বালল, এরপর বর্শা বাগিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল গুহায়। ওখানেই শেষবারের মত ওদেরকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করল হালাকাজিরা। ছন্নছাড়া সেই প্রতিপক্ষকে সামাল দিতে অসুবিধে হলো না কুঠার জাতির যোদ্ধাদের। ঠেঙিয়ে গুহা থেকে তাদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বের করে আনল, খতম করে দিল ঝর্ণার ধারের খোলা জায়গায় ফেলে। সেদিন কতজন মারা গেল, তার হিসেব আমার জানা নেই, বাবা। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমস্লোপোগাস আর গালাজির অভিযানের পর দুনিয়া থেকে মুছে গেল হালাকাজিদের নাম-নিশানা।

লড়াই শেষ, এবার গুহার ভিতরে তল্লাশি শুরু করল কুয়ান জাতির যোদ্ধারা। একেবারে শেষ মাথায় কয়েকটা লোককে পাওয়া গেল, কাকে যেন ঘিরে রেখে পাহারা দিচ্ছে। কুঠার বাগিয়ে ছুটে গেল আমস্লোপোগাস, সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ে হত্যা করল পাহারাদারদের। বাকি রইল শুধু শেষ মানুষটা—ছেলেদের ঢোলা পোশাক পরে আছে; প্রাণভয়ে গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গুটিসুটি হয়ে গেছে সে, গায়ের উপর ধরে রেখেছে একটা ঢাল। কাঁপছে।

'উঠে দাঁড়াও, কাপুরুষ!' গর্জে উঠল আমস্লোপোগাস। 'লড়াই করো।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা সুরেলা, ভীত কণ্ঠ ভেসে এল ঢালের পিছন থেকে।

'আমি লড়তে জানি না। ছেড়ে দাও আমাকে। কেন আমাকে মারতে চাইছ? আমি তো কারও ক্ষতি করিনি!'

থমকে গেল আমস্লোপোগাস। পুরুষ নয়, এ তো একটা মেয়ে! নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য ছেলেদের পোশাক পরেছে। হুকুম দিল আমস্লোপোগাস, 'ঢাল সরাও, তোমার চেহারা দেখতে দাও আমাকে।'

আস্তে আস্তে নেমে গেল ঢাল। মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় প্রথমে উদ্ভাসিত হলো টানা টানা দুটো চোখ—দৃষ্টিতে সাগরের গভীরতা। তারপর দেখা গেল সরু নাক আর ফোলা দুই ঠোঁট। পুরো মুখটাই দৃশ্যমান হলো এবার। ভরাট একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেহারা—সোনারঙা ত্বক, আর মাথাভরা এলোকেশ মিলিয়ে অতুলনীয় এক অপরূপা! দম আটকে এল আমস্লোপোগাসের, এমন সৌন্দর্য ও কোনোদিন দেখেনি... ভাবতেই পারেনি কোনও মেয়ে এত রূপসী হতে পারে। বিস্ময়ের ব্যাপার, চেহারাটা কেন যেন চেনা চেনা লাগছে।

মেয়েটিও তাকিয়ে আছে তার সামনে দাঁড়ানো সুপুরুষটির দিকে। আতঙ্কিত দৃষ্টির মাঝেও কোথায় যেন ফুটে উঠল একটু মুগ্ধতা। বুনো পৌরুষের দীপ্তি ছড়াচ্ছে এই অচেনা যোদ্ধা।

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জনে, এরপর রুদ্ধশ্বাসে আমস্লোপোগাসে জানতে চাইল, 'কে তুমি?'

'আমাকে সবাই পদ্মকুমারী বলে ডাকে,' বলল মেয়েটি।

কারণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আমস্লোপোগাসের—সত্যিই শ্বেতপদ্মের মত নিটোল সুন্দরী ও। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা নিশ্চয়ই সত্যিকার নাম নয়? আর কোনও নাম আছে তোমার?'

'নেই, তবে ছিল। নাডা... মোপোর মেয়ে। তবে সে-নামে ডাকার মত কেউ আর বেঁচে নেই এখন। আমিও মরতে চাই। কুঠার চালাও, যোদ্ধা। মেরে ফেলো আমাকে।' ফুঁপিয়ে মুখ ঢাকল নাডা।

বুক কেঁপে উঠল আমস্লোপোগাসের, কুঠার ফেলে দিল হাত থেকে। একটু ঝুঁকে বলল, 'আমার দিকে তাকাও, নাডা। দেখো তো, আমাকে চিনতে পারো কি না।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, যা অগ্রাহ্য করতে পারল না নাডা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। স্থির চোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হলো ওর দৃষ্টি।

'আ... আমি ভুল দেখছি না তো? এ চেহারা আমি চিনি... তুমি আমস্লোপোগাস—আমার ভাই! জীবনে যাকে ছাড়া আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাউকে আমি ভালবাসিনি। তুমি... তুমি কি সত্যি আমস্লোপোগাস?'

'হ্যাঁ, নাডা। ভুল দেখছ না তুমি। আমিই তোমার হারানো ভাই।' মশাল নামিয়ে রেখে নাডার পাশে বসল আমস্লোপোগাস, জড়িয়ে ধরল ওকে। হাতের মুঠোয় হাত নিয়ে চুমো খেল উল্টোপিঠে।

আবেগ আর ধরে রাখতে পারল না নাডা। কেঁদে ফেলল ও হু হু করে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আমস্লোপোগাস। 'কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কীভাবে হবে, আমস্লোপোগাস?' কান্না জড়ানো গলায় বলল নাডা। 'এখন তুমি আমাকে আদর করছ, অথচ একটু আগেই খুন করতে যাচ্ছিলে। এখনও তোমার লোকেরা আমার আশ্রয়দাতাদের খুন করছে।'

'আশ্রয়দাতা? আমি তো যতটুকু বুঝতে পারছি, এরা তোমার অপহরণকারী। আমাদের মায়ের গ্রামের সবাইকে খুন করে তুলে এনেছে তোমাকে।'

'সেসব অনেক বছর আগের কথা, আমস্লোপোগাস। হ্যাঁ, অন্যায় করেছিল ওদের সর্দার... তার শাস্তিও পেয়েছে যুদ্ধের ময়দানে তোমার হাতে খুন হয়ে। কিন্তু বাকিদের কী দোষ? কেন এখনও খুন করছ ওদেরকে? আমাকে দয়া ছাড়া আর কিছু দেখায়নি ওরা। জোর করে বিয়ে দেয়নি কারও কাছে। এমনকী রাজা ডিঙ্গানের লোভী হাত থেকেও এরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আমস্লোপোগাস। দয়া করো... দয়া করো তুমি। আর কোনও রক্ত ঝরিয়ো না ওদের। অন্তত আমাকে ফিরে পাবার খুশিতে হলেও প্রাণভিক্ষা দাও ওদের।'

'বেশ, তবে তা-ই হোক।'

গলা চড়িয়ে গালাজিকে ডাকল আমস্লোপোগাস, হুকুম দিল

আর কাউকে যেন হত্যা করা না হয়। সৈন্য ছাড়া যাদেরকে বন্দি করা হয়েছে, তাদেরকেও ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিল। একটু পরেই দেখা গেল, হালাকাজি গোত্রের শেষ সদস্যরা—নারী, পুরুষ ও শিশু... নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ফের সংগঠিত হতে পারেনি ওরা, হারিয়ে গেছে চিরতরে।

যা হোক, হালাকাজিরা চলে গেলে গবাদি পশুর হিসাব নেবার জন্য কিছু লোক নিয়োগ করল আমস্লোপোগাস, বাকি সৈন্যদের পাঠাল পাহারা আর বিশ্রাম নিতে। এরপর নাডাকে নিয়ে বসল কথা বলতে। নিজের জীবন-কাহিনি খুলে বলল ওকে। নাডাও শোনাল তারটা। জানাল ম্যাক্রোফার গ্রামে কীভাবে বড় হয়েছে ও, কীভাবে ওর রূপের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তে। শেষ পর্যন্ত ওই রূপই হয়েছে ওর কাল—হালাকাজিরা আক্রমণ করে খুন করেছে ম্যাক্রোফা-সহ গ্রামের সব মানুষকে, অপহরণ করে এনেছে ওকে। তবে এখানে পৌঁছুনোর পর আর কোনও সমস্যা হয়নি। ভালভাবে থাকতে পেরেছে, কেউ আর বিরক্ত করেনি ওকে। বিয়ের জন্যও জোর-জবরদস্তি করেনি কেউ।

'বুঝলাম জবরদস্তি করেনি,' বলল আমস্লোপোগাস, 'কিন্তু নিজ থেকেই কাউকে বিয়ে করলে না কেন? বিয়ের বয়স তো হয়েছে তোমার।'

'তা আমি বলতে পারব না,' নিচু গলায় বলল নাডা। 'আমার ইচ্ছে করেনি। একা থাকতে চাই আমি।'

একটু চুপ করে থেকে আমস্লোপোগাস বলল, 'তুমি কি জানো, নাডা, কেন আজকের এই যুদ্ধে এসেছি আমি... কেন হালাকাজিদের রক্ত ঝরিয়েছি? স্রেফ তোমার জন্য। পদ্মকুমারীকে জয় করতে এসেছি আমি... এসেছি তাকে জয় করে রাজা ডিঙ্গানের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু এখন... এখন...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা শেষ করতে পারল না ও। নাড়া কেঁপে উঠল। হাঁটু গেড়ে দয়া ভিক্ষার ভঙ্গিতে চেপে ধরল আমস্লোপোগাসের পা। চোখ দিয়ে নেমে আসছে অশ্রু। ধরা গলায় বলল, 'এত বড় শাস্তি আমাকে তুমি দিয়ো না, আমস্লোপোগাস। তার চেয়ে ওই কুঠার তুলে এখুনি খুন করো আমাকে।'

'করছ কী!' তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিল আমস্লোপোগাস। নাড়ার হাত ধরল। 'এসব কেন বলছ? ডিঙ্গানের মত রাজার বউ হতে পারলে কত মেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাববে, তা জানো?'

'আমি ওদের মত নই,' বলল নাড়া। 'ওকে বিয়ে করার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

ওর এই পাগলামির কারণ বুঝতে পারছে না আমস্লোপোগাস। তার চেষ্টাও করল না। শুধু বলল, 'জোর করব না তোমাকে, নাড়া; কিন্তু আমার দিকটা ভেবে দেখো। বাবার মাধ্যমে ডিঙ্গানের কাছে খবর পাঠিয়েছি আমি... কথা দিয়েছি, হালাকাজিদের পদ্মকুমারীকে নিয়ে যাব তার কাছে। যদি তার বরখেলাপ করি, কীভাবে বাঁচাব নিজেকে রাজার রোষানল থেকে?'

সমস্যাটা এবার বুঝতে পারছে নাড়া। চুপ করে একটু ভাবল ও। শেষে বলল, 'একটা উপায় আছে। ডিঙ্গানকে গিয়ে বলো, যুদ্ধে মারা গেছি আমি। গুহা দখলের সময় পুরুষের পোশাক পরে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, পরিচয় বুঝতে না পেরে তোমার এক সৈনিক মেরে ফেলেছে আমাকে।'

'মুখের কথায় বিশ্বাস করবে না ডিঙ্গান, প্রমাণ চাইবে।'

'তারও ব্যবস্থা আছে। শোনো, অন্ধকারের কারণে তোমার সঙ্গীরা এখনও আমার চেহারা দেখেনি... আমি ছেলে না মেয়ে সেটাই এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি ওরা। পোশাকের কারণে আমাকে ছেলেই ভাবছে হয়তো। ওদের এই ভুল ধারণা ভাঙতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়া যাবে না, বরং সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সুন্দরী কোনও মেয়ের লাশ খুঁজে বের করব আমরা—কষ্ট হবে না, গুহায় ঢুকেই তোমার সৈনিকেরা বেশ কিছু হালাকাজি মেয়েকে মেরেছে। ওদের মাঝ থেকে সুন্দরী কাউকে বেছে নেব, পুরুষের পোশাক পরিয়ে লাশটা রেখে দেব এক কোণে। পাশে রাখব তোমার একজন মৃত যোদ্ধার লাশ। এরপর হাঁকডাক করে সবাইকে জড়ো করবে তুমি, বলবে—সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুরুষের পোশাক পরে পালাবার চেষ্টা করেছিল হালাকাজি এক মেয়ে, তোমার যোদ্ধা তাকে বর্শা মেরেছে। মরবার আগে মেয়েটাও সেই যোদ্ধাকে ছুরি মেরে গেছে। এরপর লাশের চেহারা দেখাবে সবাইকে—বলবে ও-ই ছিল হালাকাজিদের পদ্মকুমারী।'

চুপ করে রইল আমস্লোপোগাস, নাডার কথাগুলো খতিয়ে দেখছে।

'কী ভাবছ এত?' অধৈর্য গলায় বলল নাডা। 'আমার পরিকল্পনায় কোনও খুঁত নেই। তোমার সৈন্যরা ভাববে, মারা গেছে পদ্মকুমারী। ডিঙ্গান যদি প্রমাণ চায় তো ওরাই সাক্ষ্য দেবে তোমার পক্ষে।'

মাথা নাড়ল আমস্লোপোগাস। 'এ কীভাবে সম্ভব, নাডা? বন্দিদের মাঝে তোমাকে দেখে ওদের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা ভেবেছ? মৃত পদ্মকুমারীর চেয়ে সুন্দরী এক জীবিত বন্দিনীকে দেখে সন্দেহ করবে না ওরা?'

'না, করবে না। কারণ ওরা আমাকে দেখতে পাবে না। আর তার জন্য এখুনি আমাকে মুক্তি দেবে তুমি। গায়ে পুরুষের পোশাক পরাই আছে, একটু সাজ দিলেই নিজেকে অল্পবয়েসী ছেলে বলে চালিয়ে দিতে পারব। কাপড়ে মুখ ঢেকে বেরিয়ে যেতে পারব সহজেই।'

'বেরিয়ে কোথায় যাবে? তোমাকে কীভাবে আবার খুঁজে পাব

www.BanglaBook.org

আমি? না, নাড়া, এত বছর পর পেয়ে আবার হারাতে চাই না তোমাকে।'

'হারাব কেন? তুমি যেখানে থাকো, সেখানেই যাব আমি—প্রেত-পর্বতের কোলে সেই গ্রামে। আমাকে শুধু পথ চিনিয়ে দাও।'

দ্বিরুক্তি না করে পথনির্দেশ জানাল আমস্লোপোগাস। মনের মধ্যে সব গেঁথে নিল নাড়া।

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি,' বলল ও। 'আশা করি পৌঁছুতে অসুবিধে হবে না। পথ বেশ দীর্ঘ হলেও ভয়ের কিছু নেই। যদি ভালয় ভালয় তোমার গ্রামে পৌঁছাই, আমস্লোপোগাস, আমাকে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই,' জোর গলায় বলল আমস্লোপোগাস, একই সঙ্গে ভাবল যিনিটার কথা; নাড়াকে দেখে মোটেই খুশি হবে না সে। তাই বলে ওকে ফিরিয়ে দেয়া চলে না। 'কিন্তু তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার, নাড়া—পথে অনেক বিপদ-আপদ হতে পারে। একা একটা মেয়ের জন্য রাস্তাটা নিরাপদ নয়।'

'কিছু তো করার নেই, বিপদ থাকলেও সেটা মোকাবেলা করে এগোতে হবে আমাকে। আর কোনও বিকল্প নেই।'

একমত হতে বাধ্য হলো আমস্লোপোগাস, বুকে পাথরচাপা দিয়ে রাজি হলো নাড়ার প্রস্তাবে। হঠাৎ কী মনে হতে গালাজিকে ডাকল, ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়, তা ছাড়া যা করতে চাইছে তাতে আরেকজনের সাহায্য পেলে ভাল হয়।

নীরবে আমস্লোপোগাসের সব কথা শুনল গালাজি, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল নাড়াকে। হালাকাজিদের ভয়াল পরিণতির কারণ এবার পরিষ্কার হলো তার কাছে—এমন সৌন্দর্য পতন ঘটাতে পারে রাজত্ব আর সাম্রাজ্যের, সামান্য এক পাহাড়ি গোত্র কোন ছার! ভ্রাতৃত্বের দায়ে আমস্লোপোগাসকে সাহায্য করতে

www.BanglaBook.org

গালাজি হলো, তবে পরিকল্পনাটা যে ওর পছন্দ হয়নি, তা জানিয়ে দিল স্পষ্ট ভাষায়।

'তোমরা যতটা সহজ ভাবছ, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়,' বলল সে। 'মৃত্যুর মিছিল এখনও শেষ হয়নি। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তার হাত বাড়াচ্ছে এই মেয়ের দিকে।'

'কী বললে?' একটু যেন রেগে গেল আমস্লোপোগাস। অভিশাপ দিলে নাকি?'

'অভিশাপ নয়, মনের কথা বলেছি।' নাডার দিকে আড়চোখে তাকাল গালাজি, ওর কথায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার সুন্দর মুখ।

উঠে পড়ল তিনজনে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল পছন্দসই একটা লাশ খোঁজায়। কুঠার জাতির যোদ্ধাদের তার আগেই এটা-সেটা কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, গুহায় আর কেউ নেই।

বেশিক্ষণ লাগল না, একটু পরেই লম্বা এবং মোটামুটি সুন্দরী একটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেল। দ্রুত হাতে তাকে পুরুষের পোশাক পরানো হলো, এরপর লাশটা দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিল গালাজি। গুহার একপাশে নিয়ে শুইয়ে দিল দেয়াল ঘেঁষে। মৃত একজন কুঠার জাতির যোদ্ধার লাশ রাখা হলো তার পাশে। যোদ্ধার মুঠোয় বর্শা, আর মেয়েটার মুঠোয় ধরিয়ে দেয়া হলো ছুরি।

'ব্যস, নাটকের মঞ্চ তৈরি,' বলল গালাজি।

আমস্লোপোগাসও সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

নাডা কিছু বলল না, ভেজা চোখে তাকিয়ে আছে গুহায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা হালাকাজিদের অগণিত লাশের দিকে। এদের সঙ্গে এতদিন থেকেছে ও, হেসেছে-খেলেছে... অথচ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে জলজ্যান্ত মানুষগুলো হয়ে গেছে স্থির-নিস্পন্দ।

ওর কাঁধে হাত রাখল আমস্লোপোগাস। 'কী হলো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাড়া। 'বিশ্বাসই হচ্ছে না ওরা মারা গেছে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে। শান্তির ঘুম।'

'এই ঘুমে খুব শীঘ্রি আমাদেরকেও ঘুমাতে হবে,' মোটা, কাঠখোট্টা গলায় পিছন থেকে বলে উঠল গালাজি।

আবারও রক্তশূন্য হয়ে গেল নাড়ার চেহারা।

বন্ধুর দিকে তিরস্কারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমস্লোপোগাস। 'তুমি থামবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল গালাজি। দ্রুত সাজসজ্জা ঠিক করে নিল নাড়া। খোঁপা করে বেঁধে ফেলল চুল। মাথা আর মুখ মুড়ে নিল চাদর দিয়ে। সবশেষে এক হাতে বর্শা আর অন্য হাতে একটা ঝুড়ি নিল—তাতে ভুট্টা আর শুকনো মাংস। দেখে মনে হবে খাবার বিতরণের জন্য বেরিয়েছে কুঠার জাতির বাহিনীর এক অল্পবয়েসী সদস্য।

গুহা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। যেন পরিদর্শনে বেরিয়েছে, এমন ভঙ্গিতে ঘুরতে থাকল প্রহরীদের অবস্থানগুলোয়। থেমে থেমে কথা বলছে আমস্লোপোগাস, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে, সেইসঙ্গে প্রহরীদের মাঝে বিতরণ করছে নাড়ার ঝুড়ির খাবার।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় পাহাড়-প্রাচীরের গায়ের বড় প্রবেশপথটার সামনে পৌঁছুল ওরা। পাথর সরিয়ে ইতোমধ্যে খুলে দেয়া হয়েছে ওটা, যাতে মুক্তি পাওয়া হালাকাজিরা সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। দু'জন পাহারাদার রয়েছে ওখানে—সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে ওদের। বোঝা গেল, চারপাশে কী ঘটছে না ঘটছে, তা ঠিকমত ঠাহর করবার অবস্থা নেই বেচারাদের।

কোনও কথা না বলে পাহাড় থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। প্রান্তরের কিনারে এসে থামল। ওখানেই পরস্পরের কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

বিচ্ছিন্ন হলো আমস্লোপোগাস আর নাডা। একটু দূর থেকে দু'জনের আবেগঘন বিদায়-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল গালাজি। খানিক পরেই প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুট লাগাল নাডা, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। যতক্ষণ ওকে দেখা গেল, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল আমস্লোপোগাস, তারপর পা টেনে টেনে ফিরে এল বন্ধুর কাছে।

'খারাপ লাগছে?' জিজ্ঞেস করল গালাজি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল আমস্লোপোগাস। 'জানি না আবার কবে দেখা হবে আমাদের।'

'দেখা না হলেই ভাল। আমি বলে রাখছি, ভাই, ওই মেয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। যেখানে যাবে সেখানেই রক্ত ঝরিয়ে একাকার করে দেবে মাটি।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল আমস্লোপোগাস। গালাজির সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। শ্রাগ করে প্রবেশপথের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ওদেরকে দেখতে পেয়েই ধড়মড় করে সিধে হলো দুই পাহারাদার।

'কী ব্যাপার, সর্দার?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'তিনজন বেরুলেন, অথচ ফিরে এলেন দু'জন... আরেকজন কোথায়?'

'চোখের মাথা খেয়েছ?' ধমকে উঠল আমস্লোপোগাস। 'কোথায় তিনজন... আমরা দু'জনই তো শুধু বেরিয়েছিলাম। আরেকজন তো এখান থেকে ভিতরে ফিরে গেল। দেখোনি?'

'ইয়ে... মাফ করবেন, সর্দার। ভুল দেখেছিলাম বোধহয়। আপনি যখন বলছেন, তার মানে দু'জনেই শুধু বেরিয়েছেন। ফিরেছেনও দু'জন। কোনও সমস্যা নেই। যান, ভিতরে যান। রাত অনেক হয়েছে, বিশ্রাম নিন গিয়ে। এদিকটায় আমরা পাহারা দিচ্ছি, কিচ্ছু ভাববেন না।'

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সাতাশ

আগুন মাড়ানো

পরদিন সকালে তরতাজা শরীর নিয়ে ঘুম থেকে জাগল সৈন্যরা। নাশতা সারার পর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ভাষণ দিল আমস্লোপোগাস। ধন্যবাদ জানাল সফল অভিযানের জন্য। খ্যাতি আর অগণিত গবাদি পশু জিতেছে ওরা। কিন্তু একটামাত্র অপূর্ণতা রয়েছে এই অভিযানে—যে-পদ্মফুলের খোঁজে এসেছিল ওরা, তাকেই পাওয়া যায়নি। পাহাড় ছেড়ে চলে যাবার আগে আরেকবার তল্লাশি চালাতে হুকুম দিল সৈন্যদের।

ছড়িয়ে পড়ল যোদ্ধারা। একটু পরেই গুহার ভিতর থেকে শোনা গেল চিৎকার। সবাইকে নিয়ে ওখানে ছুটে গেল আমস্লোপোগাস আর গালাজি। যা ভেবেছে তাই, সাজিয়ে রাখা লাশদুটো আবিষ্কার করেছে এক সৈনিক। ঝুঁকে মেয়েটাকে পরীক্ষা করবার অভিনয় করল আমস্লোপোগাস। তারপর মুখ কালো করে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'দুঃসংবাদ, আমার সৈন্যরা। কোনও সন্দেহ নেই, এ-ই সেই পদ্মকুমারী... এমন রূপ আর কারও হতে পারে না। কী ভয়ানক ব্যাপার, পুরুষের পোশাকে পালাবার চেষ্টা করেছিল ও; আমাদের এক সহযোদ্ধা সেটা বুঝতে না পেরে খুন করেছে ওকে। বোকামির সাজা তাকেও ভুগতে হয়েছে। ওই দেখো, মরার আগে ছুরি মেরে ওকেও খুন করেছে পদ্মকুমারী।'

www.BanglaBook.org

গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল ভিড়ের মাঝে। ডিঙ্গানের কাছে কী জবাব দেয়া হবে, তা নিয়ে শঙ্কিত সবাই।

ওদেরকে শান্ত করার জন্য আমস্লোপোগাস বলল, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। অতীতকে বদলাবার ক্ষমতা নেই কারও। ডিঙ্গানকে যা বলার আমি বলব। তোমরা এ-নিয়ে আর দুশ্চিন্তা কোরো না। চলো, বাড়ি ফেরা যাক। পদ্মকুমারীর লাশটা চামড়া দিয়ে বাঁধো, লবণ ছড়িয়ে দাও ওর গায়ে। ওকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সর্দারকে সায় জানাল সবাই, ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাত্রার প্রস্তুতি নিতে। শুধু একজন মানুষ আমস্লোপোগাসের ব্যাখ্যায় খুশি হলো না—গত রাতের সেই পাহারাদার। কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে তার। এক প্রকার নিশ্চিত—গত রাতে তিনজন বেরিয়েছিল পাহাড় থেকে, সর্দার সেটা অস্বীকার করল কেন? তা ছাড়া তৃতীয় মানুষটাও সন্দেহ জাগিয়েছে তার, পুরুষের পোশাক পরলেও তার হাঁটাচলা আর দেহের কাঠামো ছিল মেয়েদের মত। চেহারা দেখেনি বলে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না, কিন্তু মানুষটার চোখ দেখেছে সে—অমন সুন্দর টানা টানা চোখ ছেলেদের হয় না। কে ছিল সে? আরও একটা ব্যাপার খটকা জাগাচ্ছে তার মনে—ওদের সঙ্গে বেশ কিছু হালাকাজি বন্দি আছে, তাদের কাউকে ডাকা হলো না কেন পদ্মকুমারীর লাশ সনাক্ত করতে? কোথাও একটা গড়বড় আছে, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। কিন্তু তখনকার মত মুখ বন্ধ রাখল সে। সর্দারের বিপক্ষে কিছু বলতে গিয়ে বিপদে পড়তে চাইল না।

এই লোকটির সঙ্গেই পরে ঝামেলা হবে আমস্লোপোগাসের। গৃহযাত্রার পথে এক সহযোদ্ধার কিছু গরু চুরি করবে সে, আর সেটা জানতে পেরে ওকে আচ্ছামত গালমন্দ করবে ও। গরুগুলো কেড়ে নিয়ে ফিরিয়ে দেবে আসল মালিককে। লোকটাকে করে

www.BanglaBook.org

তুলবে ওর প্রতি অসন্তুষ্ট। তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, তো যথাসময়ে বলব।

গল্পে ফিরে যাই। বাড়ির পথে রওনা হবার আগে গালাজির সঙ্গে কথা বলল আমস্লোপোগাস। জানতে চাইল, সে কি ওর সঙ্গে কুঠার জাতির গ্রামে ফিরতে চায়, নাকি এখানেই থেকে যেতে চায় হালাকাজিদের সর্দার হয়ে।

প্রশ্ন শুনে হাসল গালাজি। 'আমি এখানে সর্দার হতে আসিনি, ভাই, এসেছি প্রতিশোধ নিতে। বহুদিন আগে নেয়া শপথ পরিপূর্ণ করতে। তাতে সফল হয়েছি, আর কিছু চাইবার নেই এখানে। তা ছাড়া হালাকাজিরা ধ্বংস হয়ে গেছে, শাসন করবার মত প্রজা পাব কোথায়? না, ভাই, আমি এখানে থাকব না। তোমার সঙ্গে যাব, আমার ভাইয়ের সঙ্গে। তুমি আর ওই প্রেত-নেকড়েরা এখন আমার পরিবার। পরিবারকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি।'

খুশি হয়ে গালাজিকে জড়িয়ে ধরল আমস্লোপোগাস, ও-ও চাইছিল না সে থেকে যাক। এরপর দলবল নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো ওরা। সঙ্গে রয়েছে হালাকাজি গোত্রের কয়েক হাজার গরু আর যুদ্ধবন্দি। বন্দিরা বেশিরভাগই সৈনিক, তবে কিছু অল্পবয়েসী মেয়েকেও নিয়েছে, যাতে ডিঙ্গানকে উপহার দেয়া যায়। পদ্মকুমারীর অভাব হয়তো মিটবে না, তবে খালি হাতে যেতে হবে না একেবারে।

দীর্ঘ পথচলার পর জুলুল্যাণ্ডের সীমান্তে পৌঁছুল দলটা। এখানে বাকিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো আমস্লোপোগাস আর গালাজি। উপহার নিয়ে সরাসরি ডিঙ্গানের কাছে যাবে ওরা, বাকিরা ফিরে যাবে কুঠার জাতির গাঁয়ে। প্রজাদের ঠকাবার ইচ্ছে নেই আমস্লোপোগাসের, তাই যুদ্ধজয়ের সম্পদের মাঝ থেকে ভাল ভাল সব গরু আর সুন্দরী মেয়েদের পাঠিয়ে দিল নিজের গাঁয়ে। বাকিটা সমর্পণ করবে ডিঙ্গানের পায়ে।

www.BanglaBook.org

এরই মধ্যে সেই পাহারাদারের সঙ্গে যা ঘটার ঘটে গেছে। গরুচুরির শাস্তি হিসেবে তাকে একেবারে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দিয়েছে আমস্লোপোগাস। সর্দারের সমস্ত কর্মকাণ্ড চুপচাপ দেখছে সে, মনে মনে ছক কষছে—কীভাবে আমস্লোপোগাসকে শায়েস্তা করা যায়।

নিজের কাহিনিতে ফিরে যাই আবার।

আমাবুনাদের যেদিন হত্যা করা হলো, তার পরের সকাল। রাজকুটিরের সামনের আঙিনায় সভাসদের সঙ্গে দৈনিক দরবারে বসে আছি আমি। আগের সন্ধ্যা থেকে থম মেরে আছে রাজা, কোনও কথা বলছে না। আমার কথাগুলো ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে তাকে। হঠাৎ মুখ খুলল সে, হুকুম দিল এক সাদা চামড়ার ধর্মপ্রচারককে ডেকে আনতে। এই পাদ্রী কিছুদিন আগে আমাদের শহরে এসেছিল, চেষ্টা করেছিল তার ধর্মে আমাদেরকে দীক্ষা দেবার। লাভ হয়নি। জুলু রাজাকে দুনিয়ায় সবচেয়ে ক্ষমতাবান বলে ভাবতাম আমরা, তার চেয়েও শক্তিশালী কেউ সাত আসমানের উপর বসে আছে—এমন হাস্যকর কথা শুনে শহরের লোক দূর দূর করে তাড়িয়েছে তাকে।

যা হোক, রাজার হুকুম পেয়ে পাদ্রীটাকে মোটামুটি ধরে-বেঁধে নিয়ে এল সৈন্যরা। লক্ষ করলাম, ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আছে তার চেহারা; সম্ভবত জানতে পেরেছে আগের সন্ধ্যায় বোয়াদের সঙ্গে কী করা হয়েছে।

তাকে বসতে ইশারা করে ডিঙ্গান বলল, 'ক'দিন আগে তুমি আগুনে ভরা একটা জায়গার গল্প শুনিয়েছিলে আমাকে, মনে আছে? যেখানে পাপী-তাপীদের স্থান হয় মৃত্যুর পর?'

'জী, রাজা,' কাঁপা গলায় বলল পাদ্রী। 'আমরা ওটাকে নরক বলি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুম! আমি জানতে চাই, আমার পূর্বপুরুষেরা কি এখন ওখানে পুড়ছে, সাদা মানুষ? তোমার কী ধারণা?'

'আ... আমি কী করে বলব? মানুষের কৃতকর্মের বিচার আমি করি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, যারা মানবহত্যা করে, যারা নিরীহ মানুষের উপর শোষণ আর নির্যাতনের খড়্গ চালায়, তাদের জন্য নরক অনিবার্য।'

'আমার পূর্বপুরুষেরা ওসবের সবই করেছে, তার মানে তোমার ভাষায় নরকে পুড়ছে ওরা। আমিও সে-পথেই হাঁটছি। কিন্তু আগুনে পুড়তে চাই না আমি। তাই ভাবছি নরক থেকে বাঁচার জন্য কিছু একটা করব।'

'কী করতে চান?'

একটু হাসল ডিঙ্গান। 'এসো, দেখাচ্ছি।'

পাদ্রীকে নিয়ে শহরের মাঝখানের সেই মাঠে গেল সে, যেখানে গতকাল আমাবুনাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। রাজার পিছু পিছু গেলাম সভাসদেরা। দেখলাম, মাঠের মাঝখানে শুকনো লাকড়ি, খড়, আর পাতা দিয়ে বিশাল এক স্তূপ তৈরি করা হয়েছে। ডিঙ্গানের হুকুমে আমাবুনাদের হত্যাকারী রেজিমেন্টটা হাজির হলো ওখানে। একজনকে ইশারা করল রাজা, এগিয়ে গিয়ে শুকনো সেই স্তূপে আগুন ধরাল সে। প্রথমে ছোট একটা শিখা মাথা তুলল, সেখান থেকে সৃষ্টি হলো আরও অনেকগুলো। ধীরে ধীরে বড় হলো শিখাগুলো, একসময় পুরো স্তূপটাই জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

শান্ত চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে ডিঙ্গান। পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, সাদা মানুষ, তোমার ওই নরকের আগুন কি এর চেয়েও গরম?'

আগুনের আঁচে চোখ কোঁচকাল পাদ্রী। বলল, 'আমার জানা নেই, রাজা।' শেষে তাকে খুশি করার জন্য যোগ করল, 'তবে

www.BanglaBook.org

এই আগুনটাও যথেষ্ট গরম।'

'তা হলে তোমাকে দেখাতে হয়, কখনও যদি এমন আগুনের মাঝে পড়ি, কীভাবে সেখান থেকে বাঁচার ফন্দি এঁটেছি আমি।' রেজিমেন্টের দিকে ঘুরে গেল ডিঙ্গান। 'আমার সাহসী সৈন্যরা, আগুনটা দেখতে পাচ্ছ? যাও, পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দাও ওটা।'

আঁতকে উঠল পাদ্রী। 'কী বলছেন আপনি! ওরা পুড়ে মরবে তো! দোহাই লাগে, মানা করুন ওদেরকে। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি—পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নেভানো সম্ভব। দেখানোর দরকার নেই।'

'খামোশ!' গর্জে উঠল ডিঙ্গান। 'তোমার তত্ত্বকথা শুনতে আসিনি এখানে। সৈন্যরা, দাঁড়িয়ে কেন? আমার আদেশ তোমরা শুনেছ।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সৈনিকরা, চেহারায় দ্বিধা। শেষ পর্যন্ত তাদের দলনেতা চেঁচিয়ে উঠল, 'রাজার আদেশ শিরোধার্য। ভাইয়েরা আমার, এগিয়ে চলো। আমরা জুলু রাজার অজেয় বাহিনী। সামান্য আগুনে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

সামনে এগোল সে, পিছু পিছু বাকিরা। তারপর কী ঘটল, তার বিস্তারিত বিবরণ বোধহয় না দিলেও চলবে। দলে দলে সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়ল অগ্নিকুণ্ডে, পা দিয়ে মাড়িয়ে নেভানোর চেষ্টা করল আগুন। আর্তনাদ আর মাংসপোড়া গন্ধে ভরে গেল আকাশ-বাতাস, তাও থামল না ওরা। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি নিভিয়ে ফেলল আগুন, তবে তখন রেজিমেন্টের অর্ধেকের বেশি সৈন্য বেঁচে নেই—হয় পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, নয়তো অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ত্যাগ করেছে শেষ নিঃশ্বাস। যারা বেঁচে গেছে, তারাও কমবেশি আহত। কালিঝুলি মেখে ভূতের মত চেহারা হয়েছে সবার।

www.BanglaBook.org

মাটিতে বসে বমি করছে পাদ্রী, তার দিকে তাকিয়ে আস্ফালন করল ডিঙ্গান। বলল, 'দেখলে তো, কীভাবে নেভাতে হয় আগুন। নরকের আগুন থেকেও এভাবেই বাঁচব আমি—আমার সৈন্যদের হুকুম দেব পা দিয়ে মাড়িয়ে সেই আগুন নেভাতে। এবার তুমি যেতে পারো।'

কথাটা বলার অপেক্ষা, পরক্ষণে উঠে দৌড়ে পালাল পাদ্রী। যেতে যেতে জানিয়ে দিল, আর কোনোদিন ফিরবে না সে আমাদের অভিশপ্ত শহরে। শুধু শহর কেন, জুলুল্যাও ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছে ও।

ডিঙ্গান শুধু হাসল। পাদ্রী চলে গেলে হুকুম দিল মাঠ থেকে ছাই আর লাশ পরিষ্কার করবার। হুকুম দিয়ে চলে গেল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল তামাশা। স্তূপ থেকে যখনই কারও কঙ্কাল বা পোশাক-পরিচ্ছদ বা অস্ত্র বেরোচ্ছে, তা নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে চলেছে।

এখন, বাবা, তুমি ভাবতে পারো এই বীভৎস ঘটনা আমি তোমাকে শোনাতে গেলাম কেন। সত্যি বলতে কী, আমার গল্পের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। শুনতে থাকো।

মাঠ পরিষ্কার হয়ে যেতেই শহরের প্রধান ফটক থেকে ছুটে এল এক বার্তাবাহক। রাজাকে কুর্নিশ করে জানাল—কুঠার জাতির সর্দার বুলালিয়ো তার সৈন্যদল নিয়ে শহরের দিকে আসছে। হালাকাজিদের সঙ্গে যুদ্ধজয় করে এসেছে ওরা, সঙ্গে নিয়ে আসছে রাজার জন্য অসংখ্য উপহার। কথাটা শোনামাত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠল আমার হৃদয়। আমস্লোপোগাসের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছিলাম... ভয় হচ্ছিল ও হালাকাজিদের হাতে মারা পড়ে কি না। কিন্তু খবরটা আমার সব চিন্তা দূর করে দিয়েছে। ডিঙ্গানও খুশি—পারলে লাফায় আর কী।

'বহুদিন পর একটা ভাল খবর শুনলাম,' বলল সে। 'এতদিনে

www.BanglaBook.org

আমার প্রতীক্ষার অবসান ঘটল... এবার আমি হালাকাজিদের সেই পদ্মফুলের গন্ধ শুঁকব। অ্যাই, ওদেরকে নিয়ে এসো এখানে। তাড়াতাড়ি!'

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা বিরাজ করল। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রাজা, আমরা মুখ খুলবার সাহস পাচ্ছি না। তারপরেই বাইরে থেকে ভেসে এল সমবেত সঙ্গীত। মাঠে ঢোকার প্রবেশপথে উদয় হলো দুটো ছায়ামূর্তি... অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দৌড়ে আসছে। একজনের হাতে ঝকঝকে কুঠার, অন্যজন ধরে রেখেছে ভারী একটা গদা। ওদের পায়ের আঘাতে উড়তে শুরু করেছে ধুলো আর ছাই।

মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে থেমে দাঁড়াল ওরা। হাসল পরস্পরের দিকে চেয়ে।

হতভম্ব চোখে দুই নবাগতকে দেখছিল ডিঙ্গান। এবার বিস্মিত গলায় বলল, 'ব্যাপারটা কী! এরা অস্ত্র হাতে ঢুকেছে কেন ভিতরে? জানে না, এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? কুঠার হাতে কে ওই অবাধ্য যুবক?'

'ও-ই কসাই বুলালিয়ো,' হেসে বললাম আমি। 'কুঠার জাতির সর্দার। লোকে ওকে কাঠঠোকরাও বলে।'

'সঙ্গের গদা-অলাটা কে? এ-ও তো কম যায় না। এমন জুটি জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি।'

'ও বুলালিয়োর পাতানো ভাই। নেকড়েমানব গালাজি। কুঠার জাতির সেনাপতি।'

ওদের পিছু পিছু বিচিত্র এক মিছিল ঢুকল মাঠে। রুক্ষ চেহারার দুর্ধর্ষ একদল সৈনিক, যুদ্ধবন্দির দল আর অসংখ্য গরুর বিশাল এক পাল। সার বেঁধে আমস্লোপোগাস আর গালাজির পিছনে দাঁড়াল সবাই।

'এমন দৃশ্য চোখে দেখেও আনন্দ,' মন্তব্য করল ডিঙ্গান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার বাহিনীতে দক্ষ সৈনিক বা দলনেতার অভাব নেই তারপরেও এদের মত এতসব উপহার নিয়ে আজ পর্যন্ত ফিরতে দেখিনি ওদের।'

হঠাৎ কুঠার-গদা তুলে ছুটে এল আমস্লোপোগাস আর গালাজি, ওদের পিছনে বজ্রের মত গর্জন করে ছুটল কুঠার জাতির সৈন্যরা। আঁতকে উঠল ডিঙ্গান। সে কী, হামলা করছে নাকি! রক্ত সরে গেল তার চেহারা থেকে। কিন্তু রাজার দশ কদমের মধ্যে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল দু'বন্ধু। ওদের দেখাদেখি সৈন্যরাও। এবার অদৃশ্য এক ইশারায় একযোগে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজকীয় সালাম জানাল পুরো বাহিনী।

'সম্মান নিন, রাজাধিরাজ।'

বোকার মত হাসল ডিঙ্গান। সাহস ফিরে পেয়েছে। 'ভালই খেল্ দেখাল। ভাবা কঠিন, জুলু রাজার বাহিনীর বাইরে এমন সুশৃঙ্খল আর কোনও বাহিনী থাকতে পারে। বুলালিয়ো আর নেকড়েমানবের নেতৃত্ব দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। অ্যাই, কাছে এসো তোমরা।'

দৃপ্ত পদক্ষেপে রাজার দিকে এগিয়ে এল দুই নেকড়ে-ভ্রাতা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আটাশ

দাসের জন্য পরম্পুল

শীতল চোখে দু'বন্ধুকে কিছুক্ষণ জরিপ করল ডিঙ্গান। তারপর বলল, 'তোমাদের পরিচয় দাও।'

'আমি বুলালিয়ো, কুঠার জাতির সর্দার,' জবাব দিল বামস্লোপোগাস। 'আর এ হলো গালাজি, নেকড়েমানব... আমার বন্ধু ও ভাই।'

'হুম। তুমিই বোধহয় বেশ কিছুদিন আগে রাজা শাকার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলে?'

'জী। মাসিলো নামে একজনকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম আমার জবাব। কিন্তু শুনেছি ও জবাব পৌঁছানোর চেয়েও বড় একটা কাজ করেছে—খুন করেছে রাজা শাকাকে। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত বলতে হবে, মাসিলোকে একটা কাপুরুষ বলে জানতাম, জুলু রাজাকে আক্রমণ করে হত্যা করবার মত বুকের পাটা পেল কোথায়?'

জায়গামত লাগল খোঁচা। মাসিলোর নামে অপবাদ দিয়ে শাকার মৃত্যুর আসল গোমর লুকিয়ে রেখেছে ডিঙ্গান। সবাই সেটা মেনেও নিয়েছে। ভিনদেশি এক যুবক এসে হঠাৎ সে-ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছে কেন? প্রজাদের মাঝে কৌতূহল ছড়িয়ে পড়লে বিপদ। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল সে। খেঁকিয়ে

www.BanglaBook.org

উঠে বলল, 'কোন্ সাহসে তোমরা আমার সামনে সশস্ত্র অবস্থায় এসেছ? জানো, এর জন্যে তোমাদের কল্লা নিতে পারি আমি?'

'দুঃখিত, রাজাধিরাজ,' আমস্লোপোগাস বলল। 'নিয়মটা জানা ছিল না আমাদের। কেউ আমাদের বাধা দেয়নি, দিলেও লাভ হতো না। এই কুঠার আমি হাতছাড়া করতে পারব না। আমাদের নিয়ম অনুসারে শ্বাস-সংহারী কুঠার যার হাতে থাকে, সে-ই হয় কুঠার জাতির সর্দার। কুঠার হাতছাড়া করা মানে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া।'

'অদ্ভুত নিয়ম, বলতে বাধ্য হচ্ছি। ঠিক আছে, মাফ করলাম তোমাকে। কিন্তু তোমার ভাইয়ের ব্যাপার কী? ও গদা নিয়ে ঢুকেছে কেন? গদা ছাড়লে ও-ও ক্ষমতা হারাবে নাকি?'

'জী না, মহানুভব,' মাথা নাড়ল গালাজি। 'হারাব আমার প্রাণ। এই গদা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, হাতছাড়া করলেই প্রাণে মারা পড়ব। দেখতে আমাকে গদার রক্ষক মনে হলেও, বাস্তবে গদাটাই আমার রক্ষক।'

'এ তো আরও অদ্ভুত কথা, বাপের জন্মে শুনিনি।'

'অদ্ভুত মনে হলেও এটাই সত্যি। দেখবেন, যেদিন এই গদা আমাকে রক্ষা করবে না, আমি মারা যাব সেদিন।'

'তোমাদের যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি,' বলল ডিঙ্গান। 'যাক গে, কী কাজে এসেছ, সেটা বলে ফেলো ঝটপট।'

'দূরের এক রাজ্য থেকে এসেছি আমরা, মহানুভব,' বলল আমস্লোপোগাস। 'রাজার জন্য সেখানে ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। আর ফুলের খোঁজে তছনছ করে দিয়ে এসেছি সোয়াজি কুকুরদের একটা বাগান।' পিছনে ইশারা করল। 'ওই যে, নমুনা হিসেবে কতগুলো কুকুরকে নিয়ে এসেছি আপনার খেদমতে পেশ করবার জন্য। আর এনেছি গবাদি পশু।'

www.BanglaBook.org

'সাবাস, বুলালিয়ো!' প্রশংসা করল ডিঙ্গান। 'সবই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যে-ফুল আনতে গেলে, সেটা কোথায়? পদ্মফুল আনতে গিয়েছিলে তো, নাকি?'

'জী, মহানুভব। পদ্মই ছিল ফুলটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন ঝরে গেছে। রয়ে গেছে তার শুকনো, প্রাণহীন দেহ।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ডিঙ্গানের। 'মানে?'

'এখুনি দেখতে পাবেন।' হাতের ইশারা করল আমস্লোপোগাস। দলের পিছন থেকে একটা খাটিয়া নিয়ে এগিয়ে এল দু'জন সৈনিক। নামিয়ে রাখল রাজার সামনে। গরুর চামড়া দিয়ে বাঁধা কী যেন একটা রয়েছে খাটিয়ায়।

'খোলো!' অস্থির ভঙ্গিতে হুকুম দিল রাজা।

নিচু হয়ে বাঁধন খুলল আমস্লোপোগাস, সরাল চামড়ার আবরণ। সুন্দরী এক মেয়ের লাশ দেখতে পেলাম—লবণমাখা, নিস্পন্দ।

'এ-ই সেই পদ্মফুল, রাজাধিরাজ,' বলল ও। 'আফসোস, এ আর কোনোদিন ফুটবে না।'

দাঁত কিড়মিড় করল ডিঙ্গান, লাশ দেখে তার স্বপ্ন খানখান হয়ে গেছে—পদ্মকুমারীকে আর পাওয়া হলো না তার।

'নিয়ে যাও লাশটা, শেয়াল-কুকুরের মুখে ছুঁড়ে দাও,' খ্যাপাটে গলায় বলল সে। 'বুলালিয়ো, আমাকে বলো, কীভাবে মারা গেল এই মেয়ে। ঠিক ঠিক জবাব দিয়ো, কারণ এই জবাবের উপর নির্ভর করছে তোমার জীবন।'

সাজানো কাহিনি গড়গড় করে বলে গেল আমস্লোপোগাস। গালাজি সুর মেলাল ওর সঙ্গে। কুঠার জাতির কয়েকজন যোদ্ধাকে ডেকে গল্পের সত্যতা যাচাই করল ডিঙ্গান। বলা বাহুল্য, কোথাও কোনও খুঁত পেল না। সবার মুখ থেকেই শোনা গেল একই ঘটনা। যত শুনল, ততই খেপল রাজা। কিন্তু করার কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই—পদ্মকুমারী মৃত, দুনিয়ার কোনও শক্তি আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অগত্যা মেনে নিল ভাগ্যকে।

'বেশ, তোমাদের উপহার আমি গ্রহণ করছি,' বলল সে। 'শোকর করো যে, উপহারের সঙ্গে প্রাণটা নিচ্ছি না। আমার অনুমতি না নিয়ে হালাকাজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছ, আর তা করতে গিয়ে মেরে ফেলেছ পদ্মকুমারীকে... হোক সেটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত। তারপরেও তোমাদের এই অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও যেন এমন না হয়।'

আড়চোখে গালাজির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল আমস্লোপোগাস, রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উল্টো ঘুরতে শুরু করল... আর তখুনি কুঠার বাহিনীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। হালাকাজি পাহাড়ের প্রবেশপথের সেই পাহারাদার।

'রাজার জয় হোক!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'যদি অভয় আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাই তো কিছু কথা বলতে চাই আমি, মহানুভব।'

ভুরু কোঁচকাল ডিঙ্গান। 'ঠিক আছে, দিলাম প্রতিশ্রুতি। বলো কী বলবে।'

'এটাই যে, আপনাকে একগাদা মিথ্যে কথা শোনানো হয়েছে, মহানুভব,' বলল পাহারাদার। 'সত্যিটা যদি জানতে চান তো বলি, যে-রাতে হালাকাজিদের পরাস্ত করলাম আমরা, সে-রাতে ওদের পাহাড়ের ঢোকার রাস্তায় পাহারা ছিল আমার। গভীর রাতে তিনজন বেরিয়েছিল পাহাড় থেকে—সর্দার বুলালিয়ো, গালাজি আর অচেনা আরেকজন মানুষ। পুরুষের পোশাক পরে ছিল তৃতীয়জন, কিন্তু আমি নিশ্চিত—সে আসলে ছিল এক মেয়ে। ওর চোখ দেখেছি আমি, গায়ের ফর্সা রঙ দেখেছি, দেহের কাঠামো দেখেছি। অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে, পুরুষের ছদ্মবেশে বেরিয়ে

www.BanglaBook.org

গিয়েছিল পাহাড় থেকে। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। বুলালিয়ো আর গালাজি তাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছে। পরে আমি যখন তাদেরকে ওর কথা জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যে বলে আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছে। বলেছে ওই মেয়ে নাকি পাহাড় থেকেই বেরোয়নি, আমাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছে।

'এখানেই ঘটনার শেষ নয়, মহানুভব। যে-লাশটা আপনাকে দেখানো হলো, ওটা যে পদ্মকুমারীর, তা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে? জানেন, বন্দি হালাকাজিদের কাউকে এনে সনাক্ত করা হয়নি লাশটা? বরং তড়িঘড়ি করে ঢেকে দেয়া হয়েছে? যে-যোদ্ধা পদ্মকুমারীর ছুরিতে খুন হয়েছে বলে শুনলেন, সে আসলে মারা গেছে এক হালাকাজি কুকুরের লাঠির আঘাতে। আমি নিজে সেটার সাক্ষী। অথচ এরা কী চমৎকারভাবেই না তাকে পদ্মকুমারীর খুনি বানিয়ে দিল!

'আরও শুনতে চান? আজ যে-উপহার দেখে আপনি ওদেরকে মাফ করে দিতে চাইছেন, তার চেয়ে শতগুণ ভাল উপহার দিতে পারত আপনাকে বুলালিয়ো। অথচ দেয়নি। যুদ্ধজয়ের সম্পত্তির মাঝে সবচেয়ে ভাল গবাদি পশু আর তাগড়া বন্দিদের ও পাঠিয়ে দিয়েছে কুঠার জাতির গ্রামে... নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য। আপনার জন্য এনেছে স্রেফ উচ্ছিষ্ট। বিশ্বাস না হয় তো লোক পাঠান, দেখে আসুক ওরা।

'যা বলার তা বলে দিলাম আমি, রাজাধিরাজ, কারণ আপনার সঙ্গে কেউ ছলনা করবে—এ আমি মানতে পারিনি। সত্যটা জানিয়ে দিলাম আপনাকে। এবার আমাকে আপনার ছায়াতলে আশ্রয় দিন, কারণ সব ফাঁস করে দেয়ায় নিঃসন্দেহে এ-দুই নেকড়ে-ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে।'

লোকটা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ আঁচ করতে পেরেছে আমস্লোপোগাস। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তার বক্তব্য, মাঝে

www.BanglaBook.org

মাঝে তাকাচ্ছে ডিঙ্গানের দিকে—মেঘ জমতে শুরু করেছে চেহারায়, যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। সুযোগটা কাজে লাগিয়ে পায়ে পায়ে ও এগোতে শুরু করেছে বিশ্বাসঘাতক যোদ্ধার দিকে। চলে গেল তার পাশে।

'তোমার কোনও ভয় নেই, আমার ভৃত্য,' লোকটার কথা শেষ হতেই গমগম করে উঠল ডিঙ্গানের কণ্ঠ। 'তুমি এখন থেকে জুলুরাজের ছায়ায় ঘুমাবে।'

কথাটা মুখ থেকে বের হতে না হতেই লাফ দিল আমস্লোপোগাস, খপ্ করে চেপে ধরল বিশ্বাসঘাতকের ঘাড়, ভেঙে দিল এক মোচড়ে। তারপর লাশটা ছুঁড়ে দিল রাজার পায়ের কাছে। হেসে উঠে বলল, 'নিন আপনার ভৃত্যকে। আপনার ছায়াতেই ঘুমাতে পাঠালাম ওকে।'

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। বিস্ময় আর আতঙ্কে স্থির হয়ে গেছে সবাই। যা ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য। কেউ কোনোদিন এত বড় দুঃসাহস দেখায়নি জুলু রাজ্যের ইতিহাসে।

অপরিসীম ক্রোধে থিরথির করে কাঁপছে ডিঙ্গান। চেঁচিয়ে বলল, 'খুন করো একে। খুন করো এদের সবাইকে!'

'এতক্ষণে একটা মনের মত কথা বললে, রাজা,' বাঁকা সুরে বলল আমস্লোপোগাস। সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে, ছিটেফোঁটা সম্মানও আর দেখাচ্ছে না ডিঙ্গানকে। 'এই খেলা আমিও খেলতে জানি।' নিজের বাহিনীর দিকে ফিরল ও। 'ভাইয়েরা, আমরা কি চুপচাপ খুন হব এই কালিমাখা ইঁদুরগুলোর হাতে?' ইশারায় আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া রাজার রেজিমেন্টের সৈনিকদের দেখাল। 'নাকি ওদেরকেই পিষে ফেলব আমাদের পায়ের তলায়?'

সমস্বরে চিৎকার করে উঠল কুঠার জাতির যোদ্ধারা, 'না, সর্দার, আমরা লড়াই করব।'

সবার হাতে উঁচু হলো অস্ত্র, আমস্লোপোগাস ছুটে গেল ওদের

www.BanglaBook.org

নেতৃত্ব দিতে। রাজার সৈন্যরাও লাঠি-বর্শা-ঢাল তুলে তৈরি হলো হামলা চালাবার জন্য। কিন্তু একজন মানুষ তাতে যোগ দিল না—গালাজি। বিদ্যুৎবেগে নড়ল ও, দুই লাফে পৌঁছে গেল রাজার পাশে। গদা বাগিয়ে হুঙ্কার করে উঠল, 'থামো সবাই!'

হতভম্ব চোখে গালাজির দিকে তাকাল ডিঙ্গান, মৃত্যুর কালো ছায়ার মত তার মাথার উপরে গদা উঁচু করে রেখেছে সে।

'খামোকা এত লোকের প্রাণহানির প্রয়োজন দেখি না, যেখানে একজনের মৃত্যুতেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যায়,' বলল নেকড়েমানব। 'আমাকে শুধু হাত নাড়তে হবে, রাজা... সঙ্গে সঙ্গে তোমার পায়ের কাছের ওই কুকুরের পাশে তুমিও পড়ে থাকবে। কিছু বলবার আছে এ-ব্যাপারে?'

ঢোঁক গিলল ডিঙ্গান, দিব্যচোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তার পরিণতি। কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরুল গলা দিয়ে, 'যেতে দাও এদের। কেউ বাধা দিয়ো না।'

'বুদ্ধিমানের মত কাজ করলে,' হাসল গালাজি। সরে এসে দলের সঙ্গে মিলল। 'রাজার জয় হোক। তিনি আমাদের বিদায় জানাচ্ছেন।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ডিঙ্গান। সৈন্যদের ফের হুকুম দিতে যাচ্ছিল হামলা করবার জন্য, কিন্তু বাধা দিলাম আমি।

'বোকামি করবেন না, মহানুভব। ওদেরকে চেনেন না আপনি, লড়াই বাধলে সবার আগে আপনাকেই খুন করবে। তার চেয়ে যেতে দিন।'

সত্যটা উপলব্ধি করল রাজা। হুকুম দিল না আর। তাই বলে রাগ কমল না তার। ঝট্ করে ঘুরল আমার দিকে। রাগী গলায় বলল, 'তুমি একটা বেঈমান, মোপো। আমার নুন খেয়ে তরফদারি করছ এই শয়তানদের? দেখাচ্ছি মজা!' হাতের বর্শা চালাল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৈরি ছিলাম আক্রমণের জন্য, চট করে সরে গিয়ে ফাঁকি দিলাম নিশ্চিত মৃত্যুকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়ে চলে এলাম আমস্লোপোগাস আর গালাজির কাছে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল আমস্লোপোগাস।

'বরখাস্ত করা হয়েছে আমাকে,' বললাম আমি। 'রাজার সঙ্গে আর থাকতে পারছি না।'

'অসুবিধে নেই, বাবা,' হাসল আমস্লোপোগাস। 'এখন থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

কাছে দাঁড়ানো এক জুলু সৈনিককে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। 'রাজাকে গিয়ে বলো, আমাকে তাড়িয়ে কাজটা ভাল করলেন না তিনি। যে-হাত দিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছি, সে-হাতে তাঁকে আবার টেনেও নামাতে পারব। বলে দিয়ো, আমাকে যেন খোঁজার চেষ্টা না করেন। কারণ যেদিন আবার দেখা হবে আমাদের, সে-দিনটাই হবে রাজার জীবনের শেষ দিন। মোপো বলছে এ-কথা! যাও!'

বেরিয়ে এলাম শহর থেকে। আমস্লোপোগাস আর গালাজির সঙ্গে রওনা হলাম কুঠার জাতির গ্রামের উদ্দেশে। কেউ বাধা দিল না আমাদের। বাধা দেবার মত কেউ ছিলও না অবশ্য। সমস্ত সৈন্য-সামন্তকে বোয়া-শিকারে পাঠিয়েছে ডিঙ্গান। শহরে ছিল একটা মাত্র রেজিমেন্ট, খামখেয়ালের বশে তাদের অর্ধেক সৈন্যকেও সে পুড়িয়ে মেরেছে আগুনে।

ব্যাপারটা আমস্লোপোগাস একটু দেরিতেই উপলব্ধি করল। আমাকে বলল, 'এভাবে চলে এসে ভুল করলাম না তো? রাজাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম, খতম করে দিলেই কি ভাল হতো না? ওকে বাঁচতে দিলে নির্ঘাত আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। কী করা যায়... উল্টো ঘুরে ফিরে যাব?'

'না,' মাথা নাড়লাম। 'সুযোগটা হেলায় নষ্ট করেছিস, এখন

www.BanglaBook.org

আর সম্ভব না। এতক্ষণে শহরের সমস্ত মানুষকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাহারায় বসিয়েছে রাজা, ব্যাপক প্রাণহানি ছাড়া তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।'

'ইশ্‌শ্‌, আমারও মাথায় আসেনি,' সখেদে বলল গালাজি। 'গদা তো ধরাই ছিল, এক বাড়িতে ঘিলু বের করে দিতে পারতাম।'

'এখন উপায়?' দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে আমস্লোপোগাস। 'বাবা, আপনার কোনও পরামর্শ আছে?'

'গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে তোদেরকে,' বললাম আমি। 'ঘরবাড়ি, গবাদি পশু... সবকিছু নিয়ে উত্তরে যেতে পারিস। ওদিকে মোসিলিকাৎজি-র রাজ্য, ডিঙ্গানের নাগালের বাইরে। তোদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না সে।'

'অসম্ভব, কিছুতেই পালাব না আমি,' প্রতিবাদ করল আমস্লোপোগাস। 'মাটিছাড়া করতে পারব না আমার প্রজাদের।'

তখনও জানতাম না, আমস্লোপোগাসের এই গোয়ার্তুমির পিছনে ভিন্ন একটা কারণ আছে। নাডাকে কুঠার জাতির গ্রামের ঠিকানা দিয়েছে ও, মেয়েটা ওখানেই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। পালিয়ে গেলে ওকে খুঁজে পাবে না সে।

গালাজিও দেখলাম সুর মেলাচ্ছে বন্ধুর সঙ্গে, তবে সে দেখাচ্ছে অন্য যুক্তি। 'প্রেত-পাহাড় ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না আমি,' বলল সে। 'ওখানে আমার নেকড়েরা আছে। ওদেরকে ফেলে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারি না আমি।'

বোঝাবার চেষ্টা করলাম দুই নেকড়ে-ভ্রাতাকে, কিন্তু ওরা অনড়। অগত্যা কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিলাম। ক্ষুব্ধ গলায় বললাম, 'যা খুশি করো। রক্ত গরম তোমাদের, মুরুব্বির পরামর্শ মানছ না। দেখো তার পরিণতি কী হয়।'

বলে রাখা ভাল, নাডাকে পাবার পরও গ্রাম ছাড়বার সুযোগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল আমাদের। যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন পর্যন্ত কোনও বিপদ ঘটেনি, ফলে মিথ্যে এক নিরাপত্তা অনুভব করছিলাম আমরা। ভাবছিলাম বুঝি ভয় পেয়ে গেছে ডিঙ্গান, মাথা থেকে দূর করে দিয়েছে কুঠার জাতিকে আক্রমণ করবার চিন্তা। আর সে-কারণেই শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

ভয় অবশ্য ডিঙ্গান সত্যিই পেয়েছিল। জুলু সৈনিকের মাধ্যমে আমার পাঠানো বার্তা কাঁপন তুলেছিল তার বুকে। ভেবেছিল কুঠার জাতিকে আক্রমণ করলে আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাবে, মারা পড়বে সে। তাই প্রথমে বেশ কিছুদিন হাত গুটিয়ে বসে ছিল সে। এরপর তাকে ব্যস্ত হতে হলো আমাবুনাদের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে। সাদা মানুষেরা খেপে গিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ায়, দিতে শুরু করেছিল পাল্টা জবাব। এতসব ঝামেলার মধ্যে ডিঙ্গানের পক্ষে সম্ভব ছিল না বহু দূরের এক ছোট্ট জাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো। ফলে দীর্ঘদিন শান্তিতে কাটাতে পারলাম আমরা... ভাবলাম বিপদ কেটে গেছে। যত দিন না...

থাক, সে-ঘটনা খুব শীঘ্রি শুনবে। আমি শুধু ভাবি, যদি আমস্লোপোগাস সেদিন আমার কথা মেনে নিত, তা হলে কী না হতে পারত! রাজা হয়ে এই দেশ শাসন করতে পারত ও, উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো না যেখানে-সেখানে। নাডা বেঁচে থাকত... টিকে থাকত কুঠার জাতিও।

কিন্তু আমার কথা শোনেনি ও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঊনত্রিংশ

সত্যপ্রকাশ

পথে যেতে যেতে হালাকাজিদের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনি আমাকে শোনাল আমস্লোপোগাস। শোনাল নাডার কথা।

মেয়ে বেঁচে আছে শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম আমি, কেঁদে ফেললাম আনন্দে। একই সঙ্গে ওরই মত হয়ে পড়লাম উদ্বিগ্ন—একাকী একটা মেয়ে সোয়াজিদের দেশ থেকে প্রেত-পর্বতের দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিচ্ছে। পারবে তো?

দীর্ঘ যাত্রাপথে আরও অনেক কথাই হলো আমস্লোপোগাসের সঙ্গে, কিন্তু ওর জন্মরহস্য প্রকাশ করলাম না। তার প্রধান কারণ হলো, আশপাশে আরও অনেকে আছে, কে কখন আমাদের কথা শুনে ফেলে ঠিক নেই। খবরটা যদি ডিঙ্গানের কাছে কোনোভাবে পৌঁছে যায়... যদি সে জানতে পারে, শাকার বংশধর বেঁচে আছে সিংহাসনের দাবি নিয়ে... আমাদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু এ-ও বুঝতে পারছিলাম, সত্যটা ওকে জানাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। জানাব বলে ভেবেও রেখেছিলাম, যদি সবকিছু ঠিকমত এগোত, যদি কাজে লাগত আমাদের পরিকল্পনা—রাজার অনুগ্রহ পেত আমস্লোপোগাস। নিজেকে সিংহাসনের সত্যিকার উত্তরাধিকারী বলে জানতে পেরে নিঃসন্দেহে ওর কর্মস্পৃহা বেড়ে যেত আরও। অথচ এখন সব ওলটপালট হয়ে গেছে। অনুগ্রহ

www.BanglaBook.org

তো দূরের কথা, উল্টো রাজার সঙ্গে শত্রুতা তৈরি হয়ে গেছে ওর। তার জন্য ওকে দোষও দেয়া যায় না—নাড়াই যে হালাকাজিদের পদ্মকুমারী, তা আমিও জানতাম না। জানলে কখনোই ওকে ঘিরে সাজাতাম না পরিকল্পনা।

সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে, এখন নতুন করে শুরু করতে হবে সব। কুঠার জাতির গ্রামে যেতে যেতে অনবরত ভাবলাম আমি, চেষ্টা করলাম এর একটা বিহিত বের করতে। কীভাবে সবকিছু ঠিক করে ফেলা যায়... কীভাবে সত্যটা জানানো যায় আমস্লোপোগাসকে। কোনও সমাধান খুঁজে পেলাম না।

অনিশ্চিত একটা অবস্থায় প্রেত-পর্বতের পাদদেশে পৌঁছুলাম। পাথরের ডাইনির দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক অনুভব করলাম। যেন আমাদের সবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে ও। জোর করে দৃষ্টি ফেরালাম অন্যদিকে। গালাজি আমাদের সঙ্গে আর গেল না, অনেক দিন হলো সে তার নেকড়ের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেল পাহাড়ে। খানিক পর শুনলাম হিংস্র জানোয়ারগুলোর হাঁকডাক—মনিবকে অভিবাদন জানাচ্ছে যেন।

গ্রামে ঢুকতেই ছুটে এল সমস্ত নারী-শিশু। আবেগঘন এক দৃশ্যের সূচনা হলো... কাঁদছে সবাই—যারা স্বামী-পিতা-পুত্রকে ফিরে পেয়েছে, তারা কাঁদছে আনন্দে; আর যাদের ফিরে আসেনি, তারা করছে হাহাকার। যিনিটাও এসেছে ওদের সঙ্গে। আমস্লোপোগাসকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু কীসের যেন কমতি লক্ষ করলাম তাতে। ব্যাপারটা বোঝানো মুশকিল। থাকার জন্য আমাকে একটা কুটির দেয়া হয়েছে, ওখানেই ওকে অভিযানের পুরো কাহিনি শোনাল আমস্লোপোগাস। সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সে।

'দেখেছ... দেখেছ ওই বুড়ো লোকটার বুদ্ধিতে চলার ফল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার দিকে ইশারা করল ও। 'আমি আগেই বলেছিলাম না যেতে, কথা তো শুনলে না! কী ঘটল তার ফলে? হ্যাঁ, হালাকাজিদের পরাজিত করেছ... কিন্তু কত লোক মারা গেছে আমাদের! গরু মোষ বা দাস-দাসী যা এনেছ, তাতে কি ওদের ক্ষতি পূরণ হবে? শুধু তা-ই না, যে-কাজে গিয়েছিলে, তার তো কিছুই হয়নি! বুঝলাম পদ্মকুমারী তোমার হারানো বোন, কিন্তু ওকে পালাতে দিলে কেন? ডিঙ্গানের হাতে তুলে দিলে কী হতো? নাকি স্বয়ং জুলু রাজাও তোমার বোনজামাই হবার উপযুক্ত নয়? সেটাও মেনে নিতাম, যদি না রাজার সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়ে ফেলতে। এসেছ তো এসেছ, সঙ্গে নিয়ে এসেছ ঝামেলার জড় ছোঁড়াটাকে। শিক্ষা হয় না কেন তোমার?'

যিনিটার কথা বলার ভঙ্গিটাই গা জ্বালানো, তার ওপর সরাসরি খোঁচা মারছে আমাকে। মেজাজ শান্ত রাখা মুশকিল হয়ে গেল। আমস্লোপোগাসও রেগেছে, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার মতো এক গুণ আছে ওর মধ্যে, বলছে না কিছু। শেষ পর্যন্ত আমিই মুখ খুললাম।

'জিভের লাগাম টানো, মেয়ে,' বললাম আমি রুক্ষ ভঙ্গিতে। বড়দের আদব-লেহাজ করতে শেখো।'

'আদব-লেহাজ! তোমাকে?' মুখ ঝামটা দিল যিনিটা।

'অবশ্যই!' এবার কথা বলল আমস্লোপোগাস। 'জানো, কার সঙ্গে বেয়াদবি করছ? ইনি আমার বাবা—মোপো!'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল যিনিটা। তারপর হিসিয়ে উঠে বলল, 'তা হলে বলব এক মাথামোটা গর্দভের ঘরে জন্ম নিয়েছে গোটার জাতির সর্দার।'

'চুপ করো!' গর্জে উঠল আমস্লোপোগাস। 'বাবার নামে যদি আর একটা বাজে কথা বলো, জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব তোমার! দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। সাবধান, আবার যদি

www.BanglaBook.org

বাড়াবাড়ি করো, লাথ্‌ মেরে তাড়াব গ্রাম থেকে। যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর না।'

থমথমে চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল যিনিটা। 'এভাবে প্রতিদান দিলে আমাকে? তোমাকে সর্দার বানালাম... আর আজ কিনা আমাকেই হুমকি দিচ্ছ গ্রাম থেকে বের করে দেবে বলে?'

'কেউ আমাকে সর্দার বানায়নি, আমি নিজের যোগ্যতায় হয়েছি। ভাগো এখান থেকে।'

ঝড়ের বেগে চলে গেল যিনিটা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আমস্লোপোগাস। 'কোন্‌ দুঃখে যে এই মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম! আমার জীবন ছারখার করে দিচ্ছে ও।'

সহানুভূতি জানালাম, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। মেয়েরা পুরুষকে যেমন আকাশে তুলতে পারে, তেমনি মাটিতেও পুঁতে ফেলতে পারে। শিক্ষা নাও এ-থেকে। মেয়েদের থেকে যতটা পারবে দূরে দূরে থেকো। ওদের খেপিয়ো না, আবার বেশি ভাল-বাসতে যেয়ো না।'

হায়, আমার এই কথাও শোনেনি আমস্লোপোগাস। শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ের ভালবাসাই ওর সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

যা হোক, কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। সময়টা আদর্শ মনে হলো আমার কাছে—আমস্লোপোগাসকে ওর পিতৃ-পরিচয় জানাবার জন্য। তাই খানিক পর নিচু গলায় বললাম, 'বাছা, একটু কাছে এসে বসো। তোমাকে একটা গোপন কথা বলব। কঠিন একটা সত্য, তোমার জন্মের সময় থেকে যে-সত্যকে বুকে চাপা দিয়ে রেখেছি আমি।'

এগিয়ে এল আমস্লোপোগাস। 'বলুন, বাবা। কী সেই ভয়ানক সত্য?'

মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেলাম, বাইরে থেকে একটা খসখসে

www.BanglaBook.org

আওয়াজ ভেসে এসেছে। আমস্লোপোগাসকে অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। কুটিরের চারপাশে চক্কর দিলাম, দেখলাম কেউ লুকিয়ে আছে কি না। পেলাম না কাউকে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলাম কুটিরে, ভাবলাম হয়তো ইঁদুর-টিঁদুর করেছে শব্দটা। কত বড় বোকামি করেছিলাম, সেটা মনে পড়লে এখনও হায় হায় করি। বুদ্ধি-টুদ্ধি সব চলে গিয়েছিল বোধহয়, নইলে অমন একটা ভুল করব কেন? কুটিরের চারপাশ দেখলাম, অথচ চাল দেখলাম না? দেয়াল বেয়ে ওখানে উঠে গিয়েছিল যিনিটা, একটা ফুটো দিয়ে শুনছিল আমাদের কথা... ওর ওঠার শব্দই শুনেছিলাম, বুঝতে পারিনি।

তো যা বলছিলাম... বাইরে কাউকে না পেয়ে আমস্লোপোগাসের কাছে ফিরে এলাম। ওকে বললাম, 'শোনো, আমস্লোপোগাস, জন্মের পর থেকে আমাকে তুমি বাবা বলে জেনেছ, কিন্তু আসলে তুমি আমার ছেলে নও। আরও বড় ঘরে জন্ম হয়েছে তোমার।'

একটু অবাক হলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিল আমস্লোপোগাস। বলল, 'আপনাকে বাবা হিসেবে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু... কার ছেলে আমি?'

বড় করে শ্বাস নিয়ে জবাব দিলাম, 'শাকা। তুমি শাকা আর বালেকার ছেলে।'

'বালেকা? মানে আপনার বোন? বাহ্, তা হলে তো একেবারে সম্পর্কহীন নই আমরা—মামা-ভাগ্নে। কিন্তু পরিচয় জেনেও আমার সত্যিকার বাবার জন্য কোনও টান অনুভব করছি না।'

'করবার কথাও না। শাকা তোমার মায়ের খুনি। পারলে তোমাকেও খুন করত। তারপরেও... তুমি শাকারই ছেলে।'

'হুম,' বলে চুপ হয়ে গেল আমস্লোপোগাস। মনে হলো না শাকার নাম শুনে খুব একটা অবাক হয়েছে। জানতে চাইলাম তার

www.BanglaBook.org

কারণ।

'কথাটা আমি আগেও শুনেছি, মামা। তবে ভুলে গিয়েছিলাম।'

এবার আমার অবাক হবার পালা। 'আগেই শুনেছ! কাগ্নাব্ব কে বলেছে?'

'গালাজি। ঠিক গালাজিও না... পাহাড়ি গুহার সেই ড্রাগন আমাকে শাকার ছেলে বলে গালাজির কাছে পরিচয় দিয়েছিল। সে কথাটা প্রলাপ ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি।'

'অবাক ব্যাপার! কথাটা তো সত্যি! মনে হচ্ছে মরার পর মানুষের জ্ঞান বাড়ে। যাক গে, তোমাকে পুরো কাহিনি শোনাই।'

আমস্লোপোগাসের জন্ম থেকে শুরু করে বালেকার মৃত্যু পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বললাম আমি। বোনের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে আশীর্বাদ করলাম ওকে। শুনতে শুনতে চোখে পানি এল ওর—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আমস্লোপোগাস কাঁদল আমার সামনে। সেই প্রথম, সেই শেষ।

আমার কথা শেষ হলে চোখ মুছল ও। বলল, 'এর মানে দাঁড়াচ্ছে, নাডা আমার আপন বোন নয়। ঠিক?'

'ঠিক, আমস্লোপোগাস। আপন নয়, ও তোমার আমার বোন।'

'তার মানে ওকে নিয়ে আমার ভিতরে যে-অনুভূতি খেলা করে, যেগুলোর কথা ভাবলে আমি লজ্জাবোধ করি... তাতে দোষ নেই কোনও। আমি... আমি ওকে ভালবাসি, মামা।'

'কী বলতে চাও?'

'বুঝতে পারছেন না? যদি বেঁচে থাকে, নাডাকে আমি বিয়ে করতে চাই। জীবনে আর কাউকে আমি এত ভালবাসিনি। নাডাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।'

www.BanglaBook.org

আবারও সেই খসখসে শব্দ ভেসে এল—স্বামীর কথা শুনে ফটিয়ে উঠেছে যিনিটা। কিন্তু আলোচনায় আমি এতই মশগুল, শব্দটা কানে তুললাম না।

'ওকে তুমি অবশ্যই বিয়ে করতে পারো, আমস্লোপোগাস,' বললাম আমি। 'কথা হলো, যিনিটা সেটা কীভাবে নেবে?'

'এখানে যিনিটার কথা আসছে কেন? একাধিক বউ রাখতে পারি আমি... সে-নিয়ম আছে... এতদিন যে আর কাউকে বিয়ে করিনি, সেটা ওর সাত জনমের ভাগ্য।'

'নিয়ম তো অবশ্যই আছে, কিন্তু এ-নিয়মের কারণে অতীতে অনেক সমস্যাও হয়েছে। মেয়েমানুষের মন বড়ই বিচিত্র। যিনিটার অবস্থান যদি খর্ব না হয়, ওকে যদি তুমি আগের মতই ভালবাসো, তা হলে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ওর আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কথা হলো, নাডা তোমার জীবনে এলে সেটা কি ঘটবে? থাক, জবাব দিতে হবে না। এসব নিয়ে সময় হলে আলোচনা করা যাবে। নাডা এখানে নেই। কবে পৌঁছুবে... আদৌ পৌঁছুবে কি না কিছুই জানি না। তার চেয়ে অন্য একটা বিষয়ে... বিয়েশাদীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আলোচনা করা যাক। শোনো, তুমি শাকার সন্তান; কাজেই জুলুদের সিংহাসন তোমারই বৈধভাবে প্রাপ্য। চেষ্টা করলে এখনও আমরা সফল হতে পারি।'

'কীভাবে?'

'দেশের বহু সর্দারের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার—ওরা ডিঙ্গানকে ঘৃণা করে। তা ছাড়া জুলু বাহিনীতে এমন সৈনিকের অভাব নেই, যারা আজও শাকার প্রতি অনুরক্ত। শাকা নিষ্ঠুর হলেও সাহসের কদর করত, কেউ বীরত্ব দেখালে তাকে পুরস্কৃত করত দু'হাতে। কিন্তু ডিঙ্গান সে-তুলনায় একটা নীচ বদমাশ ছাড়া আর কিছু না। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এরা যদি জানতে পারে যে, সিংহাসনের একজন বৈধ দাবিদার আছে, নিঃসঙ্কোচে সমর্থন

www.BanglaBook.org

দেবে আমাদেরকে। ডিঙ্গানের কবল থেকে মুক্তি চাইছে সবাই। এখন যেটা করতে হবে, তা হলো তোমার সত্যিকার পরিচয় ওদের সামনে তুলে ধরা। সবার সমর্থন পেলেই ডিঙ্গানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসা যাবে। প্রয়োজনে যুদ্ধ করে তাকে হটানো সিংহাসন থেকে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কাজ হতেও পারে,' স্বীকার করল আমস্লোপোগাস। 'কিন্তু রাজা হবার চেয়ে বেশি খুশি হব আমি যদি নাডাকে আজ রাতেই আমার দুয়ারে হাজির হতে দেখি।'

'আশা করি যেদিন রাজা হবে, সেদিন তোমার এ-ভুল ভেঙে যাবে। যাক গে, এখন প্রথমেই আমাদের কাজ হবে ডিঙ্গানের শহরে গুপ্তচর ঢোকানো। যাতে ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে আগেভাগেই খবর পেয়ে যাই। আশা করি সেটা খুব শীঘ্রি ঘটবে না, কারণ সাদাদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে সে। আমাবুনারা অ্যাসেগাইয়ের জবাব বুলেট দিয়ে দেবে। খবর আছে ওর। আর হ্যাঁ... আরেকটা কথা, তোমার জন্মপরিচয়ের বিষয়ে যিনিটা বা আর কাউকে কিছু বোলো না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মামা। আমি জানি কীভাবে মুখ বন্ধ রাখতে হয়।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম আমরা, এরপর বিদায় নিয়ে নিজের কুটিরে ফিরে গেল আমস্লোপোগাস। যিনিটা তার আগেই ফিরেছে, কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমানোর ভান করছে। আমস্লোপোগাস ঢুকতেই জেগে ওঠার ভান করল।

'এসেছ? অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম গো। দেখলাম তুমি রাজা হয়ে গেছ, জুলু সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে রাজকীয় সালাম দিচ্ছে তোমাকে।'

ভ্রূকুটি করল আমস্লোপোগাস। 'এ-ধরনের স্বপ্ন দেখা বিপজ্জনক। যদি দেখেও থাকো তো ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে থাকা ভাল।'

'অথবা সত্যি না হওয়া পর্যন্ত' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল যিনিটা।

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমস্লোপোগাস, তারপর শুয়ে পড়ল কাপড় ছেড়ে।

পরদিন থেকেই কাজে লাগলাম আমি। গুপ্তচর নিয়োগ করলাম ডিঙ্গানের শহরে। তাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম আমরা চলে আসার পর কী কী ঘটেছে। বিশাল এক সৈন্যবাহিনী একত্র করে কুঠার জাতির উপর হামলা চালাবার পাঁয়তারা করছিল রাজা, হঠাৎ খবর এল, পাঁচশো যোদ্ধার এক মাঝারি বাহিনী নিয়ে আমাবুনারা শহরের উপর হামলা করতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাহিনীকে ওদের দিকে পাঠাতে বাধ্য হলো ডিঙ্গান। কৌশলে সাদাদেরকে ফাঁদে ফেলে যে-যুদ্ধে জয়লাভ করলেও লাভ হয়নি, কিছুদিন পরেই ইংরেজরা হামলা করল। টুগেলা নদীর ভাটিতে তাদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নামতে হলো জুলুদের। এসব নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাজা, ফুরসত পেল না কুঠার জাতির দিকে তাকাবার। আমরাও বাস করতে লাগলাম শান্তিতে।

এদিকে শুধু গুপ্তচর নিয়োগ করে ক্ষান্ত হইনি আমি। গুজব, ভবিষ্যদ্বাণী আর দিব্যদৃষ্টির গল্প ছড়িয়ে দিতে শুরু করলাম... সুকৌশলে ডিঙ্গানবিরোধী সর্দারদেরকে ভেড়াতে শুরু করলাম আমাদের দলে। ওরা জানল, সিংহাসনের সঠিক দাবিদার আসবে; প্রস্তুত হলো তার জন্য, যদিও আমস্লোপোগাসের পরিচয় তখনও ফাঁস করিনি আমি। কাজটা কঠিন, সময়সাপেক্ষ—তাও চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম অক্লান্তভাবে।

সময় গড়িয়ে চলল। কুঠার জাতির গ্রামে ফেরার পর কেটে গেল বহুদিন। যিনিটার সঙ্গে কথাবার্তা কমিয়ে দিল আমস্লোপোগাস, সে-ও কড়া নজর রাখল স্বামীর উপরে। দেখল, দিন দিন বিষণ্ন আর দুখি হয়ে চলেছে কুঠার জাতির অকুতোভয়

www.BanglaBook.org

সর্দার। কারণ নাড়ার জন্য অপেক্ষা করছে সে, নাড়া আসেনি।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই এল নাড়া... আর তখুনি নতুন মোড় নিল ঘটনাপ্রবাহ।

ত্রিশ

নাড়ার আগমন

পূর্ণিমার এক রাতে নিজের কুটিরে বসে আমস্লোপোগাসের সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আলোচনা শেষ হলে নাড়ার প্রসঙ্গ উঠল।

'ওর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, মামা,' ভারী গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'হয় মারা গেছে, নয়তো কারও হাতে বন্দি হয়েছে; নইলে এতদিনে এসে যেত নিঃসন্দেহে। খোঁজখবর কম করিনি, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইনি ওর।'

'হারানো আর লুকানো এক জিনিস নয়, ভাগ্নে,' সাহস জোগালাম ওকে। 'এখুনি নিরাশ হবার কিছু নেই।'

মুখে যা-ই বলি, আমার নিজেরও তখন একই দশা। ধরে নিয়েছি মেয়েকে আর কোনোদিন ফিরে পাব না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা, হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বাইরে ডেকে উঠল একটা কুকুর। তাড়াতাড়ি কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম, কুকুরটা কী কারণে চিৎকার জুড়েছে দেখা দরকার। খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হলো না, বাইরে পা রাখতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শীর্ণদেহী একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলাম, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, ইতি-উতি চাইছে সার বেঁধে দাঁড়ানো কুটিরগুলোর দিকে। মানুষটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, জীর্ণ একটা চাদর জড়িয়ে রেখেছে কাঁধে, দীর্ঘ পথশ্রমে পা ক্ষতবিক্ষত, দাঁড়িয়ে আছে খুব কষ্ট করে। হাতে ধরে রেখেছে একটা বর্শা।

শত্রু নয় তো! আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে ইশারা করল আমস্লোপোগাস, যাতে শব্দ না করি। কুটিরের ছায়ায় ছায়ায় আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেলাম দু'জনে, থামলাম একেবারে কাছে পৌঁছে। আমাদের দিকে পিঠ ঘোরানো বলে দেখতে পায়নি, আপনমনে কথা বলতে শুনলাম তাকে। গলার স্বর আশ্চর্যরকম নরম।

'এত বাড়িঘর... এর মধ্যে কোন্‌টায় আমার ভাই থাকে, বুঝব কীভাবে? নাকি হৈচৈ জুড়ে দেব, যাতে লোকজন ছুটে আসে? নাহ্‌, এত ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে বেড়ার কাছে গিয়ে শুয়ে থাকি। সকালের আলো ফুটলে নাহয় দেখা যাবে বাকিটা।'

ঘুরল মানুষটা। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হলো তার মুখ, আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের খাঁচায় লাফ দিল আমার হৃৎপিণ্ড। কারণ মুখটা নাডার—আমার প্রিয়তম কন্যার। ছোট্ট কলি এখন ফুল হয়ে উঠেছে, তবুও দেখামাত্র চিনতে পারলাম ওকে। ক্লান্তিতে শুকিয়ে আছে চেহারা, অথচ রূপের জৌলুস কমেনি একটুও। সে রূপের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে, বাবা। শুধু বলব, জোছনাস্নাত ফুলের মত পবিত্র সে-রূপ... বাস্তবেই পদ্মরূপী এক নারী ও।

চিৎকার করে উঠতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। আবেগের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে আমার। নাডা... আমার একমাত্র জীবিত সন্তানকে দেখতে পাচ্ছি এতগুলো বছর পর। হঠাৎ একটু দুষ্টুমি করবার ইচ্ছে হলো, আমস্লোপোগাসকে লুকিয়ে থাকার

www.BanglaBook.org

ইশারা করে আলোয় বেরিয়ে এলাম, গলা খাঁকারি দিয়ে ডেকে উঠলাম ওকে।

'অ্যাই! কে তুমি? এখানে কী চাও?'

ভীত পাখির মত কেঁপে উঠল নাড়া, পরক্ষণে নিজেকে সামলে ঘুরল আমার দিকে। পুরুষালি গলায় বলল, 'জিজ্ঞেস করার তুমি কে?'

'চোর-বদমাশ তাড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে আমাকে, বাছা এদিকে এসো। কী চাও সেটা চটপট বলে কেটে পড়ো এখান থেকে। এ-গাঁয়ের কেউ নও তুমি, গায়ের চাদরটা তো মনে হচ্ছে সোয়াজি। আমরা সোয়াজিদের পছন্দ করি না।'

'বুড়ো মানুষ না হলে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলায় পিটিয়ে লাশ বানাতাম তোমাকে,' সাহস দেখাবার চেষ্টা করল বাছা একই সঙ্গে পালাবার পথ খুঁজছে। 'ভাগ্যিস লাঠি নেই আমার হাতে, আছে স্রেফ একটা বর্শা। এটা যোদ্ধাদের জন্য, তোমার মত একটা অচ্ছুৎ বুড়োর জন্য নয়।'

রেগে যাবার ভঙ্গিতে হাতের লাঠি বাগিয়ে ছুটে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল নাড়া, হাত থেকে ফেলে দিল বর্শা। ওর গায়ে লাঠির মৃদু একটা টোকা দিয়ে খপ করে চেপে ধরলাম কব্জি।

'আমি অচ্ছুৎ বুড়ো? তা হলে কোথায় গেল তোমার সাহস? মেয়েদের মত চেঁচিয়ে উঠলে... হাতও তো দেখি মেয়েদের মত নরম।'

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নাড়া। চাদরটা সরে গেছে, ওটা ফের ভাল করে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিলাম না, এক টানে ওটা কেড়ে নিলাম। চাঁদের আলোয় ফুটে উঠল ওর মেয়েলি কাঠামো।

হেসে উঠলাম। 'বাহ্, যুদ্ধ করার জন্য উপযোগী দেহই বটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আই মেয়ে, তুমি ছেলে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? জলদি বলো, নইলে এখুনি নিয়ে গিয়ে সর্দারের সামনে পেশ করব তোমাকে। অনেক দিন থেকেই তিনি নতুন বউ খুঁজছেন।'

চাদর সরে যেতেই মাথা নিচু করে ফেলেছিল নাড়া, আমার কথা শোনামাত্র ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল। আকুতির স্বরে বলল, 'বাবা... আপনি আমার বাবার মত... দয়া করুন আমাকে। বিয়ে করে থাকলে নিশ্চয়ই আমার বয়েসী ছেলেমেয়ে আছে আপনার? ওদের কথা ভেবে একটু করুণা করুন। হ্যাঁ, আমি মেয়ে... অনেক দূর থেকে আসছি। প্রেত-পর্বতের গোড়ায় আমার ভাইয়ের গ্রামে পৌঁছুতে চাইছি। কত বিপদ-আপদ পাড়ি দিয়ে এসেছি, তা কল্পনা করতে পারবেন না। একটা মেয়ের পক্ষে সেসব কোনোদিনই সম্ভব হতো না, তাই ছেলের ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হয়েছি। আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাইছি, ওটা ছিল ছদ্মবেশের অংশ। যেতে দিন আমাকে, ভুল গ্রামে ঢুকে পড়েছি... সেটা এখন বুঝতে পারছি।'

কোনও জবাব দিলাম না, নাড়ার মুখে বাবা ডাক শুনে বুকের ভিতরে তোলপাড় শুরু হয়েছে, চোখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অশ্রু। কিন্তু আমার চোখের পানি দেখতে পাচ্ছে না নাড়া, ভাবল বুঝি এখনও রেগে আছি আমি। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। দু'হাত একত্র করে অনুনয় করল, 'বাবা, এত বড় অন্যায় করবেন না আমার সঙ্গে। যেতে দিন, আর দয়া করে বলে দিন কীভাবে কুঠার জাতির গাঁয়ে পৌঁছুব। আমার ভাই থাকে ওখানে—দুনিয়ায় আমার একমাত্র আপনজন। ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না আমাকে। পায়ে পড়ি আপনার।'

হু হু করে কেঁদে ফেলল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে ছায়ার দিকে তাকালাম। গলা চড়িয়ে বললাম, 'তোমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন, সর্দার। দেখো, জলজ্যান্ত একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পদ্মফুল নিজ থেকে এসে ধরা দিতে চলেছে তোমার বাহুডোরে। এসো, নিয়ে যাও ওকে।'

আমার ঠাট্টার অর্থ বুঝতে পারল না নাড়া, বরং সর্দারকে ডাকছি শুনে হয়ে পড়ল আতঙ্কিত। আমস্লোপোগাসকে ডেকে উঠল সবকিছু ভুলে। মাটিতে হামা দিয়ে পাগলের মত নিজের বর্শাটা কুড়াতে গেল ও, বোধহয় আত্মরক্ষা কিংবা আমাকে খুন করবে বলে ভাবছে। ওকে ব্যস্ত রেখে চট করে সটকে পড়লাম আমি, আর ছায়া থেকে বেরিয়ে সে-জায়গা নিল আমস্লোপোগাস। বর্শা নিয়ে সোজা হতেই চমকে উঠল বেচারি—কোথায় সেই বুড়ো লোক, তার বদলে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুঠার হাতে সুদর্শন এক যুবক!

ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল নাড়া, চোখ কচলাল। 'ভুল দেখছি না তো? এতক্ষণ এক বুড়োর সঙ্গে কথা বললাম, অথচ এখন দেখছি আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষটাকে!'

হাসল আমস্লোপোগাস। 'কী কপাল! ডাক শুনে ছুটে এলাম, অথচ এই মেয়ে দেখছি কোথাকার কোন্ এক বুড়োকে খুঁজছে!'

চিৎকার করে ওকে জড়িয়ে ধরল নাড়া। 'জাহান্নামে যাক বুড়ো। তোমাকে খুঁজে পেয়েছি আমি, আমস্লোপোগাস... আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না।'

পাগলের মত ওকে চুমো খাচ্ছে নাড়া, আমস্লোপোগাস প্রমাদ গুনল। যিনিটা জেগে গেলেই সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল আমার কুটিরের কাছে। বলল, 'ভিতরে ঢোকো। কুঠার জাতির গ্রামে স্বাগতম, নাড়া। আজ থেকে এখানেই তুমি থাকবে।'

আমি ওদের আগেই পৌঁছেছি কুটিরে। ভিতরে পা রাখতেই আগুনের পাশে আমাকে বসে থাকতে দেখল নাড়া, রেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

'আরে! এই অচ্ছুৎ বুড়ো এখানে কী করছে? আমস্লোপোগাস, এ-ই সেই বদমাশ—একটু আগে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে আমাকে, কোথাকার এক সর্দারের সামনে পেশ করবে বলে ভয় দেখিয়েছে। ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছিলে... ওকে শাস্তি দাও।'

নিঃশব্দে হাসল আমস্লোপোগাস। আমি বললাম, 'এ কেমনতরো আচরণ, মেয়ে? আবার আমাকে অচ্ছুৎ বলছ? একটু আগে দয়া চাইবার সময় কী বলে ডাকছিলে, সেটা কি ভুলে গেছ? বাবা... তাই না?'

কথাটা বলেই নড়েচড়ে বসলাম, যাতে আগুনের আভায় পরিষ্কার দেখা যায় আমার চেহারা।

'হ্যাঁ, ডেকেছিলাম। অসহায় একটা মেয়ে সাহায্য পাবার আশায় যে-কাউকেই বাবা বলে ডাকতে পারে, তার মানে এই নয় যে...' এটুকু বলেই আঁতকে উঠল নাডা। 'না-আ! এ কী করে হয়? চেহারা অনেক বদলে গেছে, তার ওপর ওই সাদা হাত... অথচ... কে আপনি? আমার বাবার সঙ্গে এত মিল কেন আপনার?'

'পাগলী মেয়ে কোথাকার! আমিই তোর বাবা। মোপো।'

আবারও চিৎকার করে উঠল নাডা, ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। 'আমাকে মাফ করে দিন, বাবা। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'আমি তোকে ঠিকই চিনেছি, মা। ছদ্মবেশ নিলেও বাপের চোখ ফাঁকি দিতে পারিসনি তুই।'

কেঁদে ফেললাম দু'জনে।

আবেগের উচ্ছ্বাস কাটতে বেশ কিছুটা সময় কাটল, এরপর নাডাকে খাবার এনে দিল আমস্লোপোগাস। অল্প একটু দুধ ছাড়া আর কিছু খেলো না নাডা, আমাদের পেয়ে খিদে মরে গেছে। ধীরে ধীরে শুনলাম ওর কাহিনি—হালাকাজিদের পাহাড় থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রওনা হবার পর কী কী ঘটেছে ওর ভাগ্যে। সেটা আর এক লম্বা কাহিনি, বিস্তারিত বলতে গিয়ে সময় নষ্ট করছি না। সংক্ষেপে শুধু জানিয়ে রাখি—ডাকাতদলের হাতে ধরা পড়েছিল ও। তাদের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘদিন। শুরুতে ওকে অল্পবয়েসী এক কিশোর ভেবেছিল ওরা, কিন্তু এক পর্যায়ে বুঝে ফেলে যে ও মেয়ে। ডাকাতসর্দার ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওকে বিয়ে করতে। রূপের জাদু খাটিয়ে দলের বাকিদের খেপিয়ে দেয় নাড়া, গোলমাল বাধিয়ে দেয় ওদের মাঝে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে ডাকাতেরা যখন দুর্বল হয়ে পড়ল, পালিয়ে এসেছে ও। অচেনা এক বুড়ি নাকি পথ দেখিয়ে ওকে পৌঁছে দিয়েছে কুঠার জাতির গ্রামে। সেই বুড়ির পরিচয় আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি, গালাজি পরে কসম কেটে বলেছিল ওটা নির্ঘাত পাহাড়ের পাথর-ডাইনি, মানুষের রূপ নিয়ে নেমে এসেছিল নাড়াকে সাহায্য করতে। বিশ্বাস হয়নি কথাটা। এত সামান্য একটা বিষয়ে ডাইনির নাক গলাবার কথা নয়। নাড়াকে সাহায্য করে কী তার লাভ?

নাড়ার কাহিনি শেষ হলে আমস্লোপোগাস বলল নিজেরটা—ডিঙ্গানের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ। সবকিছু শোনার পর দুখি হয়ে উঠল নাড়ার চেহারা। বলল, দুর্ভাগ্য ওর পিছু ছাড়ছে না, সে-কারণেই আজ গোটা কুঠার জাতি বিপন্ন... রাজা ডিঙ্গানের রোষানলে পুড়তে চলছে।

'আমায় ক্ষমা করে দাও, ভাই,' আমস্লোপোগাসের হাত ধরে বলল ও। 'এর চেয়ে মরে গেলেই বুঝি ভাল করতাম। তোমরা বেঁচে যেতে।'

'অমন কথা বোলো না,' ওকে সান্ত্বনা দিল আমস্লোপোগাস। 'তুমি মরলেও সমস্যার সমাধান হতো না। ডিঙ্গানের দৃষ্টি অনেক আগে থেকেই আমাদের উপর পড়েছে। আরেকটা ব্যাপার,

www.BanglaBook.org

নাড়া... আমি তোমার ভাই নই।'

থমকে গেল নাড়া। আমস্লোপোগাস ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। শেষে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। 'কী বলছে ও, বাবা? আমার ভাই নয় মানে? তা হলে কে ও?'

'সত্যি কথাই বলছে। আপন ভাই নয়, ও তোর খালা বালেকার ছেলে।'

কথাটা হজম করবার জন্য একটু সময় নিল নাড়া। তারপর বলল, 'শুনে খুশি হলাম। তোমাকে ভালবেসে এতদিন নিজেকে অপরাধী ভাবতাম। ভাবতাম ওভাবে নিজের আপন ভাইকে ভালবাসা উচিত নয়। মন হালকা হলো এখন। কিন্তু... কীভাবে তুমি আমাদের ঘরে এলে, সেটা জানতে চাই আমি।'

আমস্লোপোগাসের জন্মরহস্য আরেকবার বলতে হলো আমাকে।

'বাহ্, তুমি দেখছি রাজার ছেলে!' আমার কথা শেষ হলে বলল নাড়া। গলায় ঠাট্টার সুর। 'খুব নিষ্ঠুর এক লোকের রক্ত বইছে তোমার শরীরে। এটা শোনার পর আমি আর তোমাকে আগের মত ভালবাসতে পারব বলে মনে হয় না।'

'শুনে দুঃখ পেলাম, নাড়া,' বলল আমস্লোপোগাস। 'কারণ আমি চাই তুমি আমাকে আগের চেয়েও বেশি ভালবাসবে... আমাকে বিয়ে করবে।'

লজ্জায় লাল হলো নাড়ার মুখ। নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু হালাকাজিদের গুহায় তুমি তো আমাকে অন্য একটা মেয়ের কথা বলেছিলে। কী যেন নাম? হ্যাঁ, যিনিটা। তোমার স্ত্রী। কুঠার জাতির সর্দারনী।'

'হ্যাঁ, যিনিটা আমার স্ত্রী,' স্বীকার করল আমস্লোপোগাস। 'কিন্তু আরেকজন স্ত্রী নেবার অধিকার আছে আমার।'

'আরেকজন কেন, চাইলে আরও দশ-বিশজন স্ত্রীও নিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারো তুমি, কিন্তু সবাইকে তো আর সমানভাবে ভালবাসতে পারবে না। যিনিটা কি রাজি হবে ওর ভালবাসা আমার সাথে ভাগাভাগি করতে?'

'আমি এতকিছু জানি না,' মাথা নাড়ল আমস্লোপোগাস। 'তোমাকে আমি স্ত্রী হিসেবে চাই, ব্যস।'

'আমিও তোমাকে স্বামী হিসেবে চাই,' বলল নাডা। 'এতদিন কেন কুমারী রয়েছি, বুঝতে পারছ না? তোমাকে ভালবাসি বলে তোমাকে ছাড়া আর কোনও পুরুষকে আমার জীবনে স্থান দিতে পারব না বলে। এ-কথা বহুদিন আগেই বাবাকে বলেছিলাম, সিংহ তোমাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবার পরে। বাবা বলেছিলেন, তুমি আমার ভাই... সে হবার নয়। তা ছাড়া তুমি তখন মৃত বলে ধরে নিয়েছিলাম আমরা। বুকে পাথর বেঁধে ঠিক করেছিলাম, বিয়েই করব না কোনোদিন। আজ সব বাধা দূর হয়ে গেছে, আমস্লোপোগাস। তবু তোমার প্রস্তাবে সায় দিতে মন চাইছে না। আমি একটা অপয়া মেয়ে। যেখানে যাই সেখানেই শুরু হয় রক্তপাত আর মৃত্যু। যারাই আমাকে নিজের বলে পেতে চেয়েছে, তাদেরই কপালে জুটেছে ভয়ঙ্কর পরিণতি। জেনেশুনে তোমাকে আমি সে-ভাগ্য বরণ করতে দিতে পারি না।'

'ঝুঁকিটা আমি নেব,' জোর গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'এটা আমার ব্যাপার।'

'তবু অনুরোধ করছি, আরেকটু ভেবে দেখো তুমি। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও।'

'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি। এর নড়চড় হবে না।'

'বেশ, তা হলে আর কিছু বলব না। যাও এখন। আমি খুব ক্লান্ত, পরে কথা হবে।'

মাথা ঝাঁকাল আমস্লোপোগাস। নাডার হাতে চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল কুটির থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

একত্রিংশ

সর্দার লড়াই

পরদিন সকালে প্রেত-পর্বত থেকে নেমে এল গালাজি। গ্রামে ঢুকেতেই আমার কুটিরের সামনে নাডার সঙ্গে দেখা হলো তার। ওকে অভিবাদন জানিয়ে এগোতে থাকল সর্দারের সভাস্থলের দিকে। পথে দেখা হলো আমার সঙ্গে।

'তা হলে মৃত্যুর তারা কুঠার জাতির আকাশে জেগেই উঠল, মোপো,' আমাকে বলল সে। 'বোধহয় ওকে আসতে দেখেই আমার নেকড়েরা কাল রাতে অমন তর্জন-গর্জন করছিল, সতর্ক করে দিতে চাইছিল। অথচ কী কপাল, আজ সকালে ওর মুখটাই দেখলাম সবার আগে। তার মানে সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার। অবশ্য এমন সুন্দরীর তরে মরেও সুখ। কী বলেন?'

হাসল গালাজি। কিন্তু ওর কথাগুলো ঠাট্টার ছলে বলা হলেও মনের মাঝে কুডাক ডেকে উঠল আমার। মনে পড়ে গেল, নাডার সৌন্দর্য সত্যিই মরণ ডেকে এনেছে বহু পুরুষের।

কুটিরে ফিরে গেলাম, নাডাকে সভায় হাজির করতে হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ও, গায়ে মেয়েদের পোশাক—আমিই জোগাড় করে দিয়েছি সকালে। কাঁধের উপর ফেলে রেখেছে চুল, গলা-হাত-পায়ে পরেছে হাতির দাঁতের অলঙ্কার। হাতে ধরে রেখেছে একটা শ্বেতশুভ্র পদ্মফুল—ভোরে

www.BanglaBook.org

গোসল করতে গিয়ে নদী থেকে সংগ্রহ করেছে। আমার কা থেকে চেয়ে নেয়া একটা আলোয়ান জড়িয়েছে গায়ে, অস্থি... ধবধবে সাদা পালক দিয়ে তৈরি। হাতের ফুল আর শুভ্র পরি... মিলিয়ে সত্যিই একটা নারীরূপী পদ্মফুলের মত লাগছে ওকে আন্দাজ করলাম, এই গ্রামেও পদ্মকুমারী নামে পরিচিত হ... চাইছে ও, তাই এমন সাজসজ্জা।

হাত ধরে নাড়াকে নিয়ে সভাস্থলের দিকে এগোলাম। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম জীবনের সব দুঃখকষ্ট। মেয়ে... পাশে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে হৃদয়।

বহু মানুষ জড়ো হয়েছে সভাস্থলে। আজ গোত্রের মাসি... সমাবেশ, তা ছাড়া ইতোমধ্যে নাড়ার আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে গাঁয়ে, ওকে দেখতে এসেছে অনেকে। নেতৃস্থানী... লোকজন ছাড়াও হাজির হয়েছে সাধারণ গ্রামবাসী, এমনকী মেয়েরাও। যিনিটাকে দেখা গেল তার মাঝে।

আমরা ওখানে পৌঁছুতেই গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মাঝে। হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেলাম চারপাশ থেকে ভেসে আসা নানা মন্তব্য।

'ওরে বাবা! এ দেখি একেবারে রূপের রানি! সাধে কি আর হালাকাজিরা প্রাণ দিয়েছে ওর জন্য?'

'হায়! এর জন্যেই বুঝি গাঁয়ের এতগুলো যোদ্ধাকে হারালাম আমরা?'

'গায়ের কাপড় পেল কোথায়? শুনলাম তো গতকাল রাতে এসে পৌঁছেছে!'

'পালকের পোশাক ওর জন্য যথেষ্ট নয়। দেখো, হাতে ফুলও নিয়েছে। ফুলদানির চেয়েও বেশি মানিয়েছে—স্বীকার করতেই হবে।'

'দেখবে, এবার কুঠারের বন্দনা ছেড়ে এর বন্দনা শুরু করবে কাঠঠোকরা। সর্দারনীর কপাল পুড়ল—যিনিটা আর সর্দারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠোর... দু'জনেরই।'

এতসব কথা চুপচাপ শুনল নাডা, মুখে হাসি ফুটিয়ে হাঁটছে, সে-হাসি মলিন হলো না একটুও। লক্ষ করলাম, যিনিটা কিছু বলছে না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে নাডার দিকে, এক হাতে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করছে গলার মালার গুটিগুলো। হাবভাব দেখেই ওর পরিচয় আঁচ করতে পারল আমার মেয়ে, মাথা ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকাল যিনিটার দিকে। কী ছিল সে-দৃষ্টিতে আমি জানি না, কিন্তু কুঁকড়ে গেল যিনিটা, ফিরিয়ে নিল মুখ। আবার সামনে তাকাল নাডা, হাসিমুখে এগিয়ে চলল আগের মত।

আমস্লোপোগাস উঠে দাঁড়িয়েছে তার আসন থেকে, একেবারে ওর সামনে পৌঁছে থামলাম আমরা।

'স্বাগতম, নাডা!' মাথা একটু ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল ও। নাডাকে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বলল, 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। প্রজারা, এ-ই সেই মেয়ে, যাকে জয় করবার জন্য হালাকাজিদের গুহায় হানা দিয়েছিলাম আমরা। সত্যটা অনেক আগেই ফাঁস হয়ে গেছে, তাই মিথ্যে বলব না। হ্যাঁ, ওকে জ্যান্ত পাকড়াও করেছিলাম আমি, কিন্তু আমার কাছে করুণা চায় ও—অনুরোধ করে যাতে ডিঙ্গানের হাতে তুলে না দিই। আমি সে-অনুরোধ রক্ষা করেছি। কীভাবে, তা তোমরা সবাই জানো। সব ঠিকঠাকমত এগোত, যদি না এক বিশ্বাসঘাতক শেষ মুহূর্তে বেঈমানী করত আমাদের সঙ্গে। ভাল করে দেখো সবাই, দেখো এই মেয়েকে। এবার নিজেরাই বলো, একে আমাদের কাছে এনে কি ভাল করিনি আমি? জলজ্যান্ত এক পদ্মফুল—কুঠার জাতির শোভা বাড়াবে... আমার বউ হবে।'

সমস্বরে আমস্লোপোগাসকে সায় জানাল সবাই। এমনই রূপ নাডার, ওকে দেখামাত্র মজে যায় সবাই, চোখের আড়াল করবার কথা ভাবতেই পারে না।

www.BanglaBook.org

যিনিটা অবশ্য আমস্লোপোগাসের ভাষণে প্রভাবিত হোল। নাডা যে ওর স্বামীর বোন নয়, তা ভাল করেই জানে; তারপরেও জারি রাখল অভিনয়। হৈচৈ থামতেই চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণসুরে।

'এ তুমি কী বলছ, বুলালিয়ো? ওকে বউ বানাবে মানে?'

'তোমার কোনও আপত্তি আছে?' ক্ষুব্ধ গলায় বলল আমস্লোপোগাস। 'আমার কি দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে,' বলল যিনিটা। 'কিন্তু আপন বোনকে নয়। এ মহাপাপ।'

'না, পাপ নয়। কারণ ও আমার বোন নয়। ও মোপোর মেয়ে... আর মোপো আমার পালক পিতা, সত্যিকার বাবা নন।'

আবারও গুঞ্জনে ফেটে পড়ল জনতা। আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল যিনিটা। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'তোমার কূটচালের কি কোনও শেষ নেই, বুড়ো?'

জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না, মুখ ঘুরিয়ে নিলাম অন্যদিকে। আমাকে খেপাতে না পেরে আমস্লোপোগাসের দিকে ফিরল যিনিটা।

'কথাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে কে তোমার বাবা, বুলালিয়ো? জাতি জানতে চায়।'

'কেউ না,' রেগে গেল আমস্লোপোগাস। 'ধরে নাও আকাশ থেকে টপ করে পড়েছি আমি। যদি আমার জন্ম সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে চাও তো এটুকু জানো, নাডাকে জীবনসঙ্গিনী করার জন্য জন্ম হয়েছে আমার, ব্যস। এবার মুখে তালা দাও, যিনিটা।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দর্শকরা। সর্দারের আচমকা খেপে যাবার কারণ বুঝতে পারছে না, যিনিটার প্রশ্নটা অযৌক্তিক ছিল না। ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল আমস্লোপোগাস। শাকার উত্তরাধিকার গোপন রাখতে চাইছে, তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলে লোকের মনে সন্দেহ জাগানো ঠিক হয়নি। তাড়াতাড়ি গলা খাকারি দিয়ে বলল, 'দুঃখিত, অযথা রেগে যাওয়া বোধহয় উচিত হয়নি। বেশ, আমার বাবার পরিচয় শোনো। জাদুকর শিকারি দাবাযিম্বি-র ঘরে জন্ম হয়েছে আমার, তিনিই আমার সত্যিকার বাবা।'

মনে মনে প্রশংসা করলাম ওর উপস্থিতবুদ্ধির। এমন একজন মানুষের নাম বলেছে, যে কি না বহুদিন আগেই চলে গেছে দেশ ছেড়ে। কেউ তার খোঁজ জানে না, ফলে আমস্লোপোগাসের দাবির সত্যমিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে।

বলে রাখা ভাল, এই মিথ্যে পরিচয়টাই শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে লোকমুখে। এখনও লোকে আমস্লোপোগাসকে দাবাযিম্বির ছেলে বলে জানে। ও-ও ভুলটা ভাঙানোর চেষ্টা করেনি কোনোদিন, পাছে রাজা আমপাণ্ডা ওকে খুন করবার জন্য ছুটে আসে।

যা হোক, আমস্লোপোগাসের কথা শুনে শান্ত হলো জনতা। এবার যিনিটার দিকে ফিরে নাডা বলল, 'আমস্লোপোগাস আমার ভাই না হতে পারে, কিন্তু আমি তোমার বোন হতে চলেছি, যিনিটা। সতীনেরা বোনের মতই তো, নাকি? এসো বিদ্বেষ ভুলে যাই। তোমার হাতে চুমো খেতে দিয়ে আমাকে বরণ করে নাও, বোন।'

প্রতিক্রিয়াটা হলো দেখার মত। হাতের মুঠোয় গলার মালা ধরে রেখেছিল যিনিটা, উত্তেজনায় এক টানে ছিঁড়ে ফেলল ওটা। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'তোমার চুমো আমার স্বামীর জন্য বরাদ্দ থাক। আমার মালা যেমন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তেমনি এই কুঠার জাতিকেও তুমি টুকরো করে ছাড়বে, মেয়ে!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নাডা। ঘুরল আমস্লোপোগাসের দিকে। হাতের পদ্মটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'বিয়ের উপঢৌকন

www.BanglaBook.org

হিসেবে এর বেশি কিছু দিতে পারছি না, প্রিয়। আমি আর আমার বাবা... আমরা দু'জনেই উদ্বাস্তু। তোমাকে দেবার মত গবাদি পশু বা জমি নেই আমাদের।'

ফুল গ্রহণ করল আমস্লোপোগাস, সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল জনতা। এক হাতে কুঠার আর অন্য হাতে ফুল নিয়ে ওকে বেশ হাস্যকর দেখাচ্ছে।

ঘটনাক্রমে দিনটা বছরের বিশেষ সেই দিন, যখন কুঠার জাতির নেতৃত্ব নিয়ে যে-কেউ সর্দারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারে। কাজেই নাডার পরিচিতি পর্ব শেষ হলে উপস্থিত জনতার প্রতি আহ্বান জানাল আমস্লোপোগাস। তিনজন বেরিয়ে এল ভিড় থেকে। এরা সবাই আমস্লোপোগাসের অনুগত যোদ্ধা, পছন্দের লোক। তারপরেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইছে দেখে অবাক হলো ও। জানতে চাইল তার কারণ। আঙুল তুলে নাডাকে দেখিয়ে দিল একজন। তার মানে আসলে নেতৃত্ব নয়, ওরা চাইছে নাডাকে। আমস্লোপোগাসকে মেরে দূর করতে চাইছে পথের কাঁটা।

অবাক হলেও ব্যাপারটা মেনে নিতে বাধ্য হলো আমস্লোপোগাস। নাডার সৌন্দর্য যে মিত্রকেও শত্রু বানিয়ে দিতে পারে, তা আগেই অনুমান করা উচিত ছিল ওর।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ দেবার প্রয়োজন দেখছি না, শুধু ফলাফল বলে দিই। দু'জন মারা পড়ল আমস্লোপোগাসের হাতে, ওদের পরিণতি দেখে লড়াইয়ে অস্বীকৃতি জানাল তৃতীয়জন।

'দেখলেন?' আমাকে বলল গালাজি। 'আমার কথা ফলে গেল তো? আপনার মেয়ে যেখানেই যাবে, সেখানেই হানা দেবে মৃত্যু। কেবল তো শুরু হলো... দেখুন সামনে আরও কত লোক মরে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর সঙ্গে একমত না হয়ে পারলাম না।

সেদিনই বিয়ে হয়ে গেল আমস্লোপোগাস আর নাডার। পরের কিছুদিন কেটে গেল শান্তিতে। এরপর দেখা দিল ঝামেলা।

www.BanglaBook.org

নাডাকে বিয়ে করার পর থেকেই যিনিটার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিল আমস্লোপোগাস। ওর সমস্ত ভালবাসা ঢেলে দিচ্ছিল নাডার উপর, যিনিটা পাচ্ছিল স্রেফ অপমান আর গঞ্জনা। গালাজির ভাষায় নাডা জাদু করেছিল ওকে, কিন্তু আমি জানি, যিনিটার প্রতি আমস্লোপোগাসের বিতৃষ্ণার পিছনে মূল কারণ যিনিটা স্বয়ং। দৃশ্যপটে নাডা উদয় হবার বহুদিন আগে থেকে আমস্লোপোগাসকে জ্বালাতন করে চলেছিল ও, দুর্বিষহ করে তুলেছিল ওর জীবন। ফলে শেষ পর্যন্ত যখন নাডা হাজির হলো, ওর প্রতি ঝুঁকে পড়ল সে। ওর সমস্ত ভালবাসা... গোটা পৃথিবী রচিত হলো নাডাকে ঘিরে।

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা সহ্য হলো না যিনিটার। প্রথমে কিছুদিন চুপ করে রইল সে, ভাবল তার স্বামীর মোহ কেটে যাবে; দিনকয়েক পরেও তা না ঘটায় সীমাহীন ক্রোধ আর হিংসায় আক্রান্ত হলো। শুরু করল বদনাম, নাডার নামে। নানা রকম কুৎসা রটিয়ে ধীরে ধীরে খেপিয়ে তুলল গ্রামের একাংশকে। শেষ পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গেল গোটা গ্রাম—এক পক্ষ যিনিটার সমর্থক, অন্যটা নাডার।

যিনিটার পক্ষ মূলত বিবাহিত মহিলাদের নিয়ে তৈরি, নাডার প্রতি ঈর্ষাকাতর; কিছু পুরুষও আছে, যারা স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, বউয়ের চাপে পড়ে পক্ষ নিয়েছে সর্দারনীর। তবে নাডার সমর্থকেরা ওদের চেয়ে শক্তিশালী—প্রায় সবাই পুরুষ, অনিবার্যভাবে আমস্লোপোগাস আছে এই পক্ষে। কিন্তু এই বিভাজনের ফলে শান্তি বিনষ্ট হলো গ্রামের—ঘরে ঘরে দেখা দিল ঝগড়াঝাঁটি। এসবের কিছুই চোখে পড়ল না আমস্লোপোগাস বা নাডার, কপোত-কপোতীর মত ওরা পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে বেড়াচ্ছে; বাইরের দুনিয়া ওদের চোখে অদৃশ্য।

বিয়ের তিন মাস পরের ঘটনা। এক দুপুরে নিজের কুটির

www.BanglaBook.org

থেকে বেরিয়ে এল নাড়া, রওনা হলো নদীর দিকে—গোসল করবে। পথে ভুট্টার খেত পেরুতে হলো ওকে, গ্রামের আরও কিছু মেয়ে নিয়ে যিনিটা তখন সেখানে নিড়ানির কাজ করছে। নাড়াকে নদীর দিকে যেতে দেখল ও, খানিক পরে গোসল শেষে ফিরতেও দেখতে পেল। চুলে পদ্মফুল গুঁজে গুনগুন করে গান গাইছে নাড়া।

আর সহ্য হলো না যিনিটার। হাতের নিড়ানি ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গিনীদের উদ্দেশে বলল, 'দেখেছ কাণ্ড? আমরা কাজ করে মরছি, আর উনি গোসল করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছেন! সহ্য করা যায়?'

'অসহ্য তো বটেই,' সায় জানাল একজন। 'কিন্তু কী-ই বা করবে তুমি, যিনিটা? ওকে খুন তো করতে পারবে না।'

'খুন যদি করতেই হয় তো বুলালিয়োকে করা দরকার,' রাগী গলায় বলল যিনিটা। 'পুরুষ মানুষ... তার ওপর আবার পুরো গ্রামের সর্দার। সে-ই লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে একে।'

'সর্দারের কোনও দোষ দেখি না, তাকে জাদু করেছে এই ডাইনি। ডাইনিকেই খুন করা উচিত।'

'না,' মাথা নাড়ল যিনিটা। 'তোমরা এখানেই থাকো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

খেত থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল সে। পথরোধ করে দাঁড়াল নাড়ার।

'শুভেচ্ছা, বোন,' ওকে দেখতে পেয়ে অভিবাদন জানাল নাড়া। হাত বাড়িয়ে দিল মেলানোর জন্য।

কিন্তু নড়ল না যিনিটা। শীতল গলায় বলল, 'ওটা উচিত হবে না, বোন... আমার ময়লা হাত দিয়ে তোমার সুগন্ধী হাত ধরা। তবে একটা কথা বলতে এসেছি তোমাকে—আমার এবং গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের পক্ষ থেকে। মধুচন্দ্রিমা কি শেষ হয়নি তোমার? আমাদেরকে সাহায্য করতে আসছ না কেন? খেতে কোমর পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

আগাছা জন্মেছে, আমরা অল্প ক'জনে সেগুলো পরিষ্কার করে উঠতে পারছি না। আরেক জোড়া হাত পেলে উপকার হতো। কাস্তে-নিড়ানি যদি না থাকে, তোমার তো আমরা কিনে দেব।'

খোঁচামারা কথাগুলো পছন্দ হলো না নাডার। একটু রাগের সুরে বলল, 'এভাবে বলছ কেন? আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের সাহায্য করতে রাজি আছি, যদিও মাঠের কাজে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কায়িক পরিশ্রম করতে দেয়নি, তাতে নাকি আমার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। এখানেও একই কথা—আমস্লোপোগাস আমাকে মাঠের কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছে, নইলে বহু আগেই আমাকে তোমাদের পাশে পেতে।'

'ওরে বাবা, একেবারে সর্দারের অজুহাত দিয়ে দিলে? ও মানা করেছে তোমাকে? আমিও তো ওর বউ—ওর প্রথম বউ, গ্রামের সর্দারনী; অথচ কই... আমাকে তো কোনোদিন কাজ করতে মানা করেনি। তার মানে কি ও তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে?'

ফাঁদটা টের পেল নাডা, কিন্তু পিছু হটল না। শান্তস্বরে বলল, 'কাউকে না কাউকে তো ও একটু বেশি ভালবাসবেই। যখন তোমার সময় ছিল, তুমি পেয়েছ; এখন আমার পালা। দয়া করে তাতে বাগড়া দিতে এসো না। হতে পারে আমার প্রতি ওর অনুরাগ খুব শীঘ্রি কেটে যাবে। তা ছাড়া তুমি ওর জীবনে আসার বহু আগে থেকে পরস্পরকে ভালবাসি আমরা... আমাদের প্রেমের সঙ্গে তোমারটার তুলনা চলে না। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে চাই না।'

'তুমি বলতে না চাইলেও আমি বলব, নাডা। জলবান—দুটো পথ আছে তোমার সামনে। হয় চলে গিয়ে আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে শান্তিতে সংসার করতে দাও, নয়তো থেকে গিয়ে মরণ

www.BanglaBook.org

ডেকে আনো সবার।'

'আমার ভালবাসার কারণে যদি আমস্লোপোগাসের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকত, নিশ্চয়ই চলে যেতাম আমি। কিন্তু তেমন সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস করি না। দুর্বলেরাই অকালমৃত্যুর শিকার হয়। আর আমস্লোপোগাস যা-ই হোক, দুর্বল নয়।'

আর কোনও কথা না বলে যিনিটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল নাডা। ওর গমনপথের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল যিনিটা কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এল খেতের ভিতরে।

'কী বলল?' জানতে চাইল যিনিটার এক বান্ধবী।

জবাব না দিয়ে যিনিটা বলল, 'বড় বাড় বেড়েছে ওর, এর একটা বিহিত না করলে চলছে না।'

'কী করতে চাও?'

একটু ভাবল যিনিটা, তারপর বলল, 'শোনো, নতুন চাঁদের রাতে একটা ভোজ দেব আমরা—বিশাল ভোজ... এখান থেকে দূরের কোনও একটা জায়গায় হবে ওটা। গাঁয়ের সব মেয়ে আর বাচ্চারা অংশ নেবে ওতে। আসবে না শুধু নাডা। আমস্লোপোগাসকে ফেলে কোথাও যায় না ও, কাজেই ভোজে ওকে আশা না করাই ভাল। আর ও না এলে গাঁয়ের চরিত্রহীন পুরুষগুলোও আসবে না। আসবে সেসব পুরুষ, যারা তাদের বউকে ভালবাসে।'

'হঠাৎ ভোজের কথা বলছ কেন? ওখানে আমাদের সবাইকে বা চাইছ কেন?'

'কারণ আমরা যখন ভোজে ব্যস্ত থাকব, তখন মস্ত এক দুর্যোগ নেমে আসবে গাঁয়ের উপরে। কী দুর্যোগ, সেটা জানতে চেয়ো না। শুধু এটুকু জেনো, ওতে চিরতরে নিকেশ হবে নাডা। সেইসঙ্গে নিকেশ হবে সেইসব পুরুষ, যারা ওর রূপ দেখে অন্ধ হয়ে গেছে। আমরা তো সেটাই চাই, তাই না?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' সায় দিল মেয়েরা।

'ব্যস, হয়ে গেল। এ-নিয়ে কাউকে কিছু বোলো না। যা করার তা আমি করব।'

বাড়ী থেকে ফিরেই স্বামীকে যিনিটার কথা বলল নাড়া, জানাল কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে ওদের মাঝে। একটু অস্বস্তি বোধ করলেও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না আমস্লোপোগাস, চেষ্টা করল না যিনিটাকে ডেকে ওর রাগ প্রশমিত করবার। সে-সময় সত্যিই নাড়ার প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও, হারিয়ে বসেছিল বিচারবুদ্ধি। ফলে কিছুক্ষণ পরে যিনিটা এসে যখন গাঁয়ের নারী-শিশুদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করতে চাইল, তাও আবার গ্রাম থেকে অনেক দূরে, দ্বিতীয় কিছু না ভেবে অনুমতি দিয়ে দিল ও। ভোজের অছিলায় মেয়েটার হাত থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে ভেবে খুশি হয়ে উঠল, কল্পনাও করল না ওতে কোনও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। শুধু এটুকু বলল—নাড়ার ভোজে যাবার প্রয়োজন নেই, আর যিনিটাও সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিল তাতে।

বলে রাখা ভাল, আমস্লোপোগাসের এই অদ্ভুত পরিবর্তনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। একদিন গালাজির সঙ্গে কথাও বললাম ব্যাপারটা নিয়ে, বুদ্ধি চাইলাম কীভাবে ওর ঘোর কাটানো যায়। এর আগ পর্যন্ত আমস্লোপোগাসকে নিয়ে আমার মহা-পরিকল্পনার কিছুই জানত না গালাজি, সেদিন সবিস্তারে সব খুলে বললাম... বোঝাতে চাইলাম ওর বন্ধুকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কতখানি জরুরি। তার কয়েক দিন পরেই দীর্ঘ যাত্রায় রওনা হবার কথা আমার—দূর-দূরান্তের গোত্রগুলোতে গিয়ে সর্দারদের সমর্থন আদায় করব; তাই যাবার আগে এদিক সামলাবার দায়িত্ব গালাজিকে দিয়ে যেতে চাইছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপচাপ আমার সব কথা শুনল পাগলাটা, তবে কোনও মন্তব্য করল না। ওর মুখোমুখি জানতে চাইলে সংক্ষেপে বলল, আমার পরিকল্পনা ভাল না খারাপ, সেটা ফলাফল থেকে নির্ধারিত হবে। আর আমস্ত্রোপোগাসের ঘোর কাটানোর ব্যাপারে... ওর ধারণা যতক্ষণ না নাড়া নিজে কিছু একটা করছে, আমাদের চেষ্টায় কাজ হবে না। আমাকে অপেক্ষা করবার পরামর্শ দিল সে, কারণ নাড়াকে আর কেউ সমস্যাটা বোঝাতে পারবে না।

এতকিছু আলোচনার পরেও আমি নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টালাম না। অন্যান্য গ্রামের সর্দারদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরোবো পরদিন গ্রাম থেকে। যেদিন মহাভোজের অনুমতি নিল যিনতা সেদিনই শুরু হলো আমার যাত্রা। রওনা করার আগে দেখা করলাম আমস্ত্রোপোগাসের সঙ্গে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। কিছুই ঠিকমত শুনল না ছেলেটা। বলল, রাজনীতি-কূটনীতির বিষয়ে বিরক্তি এসে গেছে ওর, যা খুশি তাই করতে পারি আমি। বুঝলাম, নাড়াকে ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করতে চাইছে না ও।

একরাশ হতাশা নিয়ে বিদায় নিলাম আমস্ত্রোপোগাসের কাছ থেকে। নাড়া আমাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমাকে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দিল ও, কিন্তু সেই বিদায়ের মধ্যে উচ্চারণ করে বসল আমস্ত্রোপোগাসের নাম।

'পাগলামি ভর করেছে তোদের দু'জনেরই মাথায়—প্রেমের পাগলামি,' বিরক্ত হয়ে বললাম ওকে। 'প্রার্থনা করি, যাতে দ্রুত সেরে ওঠে এই রোগ। আবার যখন দেখব, যেন বদলে যাস তোরা।'

হেসে ফেলল নাড়া।

হায়, তখন কি জানতাম, কতখানি বদলে যাবে সব!

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বত্রিশ

রাজার সামনে যিনিটা

রাজকুটিরের সামনে বসে আছে রাজা ডিঙ্গান, অপেক্ষা করছে তার সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের—বোয়াদের সঙ্গে ইঙ্কাম নদীর তীরে যুদ্ধ করতে গেছে ওরা। অলস চোখে তাকিয়ে আছে দূরের পাহাড়ের দিকে, এক ঝাঁক শকুন চক্কর খাচ্ছে ওটার চূড়াকে ঘিরে।

'আমার শকুনেরা ক্ষুধার্ত,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'চিন্তার কিছু নেই, মহানুভব,' বলল পিছনে দাঁড়ানো এক সভাসদ, 'খুব শীঘ্রি খাবার পাবে ওরা।'

একজন প্রহরী উদয় হলো এমন সময়। কুর্নিশ করে জানাল, রাজার সঙ্গে এক মেয়ে দেখা করতে চায়। কী নাকি জরুরি বিষয়ে কথা বলবে।

'আসতে দাও,' অনুমতি দিল রাজা। 'হয়তো যুদ্ধের খবর নিয়ে এসেছে।'

একটু পরেই হাজির হলো মেয়েটি। লম্বা, সুন্দরী... জুলুদের কেউ নয়। মেয়েটি আর কেউ নয়, কুঠার জাতির সর্দারনী—যিনিটা।

'কী চাই?' জিজ্ঞেস করল ডিঙ্গান।

'সুবিচার, হে রাজা।'

www.BanglaBook.org

'রক্ত চাও, ওটা দেয়া সহজ।'

'সুবিচারের জন্য আমি রক্তই চাইছি, মহানুভব।'

'কার রক্ত?'

'কুঠার জাতির সর্দার বুলালিয়োর রক্ত! পদ্মকুমারী নাডার রক্ত!! সেইসঙ্গে ওদের পা-চাটা কুকুরদের রক্ত!!!'

ধড়মড় করে সিধে হলো ডিঙ্গান। 'কী বললে? পদ্মকুমারী! তার মানে যা শুনেছিলাম, তা সত্যি? ও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। এখন ও বুলালিয়োর স্ত্রী। জাদুটোনা দিয়ে বশ করে নিয়েছে তাকে। নাডার জাদু এতই ভয়ঙ্কর যে বুলালিয়ো আমাকে... তার প্রথম স্ত্রীকে... স্ত্রী বলেই মানে না আর। তাই বিচার চাই আমি। রক্ত চাই ওই ডাইনির, সেইসঙ্গে আমার বেঈমান স্বামীর!'

'স্ত্রী ভয়ঙ্করী!' সভাসদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ডিঙ্গান। 'আমার কপালে যেন এমন স্ত্রী না জোটে।'

'আপনি আমাকে নিয়ে তামাশা করছেন, মহানুভব?' আহত গলায় বলল যিনিটা।

'না, না, তামাশা করব কেন? শোনো, বুলালিয়োকে আমিও পছন্দ করি না। পদ্মকুমারীকেও একটা শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু তুমি বড় অসময়ে এসেছ, মেয়ে। আমার বাহিনী এখন আমাবুনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, শহর পাহারা দেবার জন্য রয়েছে একটা মাত্র রেজিমেন্ট। এ-অবস্থায় কুঠার জাতির সঙ্গে লড়তে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আটঘাট না বেঁধে গেলে নিজেরাই বিপদে পড়ব। ক'টা দিন যাক, আমাবুনাদের নিশ্চিহ্ন করে আমার সৈন্যরা ফিরে আসুক, তারপর বোঝাপড়া করব বুলালিয়োর সঙ্গে। ঠিক আছে? এখন যাও।'

এত সহজে হার মানতে রাজি নয় যিনিটা। বলল, 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, রাজা। পুরোটা তো শুনুন!'

www.BanglaBook.org

'আরও কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আপনার প্রাক্তন সেনাপতি মোপোর সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করছে বুলালিয়ো। সিংহাসন দখল করতে চায় ও।'

হেসে উঠল ডিঙ্গান। 'চক্রান্ত? হা হা হা। ইঁদুর হয়ে চক্রান্ত করছে পাহাড়ের বিরুদ্ধে? করতে দাও, করতে দাও। দেখিই না ওদের মুরোদ কত। আর মোপো... ওকে যথাসময়ে শায়েস্তা করব আমি।'

'ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না, মহানুভব,' নিচু গলায় বলল যিনিটা। 'কারণ আসল কথা এখনও বলিনি আপনাকে। বুলালিয়োর সত্যিকার পরিচয় জানেন আপনি? ওর আসল নাম আমস্লোপোগাস, লোকে যাকে মোপোর ছেলে বলে জানে। কিন্তু সেটাও মিথ্যে। মোপো ওর বাবা নয়। ও আপনার ভাইয়ের ছেলে—শাকা আর মোপোর বোন বালেকার ছেলে! আমি নিজ কানে মোপোকে এ-কথা বলতে শুনেছি। এবার বুঝতে পারছেন সমস্যাটা? আমস্লোপোগাস আপনার সিংহাসনের বৈধ দাবিদার। ও যদি সেই দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে বহু লোক ওকে সমর্থন জানাবে।'

হাসি মুছে গেল ডিঙ্গানের মুখ থেকে। চকিতে তাকাল আশপাশে। তার ঠিক পিছনে দাঁড়ানো দুই সভাসদ ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি যিনিটার শেষ কথাগুলো। ওদেরকে সামনে এসে দাঁড়াতে বলল সে, বাকিদেরকে বিদায় করে দিল। যিনিটাকে ইশারা করল কাছে এসে বসতে।

রাজার পায়ের কাছে এসে বসল যিনিটা, ফিসফিসিয়ে খুলে বলল আমস্লোপোগাসের জন্ম সংক্রান্ত সব ঘটনা। শোনামাত্র বুঝতে পারল ডিঙ্গান, একবিন্দু মিথ্যে বলছে না মেয়েটা। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

'আপনার কাজ খুব সহজ, মহানুভব,' শেষে যোগ করল

www.BanglaBook.org

যিনিটা। 'গাঁয়ের মেয়েদের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করেছি আমি, সেটার অজুহাতে বেরিয়ে এসেছি গ্রাম থেকে। আজ রাতেই হবে ভোজ, গ্রামে আমস্লোপোগাস আর নাডা-সহ কিছু লোক শুধু থাকবে। তখন যদি আপনি হামলা করতে পারেন, খুব সহজে পরাস্ত করতে পারবেন ওদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল ডিঙ্গান। ডেকে পাঠাল ফাকু নামে এক সেনাপতিকে।

'গাইড-সহ তিনটা সৈন্যদল নাও,' নির্দেশ দিল সে। 'এখুনি রওনা দাও প্রেত-পর্বতের উদ্দেশে। কুঠার জাতির গ্রামে গিয়ে আজ রাতে হামলা করবে ওখানে। ঝাড়ে-বংশে শেষ করবে সবাইকে। বিশেষ করে ওদের সর্দার... বুলালিয়ো যার নাম... সে যেন কিছুতেই বাঁচতে না পারে। ওকে খতম করে মাথাটা নিয়ে আসবে আমার কাছে। আর ওর বউ... পদ্মকুমারী নাডাকে যদি পারো তো নিয়ে এসো জ্যান্ত অবস্থায়। ওর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া হবে আমার। যাও এখন, তাড়াতাড়ি। মনে রেখো, এই আদেশ পালনে যদি ব্যর্থ হও, তোমাদের সবক'টাকে নিজ হাতে খুন করব আমি। যাও!'

সালাম ঠুকে ছুট লাগাল ফাকু। দ্রুত গুছিয়ে নিল তার দলবল, বেরিয়ে গেল শহর থেকে। এবার নিজের প্রহরীদের ডাকল ডিঙ্গান। দুই সভাসদ আর যিনিটাকে ইশারা করে বলল, 'খতম করো এদেরকে। এক্ষুণি!'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই সভাসদের পেটে বর্শা ঢুকিয়ে দিল প্রহরীরা। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তারা।

বিস্ফারিত চোখে রাজার দিকে তাকাল যিনিটা। 'এসবের মানে কী, মহানুভব? কেন...'

'সেটা আবার বুঝিয়ে দিতে হবে?' শীতল গলায় বলল ডিঙ্গান। 'তুমি যা বলেছ, তা আমি কিছুতেই ফাঁস হতে দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] সিংহাসন বাঁচানোর এই একটাই কায়দা আছে—যারা এই ভয়ঙ্কর সত্য জানে, তাদের সবাইকে কবরে পাঠাতে হবে।'

'আর... আমি কাউকে বলব না, মহানুভব।'

'সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছি,' প্রহরীদের দিকে তাকাল ডিঙ্গান। 'কী হলো, এখনও দাঁড়িয়ে কেন? মারো এই মেয়েটাকে!'

এতক্ষণে টের পেল যিনিটা, কত বড় ভুল করেছে সে। আমস্লোপোগাস আর নাডার জন্য পাতা ফাঁদে আটকা পড়েছে নিজে। অনুশোচনায় ভরে গেল হৃদয়। কিন্তু তাতে কী লাভ? মৃত্যুভয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ছুট লাগাল ফটকের দিকে। কিন্তু অর্ধেক পথ যাবার আগেই ধাওয়া করে ওকে ধরে ফেলল প্রহরীরা। টান দিয়ে শুইয়ে ফেলল মাটিতে। বুকে-পেটে ঢুকিয়ে দিল বর্শা।

এভাবেই... নিজের হিংসার বলি হলো যিনিটা নিজেই।

বলে রাখা ভাল, জুলু রাজার শহরে ওটাই শেষ মৃত্যুদণ্ড। ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল জুলু বাহিনী, বিপর্যস্ত অবস্থায়। বোয়াদের হাতে চরম মার খেয়েছে ওরা। ঢাল-বর্শা-লাঠি নিয়ে দাঁড়াতেই পারেনি, শ্বেতাঙ্গদের বন্দুকের গুলি আর কামানের গোলায় ঝাঁকে ঝাঁকে মরেছে ডিঙ্গানের সৈন্যরা। ইঙ্কাম নদীর পানি লাল হয়ে গেছে তাদের রক্তে। কোনোমতে লেজ তুলে পালিয়ে এসেছে অবশিষ্ট সৈন্যরা। তাই বলে বিপদ কাটেনি। ওদেরকে ধাওয়া করে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে বোয়া-বাহিনী।

আতঙ্কে জমে গেল ডিঙ্গান। সেদিনই শহর ছাড়ল সে, আমফোলোজি নদী পেরিয়ে গা ঢাকা দিল অরণ্যে। বোয়ারা শহরে পৌঁছে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাল, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল সব ঘরবাড়ি।

www.BanglaBook.org

শকুনেরা শেষ পর্যন্ত ঠিকই খাবার পেল—তবে সেটা জুলুদের মাংস।

গভীর রাত। পা ঝুলিয়ে পাথরের ডাইনির কোলে বসে আছে গালাজি, দৃষ্টি নীচের উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর নিবদ্ধ। নতুন চাঁদের আলোয় সাদাটে দেখাচ্ছে সব। ধূসরমুখো গরগর করছে তার পাশে, গায়ে সঙ্গে গা ঘষছে মরণকামড়—কিন্তু সেসব যেন টের পাচ্ছে না ও। ভাবছে আমস্লোপোগাসের কথা। দুর্ধর্ষ এক যোদ্ধা থেকে এখন ও পরিণত হয়েছে স্রেফ তার বউয়ের গোলামে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা গোত্র থেকে। আজ রাতেও নাডাকে যেতে দেয়নি যিনিটার মহাভোজে, রয়ে গেছে প্রায় জনশূন্য গ্রামে। জনশূন্য, কারণ বউ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দিতে বেশিরভাগ পুরুষই গেছে ওই ভোজে। কখন ফিরবে কে জানে।

বিষণ্ণ চোখে মরণকামড়ের দিকে তাকাল গালাজি। 'কী রে, তোরও মন খারাপ বুঝি? হবে না-ই বা কেন? তোদের আরেক নেকড়ে-রাজা এখন বদলে গেছে। এখন আর ও শিকার করে না, চালায় না ওর কুঠার। তোদের সঙ্গ নয়, এখন ও চায় পদ্মকুমারীর সঙ্গ। রক্তের স্পর্শ নয়, ও এখন চায় বউয়ের ঠোঁটের স্পর্শ। এক যোদ্ধা তার অস্তিত্ব হারিয়ে আজ প্রেমিক হয়ে উঠেছে! এখন বুঝতে পারছি, রাজা শাকা কেন তার সৈন্যদের বিয়ে করতে দিত না। পুরুষের রুক্ষ হৃদয়কে গলিয়ে দেয় নারী। ঠাণ্ডা করে দেয় তার রক্তের উত্তাপ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে গেল গালাজি। অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। হঠাৎ সচকিত হলো ও, চোখের কোণে ধরা পড়েছে নড়াচড়া। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল ওদিকে। কী যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। চাঁদের আলো... বর্শার ফলায় প্রতিফলিত হয়েছে।

www.BanglaBook.org

ভাল করে তাকাতেই চমকে উঠল গালাজি। ছোট্ট একদল সৈন্য... সব মিলিয়ে হয়তো দুইশো লোক... পাহাড়ের ছায়ার আড়াল নিয়ে এগিয়ে আসছে সন্তর্পণে। না, যুদ্ধের জন্য নয়, যুদ্ধের সাজ নেয়নি ওরা; আসছে গোপনে হামলা করতে। সঙ্গে অ্যাসেগাই আর ঢাল ছাড়া কিচ্ছু বইছে না। এমন সৈন্যদলের গল্প শুনেছে গালাজি—জুলু রাজার পোষা খুনে বাহিনী... রাতের আঁধারে ঘুমন্ত শত্রুর উপর কাপুরুষোচিত হামলা করে এরা। কিন্তু এখানে কী করছে?

প্রশ্নটার জবাব সঙ্গে সঙ্গেই আন্দাজ করতে পারল—এরা এসেছে কুঠার জাতির গ্রামে হামলা করতে! খটকা লাগল দলটার আকার দেখে। এত কম লোক... যেন জেনেশুনেই আজকের রাত বেছে নিয়েছে হামলার জন্য, জানে আজ রাতে গ্রামে খুব বেশি মানুষ থাকবে না। আসলেই কি তাই? একটু ভাবতেই পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্য।

যিনিটা! এর পিছনে রয়েছে সর্দারের কুচক্রী স্ত্রী। ভোজ আয়োজন হতে দেখে শুরুতেই সন্দেহ হয়েছিল গালাজির, এখন আর তার অবকাশ নেই—ওটা আসলে গাঁয়ের লোকজনকে সরিয়ে নেবার বাহানা। আমস্লোপোগাস আর নাডাকে ডিঙ্গানের শিকার বানাবার ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র!

এক লাফে উঠে দাঁড়াল গালাজি। শত্রুদের উপর ওর নেকড়ের পাল নিয়ে হামলা করবে কি না ভাবল। পরক্ষণেই দূর করে দিল চিন্তাটা। অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর ঘণ্টাখানেক আগেও যদি টের পেত, তা হলে একটা চেষ্টা করে দেখা যেত। এখন আর সম্ভব না। নেকড়ের পাল নিয়ে ও নীচে নামার আগেই পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে সৈন্যরা। ওর নেকড়েরা প্রান্তরে যায় না, আগেও বহুবার চেষ্টা করে দেখেছে, লাভ হয়নি।

একটাই করণীয় দেখতে পেল—আমস্লোপোগাসকে সতর্ক

www.BanglaBook.org

করে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে? যে-পথে ওকে গ্রামে যেতে হবে, সে-পথেই এগিয়ে চলেছে রাজার সৈন্যদল। খোলা প্রান্তরে ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। বিকল্প বলতে রয়েছে নদীটা, সাঁতার কেটে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নদীর ভয়ঙ্কর স্রোত ঠেলে ও কি পৌঁছুতে পারবে সৈন্যদলের আগে? [illegible]

[illegible] বসে থেকে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। দ্রুত পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল গালাজি। যখন নদীর ধারে পৌঁছুল, তখন প্রান্তরের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে সৈন্যরা। দেরি না করে ফেনায়িত পানিতে ঝাঁপ দিল ও, সর্বশক্তিতে কাটতে শুরু করল সাঁতার। প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে শুরু হলো অবিশ্বাস্য এক লড়াই, নদী ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দূর থেকে দূরে। কিন্তু হার মানার পাত্র নয় গালাজি, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল স্রোত ঠেলে। যন্ত্রচালিতের মত নড়ছে হাত-পা, দম নিচ্ছে খানিক পর পর—খুব শীঘ্রি খুঁজে নিল সুবিধাজনক একটা ছন্দ। সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও, সমস্ত মনোযোগ শুধু সাঁতার কাটার দিকে।

যেন অনন্তকাল পর নদীর ধারের নলখাগড়ার জঙ্গল দেখতে পেল গালাজি। হাত-পা ছুঁড়ে উঠে এল পানি থেকে, লুকাল জঙ্গলের ভিতর। তারপর উঁকি দিল সাবধানে। পরক্ষণে হতাশায় ছেয়ে গেল হৃদয়। পিছে ফেলতে পারেনি শত্রুদের, ওর আগেই পৌঁছে গেছে তারা, এখন ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে পুরো গ্রামকে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হলেই আক্রমণ চালাবে। ফটকের দিকে যাবার উপায় নেই, সে-দিকটা ইতিমধ্যে রুদ্ধ করে দিয়েছে, ফাঁকা রয়েছে একটা মাত্র পাশ, সেখানে উঁচু বেড়া—ওদিকেও এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন সৈনিক।

দেরি করার মানে হয় না, নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তীরবেগে ছুটল—জীবনের সবচেয়ে দ্রুতগতির দৌড় দিচ্ছে।

www.BanglaBook.org

চোখের পলকে পেরিয়ে গেল আগুয়ান সৈনিকদের সারি, বেড়ার কাছে গিয়ে এক লাফ দিল, পেরিয়ে গেল সীমানা।

কী ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারেনি সৈনিকরা, শুধু সামনে দিয়ে কালোমত কী যেন একটা ছুটে যেতে দেখল—তাও পলকের জন্য।

'কী ওটা?' অবাক গলায় বলে উঠল একজন। 'কী জানি চলে গেল আমার সামনে দিয়ে।'

'শুধু চলে যায়নি, লাফ দিয়ে বেড়ার ওপাশে চলে গেল,' বলল আরেকজন। 'মানুষ না, মানুষ ওভাবে লাফ দিতে পারে না। বোধহয় কোনও নেকড়ে।'

'মরার শখ হয়েছে নেকড়েটার। কোন্ দুঃখে এ-সময় গ্রামে ঢুকতে গেল? যাক গে, সবাই তৈরি? মশাল নাও হাতে। সঙ্কেত পেলেই আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দেবে ভিতরে। গাঁয়ের শয়তানগুলোর ঘুম ভাঙবে আগুনের ওম পেয়ে।'

রসিকতায় নিচু স্বরে হেসে উঠল সৈনিকরা।

আর তখুনি গাঁয়ের ভিতর থেকে ভেসে এল চিৎকার।

'জাগো... জাগো, আমার ভাইয়েরা! শত্রু আমাদের দুয়ারে!'

তেত্রিশ

নেকড়ে বাহিনীর ইতি

চেঁচাচ্ছে চেঁচাচ্ছে গাঁয়ের ভিতরে ছুটে লাগিয়েছে গাঁকাজি ওর

www.BanglaBook.org

হাঁকডাকে চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল কিছু লোক। বিড়বিড় করে আমস্লোপোগাসকে গাল দিল গালাজি, এত অসাবধান মানুষ হয় কী করে? নাড়ার প্রেমে দুনিয়াদারি ভুলে গেছে বন্ধু, রাতের বেলা কোনও পাহারাই রাখেনি গাঁয়ে। সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল।

ছুটতে ছুটতে নাডার কুটিরে পৌঁছুল ও, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বিছানায় পাওয়া গেল নাডা আর আমস্লোপোগাসকে—পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। কাছে গিয়ে ওদেরকে ধাক্কা দিল গালাজি।

'ওঠো! ওঠো জলদি!'

ধড়মড় করে উঠে বসল আমস্লোপোগাস, পাশ থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল শ্বাস-সংহারীকে। কিন্তু নাডার ঘুম ভাঙেনি, একটু নড়ে উঠে ঘুমজড়িত গলায় বলল, 'কেন জ্বালাতন করছ? ঘুমাতে দাও আমাকে।'

'এখন ঘুমিয়ে থাকলে জিন্দেগিতে আর জাগতে হবে না,' বলল গালাজি। 'জলদি ওকে ওঠাও, ভাই। নেকড়ের ছাল জড়াও গায়ে। বাইরে চলো। জুলু রাজার সৈন্যরা গ্রামকে ঘিরে ফেলেছে।'

এবার নাডাও উঠে বসল ধড়মড় করে। ঘুমের ঘোর কাটেনি, আচ্ছন্নের মত গালাজির নির্দেশ পালন করল দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। গায়ে কাপড় জড়িয়ে তৈরি হলো বেরুবার জন্য। ঘরের কোণের পাত্র থেকে ঢক ঢক করে পানি খেলো গালাজি, ফিরে পেল নিজের দম।

ততক্ষণে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে আগুনের আভায়। একের পর এক জ্বলন্ত মশাল উড়ে আসছে বাইরে থেকে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে খড়ের কুটিরগুলোয়।

ঘোর কেটে গেছে আমস্লোপোগাসের। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোথায় যাব আমরা?'

'চেষ্টা করব শত্রুব্যূহ ভেদ করে পাহাড়ে পৌঁছুতে,' বলল গালাজি। 'ওখানে পৌঁছালে নেকড়েরা আমাদের রক্ষা করবে।'

'গ্রামের লোকেদের কী হবে?'

'খুব বেশি লোক নেই গ্রামে। বেশিরভাগই যিনিটার মহাভোজে গেছে। যারা আছে, তাদের জাগিয়ে দিয়েছি আমি। আশা করি পালাতে পারবে। এখন জলদি চলো, দেরি করলে আমরাই পুড়ে মরব।'

কুটির থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। দৌড়াতে শুরু করল। ডজনাদশেক লোক যোগ দিল ওদের সঙ্গে—অর্ধজাগ্রত, আতঙ্কিত, দিশেহারা। হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই নিয়ে ছুটে এসেছে—কেউ বর্শা, কেউ ঢাল, কেউ বা গদা। কাপড়চোপড় ঠিক নেই কারও। গ্রাম ঘিরে রাখা বেড়ার দিকে ছুটে গেল দলটা। ওতে ইতোমধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে হানাদার বাহিনী, আগুনের বলয় হয়ে বেড়াটা ঘিরে ফেলেছে গ্রামকে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে সৈনিকদের হাঁকডাক।

বীরবিক্রমে জ্বলন্ত বেড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ে-ভ্রাতা ও তাদের সঙ্গীরা। গদা-বর্শার আঘাতে ভেঙে ফেলল একটা অংশ। ফাঁকাটা দিয়ে দেখা গেল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা একদল সৈন্যকে। ওরাও দেখতে পেয়েছে ওদের। চিৎকার উঠল, 'ওই যে বুলালিয়ো! ধরো ওকে, মারো!'

বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে গেল আমস্লোপোগাস আর গালাজি, নাডাকে ঘিরে রাখল বাকিরা। শুরু হলো প্রাণ-সংহারী আর জলপ্রহরীর তাণ্ডব, কয়েক মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জুলু সৈনিকরা। ওদের পরাস্ত করেই আবার ছুট লাগাল নেকড়ে-ভ্রাতার দল, দু'জনে ধরে রেখেছে নাডার দু'হাত, ওকে

www.BanglaBook.org

টেনে নিয়ে চলেছে প্রেত-পর্বতের দিকে।

পিছনে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল জুলু সৈন্যরা। বুলালিয়ো আর পদ্মকুমারী পালিয়ে যাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে পুরো বাহিনীকে ঘুরিয়ে নিল সেনাপতি ফাকু। গ্রামের উপর হামলা থামিয়ে ধাওয়া করল পলাতকদের।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে নেকড়ে-ভ্রাতা, সঙ্গে নাডা আর গালাজি। এগোবার গতি কিছুটা মন্থর, তারপরেও প্রতিপক্ষের চেয়ে দ্রুত ছুটছে ওরা। নদীর কিনার ধরে পৌঁছে গেল পাহাড়ের একেবারে কাছে। এবার নদী পার হতে হবে, তাই দিক পাল্টে ঢুকে পড়ল একটা গিরিখাতে—ওটার শেষ প্রান্তে নদীর অগভীর অংশ, হেঁটে পার হওয়া যাবে। ওদের পিছু পিছু রাজার সৈন্যরাও ঢুকল সেই গিরিখাতে।

যত এগোল, ততই সংকীর্ণ হলো খাত। পাশাপাশি বেশি মানুষ এগোনো সম্ভব নয় ওই পথে। ব্যাপারটা লক্ষ করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল গালাজির। খাতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আচমকা থমকে দাঁড়াল ও। ইশারায় বাকিদেরও থামাল।

'কী ব্যাপার? থামলে কেন?' জিজ্ঞেস করল আমস্লোপোগাস।

'দাঁড়াও, একটু দম নিয়ে নিই,' বলল গালাজি।

'দম নেবে মানে? সৈন্যরা এখুনি এসে পড়বে!'

'সেজন্যেই শক্তি সঞ্চয় করতে চাইছি। শোনো, এই সরু গিরিখাতে একসঙ্গে বেশি লোক হামলা চালাতে পারবে না, তাই এখানেই ওদের মোকাবেলা করা ভাল। আর কিছু না হোক, কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে ওদেরকে। এই ফাঁকে পদ্মকুমারীকে নিয়ে তুমি চলে যাও পাহাড়ে, ওকে লুকিয়ে রাখো আমাদের সেই গুহায়... যুদ্ধের জন্য ডাকো আমাদের নেকড়ে বাহিনীকে। আমি চেষ্টা করব ডিঙ্গানের লোকদের উপর পর্যন্ত টোপ ফেলে নিয়ে যাবার। যদি সবকিছু ঠিকঠাকমত এগোয়, আজ দেখার মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা লড়াই হবে পাহাড়ে—নেকড়ে আর মানুষের মাঝে!' হাসল গালাজি। 'যাও এখন। এদিকটা আমরা সামলাচ্ছি।'

'বন্ধুকে লড়াইয়ের ময়দানে ফেলে পালাবার অভ্যেস নেই আমার,' আমস্লোপোগাস বলল। 'কিন্তু নাডার জন্য আমার হাত-পা বাঁধা।'

ফুঁপিয়ে উঠল নাডা। 'আমিও চাই না তুমি আমার জন্য বন্ধুদের ত্যাগ করো। তার চেয়ে মেরে ফেলো আমাকে। আমার জন্যই আজ তোমাদের এ-দশা।'

জবাব না দিয়ে ওর বাহু শক্ত করে চেপে ধরল আমস্লোপোগাস, উল্টো ঘুরে শুরু করল দৌড়। কিন্তু পানির ধারে পৌঁছাবার আগেই পিছন থেকে ভেসে এল যুদ্ধ-হুঙ্কার—গালাজির দলের কাছে পৌঁছে গেছে জুলু খুনিরা। শোনা গেল অস্ত্রের ঝনঝনানি, নেকড়েমানবের চিৎকার আর শত্রুর আর্তনাদ।

ক্ষণিকের জন্য গতি কমাল আমস্লোপোগাস, বিড়বিড় করে বলল, 'সাবাস, ভাই। দেখিয়ে দাও ওদেরকে জলপ্রহরীর আক্রোশ।' পরমুহূর্তে আবার বাড়াল গতি।

পানির ধারে গেছে প্রেমিক-প্রেমিকা, ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর বুকে। জোরালো স্রোত বইলেও গভীরতা বেশি নয়, কোমরের উপরে উঠল না পানি। সহজেই এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে চলে যেতে পারল দু'জনে। ডাঙায় উঠেই পেয়ে গেল পাহাড়ের ঢাল, চড়তে শুরু করল তাতে। জঙ্গল পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই উঠে যেতে পারল, কিন্তু গাছপালার ভিড়ে ঢুকতেই ভেসে এল নেকড়ের গর্জন।

নাডাকে কাঁধে ওঠাল আমস্লোপোগাস, নেকড়ে-ভ্রাতা ছাড়া কাউকে এই পাহাড়ে চলাফেরা করতে দেয় না নেকড়ের দল। একটু পরেই জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ছুটে এল আমস্লোপোগাসকে লক্ষ্য করে।

www.BanglaBook.org

আনন্দে লাফঝাঁপ দিচ্ছে ওকে ঘিরে। নাড়ার দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ল, কিন্তু ধমক দিয়ে ওদেরকে শান্ত রাখল আমস্লোপোগাস।

হিংস্র জানোয়ারগুলোকে দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে নাড়া, খামচে ধরল আমস্লোপোগাসের শরীর। তাকে শান্ত থাকতে বলল ও, বলল ভয় না পেতে। জঙ্গল পেরিয়ে একসময় দু'জনে পৌঁছে গেল পাহাড়ি চাতালটায়, সামনেই গালাজির গুহা। ভিতরে দুটো নেকড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, ওগুলোকে তাড়িয়ে দিল আমস্লোপোগাস। এরপর নাড়াকে নামাল মেঝেতে।

'এখানেই থাকো তুমি, নাড়া,' বলল ও। 'যতক্ষণ না বিপদ কেটে যাচ্ছে, এখানেই লুকিয়ে থাকবে তুমি। পারলে কিছু খাবার দিয়ে যেতাম, কিন্তু সময় নেই। এসো, গুহামুখের পাথরটা কীভাবে নড়াতে হয় দেখিয়ে দিই। এই যে, শেষ প্রান্তের কাছে নিয়ে এলাম পাথরটা, একটু ধাক্কা দিলেই মুখটা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে। সাবধান, বেশি জোরে ধাক্কা দিয়ো না। মাটিতে একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ? দাগের এপাশে এলেই গুহার ভিতরে ঢুকে যাবে ওটা, আটকে যাবে ছিপির মত। ভয় পেয়ো না, এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি আর গালাজি ছাড়া আর কেউ জানে না গুহার খবর। খুঁজে পাবে না। এবার যেতে হবে আমাকে, নাড়া। গালাজি যদি এখনও বেঁচে থাকে, ওর সাহায্য দরকার। নইলে একাই নেকড়ের পাল নিয়ে নামতে হবে আমাকে সৈন্যদের বিরুদ্ধে।'

'আমাকে একা ফেলে যেয়ো না, আমস্লোপোগাস,' কাঁদল নাড়া। 'বড় ভয় হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে আলাদা হলে আর কখনও দেখা পাব না তোমার। দোহাই লাগে, যেয়ো না।'

'আমাকে যে যেতেই হবে, নাড়া,' বলল আমস্লোপোগাস। 'অযথাই ভয় পাচ্ছ। বললাম তো, এখানে কেউ তোমার নাগাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাবে না।'

নাড়াকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না ও, চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। যাবার সময় পাথরটা টেনে দিল গুহামুখের সামনে।

ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল গুহার অভ্যন্তর। ভোরের প্রথম সূর্যকিরণ ঢুকছে পাথর আর দেয়ালের মাঝের ছোট্ট একটু ফাঁক দিয়ে—গুহামুখ পুরোপুরি বন্ধ করেনি আমস্লোপোগাস, ওটুকু ফাঁকা রেখে গেছে সহজে বাতাস চলাচলের জন্য। আলোর কাছে গিয়ে বসল নাড়া, ভিতরের আবছায়া পরিবেশে ভয় করছে ওর।

কতক্ষণ পরে জানে না, হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল ফাঁকা জায়গাটায়। বাধা পেল আলো। চমকে উঠে গুহামুখের দিকে তাকাল নাড়া, পরক্ষণে আঁতকে উঠে চিৎকার করল। গরগর করে নেকড়ের হিংস্র গর্জন ভেসে আসছে ওখান দিয়ে। অচেনা মানুষের গন্ধ পেয়েছে পশুটা, ঢুকবার চেষ্টা করছে ফাঁক দিয়ে। পাথরের গায়ে ওটার থাবা চালানোর আওয়াজ শোনা গেল।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেল নাড়া, এই বুঝি নেকড়েটা ঢুকে যায় গুহায়! পাগলের মত পাথরের পাশে চলে গেল ও, সর্বশক্তিতে ঠেলতে শুরু করল ওটা। গড়াল পাথর, বুজে দিল ফাঁকা জায়গাটা, কিন্তু এরপরেই গুহার ভিতরে উল্টো গড়ান দিয়ে চলে এল কয়েক ফুট। থেমে গেল। কাঁধ দিয়ে একটু ঠেলে দেখল নাড়া, ভালমত আটকেছে। নড়ছে না আর। নেকড়েরা আর ঢুকতে পারবে না ভিতরে।

'যাক, বাঁচা গেল,' বিড়বিড় করল ও। 'তবে আমস্লোপোগাস না ফিরলে মরলাম। এপাশ থেকে তো একটুও নড়াতে পারছি না। ও এলে ওপাশ থেকে টেনে সরিয়ে দেবে। নইলে আর কী, জ্যান্ত কবর হবে আমার।'

ভাবনাটা মাথায় আসতেই শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের

www.BanglaBook.org

শীতল এক স্রোত। আমস্লোপোগাস ফিরবে তো? কোথায় গেল ও... কী করছে এখন? গুহামুখের দিকে তাকাল—ওই তো, ছোট একটা ফুটোর মত দেখা যাচ্ছে। বেশি বড় নয়, চেষ্টা করে একটা হাত ঢোকানো যাবে বড়জোর। ওখান দিয়ে আবার ঢুকছে সূর্যের আলো। তার মানে নেকড়েটা চলে গেছে।

ফুটোর কাছে গিয়ে বসল নাডা। কান পাতল। দূর থেকে ভেসে আসছে নেকড়ের পালের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ। শিউরে উঠল ও।

পাহাড়ি ঢাল ধরে দ্রুত নীচে নামছে আমস্লোপোগাস, সঙ্গে কয়েকটা নেকড়ে—সবগুলোকে ডাকেনি। বুক ধুকপুক করছে ওর, ভয় হচ্ছে, গালাজি হয়তো আর বেঁচে নেই। অনুভব করছে তীব্র আক্রোশ—যে করে হোক, বন্ধুমৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে... খুন করবে রাজার সৈনিকদের সবক'টাকে। একটু পরেই শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠে নেকড়ের ডাক। হৃদয় নেচে উঠল আনন্দে—ওই ডাক সে চেনে। গালাজি বেঁচে আছে! পাল্টা ডাক দিয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল ও।

একটু পরেই বন্ধুকে দেখতে পেল আমস্লোপোগাস—একটা পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওকে ঘিরে লাফালাফি করছে কতগুলো নেকড়ে। কাছে গিয়ে থামল আমস্লোপোগাস, ভাল করে দেখল গালাজি। মোটামুটি সুস্থ বলা চলে নেকড়েমানবকে, তবে ক্লান্ত। বুক, হাত আর কাঁধে ছোটবড় অনেকগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। জলপ্রহরীর গায়েও পড়েছে গভীর কয়েকটা আঁচড়।

'কেমন হলো লড়াই?' জানতে চাইল ও।

'মন্দ না,' গালাজি বলল। 'তবে আমার সঙ্গীরা সবাই মারা গেছে। শত্রুও মরেছে অনেক। তিন-তিনবার হামলা চালিয়েছিল, তিনবারই ঠেকিয়ে দিয়েছি। শেষে আমি একা হয়ে গেলে পালাতে

www.BanglaBook.org

বাধ্য হলাম। পাহাড়ে উঠে এসেছি এখানেই মরতে চাই বলে।'

'বালাই ষাট! তুমি মরবে কেন, মরবে তো ওরা!'

'হয়তো। অন্তত ওদের কয়েকটাকে সঙ্গে নিয়ে তো যাবই। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, ভাই। আমাদের এই সম্পর্ক বোধহয় শেষ হতে চলেছে। জলপ্রহরীর ধারককে শেষ পর্যন্ত যে-পরিণতি বরণ করতে হয়, তা সমাগত। আমার অবশ্য তাতে খেদ নেই। বীরের মত মরতে পারলে আর কী চাই? যদি তা-ই ঘটে... বিদায়, ভাই। পরে সুযোগ পাব কি না জানি না, এখুনি মনের কথা বলে যাই তোমাকে। তোমার ভ্রাতৃত্ব... তোমার বন্ধুত্ব আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। একসঙ্গে যদি আরও বহুদিন থাকতে পারতাম... যদি তোমার সঙ্গ পেতাম যুদ্ধ আর ভালবাসার ময়দানে, খুব ভাল হতো। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে জানি না, ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবার ক্ষমতা নেই আমাদের। তবে এটুকু প্রার্থনা করি, যদি আজ আমার মৃত্যু ঘটে, তুমি যেন আমার চেয়েও বড় কোনও বন্ধু পাও... তার হাতে যেন জলপ্রহরীর চেয়েও বড় কোনও অস্ত্র থাকে তোমাকে সেবা করবার জন্য। আর যদি তুমি মরো আর আমি বাঁচি, তা হলে জেনো—শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমি, রক্ষা করব তোমার প্রিয়তমা পদ্মকুমারীকে। থাক, আর কথা নয়। শত্রুর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি, ওরা ফের সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করতে আসছে। আমাদের খতম না করে ফিরবে না ওরা, ব্যর্থ হলে ওদেরকেই খুন করবার হুমকি দিয়েছে ডিঙ্গান—এমনটাই বলাবলি করতে শুনেছি। কাজেই এবারের লড়াই হবে আমৃত্যু লড়াই, ভাই। চলো, তার জন্য তৈরি হই।'

গালাজির মর্মস্পর্শী কথাগুলো শুনে ইস্পাতহৃদয় আমস্লোপোগাসের চোখেও জল ভরে এল। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে ও বলল, 'উপরের গুহায় নাডা না থাকলে আমি কসম কাটতাম,

www.BanglaBook.org

ভাই—তুমি মারা গেলে আমিও আত্মহত্যা করব... তোমাকে এতটাই ভালবাসি আমি। কিন্তু হায়, সেটা সম্ভব নয়। আমি শুধু কথা দিতে পারি, তোমার কিছু হয়ে গেলে আমিও প্রতিশোধ নেব... আমার কুঠার জবাব দেবে তোমার মৃত্যুর। বোধহয় ভুল করেছি আমি তোমার কথা না শুনে। শুরুতেই যিনিটার ব্যাপারে তুমি সাবধান করে দিয়েছিলে আমাকে—আমি তা কানে তুলিনি। নইলে আজকের এই দিন দেখতে হতো না। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

'কী যে বলো না! তোমার উপর আমার কোনও রাগ নেই। যা ঘটেছে তার সবই আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল। বাদ দাও ওসব। লড়াই কীভাবে করবে, সেটা চিন্তা করো।'

চোখ মুছে নীচের ঢাল জরিপ করল আমস্লোপোগাস। বলল, 'চলো, বনের ভিতরে লুকিয়ে পড়ি। রাজার বাহিনী ঢাল ধরে উঠতে চেষ্টা করলেই আক্রমণ করব। যদি তাতে কাজ না হয়, শেষ প্রতিরোধ গড়ব গুহার সামনের চাতালে। কী বলো? নেকড়েরা আমাদের সঙ্গে থাকলেই হয়।'

'থাকবে। অন্তত আমাদের একজনও যতক্ষণ বেঁচে আছে, লড়াই চালিয়ে যাবে ওরা। এরপর কী করবে জানি না। কিন্তু ওদের ক্ষমতাও বেশি নয়, বহুদিন আগে রাজার ঘাতকদের যেভাবে খতম করেছিলাম, সেটা এখন আর সম্ভব নয়। এবার শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। তা ছাড়া সৈন্যদের হাতে ঢাল-বর্শা আছে, নেকড়ের সম্বল স্রেফ ওদের দাঁত।'

ডাক দিয়ে সবগুলো নেকড়েকে একত্র করল দু'বন্ধু। গুনল। সবগুলোই হাজির হয়েছে। বহু বছর পেরিয়ে গেলেও নেকড়েদের সংখ্যা কমে-বাড়েনি। আজও সেই তিনশো তেষট্টি। হয়তো এরা প্রেত-নেকড়ে বলেই। বরাবরের মত নেকড়ের পালকে দু'ভাগ করে নিল ওরা—মদ্দাগুলো গালাজির, আর মাদীগুলো

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাসের।

পাহাড়ের গায়ের একটা ফাটল ধরে উপরে উঠে আসবে সৈন্যরা, ওটার দু'পাশের ঝোপের ভিতরে আশ্রয় নিল নেকড়ে-ভ্রাতা আর ওদের বাহিনী। একটু পরেই শোনা গেল প্রতিপক্ষের পায়ের আওয়াজ। সবার আগে রয়েছে নিঃসঙ্গ দুই সৈনিক—সন্তর্পণে উঠে আসছে কোথাও ফাঁদ পাতা হয়েছে কি না বুঝবার জন্য। শোনা গেল তাদের কণ্ঠস্বর।

'কী বিচ্ছিরি জায়গা, দেখেছ, দোস্ত?' বলল একজন। 'গা শিরশির করছে আমার, মনে হচ্ছে ভূতের আস্তানায় ঢুকছি। যে-ই প্রেত-পর্বত নাম দিয়ে থাক, ভুল দেয়নি। জাদুকর মারার জন্য রাজা আমাদেরকে এখানে না পাঠালেই ভাল হতো... হ্যাঁ, জাদুকর ছাড়া আর কী? গাঁয়ের বেড়ার উপর দিয়ে ঝাঁপ দেয়া ছায়াটার কথা মনে আছে? কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ওটা। নদীর ধারে জলপ্রহরী নামের গদা নিয়ে ওই নেকড়েমানব যা ঘটাল... যেভাবে ফের পালিয়ে গেল... তা কি কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? ভাগ্যিস, শ্বাস-সংহারী নামের কুঠারটাও সঙ্গে ছিল না, তা হলে আমাদের সবাইকে মরতে হতো।'

হাসল দ্বিতীয়জন। 'থাকবে কী করে? শ্বাস-সংহারী এখন পদ্মকুমারীর সেবায় ব্যস্ত। তবে একেবারে ভুল বলোনি, জায়গাটা সত্যিই ভুতুড়ে। মনে হচ্ছে প্রেতাত্মারা লাল চোখ মেলে দেখছে আমাদের। তাই বলে পিছিয়ে যাওয়া চলে না। বুলালিয়োকে খতম করতে না পারলে রাজা আমাদেরকেই খতম করবে। কী আর করা! একটু দাঁড়াও, সবাইকে ডাকবে নাকি? আমরা তো অনেকক্ষণ ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করলাম। এবার অন্য কেউ এসে আমাদের জায়গা নিক।'

'হুঁ, সেটাই বোধহয় ভাল...' বলতে বলতে থেমে গেল প্রথম সৈনিক। কী যেন চোখে পড়েছে তার। হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এসব কী? নেকড়ের বিষ্ঠা আর মানুষের পায়ের ছাপ! একদম তাজা! দোস্ত, ওরা কাছেপিঠেই কোথাও আছে। সবাইকে খবর করে দাও!'

আর দেরি করা চলে না। এমনিতেই দুই সৈনিকের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে নেকড়েরা, আমস্লোপোগাস ইশারা করতেই ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেল তাদের দিকে। চিৎকার করে উঠল দুই সৈনিক। তাদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়েরা, পেড়ে ফেলল মাটিতে।

'বাঁচাও! বাঁচাও!! প্রেতাত্মারা মেরে ফেলল আমাদের!!!'

দুই সৈনিকের পিছু পিছু উঠছিল পুরো বাহিনী, আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়াল। আবছা আলোয় নেকড়ের হুটোপুটি দেখে সাহস উড়ে গেল তাদের। উল্টো ঘুরে লাগাল ছুট।

'পালাও! উপরে প্রেতাত্মা আছে!'

একজন পালাল না—ফাকু, ওদের সেনাপতি... দুঃসাহসী এক যোদ্ধা। শান্তচোখে বোঝার চেষ্টা করল উপরে কী ঘটছে, তারপরেই চেঁচাল সঙ্গীদের উদ্দেশে।

'থামো সবাই। প্রেতাত্মা-ট্রেতাত্মা কিছু না, ওগুলো স্রেফ নেকড়ে। ভয় পেয়ো না, সৈন্যরা। কয়েকটা জানোয়ারকে ভয় পাবার কিছু নেই, আমরা জুলু রাজার সৈনিক। জানোয়াররাই বরং আমাদেরকে ভয় পাবে। ফিরে এসো!'

কাজ হলো ভাষণে। ঘুরে দাঁড়াল সৈনিকরা। ফিরে এসে ফাকুর নির্দেশে গোল হয়ে দাঁড়াল। আক্রমণ নয়, প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অগ্রগামী দুই সৈনিক মারা পড়তেই এবার নেকড়ে বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে ছুটে এল আমস্লোপোগাস আর গালাজি। বেধে গেল ভয়াবহ যুদ্ধ। মানুষের চিৎকার আর নেকড়ের গর্জন মিলেমিশে একাকার। জলপ্রহরী আর শ্বাস সংহারীর আঘাতে একে একে লুটিয়ে পড়ছে জুলু যোদ্ধারা, লুটিয়ে

www.BanglaBook.org

পড়েছে নেকড়ের কামড়েও।

আক্রমণের প্রাথমিক রেশ কেটে গেলে পাল্টা আঘাত হানল সৈন্যরা। এবার নেকড়ে বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পালা। জান্তব আর্তনাদ করে মরতে থাকল চারপেয়ে জানোয়ারগুলো। জুলুরা এখনও ঘায়েল হচ্ছে, তবে আগের চেয়ে কম। তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলো নেকড়েরা। যে-ক'টা বেঁচে গেল, তাদের নিয়ে পিছু হটল আমস্লোপোগাস আর গালাজি। তবে ততক্ষণে দুই-তৃতীয়াংশ সৈনিক হারিয়েছে ফাকু। গুলো জানোয়ার আর মানুষের দেহ মিলেমিশে পড়ে রয়েছে মাটিতে।

'নাহ্, মনে হয় ভুলই বলেছিলাম,' দম ফেলবার ফুরসত পেয়ে স্বগতোক্তি করল সে। 'প্রেতাত্মাই এরা—নেকড়েরূপী প্রেতাত্মা। আর দুই নেকড়ে-ভ্রাতা আমার দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুকর। যোদ্ধা হিসেবেও অতুলনীয়। তবু ওদেরকে খতম করব আমি। হয় মারব, নয় মরব। ভয়ের কিছু নেই। আমার যেমন লোক কমে গেছে, তেমনি ওদের বাহিনীও দুর্বল হয়েছে। এখনই আঘাত হানার সঠিক সময়।' সঙ্গীদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, 'এগিয়ে চলো! আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।'

সারিবদ্ধভাবে ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল জুলু বাহিনী, ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করে দু'পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ হলো কয়েকবার, কিছু লোকও মরল, তবে প্রথমবারের মত সম্মিলিত আক্রমণ করল না নেকড়ে-ভ্রাতা। শেষ লড়াইয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে ওরা।

অচেনা জঙ্গল, পথঘাট কিছুই চেনে না সৈন্যরা। আমস্লোপোগাস আর গালাজি কোথায় গেছে, তাও জানে না। দিনভর ওখানে ঘুরে মরল ওরা। এর মাঝে আরও কয়েকবার হামলা করল নেকড়েরা, আরও কিছু সৈনিক ঘায়েল হলো সেই

www.BanglaBook.org

হামলায়। নেকড়েও মারা পড়ল বেশ কিছু। শেষ পর্যন্ত সূর্য নামার ঠিক আগে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, পাথুরে চাতাল পায়ের নীচে।

চাতালটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে। সেখানে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমস্লোপোগাস আর গালাজি, সঙ্গে একপাল নেকড়ের পাল। অস্তগামী সূর্যের লালচে কিরণ পড়েছে ওদের গায়ে, মনে হচ্ছে যেন আগুন মেখেছে।

'অসাধারণ প্রতিপক্ষ!' মনে মনে ভাবল ফাকু। 'অন্য কোনও সময় হলে এদেরকে বিপক্ষে নয়, পক্ষেই পেতে চাইতাম। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। আজ আমার হাতে মরতেই হবে এদেরকে।'

দলের দিকে ফিরে ইশারা দিল সে। অস্ত্র বাগিয়ে সবাই উঠতে শুরু করল চাতালের দিকে।

ঘাড় ফিরিয়ে মাথার উপরের পাথুরে মুখটার দিকে তাকাল আমস্লোপোগাস। সূর্যের শেষ আলোয় ঝলমল করছে ওটা।

'গালাজি, দেখো, পাথরের ডাইনি হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'চলো, আমাদের বাহিনীর শেষটুকু লেলিয়ে দিই আগুয়ান শত্রুর উপর। হয় এস্পার, নয় ওস্পার হবে এবার। কৃষ্ণদন্ত, যা! ধূসরমুখো, যা! রক্তলোভী আর মরণকামড়, তোরাও যা! শেষ করে দে ওদের।'

গরগর করে উঠল নেকড়েরা, হুকুম পেয়েই ঢাল ধরে নীচে ছুটে গেল ওরা। ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের উপর, শেষ আঘাত হানল। আঁচড়ে-কামড়ে যে-যতজনকে পারছে ঘায়েল করছে। ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠল সৈনিকদের বর্শা, একে একে মারা পড়ল প্রভুভক্ত জানোয়ারগুলো। রইল শুধু মরণকামড়, আহত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে গালাজির কাছে ফিরে এল ওটা, প্রভুর সান্নিধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য।

'এখন আমি প্রজাহীন এক রাজা,' ভারী গলায় বলল গালাজি।

www.BanglaBook.org

অবশ্য নতুন কিছু নয় সেটা। হালাকাজিদের গাঁয়েও তা-ই ঘটেছিল, আর এখন সেটা ঘটল প্রেত-পর্বতে। দুঃখ করি না, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাজাকেও একসময় একা মরতে হয়। ভাই, আমস্লোপোগাস, বলো কোথায় দাঁড়াতে চাও—ডানে, না বাঁয়ে?'

বড় একটা পাথরের কারণে চাতালে ওঠার রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁয়েরটার মুখে গিয়ে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস, গালাজি দাঁড়াল ডানে। দুটো বর্শা নিয়েছে দু'জনে। একটু পরেই হুঙ্কার ছেড়ে পথ ধরে ছুটে এল জুলু বাহিনী। ওদেরকে কাছে আসার সুযোগ দিল দু'বন্ধু, তারপরেই বর্শা ছুঁড়ল। ঘায়েল হলো দু'জন। যার যার বিখ্যাত অস্ত্র বাগিয়ে বাকিদের ঠেকাতে তৈরি হলো নেকড়ে-ভ্রাতা।

শ্বাস-সংহারী আর জলপ্রহরীর প্রথম আঘাতেই ঢলে পড়ল দু'জন সৈনিক।

'একজন!' চেঁচাল আমস্লোপোগাস।

'আমারও একজন!' পাল্টা জবাব দিল গালাজি।

আমস্লোপোগাসকে লক্ষ্য করে ছুটে এল এক সৈনিক, বর্শা বাগিয়ে ধরেছে সামনে। কুঠার চালাল ও, কিন্তু লোকটা লাফিয়ে সরে যাওয়ায় লাগল না গায়ে। বেসামাল হয়ে গেল ও।

'এবার মরেছ, জাদুকর!' হেসে উঠে বলল সৈনিক, আমস্লোপোগাসের অরক্ষিত বুকের দিকে বর্শা চালাল সে। পরক্ষণে চমকে উঠল। বিদ্যুৎবেগে শরীর মুচড়ে ফলাকে ফাঁকি দিয়েছে আমস্লোপোগাস, একই সঙ্গে ঘুরিয়েছে কুঠার। এক কোপেই ধড় থেকে আলাদা করে দিল মাথা।

'দেখো কে মরে,' হেসে উঠল ও।

'দু'জন!' ডান দিক থেকে চেঁচাল গালাজি।

'আমারও দু'জন, ভাই,' আমস্লোপোগাস জানাল।

সরু পথে একজনের বেশি এগোতে পারছে না, অথচ পথের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখে দাঁড়িয়ে আছে দু'বন্ধু, ফলে একাকী লড়াই করতে বাধ্য হলো জুলু সৈনিকরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও চারজন ঘায়েল হলো।

দ্রুত কৌশল পাল্টাল ফাকু। সৈন্যদের বলে দিল, উপরে গিয়ে লড়াই না করতে। তার বদলে ঢালের সাহায্যে ঠেকাতে হবে আক্রমণ, ব্যস্ত রাখতে হবে দুই প্রতিপক্ষকে, যাতে আরও কয়েকজন উপরে ওঠার সময় পায়। দলে ভারী হবার পর আক্রমণে যাবার নির্দেশ দিল সৈনিকদের।

তা-ই করল ওরা। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আরও বেশ কয়েকজনকে হারাতে হলো কুঠার আর গদার আঘাতে। শেষ পর্যন্ত সফল হলো পরিকল্পনা—আমস্লোপোগাস আর গালাজিকে ঠেলে চাতালের উপরে উঠিয়ে ছাড়ল যোদ্ধারা।

'পাওয়া গেছে ওদেরকে খোলা জায়গায়!' চেঁচাল ফাকু। 'ঘিরে ফেলো ওদেরকে, যেন পালাতে না পারে।'

ঝড়ের বেগে দু'বন্ধুকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল সৈনিকরা। একযোগে চালাল আক্রমণ। কিন্তু ওরাও তৈরি। তাণ্ডব বাধাল জলপ্রহরী আর শ্বাস-সংহারী। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে সৈনিকদের গায়ে গাঁথছে কুঠারের কোপ, হাত-পা-মাথা হারিয়ে ধরাশায়ী হচ্ছে তারা; অন্যদিকে গদার আঘাতে একের পর এক শত্রুর হাড্ডিমাংস গুঁড়ো করে চলেছে গালাজি।

সৈন্যরাও মরিয়া হয়ে বর্শা চালাচ্ছে। শরীরে একের পর এক ক্ষত তৈরি হচ্ছে দুই বন্ধুর, কিন্তু থামছে না ওরা। প্রতি মুহূর্তে যেন বাড়ছে তাদের আক্রোশ। আকাশ-বাতাস ভরে গেল আহত-নিহতের আর্তনাদে, মাটি ভিজে উঠল রক্তে। ধীরে ধীরে কমছে সে-আওয়াজ।

সামনে দাঁড়ানো শেষ শত্রুর মাথায় গদা চালাল গালাজি। মড়মড় করে ছাতু হলো লোকটার খুলি—আর্তনাদ করবারও সময় পেল না, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। গালাজি নিজেও মারাত্মক

www.BanglaBook.org

আহত। সারা গায়ে অসংখ্য কাটাকুটি, বুকের বাম পাশে তৈরি হয়েছে বিশাল এক ক্ষত। তবুও সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার ভাগের সবগুলো খতম, ভাই!'

'আমার আছে আর মাত্র একজন,' জানাল আমস্লোপোগাস।

ঘুরে দাঁড়াল গালাজি। ঘোলা দেখাচ্ছে সবকিছু। আবছাভাবে দেখল মুখোমুখি দাঁড়ানো দুটো অবয়ব। আমস্লোপোগাস আর শত্রু বাহিনীর শেষ জীবিত সদস্য। বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য পা বাড়াতেই হোঁচট খেলো নেকড়েমানব। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে।

'আ... আমি আর পারছি না, আমস্লোপোগাস,' বলল ও। 'ওকে তোমার একাই সামলাতে হবে।'

'অসুবিধে নেই, গালাজি। তুমি বিশ্রাম নাও। ও আমার।'

'বিশ্রাম?' দুর্বলভাবে হাসল গালাজি। 'চিরতরে বিশ্রাম নিতে চলেছি, ভাই। কিন্তু দুঃখ নেই। এই বিশ্রামের জন্য শত্রুদের দেহ বিছিয়ে বিছানা তৈরি করেছি আমি। বিদায়, আমস্লোপোগাস! বিদায়!'

কথা শেষ করেই চোখ মুদল ও। চিরতরে। হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ল জলপ্রহরী।

ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুর মৃতদেহের দিকে এক পলক তাকাল আমস্লোপোগাস, তারপর আবার সোজা হয়ে চোখ রাখল প্রতিপক্ষের চোখে। লোকটা ফাকু—জুলু বাহিনীর সেনাপতি। পাহাড়ি লড়াইয়ের শেষ দুই যোদ্ধা ওরা। আমস্লোপোগাস আহত, কিন্তু ফাকু প্রায় পুরোপুরিই সুস্থ। শক্তিশালী লোক, আমস্লোপোগাসের মত তার হাতেও শোভা পাচ্ছে একটা কুঠার।

হাসল ফাকু। 'ব্যাপারটা তা হলে এখানে এসে দাঁড়াল, বুলালিয়ো—যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা তোমার-আমার মাঝে হবে। দেখা যাক, রাজার ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত পূরণ হয় কি না। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফলাফল যা-ই হোক, জেনে রাখো, এই যুদ্ধে অংশ নিতে পেরে নিজেকে গর্বিত ভাবছি আমি। তোমাদের মত দু'জন যোদ্ধার বিপক্ষে লড়তে পারাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। চাইলে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারো। দুর্বল, অক্ষম একজন প্রতিপক্ষকে হারানোয় কোনও আনন্দ নেই। শেষ লড়াইটা ভালমতই হোক, কারণ এই লড়াইয়ের গল্প মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে... অনন্তকাল!'

চৌত্রিশ

ঝরাফুল

ফাকুর কথাগুলো চুপচাপ শুনল আমস্লোপোগাস, কিন্তু পাল্টা কোনও জবাব দিল না। সত্যিকার যোদ্ধার মত ওকে সম্মান দেখাচ্ছে প্রতিপক্ষ, ব্যাপারটা প্রশংসনীয়, তাই বলে সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না। দ্রুত নেমে আসছে সাঁঝের আঁধার, তার আগেই একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার।

'এত কথা কীসের?' কুঠার উঁচু করল আমস্লোপোগাস। 'আমি তৈরি, সাহস থাকে তো এসো।'

পরস্পরকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল দুই যোদ্ধা, সুযোগ খুঁজছে আঘাত হানার। তারপর হঠাৎ, বিদ্যুৎগতিতে, লাফ দিয়ে সামনে চলে এল ফাকু, নড়াচড়ায় কোনও বিরতি না দিয়ে একই সঙ্গে নামিয়ে আনল কুঠার—গতির মধ্যে কোনও ছন্দপতন না ঘটিয়ে আমস্লোপোগাসের মাথা থেকে পেট পর্যন্ত ফেড়ে ফেলবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতলব।

তৈরি ছিল আমস্লোপোগাস, তা না হলে ঠেকাতে পারত না। তারপরেও ফাকুর প্রচণ্ড চাপে একেবারে চাঁদি পর্যন্ত চলে এল কুঠারের ফলা। কপালের উপরে গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো, গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। কিন্তু পিছু না হটে নিজের কুঠার দিয়ে পোঁচ মারল ও ফাকুর উরুতে। প্রতিপক্ষের ধারণা ছিল তার আঘাত ঠেকাতে পারলে মুহূর্তমাত্র দেরি করবে না আমস্লোপোগাস, পিছু হটবে। ফলে নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি সে। তার উরুটা অরক্ষিত পেয়ে গেছে আমস্লোপোগাস। পোঁচ মেরেই লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল, পরবর্তী হামলার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

ফাকুর গতিবিধি বাঘের মত ক্ষিপ্র। সে জানে, আমস্লোপোগাসের গায়ে কোনও রকমে একটা কোপ লাগাতে পারলেই হয়, তারপর আর ওর লড়ার শক্তি থাকবে না। ঘন ঘন জায়গা বদল করছে সে, আমস্লোপোগাসের মনোযোগ নষ্ট করার জন্যে গালিগালাজ করছে, দুর্বোধ্য অথচ অশ্লীল শব্দ করছে। উন্মত্ত গণ্ডারের মত বার বার ছুটে এল সে, আমস্লোপোগাসের প্রতিটি আঘাত প্রায় অনায়াসে সরিয়ে দিল একপাশে। উরুর আঘাতটা সম্পর্কে সে যেন সচেতন নয়, তার ক্ষিপ্রতায়ও কোনও ভাটা পড়েনি।

জমে উঠল লড়াই। পরস্পরের দিকে ছুটে আসছে দুই যোদ্ধা, লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে, দুই কুঠারের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছুটছে ঘন ঘন। মাঝে মধ্যেই আক্রমণ বাদ দিয়ে পিছু হটছে ফাকু, ফাঁদে ফেলতে চাইছে আমস্লোপোগাসকে, প্রলুব্ধ করছে আক্রমণের জন্য। কিন্তু তাতে পা দিচ্ছে না কাঠঠোকরা। নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে হামলা ঠেকানো নিয়ে, আক্রমণ প্রায় করছেই না। করবার সুযোগও নেই, আহত শরীরে বল পাচ্ছে না, ফাকুর

www.BanglaBook.org

একেকটা আঘাত ঠেকাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। লোকটার প্রতিটা আঘাতের পিছনে এত বেশি শক্তি যে ঠেকাতে ব্যর্থ হলে বা এক পলক দেরি করলে মৃত্যু অবধারিত।

চুপচাপ লড়ছে আমস্লোপোগাস, যতটা সম্ভব শান্ত রেখেছে নিজেকে। ফাকু অস্থির ও উত্তেজিত, প্রতিটি আঘাতের সময় হুঙ্কার ছাড়ছে। ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে প্রতিপক্ষকে। চক্কর দিচ্ছে ক্রমাগত, ঘন ঘন লাফ দিয়ে হামলা করছে। আমস্লোপোগাসকে নিয়ে খেলার একটা নেশা জেগেছে তার মধ্যে। ও শুধু ঠেকাচ্ছে দেখে বেড়ে গেছে তার আত্মবিশ্বাস।

ফাকুর চক্কর ও লাফ দেয়ার মধ্যে একটা ছন্দ খুঁজে পেল আমস্লোপোগাস। চক্কর দিচ্ছে বৃত্তাকারে, বৃত্তের এক চতুর্থাংশ পেরিয়ে লাফ দিচ্ছে একবার। এরকম একবার লাফ দিল ফাকু, ঠেকাল আমস্লোপোগাস, পরমুহূর্তে সর্বশক্তিতে একটা লাথি হাঁকাল তার উরুসন্ধিতে। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল ফাকুর মুখ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণে গেল আমস্লোপোগাস। দু'হাতে শ্বাস সংহারীর হাতল ধরে সর্বশক্তিতে উপর্যুপরি তিনটা কোপ মারল। প্রথম আঘাতে ভেঙে খান খান হয়ে গেল ফাকুর হাতের ঢাল, টলমল পায়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে; দ্বিতীয়টা ফাঁকি দিল কোনোমতে। তৃতীয়টাই সবচেয়ে জোরালো—উপর থেকে নীচে না মেরে পাশ থেকে চালাল আমস্লোপোগাস, ঢাল না থাকায় সেটা ঠেকাতে পারল না জুলু সেনাপতি। ভোঁতা আওয়াজ তুলে তার পাঁজরের খাঁচায় ঢুকে গেল কুঠারের ফলা।

চিৎকার করল না ফাকু, বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। তার বুকে এক লাথি মেরে কুঠারটা ছাড়িয়ে নিল আমস্লোপোগাস। উল্টো ডিগবাজি খেয়ে চাতাল থেকে নীচে পড়ে গেল দেহটা। ঢাল ধরে গড়িয়ে গেল কিছুদূর, পিছনে রেখে গেল রক্তের রেখা।

চাতালের কিনারে এসে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস। থুঃ করে

www.BanglaBook.org

একদলা থুতু ফেলল নীচে। রুক্ষ গলায় বলল, 'ফয়সালা হয়ে গেল, ডিঙ্গানের কুকুর। পারলে তোর রাজা আরও কিছু খুনি পাঠাক—ওদের কপালেও একই পরিণতি জুটবে।'

ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল ও, নাডার কাছে যাবে। কিন্তু পরক্ষণে যা ঘটল, তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

মুমূর্ষু হলেও মরেনি ফাকু। কষ্টেসৃষ্টে একটু উঁচু হলো সে, জীবনীশক্তির শেষটুকু ব্যবহার করে উঁচু করল হাতের কুঠার, সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল চাতালের দিকে। পাশ ফিরে গিয়েছিল আমস্লোপোগাস, ফলাটা সরাসরি এসে আঘাত হানল ওর বাম কপালে। হাড় ভেঙে বিশাল এক গর্ত তৈরি হলো, জবাই করা পশুর মত লুটিয়ে পড়ল ও। নীচে ফাকুও স্থির হয়ে গেছে।

নেমে এল নীরবতা।

দিনভর গুহায় বসে যুদ্ধের আওয়াজ শুনেছে নাডা—নেকড়ের গর্জন, মানুষের চিৎকার আর অস্ত্রের ঝনঝনানি। দূরাগত সেইসব শব্দ ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছে, মনে হয়েছে ক্রমে উপরে উঠে আসছে লড়াইরত দুই পক্ষ। সন্ধ্যার দিকে একেবারে কাছে শোনা গেল আওয়াজ, মনে হলো গুহামুখের ওপারেই শুরু হয়েছে লড়াই। বহুকণ্ঠের চিৎকারের মধ্যে গালাজি আর আমস্লোপোগাসের গলা চিনতে পেরেছে, ওদের জন্য অনুভব করেছে দুশ্চিন্তা। ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে না, তাই দেখতে পায়নি কিছু, শুধু দুই বন্ধুর উল্লসিত হাঁকডাক থেকে আন্দাজ করেছে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি। শেষদিকে আমস্লোপোগাস আর গালাজির কথা শুনে মনে হলো শত্রুরা সবাই মারা গেছে, বাকি রয়েছে স্রেফ একজন। তার সঙ্গে আমস্লোপোগাসের অস্ত্র ঠোকাঠুকির শব্দও শুনেছে, হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেল সব।

রাত নেমে এসেছে, গুহার ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নৈঃশব্দ্য

www.BanglaBook.org

কুরে কুরে খাচ্ছে নাড়াকে। নিজের শ্বাস ফেলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। নেকড়ে ডাকছে না, কোনও মানুষ চিৎকার করছে না, এমনকী শোনা যাচ্ছে না অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ। মৃত্যুর করাল থাবা শব্দহীন করে দিয়েছে পৃথিবীকে।

বিড়বিড় করে নিজেকে সান্ত্বনা দিল নাড়া, 'আমস্লোপোগাস আসবে... নিশ্চয়ই আসবে। শত্রুরা মারা গেছে, এখন আর আমাকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। এক্ষুণি চলে আসবে। হয়তো গায়ের ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করছে... তাই একটু দেরি হচ্ছে আর কী। সারাদিন যুদ্ধ করেছে, একটু-আধটু আহত কি হয়নি? তবে তাড়াতাড়ি এলেই ভাল, এখানে একাকী ভাল্লাগছে না আমার।'

কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। এল না আমস্লোপোগাস, সব আগের মত চুপচাপ। আবারও আপনমনে কথা বলে উঠল নাড়া, ওর সুরেলা কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল গুহার ভিতরে।

'সাহসী হতে হবে আমাকে, ভয় পেলে চলবে না। যা বুঝতে পারছি, পাথর সরিয়ে আমাকেই যেতে হবে ওর খোঁজে। নিশ্চয়ই অন্য কাউকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমস্লোপোগাস—গালাজি হতে পারে। হয়তো মারাত্মক আহত হয়েছে ওর বন্ধু, তাকে ফেলে আসতে পারছে না। আমাকে গিয়ে সাহায্য করতে হবে। গালাজি যদিও আমাকে পছন্দ করে না, তারপরেও আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্য এটুকু করা আমার কর্তব্য।'

উঠে দাঁড়িয়ে গুহামুখের পাথরের গায়ে হাত রাখল নাড়া। শুরু করল ঠেলতে। আশ্চর্য ব্যাপার... একচুলও নড়ল না ওটা। সঙ্গে সঙ্গে গতদিনের ঘটনা মনে পড়ল ওর, আমস্লোপোগাসের সতর্কবাণী ভুলে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, পাথরটা ঢুকে গেছে গুহার ভিতরে, আটকে গেছে। ওর পক্ষে ওটাকে নড়ানো সম্ভব নয়। বাইরে থেকে সাহায্য দরকার। তার মানে

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাস না ফেরা পর্যন্ত আটকা পড়ল ও—খাবার আর পানি ছাড়া। কিন্তু যদি না আসে আমস্লোপোগাস? কী ঘটবে তা হলে?

আতঙ্ক ভর করল নাডার মাঝে, ফুটোর কাছে গিয়ে ডাকল, 'আমস্লোপোগাস! আমস্লোপোগাস!!'

জবাব দিল না কেউ।

এরপর পাগলপ্রায় হয়ে গেল নাডা। পাথরের গায়ে আঁচড়াল, খামচাল... চিৎকার করল, কাঁদল। শেষ পর্যন্ত শক্তি হারিয়ে পড়ে গেল গুহার মেঝেতে। হারিয়ে ফেলল সময়জ্ঞান, দিন-রাতের হিসেব রইল না আর। উন্মাদনায় অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে শুরু করল। মনে হলো গুহার শেষ প্রান্তে, দেয়ালের খাঁজে ফুটে উঠেছে বহুদিন আগে মারা যাওয়া মানুষটির অবয়ব। ওকে উদ্দেশ্য করে কথা বলল সে।

'গালাজি মারা গেছে, মেয়ে! গদাধারীর অনিবার্য পরিণতি বরণ করতে হয়েছে তাকে। মারা গেছে প্রেত-নেকড়ের পালও। এবার তোমার পালা। ক্ষুৎপিপাসায় আমি যেভাবে তিলে তিলে মরেছি, সেভাবে এবার তুমি মরবে, পদ্মকুমারী নাডা... মৃত্যুর তারা নাডা! তোমার সৌন্দর্য যেভাবে এতকাল অন্যের মৃত্যু ডেকে এনেছে, এবার তার শিকার হবে তুমি নিজে!'

বার বার শুনল নাডা সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর, প্রতিবার তাকে আশুমৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিল সেটা।

সঠিক বলতে পারবে না, কিন্তু গুহামুখের ছোট্ট ফুটোয় মনে হলো তিনবার সূর্যের আলো দেখল ও, তিনবার নামল আঁধার। শেষবার গুহা অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল ও। বুঝতে পেরেছে, বাঁচার কোনও পথ নেই। মেনে নিল মৃত্যুকে। আর তখুনি ফুটো দিয়ে ভেসে এল পরম কাঙ্ক্ষিত কণ্ঠটা। দুর্বল, কিন্তু চিনতে ভুল হলো না। আমস্লোপোগাস কথা

www.BanglaBook.org

বলছে।

'নাড়া... নাড়া! তুমি আছ ভিতরে?'

হামাগুড়ি দিয়ে ফুটোর কাছে গেল নাড়া। খসখসে গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমি আছি, আমস্লোপোগাস। কিন্তু পানি... পানি দাও আমার।'

'পানি যে নেই আমার কাছে! আনতেও পারছি না, শক্তি নেই আমার গায়ে।'

'সত্যিই তুমি তো, আমস্লোপোগাস? তুমি বেঁচে আছ?'

'আছি। কিন্তু পাথরটা গুহামুখের ভিতরে কেন? তুমি কি দাগের এপারে নিয়ে এসেছিলে ওটাকে?'

'হ্যাঁ, ভুলে। কিন্তু আমরা দু'জন মিলে চেষ্টা করলে হয়তো সরাতে পারব।'

'সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই পারতাম। তারপরেও... চলো চেষ্টা করা যাক।'

দুর্বল শরীরে কিছুক্ষণ চেষ্টা করল প্রেমিক-প্রেমিকা, লাভ হলো না, যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল ভারী পাথর। নড়ল না।

'থামো, আমস্লোপোগাস,' শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নাড়া। 'বৃথা চেষ্টায় শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে লাভ নেই। তার চেয়ে কথা বলি, এসো।'

কয়েক মুহূর্ত জবাব দিল না আমস্লোপোগাস, জ্ঞান হারিয়েছে। ও মারা গেছে ভেবে কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিল নাড়া, কিন্তু তার আগেই আবার চেতনা ফিরে পেয়ে কথা বলল সে।

'এ আমি চাইনি, নাড়া,' বলল আমস্লোপোগাস। 'এভাবে মরতে চাইনি—এই পাথরের দু'পাশে কেউ কারও মুখ না দেখে। অথচ সেটাই ঘটবে। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, তোমাকে খাবার বা পানি যে এনে দেব, সে-শক্তি আর নেই আমার শরীরে।'

'কী হয়েছে তোমার, আমস্লোপোগাস?' জিজ্ঞেস করল নাড়া।

www.BanglaBook.org

'তুমি কি আহত?'

'আমার খুলি দু'ফাঁক হয়ে গেছে, নাডা। ডিঙ্গানের সেনাপতি কুঠার ছুঁড়ে ফাটিয়ে দিয়েছে মাথা। কী করে এখনও বেঁচে আছি, জানি না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কত দিন কেটেছে জানি না। খানিক আগে একটা শকুনের ঠোকর খেয়ে জেগে উঠলাম। দেখলাম, আমার চারপাশে সব কঙ্কাল পড়ে আছে। শকুনেরা মাংস খেয়ে ফেলেছে নেকড়ে আর মানুষের লাশের। ছোঁয়নি শুধু গালাজিকে। ওর বুকের উপর বসে আছে মরণকামড়... এখনও মরেনি... শকুন এলেই তাড়িয়ে দিচ্ছে প্রভুভক্ত কুকুরের মত। ওকে দেখার পর মনে পড়ল তোমার কথা, বহু কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি গুহার সামনে। কেন জেগে উঠলাম ভেবে কষ্ট হচ্ছে খুব। তোমাকে ফাঁদে পড়া খরগোশের মত দেখতে হলো আমাকে... জানতে হলো তুমি মারা যাবে। সান্ত্বনা এটুকুই—খুব শীঘ্রি আমিও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।'

'ওভাবে বোলো না, আমস্লোপোগাস। ভুলে যাও মৃত্যুর কথা। তার চেয়ে অন্যকিছু বলি। আমাদের ছেলেবেলার কথা... যখন আমরা হাতে হাত ধরে খেলতাম। কিংবা আমাদের প্রেমের কথা... যখন তুমি আমাকে হালাকাজিদের গুহা থেকে উদ্ধার করলে, আমাকে তোমার বউ বানালে। এই যে... ফুটো দিয়ে হাত বের করছি, তুমি আমাকে চুমো খাও, আমস্লোপোগাস। শেষবারের মত আমি তোমার ঠোঁটের স্পর্শ চাই।'

এক মুহূর্ত পর নাডার শীর্ণ হাত বেরিয়ে এল আমস্লোপোগাসের সামনে। অশ্রুসজল চোখে ওটা চেপে ধরল ও, চুমো খেল শুকনো ঠোঁটে। আবার ঢুকে গেল ওটা। পাথরের দু'পাশে পিঠ ঠেকিয়ে বসল ওরা এবার—দুর্ভাগা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। কাছে থেকেও যারা অনেক দূরে। ফিসফিসিয়ে বলতে শুরু করল প্রেমের কথা, ভালবাসার কথা। ভুলতে চাইল

www.BanglaBook.org

ওদের দুঃখ। যুদ্ধের বর্ণনাও শোনাল আমস্লোপোগাস, জানাল কীভাবে রাজার খুনে বাহিনীকে পরাস্ত করেছে ও আর গালাজি।

'এসবের পিছনে যিনিটার হাত আছে, কোনও সন্দেহ নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নাডা। 'ও-ই ডিঙ্গানকে লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের পিছনে।'

কথাটা শোনামাত্র অদম্য এক ক্রোধ অনুভব করল আমস্লোপোগাস। বলল, 'এখন আর আমি মরতে চাই না। বরং চাই একটু আয়ু, যাতে প্রতিশোধ নিতে পারি ওই ডাইনির বিরুদ্ধে... আমার প্রতিহিংসার আগুনে পোড়াতে পারি শয়তান রাজা ডিঙ্গানকে।'

'অমন কথা বোলো না, আমস্লোপোগাস,' অনুনয় করল নাডা। 'মরার সময় হিংসা নয়, ভালবাসার কথা শুনতে চাই আমি। তোমার প্রেম নিয়ে মরতে চাই... চাই তোমার নাম ঠোঁটে নিয়ে না-ফেরার দেশে যেতে। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না। গত কয়েক দিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি, তখন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নে তুমি ছিলে অনেক বয়স্ক, মাথার বাম পাশে ছিল একটা গর্ত... তোমার ওই কুঠার নিয়ে লড়াই করছিলে অচেনা শত্রুদের সঙ্গে, সাদা চামড়ার এক মেয়ে তাকিয়ে ছিল তোমার দিকে। তখনই মনে হলো, আরও অনেক দিন বাঁচবে তুমি। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বীরের মত যুদ্ধ করে মরবে, তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ততদিন।'

দুঃখের হাসি হাসল আমস্লোপোগাস। 'তোমার ওই স্বপ্নে একটা জিনিসই ঠিক দেখেছ। আমার খুলিতে সত্যি সত্যি গর্ত হয়ে গেছে... আর ওটার কারণেই বেশিক্ষণ বাঁচা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

নীরব হয়ে গেল নাডা। শক্তি ফুরিয়ে গেছে, কথা বলতে

www.BanglaBook.org

পারছে না। অবর্ণনীয় এক কষ্টে ছেয়ে গেল আমস্লোপোগাসের অন্তর। সহ্য করতে পারছে না নিজের অসহায়ত্ব। এত কাছে ওর প্রিয়তমা, অথচ কিচ্ছু করার নেই ওর। চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে নাডার মৃত্যু। শুধু যদি একটু শক্তি থাকত শরীরে... শুধু যদি একটু সাহায্য পেত কারও! জীবনে কতশত অসাধ্যসাধন করেছে ও, অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তটায় হয়ে পড়েছে শক্তিহীন... কোনও কিছু করতে অক্ষম। উপলব্ধিটা জল এনে দিল চোখে।

স্বামীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বুঝি ফুটো দিয়ে আবার হাত বের করল নাডা। জড়ানো গলায় বলল, 'কেঁদো না, আমস্লোপোগাস... আমার জন্য কেঁদো না। আমি একটা অপয়া মেয়ে, তছনছ করে দিয়েছি তোমার জীবন। শুধু এটুকু মনে রেখো, আমার ভালবাসায় খাদ ছিল না কোনও। যত দিন বেঁচেছি আমি শুধু তোমাকে ভালবেসেছি, মরণের পরেও আমি তোমাকেই ভালবেসে যাব।'

দু'হাত দিয়ে ওর বাহু ধরল আমস্লোপোগাস, চুমো খেয়ে কপাল ঠেকাল ওতে।

'আ... আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, আমস্লোপোগাস,' হঠাৎ বলল নাডা। 'সব ঘোলা হয়ে আসছে। এই-ই শেষ, আর জাগব না আমি। বিদায়, স্বামী... বিদায়, প্রিয়তম! আমি ভাগ্যবতী যে তোমার ভালবাসা পেয়েছিলাম। কখনও ভুলে যেয়ো না আমাকে।'

আমস্লোপোগাসের হাতের মুঠোয় তিরতির করে কেঁপে উঠল নাডার হাত। তারপরেই স্থির হয়ে গেল। ঝরে গেল জুলুদের পদ্মফুল।

পুবের আকাশে তখন সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পঁয়ত্রিশ

প্রতিশোধ

যে-সময় নাড়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল পাহাড়ি গুহায় বসে, ঠিক সে-সময় প্রান্তরের উপর দিয়ে কুঠার জাতির গ্রামে ফিরে আসছিলাম আমি, মোপো। যে-কাজে গিয়েছিলাম, তাতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছি। বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী গোত্রসর্দারকে ভিড়াতে পেরেছি নিজেদের দলে। ফুরফুরে মন নিয়ে এগোচ্ছিলাম, কিন্তু গাঁয়ের কাছে এসেই উবে গেল সব আনন্দ। কোথায় গ্রাম, পুরোটাই আগুনে পোড়া এক ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

ছুটতে ছুটতে ঢুকলাম গ্রামে। দেখা হলো একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে—হামলা থেকে বেঁচে গেছে এরা, আশ্রয় হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছে। ওদের মুখ থেকে জানতে পারলাম পুরো ঘটনা। আমস্লোপোগাস আর নাড়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওরা বলল, গালাজি ওদেরকে নিয়ে পালিয়ে গেছে; পিছু পিছু ধাওয়া করেছে রাজার সৈন্যরা। সবাই গিয়ে উঠেছে প্রেত-পর্বতে। সেখানে নেকড়ের গর্জন আর লড়াইয়ের আওয়াজ শোনা গেছে, তবে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে কেউ জানে না। গিয়ে দেখার সাহস হয়নি কারও।

'চলো ওখানে,' বললাম আমি।

www.BanglaBook.org

ইতস্তত করল ওরা, অভিশপ্ত প্রেত-পর্বতে পা রেখে প্রেতাত্মাদের রোষের শিকার হতে চায় না। জোরাজুরি করে কয়েকজনকে রাজি করিয়ে ফেললাম, ছোট একটা দল গড়ে রওনা হলাম পাহাড়ের উদ্দেশে। পলাতকরা কোন্ পথে গেছে, তা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। যেন পদচিহ্নের মত পিছনে ফেলে গেছে একের পর এক লাশ—শেয়াল-শকুনে খাওয়া, বিকৃত চেহারা সবক'টার।

জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ি চাতালে পৌঁছুতে সময় লাগল না। ওখানে পড়ে রয়েছে অগণিত কঙ্কাল, মাংস নেই গায়ে। একটামাত্র দেহ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পেলাম—গালাজির। ওর বুকের উপর বসে আছে বিশাল এক আহত নেকড়ে। আমাদেরকে দেখতে পেয়েই হামলা করবার ভঙ্গিতে ছুটে এল, কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

কঙ্কালগুলোর মাঝে এমন কোনও নমুনা দেখলাম না, যাতে মনে হতে পারে ওগুলোর কোনোটা আমস্লোপোগাস বা নাডার। তাই চলে গেলাম গুহার দিকে। আগে কখনও না দেখলেও এত গল্প শুনেছি, খুঁজে পেয়ে গেলাম এক চেষ্টাতেই।

ওখানে, গুহার সামনে, পড়ে থাকতে দেখলাম একটা নিস্পন্দ দেহ। ছুটে গেলাম। আমস্লোপোগাস—মাথার একপাশে বিশাল এক ক্ষত। রক্ত শুকিয়ে কালচে একটা আস্তর ফেলে দিয়েছে পুরো মুখে। দেহের বাকি অংশও ক্ষতবিক্ষত। তাড়াতাড়ি বুকে কান ঠেকালাম, মৃদু একটা ধুকপুক আওয়াজ শোনা গেল। বেঁচে আছে ও!

এবার নজর গেল গুহামুখ আটকে রাখা পাথরটার দিকে। ওটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে প্রাণহীন একটা হাত... আমার মেয়ের হাত। সবাই মিলে টানাটানি করে পাথরটা সরিয়ে আনলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা, উন্মুক্ত করলাম গুহামুখ। ভিতরে পেলাম আমার মেয়েকে। নাড়ি দেখার প্রয়োজন হলো না, এক পলকেই বুঝে ফেললাম, না-ফেরার দেশে চলে গেছে আমার বুকের ধন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, মৃত্যুর পরও ম্লান হয়নি ওর সৌন্দর্য। দেখে মনে হলো পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে ও।

উদ্‌গত আবেগ চাপা দিয়ে সঙ্গীদের দিকে ফিরলাম। বললাম, 'যে মারা গেছে, তাকে নিয়ে মাতম করে লাভ নেই। যে বেঁচে আছে, তার দিকে মনোযোগ দাও।'

ধরাধরি করে তুলে নিলাম আমস্লোপোগাসের দেহ। গুহার ভিতরে নিয়ে এলাম। জঙ্গল তছনছ করে খুঁজে বের করলাম বিভিন্ন লতাপাতা আর গাছের শেকড়। সেগুলো দিয়ে তৈরি করলাম ওষুধ। আমস্লোপোগাসকে খাওয়ালাম, শুরু করলাম ক্ষতের পরিচর্যা। নিজের ক্ষমতার সর্বস্ব ঢেলে দিলাম ওকে সুস্থ করে তুলতে। আর ছিলও বটে আমার ক্ষমতা! এমনি এমনি তো আর শাকার রাজ-চিকিৎসক হইনি। কয়েক দিন যমে-মানুষে টানাটানি চলল, এরপর ধীরে ধীরে রঙ ফিরতে শুরু করল ওর চেহারায়। বহু বছর আগে যেখানে গালাজি ওকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছিল, এবার সেখানে ওকে তৃতীয় জীবন দিলাম আমি।

এর আগেই গুহার মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে নাড়াকে কবর দিয়েছি আমরা। তার উপরে বিছিয়ে দিয়েছি পদ্মফুলের গোছা। গালাজিকেও কবর দেয়া হয়েছে ওর পাশে। জলপ্রহরী নামের গদাটা সহ শোয়ানো হয়েছে ওকে। এভাবেই জীবনের শেষ আশ্রয় হলো নাড়া আর গালাজির—আমস্লোপোগাসের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষদুটির। বেঁচে থাকতে বন্ধু হতে পারেনি ওরা, অথচ ভাগ্যের পরিহাসে মৃত্যুর পর সঙ্গী হলো পরস্পরের।

তিনদিনের মাথায় চোখ খুলল আমস্লোপোগাস। দুর্বল গলায় জানতে চাইল নাড়ার কথা। নিঃশব্দে ওকে কবর দেখিয়ে দিলাম।

www.BanglaBook.org

যা বোঝার বুঝে নিল আমস্লোপোগাস, কিছু না বলে চোখ মুদল আবার।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল ও। খুলির ভাঙা অংশটা ঢাকা পড়ে গেল নতুন চামড়ায়, তবে গর্ত হয়ে রইল, ওখানে চুল গজাল না আর। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চেহারা। আর কখনও হাসতে দেখিনি ওকে, শুধু দেখেছি সীমাহীন ক্রোধ। রুক্ষ, নিষ্ঠুর চেহারার এক মানুষে পরিণত হলো ও।

শীঘ্রি যিনিটার ব্যাপারে সব জানা গেল। মহাভোজ থেকে ফিরে আসা মেয়েরা ফাঁস করে দিল ওর কুপরিকল্পনার কাহিনি। তবে ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারলাম না, কারণ কয়েক দিন পরেই ডিঙ্গানের শহর থেকে বার্তা পেলাম আমার গুপ্তচরের—জানতে পারলাম যিনিটার পরিণতি। আরও জানলাম শহরের উপর আমাবুনাদের হামলা আর ডিঙ্গানের পালিয়ে যাবার খবর।

আমস্লোপোগাস ততদিনে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী করতে চায় ও। পূর্ব-পরিকল্পনা অব্যাহত রেখে ওকে সিংহাসনে বসাবার জন্য কাজ চালিয়ে যাব কি না।

মাথা নাড়ল আমস্লোপোগাস। 'আমার মন বদলে গেছে, মামা। রাজাকে আমি হটাতে চাই ঠিকই, কিন্তু সেখানে অধিষ্ঠিত করতে চাই না নিজেকে। আমি শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই নাডার মৃত্যুর, আর কিছু না। তারপর যা হয় হোক।'

'খুব ভাল বলেছিস, বাছা,' বললাম ওকে। 'আমারও তাই ইচ্ছে। তা হলে চল্, একসঙ্গেই প্রতিশোধ নেব আমরা।'

পরের কাহিনি বেশ দীর্ঘ, বাবা, কিন্তু সেটা বলে বিরক্ত করতে চাই না তোমাকে। তুষার গলে গেছে, তোমার ভৃত্যরাও ষাঁড় নিয়ে ফিরে এসেছে... পথে নামার জন্য নিশ্চয়ই উতলা হয়ে উঠেছ? বেশ, তা হলে সংক্ষেপে বলি বাকিটুকু। আমার নিজের সময়ও

www.BanglaBook.org

ফুরিয়ে আসছে।

ডিঙ্গানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তার ভাই আমপাণ্ডাকে ব্যবহার করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। এর জন্যেই তাকে বহুদিন আগে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম আমি, যাতে দরকারের সময় পাণ্ডার মত একটা অস্ত্র হাতে থাকে। ইঙ্কাম নদীর যুদ্ধের পর পাণ্ডাকে তার বাহিনী-সহ ডেকে পাঠিয়েছিল ডিঙ্গান, ভেবেছিল ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে পাল্টা আঘাত হানবে বোয়াদের উপরে। খবর পেয়ে পাণ্ডার গ্রামে ছুটে যাই আমি আর আমস্লোপোগাস, তাকে মানা করি ডিঙ্গানের কাছে যেতে। ভয় দেখাই, হাতের কাছে পেলে ওকেই সবার আগে খতম করবে সে, কারণ তার ধারণা—দুর্বল এই মুহূর্তে পাণ্ডা সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করছে। তার বদলে লোকজন নিয়ে পাণ্ডাকে নেটালে চলে যাবার পরামর্শ দিলাম।

তা-ই করল সে। নেটালে পৌঁছুনোর পর তাকে নিয়ে গেলাম বোয়া বাহিনীর প্রধানের কাছে, সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বোয়া আর পাণ্ডার সৈন্যরা মিলে একটা যৌথবাহিনী গড়ল, একসঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল ডিঙ্গানের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, বাবা, সেই জোটের পিছনে আমিই ছিলাম। ভয়াল সেই যুদ্ধের পিছনে মূল কারণ ছিল খুবই সামান্য—নাডার মৃত্যুর প্রতিশোধ।

ম্যাগোঙ্গোর যুদ্ধে আমরা অংশ নিয়েছিলাম কি না জানতে চাইছ? হ্যাঁ, বাবা, ছিলাম আমরা সেই লড়াইয়ে। ডিঙ্গানের বাহিনী যখন আমাদের পিছু হটতে বাধ্য করল, ভেবেছিলাম বুঝি সব শেষ। পরে আমিই গিয়ে বোয়া জেনারেল নঙ্গালাযা-কে নতুন যুদ্ধকৌশল বাতলে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম বোয়াদের পিছনে রেখে আমাদের... মানে কালোদের সামনে ঠেলে দিতে। শেষ পর্যন্ত শ্বাস-সংহারী ব্যবহার করে আমস্লোপোগাসই ডিঙ্গানের একটা রেজিমেন্টের মাঝ দিয়ে পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

www.BanglaBook.org

ওদেরকে দু'ভাগ করে দিয়ে চূড়ান্ত হামলা চালানো হয়, সেটাই নির্ধারণ করে দেয় যুদ্ধের ফলাফল। পালাতে বাধ্য হয় রাজার বাহিনী। ওদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করি আমরা, অবসান ঘটাই ডিঙ্গানের শাসনের।

ডিঙ্গান পরাজিত হলো, কিন্তু মরল না। আর যতক্ষণ ও শ্বাস ফেলছে, আমাদের প্রতিহিংসার আগুন নিভছে না। তাই আমস্লোপোগাসকে নিয়ে পাণ্ডা আর বোয়া জেনারেলের কাছে গেলাম আমি। বললাম, 'জানপ্রাণ দিয়ে আপনাদের সেবা করেছি আমরা। লড়াই করেছি, বিজয় এনে দিয়েছি। তার বিনিময়ে এবার আমাদের একটা অনুরোধ রাখুন। ডিঙ্গানকে ধাওয়া করতে দিন আমাদের। যে-গর্তেই ও মুখ লুকাক না কেন, সেখান থেকে বের করে আনব। প্রতিশোধ নেব আমাদের বিরুদ্ধে করা অন্যায়ের।'

শুনে হাসল ওরা। পাণ্ডা বলল, 'বেশ, যাও তোমরা। ডিঙ্গান মরলে আমরাও খুশি। শুভকামনা রইল।'

প্রয়োজনীয় লোকবল দেয়া হলো আমাদের সঙ্গে। দলবল নিয়ে শিকারে বেরুলাম আমরা—যেভাবে আহত পশুকে শিকার করে শিকারি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ধাওয়া করলাম ডিঙ্গানকে। আমফোলোজির জঙ্গলে হানা দিলাম, সেখান থেকে পালাল সে। থামল না কোথাও, বুঝতে পেরেছিল তার রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি আমরা। মাঝে কিছুদিনের জন্য হারিয়ে ফেললাম তাকে। পরে শুনলাম, সে তার ঘনিষ্ঠ কিছু লোক নিয়ে পোঙ্গোলো নদী পেরিয়েছে। অনুসরণ করে কোয়া মায়য়ো-র জঙ্গলে গেলাম আমরা, ফাঁদ পাতলাম ওর জন্য।

সেই ফাঁদেই ধরা পড়ল ডিঙ্গান। দু'জন লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল, ওর সঙ্গীদের ছুরি মেরে আটকে ফেললাম তাকে।

দেখামাত্র আমাদের দু'জনকে চিনতে পারল সে। মুখের ভাষা হারাল, থরথর করে কাঁপতে শুরু করল হাঁটু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, 'কী বলেছিলাম আমি, মনে পড়ে, রাজা? বলিনি, যে-হাত দিয়ে তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছি, সে-হাতেই তোমাকে আবার টেনে নামাতে পারব? সেটা সত্য হলো তো?'

জবাব দিল না ডিঙ্গান। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

একটু অপেক্ষা করে আবার মুখ খুললাম। 'আরেকটা কথা বলেছিলাম—যখন আবার দেখা হবে আমাদের, তখনই তুমি মরবে। এবার সেটাকে সত্য করার পালা।'

এবারও চুপ রইল ডিঙ্গান।

আমস্লোপোগাস বলল, 'আমার দিকে তাকাও, রাজা। আমি সেই আমস্লোপোগাস, যাকে হত্যা করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিলে তুমি। যারা পুড়িয়ে দিয়েছে আমার গ্রাম, তছনছ করে দিয়েছে আমার সুখের জীবন। কী ঘটেছিল সেই সৈন্যদের কপালে, জানো? অসুবিধে নেই, খুব শীঘ্রি ওদের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। তখন জিজ্ঞেস করে নিয়ো।'

গলা খাঁকারি দিল এবার ডিঙ্গান। 'এত লম্বা-চওড়া বক্তৃতা না দিলেও চলবে। আমাকে খুন করবে তো? করো। এখুনি খুন করে শেষ করো এই ঝামেলা।'

নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল আমস্লোপোগাসের ঠোঁটের কোণে। 'এখানে নয়, ডিঙ্গান, এখুনি নয়। কারণ নাডা নামের সেই পদ্মকুমারীর কথা ভুলে গেছ তুমি। আমি ছিলাম ওর স্বামী, আর মোপো ছিল ওর পিতা। কিন্তু হায়, তোমার কারণে নির্মম মৃত্যু হয়েছে ওর—পাহাড়ি এক গুহার মধ্যে আটকা পড়ে। টানা তিন দিন খাবার আর পানির অভাবে কষ্ট পেয়ে তিলে তিলে মারা গেছে বেচারি। অমন কষ্টের মৃত্যু ওর পাওনা ছিল না। এর জন্য তুমি দায়ী... হ্যাঁ, তুমি। তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব আমরা, নিজ চোখে দেখবে আমার প্রিয়তমার শেষ নিদ্রার স্থান। দেখা যাক

www.BanglaBook.org

তোমার পাথর হৃদয়ে অনুশোচনা সৃষ্টি হয় কি না। তারপর... শুধু তারপর মৃত্যু নামের মুক্তি জুটবে তোমার কপালে। চলো।'

ধরে-বেঁধে ডিঙ্গানকে নিয়ে গেলাম প্রেত-পর্বতে। পাহাড়ি ঢালের মাঝ দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে তুললাম তাকে সেই চাতালে। তখনও সেখানে পড়ে আছে তার সৈন্যদের হাড়গোড়। সেগুলো দেখিয়ে শোনালাম কী ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল ওদের। এরপর তাকে নিয়ে গেলাম গুহায়—নাডা আর গালাজির কবর দেখালাম, জানালাম কীভাবে মারা গেছে ওরা।

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না ডিঙ্গানের। হবে বলে ভাবিওনি। আর সেজন্যেই বিকল্প একটা ব্যবস্থা ভেবে রেখেছি। হাত-পা বেঁধে তাকে গুহায় ফেলে রাখলাম, পাথর টেনে বন্ধ করে দিলাম মুখটা—ঠিক যেভাবে নাডা আটকা পড়েছিল। ওরই মত টানা তিন দিন ওখানে বন্দি রইল সে, কোনও ধরনের খাবার বা পানি ছাড়া।

তৃতীয় দিনের শেষে আবারও গুহায় ঢুকলাম আমি আর আমস্লোপোগাস, তখন আমূল বদলে গেছে একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা ডিঙ্গান। মরেনি, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় শুকিয়ে গেছে দেহ, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমাদেরকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

'মেরে ফেলো আমাকে! মুক্তি দাও! প্রেতাত্মারা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।'

'তা হলে এ-ই তোমার আসল চেহারা?' তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম। 'কোথায় সেই মহাশক্তিশালী রাজা? দুটো প্রেতাত্মার ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ, তা হলে যখন হাজার হাজার প্রেতাত্মার দেখা পাবে, যাদেরকে তুমি হত্যা করেছ, তখন কী করবে? মরার পর ওরাই তো স্বাগত জানাবে তোমাকে!'

কেঁপে উঠল ডিঙ্গান। 'দয়া করো... দয়া করো আমাকে!'

www.BanglaBook.org

'দয়া?' রেগে গেলাম। 'কাকে কবে দয়া করেছ যে আজ আমাদের কাছে দয়া চাইছ? পারলে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও... আমস্লোপোগাসের বউকে ফিরিয়ে দাও, তারপর দয়া চাইতে এসো। পারবে?'

জবাব দিল না ডিঙ্গান। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'এবার নিজের পাপের স্বরূপ বুঝতে পেরেছ তুমি, ডিঙ্গান,' জলদগম্ভীর স্বরে বলল আমস্লোপোগাস, 'এবার তোমাকে মৃত্যু উপহার দেব আমরা। চলো, কাপুরুষের মৃত্যু অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

দু'জনে মিলে ধরাধরি করে ওকে গুহা থেকে বের করে আনলাম আমরা, নিয়ে গেলাম পাহাড়ের ধারে। ছুঁড়ে দিলাম পাহাড়ি এক খাদের ভিতরে। অনেক উপর থেকে নীচে আছড়ে পড়ল তার দেহ। পড়ার সময় চিৎকার করছিল, আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল তা।

মাথার উপর শকুনের ডাক শুনে মুখ তুলে তাকালাম। ওদের খাবার হতে চলেছে এককালের নিষ্ঠুর রাজার দেহ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ছত্রিশ

গল্পের সমাপ্তি

এখানেই শেষ পদ্মকুমারী নাডার গল্প, বাবা, শেষ হচ্ছে আমাদের প্রতিশোধ নেবার গল্প। দুঃখময় করুণ এক কাহিনি, কোনও

www.BanglaBook.org

সন্দেহ নেই... তবে সে-আমলে আমাদের জীবনটা ছিল এমনি দুঃখে গড়া। পরে অবশ্য সব পাল্টে গেল। পাণ্ডা যখন রাজা হলো, শান্তি ফিরে এল দেশে। সে ছিল খুব উদার মনের মানুষ।

বলার মত খুব বেশি কিছু আর নেই। জুলুল্যান্ডে থাকা আর সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে—দু-দু'জন রাজাকে খুন করেছি আমি। তাই এই নেটালে চলে এসেছিলাম। মন পাহাড়েরই [illegible] পুরনো শহর ডুগুযার কাছে।

শেষ যেখানে দেখেছিলাম... সেই পাহাড়ি খাদে আজও পড়ে আছে ডিঙ্গানের হাড়গোড়। এর কিছুদিন পর অন্ধ হয়ে যাই আমি। কে জানে... হয়তো বা এত বেশি কেঁদেছি, সেই কান্নাই ধুয়ে নিয়ে গেছে আমার দৃষ্টিশক্তি। এখানে এসে নাম পাল্টে ফেলি, নইলে দুই রাজা আর এক রাজপুত্র—শাকা, ডিঙ্গান আর আম্‌লাঙ্গানার খুনিকে শাস্তি দেবার জন্য ছুটে আসবে এদের অনুসারীরা। আমস্লোপোগাস আমাকে নিয়ে এসেছিল এখানে, নামধাম পাল্টে সেই থেকে ওঝা হিসেবে এখানে থাকছি আমি... পেরিয়ে গেছে বহু বছর।

ধনী আমি। যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে আমাকে অনেক গবাদি পশু দিয়েছিল পাণ্ডা, আমস্লোপোগাস সেগুলো পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল এখানে। দিনে দিনে সেই গরুর পাল বড় হয়েছে, ওঝা হিসেবে আয়-রোজগারও মন্দ হয়নি। মোটামুটি শান্তিতেই কাটিয়ে দিয়েছি বাকি জীবন। এখানে কেউ আমাকে চেনে না... কেউ ভাবতেই পারেনি, অন্ধ ওঝা যুয়িটি আর রাজার খুনি মোপো একই লোক। পরম যত্নে সে-সত্য চেপে রেখেছি আমি, এত বছর পর শুধু তোমাকে দিলাম নিজের সত্যিকার পরিচয়। আশা করছি যে-ক'দিন বেঁচে আছি, এ-পরিচয় তুমি অন্য কাউকে জানাবে না।

আমস্লোপোগাস? হ্যাঁ, ও ফিরে গিয়েছিল কুঠার জাতির গ্রামে,

www.BanglaBook.org

আবার কাঁধে তুলে নিয়েছিল সর্দারের দায়িত্ব। তবে আর কখনোই ওরা সেই পুরনো শৌর্য-বীর্য ফিরে পায়নি, যেমনটা পেয়েছিল হালাকাজিদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবার আগে। ডিঙ্গানের বাহিনীর আক্রমণে চিরদিনের মত খর্ব হয়েছিল ওদের শক্তি। তবে পাণ্ডা কখনও আর জ্বালাতন করেনি কুঠার জাতিকে, আমস্লোপোগাসকে থাকতে দিয়েছে তার নিজের মত। তা ছাড়া সে জানতেও পারেনি, আমস্লোপোগাস আসলে তার বড় ভাই শাকার ছেলে। নাডার মৃত্যুর পর রাজা হবার ইচ্ছে মরে যায় আমস্লোপোগাসের, মরে যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পরে কোমাবাকোসি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হয়েছিল ও, লড়াই করেছে বহু যুদ্ধে। পাণ্ডার মৃত্যুর পর ক্ষমতা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে দুই রাজপুত্র আমবুলোযি আর কেটেওয়ায়োর মধ্যে; টুগেলা নদীর তীরের সেই যুদ্ধে আমবুলোযির পক্ষে লড়েছে ও।

যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল আমবুলোযি, তাকে খুন করেছিল কেটেওয়ায়ো। আমস্লোপোগাস পরে যোগ দিয়েছিল বিপ্লবে, চেষ্টা করেছিল কেটেওয়ায়োকে উৎখাত করবার। সেই অপরাধে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড হতো ওর, যদি না জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিকারি... যাকে আমরা মাকুমাজান বলে ডাকি... রক্ষা করত ওকে। মাঝে মাঝে এখনও আমাকে দেখতে আসে আমস্লোপোগাস, ভালবাসে আগেরই মত; তবে শেষ সাক্ষাতের পর কেটে গেছে বহুদিন। শুনেছি উত্তরে কোথায় নাকি গেছে। না, সেই কাহিনির পুরোটা আমি জানি না, তবে শুনেছি এক সাদা নারীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার... ঠিক যেমনটা নাডা ওর স্বপ্নে দেখেছিল। মেয়েরা চিরকাল আমস্লোপোগাসকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই সাদা নারীর ইতিহাস আমি ভুলে গেছি, শুধু এটুকু জানি—ওসব ঘটেছে আমি বুড়ো হবার অনেক আগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার ডান হাতের দিকে তাকাও, বাবা। দৃষ্টি না থাকলেও মানসচোখে হাতটা আজও দেখি আমি—ভেজা, লাল হয়ে আছে দু-দু'জন রাজার রক্তে। দেখো, দেখো...

কথা শেষ হলো না মোপোর, হঠাৎ থেমে গেল সে। বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল মাথা। গল্পের শ্রোতা শ্বেতাঙ্গ যুবকটি এগিয়ে গিয়ে তুলে ধরল তার মুখ, দেখল—মারা গেছে সে।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG